ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ। ১ সংখ্যা। | ১লা মাঘ, বুধবার, ১৮১৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান, আমাদের দৃষ্টি অতিসঙ্কুচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আমরা বর্ত্তমানের অতীত ভূমি কিছুতেই দেখিতে পাই না। এই সঙ্কুচিতভূমি অতিক্রম করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে সেই বিশ্বাস দিয়াছ, যে বিশ্বাস দিয়া আমরা বর্ত্তমান অতিক্রম করিয়া দূরতম ভবিষ্যতে গিয়া উপনীত হই। বিশ্বাস সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তোমার মঙ্গলাভিপ্রায়ে একান্ত নিষ্ঠা উহার প্রাণ। সকল বিষয়ের মধ্যে উহা সত্য অন্বেষণ করে, সত্যের জয়ে আত্মজয় জানিয়া বিশ্বাস সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। সত্য হইতে কোন কালে স্খলন না হয়, তৎপ্রতি ইহার নিরতিশয় যত্ন। বর্ত্তমানের পরীক্ষা বিপদ, মান অবমান, ঘৃণা নিন্দা, জয় পরাজয়, অতিক্রম করিয়া সে সমুদায়ের অতীত স্থানে মঙ্গলের সাম্রাজ্য, মঙ্গলাভিপ্রায়ের জয় দর্শন করে, সুতরাং বিষাদ অশান্তি কখন তাহাতে স্থান পায় না। বিশ্বাসী ব্যক্তি ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইলে ক্লেশ অনুভব করিয়া যখন তোমার দিকে একবার তাকান, তখনই তাঁহার সকল ক্লেশ চলিয়া যায়, তোমার সত্য ও মঙ্গল তাঁহার হৃদয়ে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে সকল ক্লেশ হইতে প্রমুক্ত করে। সত্য দেখাইয়া দেয় কি জন্য ক্লেশ উপস্থিত, কিরূপে ক্লেশের কারণ অপনীত হইতে পারে। ক্লেশ অভাবমূলক, সে অভাব না গেলে ক্লেশ যাইবে কি প্রকারে? তোমার বিশ্বাসী সাধক যখন দেখিতে পান অভাব অপনয়ন করিবার জন্য তোমার মঙ্গল ভাব দ্বারা প্রেরিত হইয়া ক্লেশ আসিয়াছে, তখন আর তাঁহার বিষাদ করিবার কিছুই থাকে না। হে সত্যের অনন্ত প্রস্রবণ, তুমি আমাদের ক্ষীণ বিশ্বাসকে তোমার সত্যে পূর্ণ করিয়া উহাকে সবল কর। আমরা যদি সত্য পাই, আমাদের ক্ষীণতা দুর্ব্বলতা থাকিবে না। সত্য আমাদিগকে সকল প্রকারের ভয় হইতে বিমুক্ত করিবে। যেখানে সত্য সেখানে তোমার মঙ্গলাভিপ্রায় বুঝিতে আর বিলম্ব থাকে না। সত্য না দেখিলে আমরা তোমার ঠিক অভিপ্রায় কি কখন বুঝিতে পারি? যাহা বুঝি, তাহা মিথ্যা, আমাদের বাসনা রুচির কুহক। হে দেবাদিদেব, তাই তব চরণে ভিক্ষা এই, তুমি সত্য মঙ্গল হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমার সত্য-মঙ্গলরূপের প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি অন্ধ না হয়। আমরা আর কিছু দেখিতে চাই না, তোমার এই রূপ দেখিবার আমরা প্রয়াসী, তুমি কৃপা করিয়া ঐ মনোহর মনোমত রূপ দেখাইয়া আমাদিগকে

কৃতার্থ করিবে, এই আশা করিয়া বারবার তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি।

সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসবে নিমন্ত্রণ।

বৎসরে দুইটি প্রধান উৎসব। এ দুই উৎসব আসে কেন? কেশবচন্দ্র বলেন, "উহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান; আমরা সংসারের কীট, মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্ত পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসবসোপানে উঠি তখন তাহা দেখি।" এ কথা কি বৎসর বৎসর প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে না? যেখানে যত ভক্ত উৎসব করিয়াছেন, কিছু না কিছু এ কথার সত্যত্ব তাঁহাদিগের নিকটে প্রমাণিত হইয়াছে। ভাদ্র ও মাঘোৎসব চিরকালই আমাদিগকে পৃথিবীর অতীত স্থানে লইয়া গিয়াছে। আমাদের গৃহে এত অসুখের কারণ, অথচ ইহার মধ্যেও উৎসবের উদ্দেশ্য কোন দিন বিঘটিত হয় নাই। সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব উপস্থিত। উৎসবসংসৃষ্ট বাহ্য ব্যাপার কি হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু বৎসর বৎসর যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, এবারও তাহাই বলিতেছি,—উৎসব আমাদিগের নিকট স্বর্গের সোপান হইয়া স্বর্গের রূপোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইবে।

আমরা আমাদিগের বন্ধুগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি। তাঁহারা বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে উৎসবস্থানে আগমন করুন। তাঁহাদের ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস অসম্ভব সম্ভব করিতে সমর্থ। উৎসব কোন এক ব্যক্তির জন্য হয় না, কোন এক ব্যক্তির গুণে হয় না। উৎসবে সকলের হৃদয় সমবেত হইয়া ভগবানের প্রসাদলাভের জন্য আকুল হইয়া তাঁহার দিকে উন্মুখ হয়। এরূপ উন্মুখ হৃদয় কোন কালে কি বঞ্চিত হইতে পারে? যাঁহারা চিরদিন কৃপাসম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহজে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগ্রৎ হইয়া উঠে। বিশ্বাস সহকারে যে প্রার্থনা হৃদয় হইতে উত্থিত হয়, সে প্রার্থনা কখনই অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির চিত্ত সংসারের আঘাতে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, চারিদিকের ঘটনা দর্শন করিয়া নিরাশায় হৃদয় শুষ্ক এবং ভক্তি প্রেমের স্রোত মন্দীভূতপ্রায় হইয়া থাকে, তাঁহারও এ সময়ে উৎসবে বিমুখ থাকা উচিত নয়, কেন না অপর শত ব্যক্তির বিশ্বাস, ব্যাকুলতা ও ভক্তি তাঁহার মৃত প্রাণেও জীবনসঞ্চার করিবেই করিবে।

উসৎবে বিপদাশঙ্কা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অন্য সময়ে বিপদ যদি মঙ্গলে পরিণত হইয়া থাকে, তবে এ সময়ে তাহা হইবে না, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে? বিপদ্ আমাদিগের পরিচিত বন্ধু, বিপদ্ যখনই আসিয়াছে, তখনই তাহা হইতে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিপদ্ যদি আইসে আসুক, তাহাতে ঈশ্বর যাহা সকলকে বিতরণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা কখনই বিঘটিত হইবে না। স্বর্গের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়, ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। উৎসব যদি তাহাই করিয়া দেয়, তাহা হইলেই আমাদের কৃতার্থতা; এ সময়ে অন্ধকারের দিক্ ভাবিয়া নিরাশ্বাস হইবার প্রয়োজন কি? এক বার এই উপলক্ষে স্বর্গ দর্শন করিয়া যদি লইতে পারি, সমুদায় বৎসরের দুঃখ বিপদ্ বহন কিছু ক্লেশকর হইবে না। ফলতঃ আমরা যে দিক্ দিয়া দেখি উৎসবে নিমন্ত্রণ করিতে আমাদের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয় না। যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া ঈশ্বরের প্রসাদলাভের জন্য ব্যাকুল চিত্তে আসিবেন তাঁহাদের পক্ষে কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। অতএব ভাই ভগিনীগণ আসুন, আসিয়া প্রিয় উৎসব সম্ভোগ করুন, এই আমাদের নিবেদন।

কোন্ স্বরূপে সর্ব্বসমন্বয়?

আরাধনায় যে সকল স্বরূপ একটির পর একটি ব্যাখ্যাত হয়, তন্মধ্যে কোন্ স্বরূপে সর্ব্বসমন্বয়

হয়, ইহা আমরা যদিও উল্লেখ করিয়াছি, তথাপি কি কারণে অন্তিম ব্যাখ্যাত স্বরূপে সর্ব্বসমন্বয় হয়, ইহা আমরা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করি নাই। হৃদয়ের দিক্ দিয়া সর্ব্বসমন্বয় উল্লিখিত হইয়াছে, এ বার জ্ঞানের দিক্ দিয়া উহার উল্লেখ প্রয়োজন।

স্বরূপের স্ফুটত্ব ও অস্ফুটত্বে জাতীয় ভাবের ভিন্নতা উপস্থিত হয়, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে মানিয়া লইতে হইতেছে। ঈশ্বরবস্তু যে কোন জাতি গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বরবস্তুতে যত গুলি স্বরূপ মানবের জ্ঞানগোচর হইতে পারে তৎসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মানবগণের পক্ষে যুগপৎ সকল গুলি স্বরূপ অনুসরণ ও তদনুসারে জাতীয় উন্নতিসাধন সহজ নহে বলিয়া জীবনের বিকাশার্থ খণ্ডশঃ স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। সৎ, সত্য, বা স্বয়ম্ভু ইহা জাতিমাত্রের স্বরূপগ্রহণের সাধারণ ভূমি, কেন না ঈশ্বর আছেন, এ বিশ্বাস না থাকিলে কোন ধর্ম্মের আরম্ভই হইতে পারে না। চিৎ, চৈতন্য, বা জ্ঞান কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুট ভাবে গৃহীত হইয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে ক্রিয়াশালিত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ; ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর সৃষ্টি হইল, এ কথার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে। কোন জাতি জ্ঞানকে প্রধানরূপে, কোন জাতি শক্তিকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুজাতিমধ্যে জ্ঞান প্রধান য়িহুদীজাতিমধ্যে শক্তি প্রধান। হিন্দু জাতিতে জ্ঞান বা চৈতন্যের প্রাধান্যবশতঃ এখানে আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট, য়িহুদী জাতিতে আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট নহে। অনন্তস্বরূপের গ্রহণে উভয় জাতির তারতম্য সর্ব্বথা জাতীয় ভাবানুসারে ঘটিয়াছে। হিন্দুজাতির মধ্যে অনন্তস্বরূপ প্রস্ফুট, য়িহুদী জাতির মধ্যে অস্ফুট। অনন্তত্বজ্ঞান না থাকিলে ঈশ্বরজ্ঞান ঠিক হয় না, জাতীয় উন্নতির পথ অবরোধ হয়, সুতরাং কোন না কোন আকারে অনন্তত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। য়িহুদীজাতির মধ্যে এই অনন্তত্ব জ্ঞান অনাদি বা নিত্য (Eternal) এই ভাবের মধ্যে অস্ফুট ভাবে অবস্থিত, অথচ অনন্তত্বের কার্য্য এতদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ নিষ্পন্ন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই তিন স্বরূপসম্বন্ধে এ দুই প্রধান জাতির * পার্থক্য আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইতেছে।

হিন্দুজাতিতে চিৎস্বরূপ এবং য়িহুদী জাতিতে শক্তিমত্তার প্রাধান্যবশতঃ কি প্রকার ভিন্নতা উপস্থিত, এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৈতন্যের প্রাধান্যবশতঃ হিন্দুজাতিতে আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। এই আত্মার প্রাধান্যবশতঃ হিন্দুজাতিতে আত্মরতি নিতান্ত প্রবল, এখানকার ধর্ম্ম ব্যক্তিগত। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া একা একা ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, মিলিত ভাবে কখন ধর্ম্মসাধন করেন নাই। য়িহুদী জাতির মধ্যে আত্মরতি নহে আত্মত্যাগ। আপনাকে না ভাবিয়া কিসে জাতীয় উন্নতি হয়, কিসে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় ইহাই সে জাতির ধর্ম্ম। শক্তির প্রাধান্য লইলে এরূপ হওয়া যে স্বাভাবিক একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শক্তি যেখানে, জয়াকাঙ্ক্ষা সেখানে। যেখানে জয়াকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, সেখানে সমবেত কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ একা একা কিছুই করিয়া উঠিতে পারা যায় না। অপরের সহিত মিলিত হইতে গেলেই আত্মত্যাগ চাই; যে আত্মত্যাগ করিতে পারে না, আত্মার প্রতি অনুরক্ত, সে অপরের সঙ্গে এক হইবে কি প্রকারে? যেখানে আত্মরতি সেখানে সম্ভোগের, যেখানে আত্মত্যাগ সেখানে ক্লেশবহনের প্রাধান্য। হিন্দুজাতি আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহবাস সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত, য়িহুদী জাতি রাজাধিরাজ ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনের জন্য সর্ব্ববিধ ক্লেশবহনের জন্য অগ্রসর। হিন্দুজাতির ঈশ্বর সখা, য়িহুদী জাতির ঈশ্বর রাজা। হিন্দুজাতির ঈশ্বর প্রিয়, য়িহুদী জাতির ঈশ্বর অনুগ্রাহক নিগ্রাহক। হিন্দুজাতি বৈরাগ্যপ্রধান, কেন না

* বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা, মুসলমানধর্ম্ম ইহুদী জাতির ধর্ম্মের অন্তর্গত। খ্রীষ্টধর্ম্ম য়িহুদী ধর্ম্মের চরম পরিণাম। সুতরাং হিন্দু ও ইহুদী এই দুই জাতীর ধর্ম্মের আলোচনাতেই সকল প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা হইয়া থাকে।

প্রিয় ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সমুদায় বিষয়ে তাঁহার বিরাগ, য়িহুদী জাতি বিবেকপ্রধান, কেন না সর্ব্বদা অনুগ্রাহক নিগ্রাহক ঈশ্বরের আদেশপালনে ব্যস্ত। হিন্দুজাতিতে ঈশ্বরানুরাগ ও য়িহুদী জাতিতে ঈশ্বরভয় প্রধান।

হিন্দুজাতি হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম জগৎ ও জীবনিরপেক্ষ অনন্ত জ্ঞান এবং এই অনন্ত জ্ঞানের অবতরণে বিশ্বাস দান করিয়া এ দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। হিন্দুজাতিতে আত্মরতি প্রধান; ঈশ্বরের সহিত যোগসম্বন্ধে এক হইয়াও আত্মাকে তাঁহারা উড়াইয়া দেন নাই। 'ব্রহ্মাহমস্মি' আমিই ব্রহ্ম এই বলিয়া তাঁহারা আত্মাকে প্রধান করিয়া রাখিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আত্মাকে উড়াইতে গিয়া বিদ্বেষভাজন হইল, পরিশেষে অনাত্মবাদের নিন্দায় দেশ হইতে তাড়িত হইল। সাধারণের বিশ্বাস এই, বেদবিরোধিতা জন্য বৌদ্ধগণ তাড়িত হইলেন, কিন্তু সে কথা সম্যক্ নহে। বেদান্ত পুরাণাদিতে বেদের বিরুদ্ধে এত কথা আছে যে, বৌদ্ধগণএকা তদ্বিষয়ে অপরাধী কিপ্রকারে নির্দ্ধারিত হইবেন। সে যাহা হউক, বেদান্তের প্রপঞ্চাতীত শিবস্বরূপ হিন্দুগণের প্রিয়ভাবাপন্ন ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়ত্ব আরও ঘনীভূত হইল, সাধকগণের হিতার্থ তাঁহার নানাভাবে অবতরণ হিন্দুগণেতে ভক্তি প্রেম উদ্দীপিত করিল। হিন্দুগণ ঈশ্বরকে প্রেমরূপে গ্রহণ করিলেন, য়িহুদীগণের নিকটে তিনি পুণ্যস্বরূপরূপে প্রকাশিত হইলেন। হিন্দুগণের ঈশ্বর সখা সুহৃৎ প্রাণেশ্বর, য়িহুদীগণের ঈশ্বর শাস্তা, প্রভু, রাজা, পিতা। প্রাণেশ্বর ও পিতা, ইহা এ দুই জাতির ঈশ্বরভাবের চরম অভিব্যক্তি। চৈতন্যের তিনি প্রাণেশ্বর, ঈশার তিনি পিতা। চৈতন্য বিষয়বিরাগী হইয়া ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত, ঈশা আত্মত্যাগী হইয়া ঈশ্বরের পুণ্য ইচ্ছার সর্ব্বদা অনুগত। হিন্দুগণমধ্যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব অভিমত ইষ্টদেবতার অদ্বিতীয়ত্বে পর্য্যবসন্ন য়িহুদীজাতিমধ্যে অদ্বিতীয়ত্ব জাতীয় ঈশ্বর ভিন্ন বিজাতীয় ঈশ্বরের তিরোধায়ক। এই অদ্বিতীয় স্বরূপ বিনা প্রেম ও পুণ্যের সম্যক্ অভিব্যক্তির সম্ভাবনা নাই, কেন না একেতে অভিনিবেশ ভিন্ন অব্যভিচারী প্রেমের অভ্যুদয় হয় না, পুণ্য স্থিরতা লাভ করে না।

উভয় জাতিমধ্যে স্বরূপসমূহের ক্রমসন্নিবেশ হইয়া প্রেম ও পুণ্য এই দুই স্বরূপে সমুদায় স্বরূপ ঘনীভূতরূপে নিবিষ্ট হইয়াছে। এক দিকে চৈতন্য আর এক দিকে ঈশা, এ দুই স্বরূপ আপনাদের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া পৃথিবীকে দেখাইয়াছেন। "শান্তং শিবমদ্বৈতমে" * ব্রাহ্মসমাজের কেবল হিন্দু ভাবাপন্ন সময়ে আরাধনার পর্য্যবসান হইত। য়িহুদী ধর্ম্মের ভাব হিন্দু শোণিতে প্রবেশ ঘটিলে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বাক্য সংযুক্ত হইল। প্রেম ও পুণ্য 'এ দুই যদি দুই বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মোন্নতির' জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে এই দুই স্বরূপের মিলন হইলেই দুই জাতির মিলন হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কেশবচন্দ্র এ দুই স্বরূপের মিলনসম্বন্ধে তাঁহার দৈনিক প্রার্থনায় (১ম ভাগ ১৬ পৃ) বলিয়াছেন "পুণ্য ও প্রেমে মিলে হ'ল আনন্দস্বরূপ।" এ কথার অর্থ কি? প্রেম ও পুণ্য মিলিত হইলে আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, এ কথা কি সত্য? পুণ্যবর্জ্জিত প্রেমে আনন্দ নাই, প্রেমবর্জ্জিত পুণ্যে আনন্দ নাই, এ কথার দ্বারা ইহাই আসিতেছে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা যে সত্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঈশ্বরেতে দুঃখ শোক নাই কেবল আনন্দ, জীবেতে দুঃখশোকবিমিশ্র সুখ। এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? অপূর্ণতা। যেখানে অপূর্ণতা আছে, সেখানে বাধা বিঘ্ন দুঃখের কারণ। অপ্রতিহত ভাবে আমাদের প্রকৃতির কার্য্য চলিলে সুখানুভব হয়, কার্য্য প্রতিরুদ্ধ হইলে দুঃখ হয়। যদি

* "আনন্দরূপমমৃতং" এই বেদান্তবাক্যমধ্যস্থ আনন্দের কোন উল্লেখ না করিবার কারণ এই যে, এ আনন্দ জীব ও জগতের সৌন্দর্য্যের বিকাশক, সুতরাং শিবস্বরূপের তদ্দ্বারা পুষ্টিসাধন ঘটিতেছে বলিয়া তৎস্বরূপের অন্তর্ভূতরূপে উহা এ স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম যে অনন্ত জ্ঞানের প্রপঞ্চাতীতত্ব স্থাপন করিয়াছে তদ্ভাবানুসারে এ স্থলে শিবস্বরূপ গৃহীত হওয়াতে প্রপঞ্চগত আনন্দের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রপঞ্চগত আনন্দ লইয়া তান্ত্রিক অপধর্ম্মের অভ্যুদয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকারপ্রাপ্তি।

আমাদিগের প্রেম থাকে অথচ পুণ্যের অভাব হয়, তাহা হইলে পাপ কলঙ্ক উপস্থিত হইয়া শীঘ্র প্রেমকে কলুষিত করিয়া ফেলে। তখন প্রেমে সুখ অভিব্যক্ত হওয়া সুদূরে, উহা হইতে দুঃখই হয়। আবার যদি আমাদিগের কেবল পুণ্য থাকে, তাহার সঙ্গে প্রেম মিলিত না হয়, তাহা হইলে শুষ্ক কঠোর রসবর্জ্জিত পুণ্য ক্লেশাস্পদ হইয়া উঠে। প্রেমের সহিত পুণ্য মিলিত হইয়া যদি উহাকে পাপস্পর্শবর্জ্জিত করে, তবে সে প্রেম আনন্দের উৎস হয়, অন্য কথায় আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। অন্য দিকে আবার পুণ্যের সহিত যখন প্রেম আসিয়া মিলিত হয়, তখন অনুরাগ-প্রভাবে সমুদায় বিপৎ পরীক্ষা ক্লেশ হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, সুখের অভিব্যক্তি অপ্রতিহত থাকে। সুতরাং বলিতে হইবে প্রেমপুণ্য যখন সাধকহৃদয়ে মিলিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দস্বরূপ নিত্য বিরাজমান থাকেন। 'সচ্চিদানন্দ' এই বাক্য মধ্যে এইরূপ সমুদায় স্বরূপের সন্নিবেশ হয়। পুণ্য ও প্রেম যদি হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্মের চরম পরিণতি হয় এবং এ দুইয়ের মিলনে যদি উভয় ধর্ম্মের মিলন সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সে মিলন আনন্দে হইতেছে, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্মের চরম পরিণতি এখন পৃথিবীস্থ সমুদায় ধর্ম্মের প্রতিনিধি, সুতরাং বলিতে হইবে, আনন্দস্বরূপে সমুদায়ের মিলন ঘটিতেছে।

হরিনাম ও মানাম।

ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের প্রভাবে হরিনাম প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই হরিনাম অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেক শান্তিপাঠের সঙ্গে হরিনামসংযুক্ত। সকল প্রকার ক্লেশের নিবৃত্তির জন্য শান্তি সহ হরিনাম সংযুক্ত। ক্লেশহরণের জন্য যদি হরিনাম প্রাচীন কালে শান্তি পাঠে উচ্চারিত হইত, কালে সেই নাম যে, সমুদায় জাতির ঈশ্বরবাচক প্রধানতম নাম হইবে, ইহা আর অসম্ভব ব্যাপার কি? কোন্ গৃহে শান্তি উচ্চারিত হয় নাই, কোন্ পরিবার শান্তির ভিখারী নহে। সকল পরিবারে এই প্রকার হরিনাম প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় ভারতবর্ষের উহা জাতিসাধারণ ঈশ্বরবাচক শব্দ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য এই জাতিসাধারণ ঈশ্বরবাচক শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক আপামর সাধারণ সকলকে বিতরণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে এ নাম প্রচলিত ছিল, তিনি কেবল এই নামের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া তৎপ্রতি জনসাধারণের অচলা ভক্তি স্থাপন করিয়া দিলেন। কলিকালে হরিনাম বিনা আর গতি নাই, হরিনামে জীবের পরিত্রাণ, তিনি এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই বচন বালক হইতে বৃদ্ধ সকলেরই মুখে নিয়ত শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের সময়ে তাঁহার ভক্তবৃন্দ মধ্যে কেহ কেহ লক্ষাধিক নাম প্রতিদিন জপ করিতেন। মনে মনে নাম জপ বৈষ্ণবগণ ধ্যানের সদৃশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। মনে মনে নাম জপ ব্যতীত উচ্চৈঃস্বরে জপকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে, হরিনামের ধ্বনি যত দূর যায়, তত দূর পবিত্র হয়, জীবগণের উদ্ধারের উপায় হয়। হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক হরিনাম করিলেই জীবের উদ্ধার হয়, এ বিশ্বাস সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রবল হইলেও নামাপরাধ অর্থাৎ নামের বলে পাপে বুদ্ধি হইলে নামে কিছু ফলোদয় হয় না, ইহা যখন জ্ঞানী বৈষ্ণবগণ অবগত আছেন, তখন ঐ মতের দ্বারা যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা নিবারণ হইতেছে।

মাতৃনাম প্রাচীন কালে ছিল না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু এই নাম প্রধানতঃ প্রকৃতির প্রতি প্রযুক্ত হইত। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের শক্তি এ দুই অভিন্ন বলিয়া,

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

ভগবদ্গীতার এই বাক্যে ঈশ্বরকেও মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জগতের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন, ইহাই হিন্দুগণের সাধারণ রীতি, শাস্ত্রে এইরূপ ভাবেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মতি বুদ্ধি প্রভৃতি যত প্রকার শক্তির বিকাশ আছে, তৎসহকারে মাতৃভাবের সংযোগ দৃষ্ট হয়। অতএব বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয়ই মাতৃভাবের সহিত সংযুক্ত ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মে প্রধানতঃ কার্য্যগত ব্রহ্মদর্শনই প্রবলতর, সুতরাং তন্ত্রে মাতৃভাবসম্বন্ধে যেরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়। অধিকাংশ শক্তির উপাসকগণমধ্যে মাতৃভাবে অর্চ্চনা না হইয়া অদ্বৈতবাদের ভাবে অর্চ্চনা হইয়া থাকে, ইহা নিতান্ত গর্হিত, পাপের প্রবর্ত্তক। ঈদৃশ পন্থা দেশের পতনের অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার উল্লেখও সমুচিত নয়।

আমাদের মধ্যে হরিনাম যে প্রকার স্বরূপদ্যোতক, মাতৃনাম তেমনি সম্বন্ধদ্যোতক। এক মাতৃসম্বন্ধের ভিতরে সকল সম্বন্ধ সন্নিবিষ্ট। মাতৃসম্বন্ধমধ্যে সমুদায় সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে সাধকের শিশুত্বলাভ প্রয়োজন। শিশু না হইয়া মা-নামগ্রহণ সাধকের পক্ষে উচিত নয়। কেন না এখনও তাঁহার সে নাম গ্রহণে অধিকার জন্মায় নাই। সাধক অনন্তের সহিত যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তত আপনাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র দেখিতে পান। এই ক্ষুদ্রত্ব তাঁহাতে শিশুত্ব আনিয়া উপস্থিত করে। তিনি ঊর্দ্ধ, অধঃ, দক্ষিণ ও বাম চারিদিকে অনন্তকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। অনন্তের আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিমুক্ত দেখিতে পান না। তিনি দেখিতেছেন, অনন্ত হইতে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান প্রেম পুণ্য তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতেছে, আর আত্মা দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। তিনি কখন কোন সময়ে কোন অবস্থায় অনন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। সেই অনন্তের ভিতরে তিনি বিবিধ সম্বন্ধ অনুভব করেন। একাধারে সকল সম্বন্ধ তিনি নিবিষ্ট দেখিতে পান। যাঁহার স্তন্যপান করিয়া তিনি প্রতিনিমেষ জীবন ধারণ করিতেছেন, তিনিই তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন, শাসন করিতেছেন, যখন যাহা প্রয়োজন সকলই যোগাইতেছেন। যখন সাধক শিশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র জীবন, প্রাণ, পরিপুষ্টি, স্থিতি সেই অনন্তেতেই দেখিতেছেন, তখন সেই অনন্তকে তিনি মা বলিয়া না ডাকিয়া আর থাকিতে পারেন না। পৃথিবীর শিশুর সম্বন্ধে মা যেমন সকল সম্বন্ধের আধার, সাধকের নিকটে মার মা তেমনি সকল সম্বন্ধের আধার হইয়া প্রকাশ পান। এক দিকে শিশু, আর এক দিকে মা, ইহা সিদ্ধ না হইলে নবধর্ম্মের পূর্ণতালাভ হইল না। নবধর্ম্ম হরিতে যেমন সমুদায় স্বরূপের, তেমনি মাতে সমুদায় সম্বন্ধের সন্নিবেশ করিতেছেন। হরিতে প্রেম পুণ্য প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রেমপুণ্য যখন ভিতরে সাধক মিলিত দেখেন, তখন মার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি আনন্দের সাগরে ভাসিতে থাকেন, সুখস্বরূপ আনন্দময়ী জননী তাঁহাকে আপনার ক্রোড়ে চিরকালের জন্য স্থাপন করিয়া কৃতার্থ করেন। নবধর্ম্মের সকল লোক হরিনামে প্রমত্ত হইয়া মার চরণকমলের মধুপানে চিরকৃতার্থ হইবেন ইহাই আমাদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মের কোন এক অঙ্গকে অধঃকরণ করিয়া তৎসহ সমসম্বন্ধে সংযুক্ত অপর অঙ্গকে সমগ্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের বিকার পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যেও যদি সেই দোষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর জীবনে নববিধান পূর্ণ হইল কোথায়?

আমি যাহা উপলব্ধি করি, আমার যত টুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাই সমগ্র ধর্ম্ম বলিয়া উপস্থিত করিবার জন্য প্রতিমানুষই নিতান্ত ব্যগ্র। আমাতে যদি ভাব না থাকে, অপরেতে ভাববিকাশ,

দেখিলে ভাবুকতা বলিয়া উহার নিন্দা করি। আমাতে যদি যোগ না থাকে, তবে এই কথা বলিয়া যোগযুক্ত ব্যক্তিকে উপহাস করি, কেবল যোগ যোগ করিয়া স্বপ্নদর্শী হইলে কি আর প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতি হয়? উৎসাহ চাই, উদ্যম চাই, সর্ব্বদা কার্য্যকুশলতা চাই। এইরূপে আমরা অপরকে বাদ দিয়া আপনাকে বড় করিয়া থাকি। ইহা মনে থাকে না, অপরের যাহা আছে আমার তাহা নাই, উহা আমাকে অর্জ্জন করিতে হইবে।

মতের বিশুদ্ধি রক্ষা করা সকল সময়ে সহজ নহে। অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিদ্বানেরাও কোন একটি মতের পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বোপরি তাহাকে স্থান দিতে গিয়া দূষিত মতে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদিগের ইহা জানা উচিত যে, পৃথিবীতে যে এত ভিন্ন ভিন্ন মত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলে সত্য আছে। যেখানে এক মত অন্য মতের সহিত বিরোধী হয়, সেখানে বিরোধস্থলে অসত্যাংশ আছে; যে অসত্যাংশ পরিত্যাগ না করিলে মতদ্বৈধ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অসত্যাংশ পরিত্যাগ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক উভয় মতের দোষ গুণ বিচার করা প্রয়োজন। পূর্ব্বসংস্কার চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে, চরিত্রের মূল সংশোধন না করিলে পূর্ব্বসংস্কার পরিহার সহজ নহে। ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্নতা ভিন্ন ইহা কোথাও সিদ্ধ হয় নাই, কোথাও সিদ্ধ হইতে পারে না।

কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন?

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

লোকের নিন্দাভয়ে কেশবচন্দ্রের যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে আমরা তাঁহাকে কখন বঞ্চিত করিব না। তাঁহার জীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে ইহা বলিতে আর ভয় কি? তাঁহার জীবন বৎসর বৎসর প্রকাশ্যে আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, যদি তাহা সাধকগণের জীবনের পক্ষে সহায় না হয়। কেশবচন্দ্রের জীবনে যে সকল মূলতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে সকল তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তিনি পৃথিবীতে যখন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন তখন একা সে সকল মূলতত্ত্বের কল্যাণকর প্রতাপ সম্ভোগ করেন নাই, কিন্তু সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ উহা সম্ভোগ করিয়াছে। আমরা কি জানি না, তাঁহাতে যখন যে ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে, উহার প্রভাব তৎক্ষণাৎ সমাজের সকলের জীবনে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে দেহে অবস্থান কালে যাঁহার জীবনের প্রভাব এই রূপে সকল বিশ্বাসী জীবনে বিস্তৃত হইয়াছে, তিনি এখন পৃথিবীতে দেহে নাই বলিয়া কি সে প্রভাব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে? এ সকল জীবন কোন কালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় না, হইতে পারে না। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্বসকল চারিদিকের বায়ুমণ্ডলমধ্যে নিয়ত আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছে। সত্য বটে কেশবচন্দ্র এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এক জনও মনের মানুষ রহিল না, কেবল কয়েক খানি গ্রন্থমাত্র রহিল; এ সময়ে তাঁহার পরিশ্রম সমুচিত ফল বহন করিল না, কিন্তু দশ সহস্র বৎসর পরেও অন্ততঃ উহা ফলবান্ হইতে পারে; স্বাধীনতা ও প্রেম এ দুয়ের বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ এত দূর স্বাধীন হইয়া পড়িলেন যে,তাঁহাকে বা পরস্পরকে আর গ্রাহ্য করেন না; স্বাধীনতা বাড়িল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেমের বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াই যে অকালে বিনষ্টপ্রায় হইল। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশা ও বিশ্বাসও ভূয়োভূয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া যেমন এক দিকে নিরাশা উপস্থিত হয়,অন্য দিকে আবার আশা ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া মন উৎসাহান্বিত হয়। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজোপযোগী মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিলেন; যাই নববিধানের মূলতত্ত্ব একাত্মতা তাঁহাতে প্রকাশ পাইল, অমনি সকলে পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। কেশবচন্দ্রের শেষ একাত্মতার জীবন ও একাত্মতাকে মণ্ডলীগত ধর্ম্ম করিবার জন্য যত্ন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি Utopia (মনঃকল্পিত রাজ্য) লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এই নিন্দা তাঁহার সম্বন্ধে রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার বন্ধুগণ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা আশ্রয় করিয়া তাঁহার নামে নিন্দা আরও দৃঢ়মূল করিতেছি। এখনও আমাদের জাগ্রৎ হইবার সময় অতিবাহিত হয় নাই; ঈশ্বরপ্রসাদে যদি এখনও আমরা জাগিয়া উঠি, এবং কেশবচন্দ্র যে পথ দিয়া একাত্মতাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই পথ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করি, তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিব, তিনি যাহা সম্ভোগ করিয়াছিলেন আমরা তাহা সম্ভোগ করিব। আমরা কতক দূর অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পথে বসিয়া পড়িয়াছি,এখন আর আমাদের জীবনে এমন বল শক্তি উদ্যম উৎসাহ নাই যে, সকল অবসন্নতা দূরে পরিহার করিয়া আবার সতেজে কেশবচন্দ্রের গম্য পথ দিয়া ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হই। সকল প্রকার অবসন্নতা ও ঔদাসীন্য বর্জ্জন না করিলে সে পথে চলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যদি একবার আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করি, অন্য দিকে দৃষ্টি আর তিলার্দ্ধের জন্য না রাখি, তিনি যে দিক্ দিয়া লইয়া যান, সেই দিক্ দিয়া চলিতে থাকি, তবে আমাদিগের জীবনেও অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। আজ কেশবচন্দ্রের জন্ম দিনে এ সম্বন্ধে নবীন প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়, আমরা সকল প্রকারের ভয় ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়, কেশবের জীবনপথ অবলম্বন করি; তাঁহার জীবনপথে অবিশ্রান্ত চলিয়া কৃতকৃত্য হই।

ভ্রমণ ও প্রচার বৃত্তান্ত।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

আমরা বক্তৃতান্তে দ্রুতগতি লাক্‌শামে প্রত্যাগমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপন পূর্ব্বক প্রায় দেড় মাইল দূরে ষ্টেশমাভিমুখে ধাবিত হই। দুইটার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া পাঁচটার সময় ত্রিপুরা জিলার সবডিবিজন চাঁদপুরে প্রত্যাগমন করি। ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া নারায়ণগঞ্জাভিমুখে যাত্রা করা যায়। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা নারায়ণগঞ্জে উপনীত হই। সেখানে বিধানবাদী শ্রীমান্ ডাক্তার অভয়াচরণ দাসের আবাসে রজনী যাপন করিয়া পর দিন রবিবার প্রত্যূষে ফেরী ষ্টীমারে মুন্‌শিগঞ্জ সবডিবিজনে যাত্রা করি। মুন্‌শিগঞ্জের সবডিবিজন আফিসর প্রীতিভাজন শ্রীমান্ গগনচন্দ্র দাস। আমরা মেল ষ্টীমারে কমলাঘাটে পঁহুছিয়া তথা হইতে ক্রোশাধিক অন্তর মুন্‌শিগঞ্জে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইব ভাবিয়া আমাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য কমলাঘাটে নৌকা ও লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদিগকে না পাইয়া নৌকা ফিরিয়া যায়। আমরা ফেরী ষ্টীমারে মুন্‌শিগঞ্জে বেলা ৮টার সময় উপস্থিত হই। সে দিন তথাকার নববিধানসমাজগৃহে উপাসনা ও বক্তৃতার আয়োজন করিবার জন্য গগনচন্দ্রের প্রতি ভারার্পিত হইয়াছিল। সেই দিন একটি ব্রাহ্মও মুন্‌শিগঞ্জে ছিলেন না,সমাজগৃহে কুলুপ বদ্ধ করিয়া সম্পাদক নিজালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। স্কুল বন্ধ ছিল ও মুন্‌সেফী আফিস পরদিন হইতে বন্ধ ছিল, তজ্জন্য এখানে কোন কার্য্য হইতে পারে নাই। দুইবেলা পূর্ণমাত্রায় ভোজনমাত্র হইয়াছিল।

তৎপর দিন ২০শে আশ্বিন প্রাতে ফেরি ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জে পঁহুছিয়া মধ্যাহ্নে রেল পথে ঢাকায় উপস্থিত হওয়া যায়। ঢাকা হইতে শ্রীমান্ হরলাল রায়কে কলিকাতায় যাত্রার জন্য বিদায় দান করিয়া আমি ২৪শে আশ্বিন পাঁচদোনা গ্রামে নিজালয়ে উপস্থিত হই। তৎপর ঢাকায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান পূর্ব্বক ৭ই কার্ত্তিক ঈশ্বরপ্রসাদে সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছি। ঢাকা নগরে কয়েক দিন পারিবারিক উপাসনা-কার্য্যমাত্র করিয়াছিলাম। এ যাত্রায় ভগবৎকৃপা অনেক সম্ভোগ ও ভগবল্লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া গিয়াছে।

প্রচার বৃত্তান্ত।

(ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে প্রাপ্ত।)

বিগত কল্য রাত্রে এখানে (রাঁচিতে) আসিয়াছি। দশ দিবস হাজারিবাগে ছিলাম। প্রায় প্রতিদিন বাড়ীতে বাড়ীতে ঊষা কীর্ত্তন করিয়াছি। শ্রীযুক্ত ভ্রাতা দীননাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে আদরে গৃহীত হইয়া কয়েক দিন তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করি। প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করিয়াছি। ঈশার জন্মোৎসব ব্রাহ্মসমাজে হইয়াছিল। তাহাতে কয়েকটী শ্রদ্ধাবান্ উকিল যোগ দেন। এক দিন রাত্রিতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে উপাসনা করি। স্বর্গীয় ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় রাজগোপাল বাবুর পত্নীর অনুরোধে তাঁহার বাটীতে এক দিন প্রাতে উপাসনা করি, এবং তদনন্তে ভোজনও করি। ভাই দীননাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে তিন দিন সংকীর্ত্তন করি। এখানে কেনারী নামে একটী পর্ব্বত আছে, আমরা ৪ জন বন্ধু পুস পুস বা পুষ্পরথে চড়িয়া গমন করি ও পর্ব্বতে চড়িয়া এক সমতল স্থানে প্রস্তরের উপরি বসিয়া অন্তর্ম্মুখী চক্ষের কথা প্রসঙ্গ করি। প্রসঙ্গ করিতে করিতে চারি দিকের শোভার ভিতরে অতুল শোভার আধার দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া স্থিরভাবে প্রায় ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকি, এবং সন্ধ্যা সমাগতি দেখিয়া অবরোহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করি ও বনফল খাইতে খাইতে যে স্থানে গাড়ী থাকিতে বলিয়াছিলাম সেই স্থানে উপনীত হই। পাহাড়টী অতি সুন্দর। আশঙ্কা ছিল যে আজ খ্রীষ্টমাস,হয়ত কত সাহেব বিবি এ পর্ব্বতে আসিয়া থাকিবেন, কিন্তু কেহ না আসায় আমাদের সমাধির কোন প্রতিবন্ধক হয় নাই। রবিবাসরিক প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনা ব্যতীত সময়ে সময়ে সদালোচনা করিয়াছি। একটু সর্দ্দি কাসি হওয়াতে সময়ে সময়ে কার্য্যের ব্যাঘাত হইত। সেই জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও কোন প্রকাশ্য বক্তৃতা দিতে পারি নাই। এখানে প্রথম সহরে প্রবেশ করিয়া একটী ভদ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি সাদরে বসাইয়া কিছু জলযোগের পর তাঁহার ভ্রাতাকে সঙ্গে দিয়া আমাকে ভ্রাতা রাইচরণ রায় মহাশয়ের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। আমি ভ্রাতার আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতেছি। অদ্য এই পর্য্যন্ত।—

প্রাপ্ত।

স্বর্গীয় হলধরচন্দ্র নাথ।

উক্ত মহাত্মা সন ১২১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মেটিয়া বোরোজের কিঞ্চিৎ পশ্চিম ধোপাপাড়া নামক গ্রামে নাথ অর্থাৎ যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। শিশুকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়েন এবং নানা কারণে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তিনি শিশুকাল হইতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল; হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না সুতরাং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন বলিয়া কাহার কথার প্রতিবাদ করিতেন না। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে শালগ্রাম,

শিবলিঙ্গ, দুর্গা প্রভৃতি অনেকগুলি বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া, প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে পূজা করিতেন ও সায়াহ্নে শীতল ভোগ দিতেন। সাত্ত্বিক হিন্দুর ন্যায় তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ হিন্দুদিগের যেমন বিজাতীয় গোঁড়ামি দেখা যায়, তাহা তাঁহার জীবনে কদাপি নয়নগোচর হইত না। মুসলমান অতিথির সেবা করিয়া স্বহস্তে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জন পরিষ্কার করিতেন, কিন্তু কখন স্নান বা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেন না। কেন ব্যক্তি তাঁহার এবম্প্রকার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে বলিতেন, অতিথি ঈশ্বরের দান, ভক্তিপূর্ব্বক অতিথির সেবা করিলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। আমি লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষার মানসে স্নান করিয়া অতিথিসেবারূপ পরমধর্ম্ম পালনে ত্রুটি করিতে পারি না।

যে সময় আমি কাসুন্দিয়া নামক গ্রামে তাপস নেহালুদ্দিন সাহের নিকট ফকিরি ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, সে সময় সমুদয় হিন্দু সমাজ এবং খুল্লতাত প্রভৃতি আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাটী অর্থাৎ দেশ হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন, সে সময় তিনি আমার পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'বিহারী' সুফি সম্প্রদায়স্থ জনৈক সাধু ফকিরের নিকট অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম পূজাশিক্ষা করিয়াছে, উহা বিধর্ম্মীদিগের মত নহে। হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে উক্ত মত ভূরি পরিমাণে দেখা যায়, অতএব আমি উহাকে বিধর্ম্মী ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাপস নেহালুদ্দিন্ সাহ নামমাত্র যবনকুলে জন্মিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মভাব সিদ্ধ পরমহংসের ন্যায়। যবনকুলে জন্মিয়াছেন বলিয়া যদি তাঁহাকে যবন বলা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আপনারা যবন হরিদাসকে ব্রহ্মহরিদাস বলিয়া ভক্তি করেন কেন? আত্মা হিন্দু না মুসলমান, ইহা কি আপনারা কখন চিন্তা করিয়াছেন।

কিয়দ্দিবস অন্তর উক্ত সাধু ফকিরের নিকট আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবের স্বর্গীয় জলন্ত জীবনের কথা শুনিয়া যখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রায় প্রতিরবিবার উপাসনায় যোগদান করি, তখন তিনি এক দিবস সহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন, বোধ হয় আমিও তোমার সহিত মধ্যে মধ্যে দুএক রবিবার কলিকাতায় গমন করিয়া আচার্য্য মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দান করিতে পারিব। কিন্তু তখনও তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করেন নাই। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বের ন্যায় জড়োপাসনার ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় ছিল না। আচার্য্যদেবের জীবনের জ্যোতিতে মনের অজ্ঞানান্ধকার অজ্ঞাতসারে শুক্লপক্ষের নৈশিক অন্ধকারের ন্যায় নষ্ট হইতেছিল। তিনি ঐ সময়ে আচার্য্য দেবের ধর্ম্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিতেন, আমরা যাহা করি তাহা বালিকাদিগের পুত্তলক্রীড়া বিশেষ, আচার্য্য মহাশয় যাহা বুঝিয়াছেন তাহা সকল ধর্ম্মের সার।

এই সময়ে তিনি মুদিয়ালী নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবেহারী দেব মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন সভার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় পল্লীস্থ বালক, যুবা, বৃদ্ধকে স্নেহের সহিত আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে একত্র করিতেন ও রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত মৃদঙ্গ করতালের সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বিদায়দানপূর্ব্বক কিছুক্ষণ একাকী নির্জ্জনে বসিয়া হরিপাদপদ্ম চিন্তা করিতেন, এবং সকলকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত প্রতিরবিবার উপস্থিত সভ্যগণকে মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে আদর করিয়া খাওয়াইতেন। ঈশ্বর মোক্তার নামক জনৈক বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, পিতা পুত্রে একত্র গান গাওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ভক্তি বিরুদ্ধ তো নহে? আপনি কি ভক্তির উপর ভদ্রতাকে আসন দিতে চাহেন!

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, মহাত্মা যিশুর জন্ম দিন উপলক্ষে মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসবের দিন আচার্য্য দেব 'অব্যভিচারিণী ভক্তি' বিষয়ে একটী স্বর্গীয় জলন্ত উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত অনুপম উপদেশ শ্রবণে পিতৃদেবের নির্ব্বাণোন্মুখ দীপালোকের ন্যায় পৌত্তলিকতার প্রতি বিশ্বাস চিরকালের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। তিনি মুদিয়ালী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় অত্যন্ত খেদের সহিত প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, আমি না জানিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ভয়ানক অপমান করিয়াছি। পুত্তলিকার উপাসনা ভক্তির ভয়ানক ব্যভিচার ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক অদ্য বাটী গিয়া, সমুদয় বিগ্রহ গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিব, প্রাণ থাকিতে আর আমি ঠাকুর পূজা করিব না। অনন্তর তদীয় খুল্লতাত পুত্রকে তাঁহার প্রার্থনা মত কয়েকটী বিগ্রহ প্রদান করিয়া, অবশিষ্টগুলিকে নদীর জলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পৌত্তলিকতারূপ মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন।

একদা কোচবিহার বিবাহ লইয়া বাদানুবাদ করিতে করিতে জনৈক আন্দোলনকারী ব্রাহ্ম আচার্য্য দেবকে অযথারূপে আক্রমণ করায় তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন।

"আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় যাঁহারা কৃপা সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহারা কুত্রাপি সংসারের জন্য ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরাদেশে কন্যা দান করিয়াছেন। আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি আদেশ জ্ঞানে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা প্রকৃত আদেশ নহে, ঈশ্বরবাণী শ্রবণ সম্বন্ধে তিনি ভয়ানক ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, এ কথা বলাও অপরাধ! কারণ মহাপুরুষদিগের জীবন মানবীয় দুর্ব্বলতার অতীত ভূমিতে সংস্থাপিত এবং তাঁহারা ঈশ্বরের এত নিকটস্থ যে, আদেশ শ্রবণ করিতে কুত্রাপি তাঁহারা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইতে পারেন ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। যেখানে সংসারকোলাহল সেখানেই আদেশ বুঝা কঠিন। কিন্তু যথায় কামনাদি সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথায় ঈশ্বরবাণী শুনিতে ভুল করিয়াছেন বলা এক প্রকার প্রলাপোক্তি বিশেষ।"

সন ১২৮১ সালের ১৩ই ফাল্গুন তাঁহার সামান্য জ্বর হয়, কিন্তু তিনি ঔষধগ্রহণে আপত্তি করিয়া সামান্য জ্বরকে ভয়ানক জ্বরে পরিণত করিয়াছিলেন। অবশেষে নিজের আসন্ন মৃত্যু জানিয়া কুঞ্জ বাবু প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া প্রাণ ভরিয়া সুধা মাখা হরিনাম শ্রবণ করেন, এবং ক্ষণকাল পরে আমাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আর বাঁচিব না, শীঘ্রই পরলোক গমন করিব। কিন্তু তোমাদের নিকট আমার একটী বিশেষ ভিক্ষা আছে, তোমাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমার বড় সাধ ছিল একবার আচার্য্য মহাশয়কে উৎসবের দিন নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সুধা মাখা উপাসনায় যোগ দিয়া ও স্বর্গীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাপিত হৃদয় জুড়াইব, কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। অতএব আমার পরলোক প্রাপ্তির পরেও তোমরা যদি একবার আচার্য্য মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে আমি পরলোকে থাকিয়াও কৃতার্থ হইব। আমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমাদের ভরণ পোষণ ও জ্ঞাতি কুটুম্বাদির সেবায় সমস্ত ব্যয়িত হইয়াছে, এক্ষণ কেবল মাত্র এক শত টাকা আছে, তোমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু

দিয়া যদ্যপি একটী ইষ্টক নির্ম্মিত উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পার তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। দেখিও আমার বিরহে যেন সাপ্তাহিক উপাসনা ও নিত্য হরিনাম সংকীর্ত্তন বন্ধ না হয়। তোমরা সকলেই সুসন্তান! আমার অন্তিম কামনা পূর্ণ করিতে অবহেলা করিও না।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি এক প্রকার অচৈতন্য হইয়া পড়েন। পর দিবস অর্থাৎ সন ১২৮১ সালের ২৭এ ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণ একাদশ ঘটিকার সময় "দয়াময় হরি, দয়াময় হরি" এই সুধা মাখা নাম অস্ফুট স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে উনসত্তর বৎসর বয়সে পুত্র পৌত্রাদির সম্মুখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, মা শান্তিদায়িনীর শান্তিপ্রদ চরণ আশ্রয় করেন।

ইংলণ্ডের পত্র।

সভক্তি প্রণাম। বোধ হয় গত বৎসর এই সময়ে আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম; আবার এ বৎসর লিখিতেছি। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, বিধাতার কত লীলাই দেখিতেছি। জ্ঞানময়ের কত প্রকাশ, প্রেমসিন্ধুর কত মাধুর্য্য! সকল স্থানকেই নববিধানপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়; সকল জাতিকেই নববিধানগ্রহণের উপযোগী বলিয়া বোধ করি। ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ; কার্য্য করিবার লোকের অভাব। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, নববিধানের এক জন প্রচারক স্থায়ী ভাবে থাকিয়া এ সকল স্থলে কার্য্য করিলে প্রচুর সুফল ফলিতে পারে। বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহা সময়ে নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে; এই বিশ্বাসে এখন আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক; এই আশায় প্রাণ আশান্বিত হউক।

সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়াছিলাম। সেখানে ইউনিটেরিয়াণ বন্ধুরা এক দিন আমাদিগের বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া সদ্ভাব প্রকাশ ও আদর করিলেন। উক্ত সভায় আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ডাক্তার ব্রুক্ হার্ফোর্ড ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউনিটেরিয়ানদিগের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"আমরা যে আজ ডাক্তার বসুকে আদর করিতে আসিয়াছি, তাহা তাঁহার বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের জন্য নহে; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের ধর্ম্মের যোগ আছে বলিয়া।" ডাক্তার বসু তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলে পরে ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উক্ত সভায় আমাকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের উপাসনা-প্রণালী শুনিয়া অনেকে ইহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলেন। রেভারেণ্ড মিষ্টার হেন্‌রী রলিংস্ এম, এ, আমাদের উপাসনা-প্রণালী পুস্তক আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার নিকট একখানি ছিল, তাহাই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। মিসেস্ রলিংস্ আমাদিগের সাধারণ প্রার্থনার বড় আদর করিলেন। ঐ সভায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখা হইতে নববিধানের বিশেষত্ব কি, এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল; আমাকে তাহার উত্তর দিতে হইয়াছিল। আমাদের কোন প্রকার প্রচারফণ্ড নাই, অথচ আমাদের প্রচারকেরা এত বৎসর কিরূপে মঙ্গলময় বিধাতার উপরি নির্ভর করিয়া চালাইতেছেন ও কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ইংরেজ বন্ধুরা তাহা জিজ্ঞাসা করায় বলিতে হইয়াছিল। নারীজাতির উন্নতিসাধনার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন আমরা হিতকর বিবেচনা করি, এ বিষয়েও কথা উঠিয়াছিল। আরও অনেক প্রশ্ন হইয়াছিল, আমরা তাহার উত্তর দিয়াছিলাম।

লণ্ডন হইতে গত ১৮ই ডিসেম্বর শনিবার আমি অক্সফোর্ডে যাই। তথায় আমাদের ভ্রাতা প্রমথলালকে দেখিয়া কত আহ্লাদ হইল, তাহা বলিতে পারি না। কয় দিন দুই ভাই একত্র বাস করিয়া পরম সুখ লাভ করিলাম। শনিবার অপরাহ্ণে প্রফেসার কার্পেণ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কেম্ব্রিজে আসিয়া "বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি" বিষয়ে এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন; সেই সময়ে আমাকে তাঁহার বাড়ী যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, প্রাচ্য শাস্ত্র সমূহে তাঁহার গভীর জ্ঞান। রবিবার প্রাতঃকালে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনান্তে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার-কলেজের উপাসনা-মন্দিরে যাই; তথায় উপাসনায় যোগ দিই; তদনন্তর প্রফেসার অপ্টনের নিমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন ভোজনার্থ তাঁহার বাড়ীতে যাত্রা করি। তাঁহার বাড়ী অক্সফোর্ডের বাহির লিটলমোর গ্রামে। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত অনেক ধর্ম্মকথা হইল। বার্দ্ধক্য-হেতু তাঁহার শ্রবণশক্তি অল্প হইয়াছে বলিয়া আমাকে সমস্ত পথ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে বলিতে চলিতে হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। ঐ বাড়ী পূর্ব্বে কার্ডিনাল নিউম্যানের ছিল। কার্ডিনাল নিউম্যান যে ঘরে শয়ন করিতেন, যে স্থানে সাধন করিতেন, তাহা দর্শন করিলাম। মনে অনেক ভাল ভাবের আবির্ভাব হইল। যদি তাঁহার ব্যবহৃত সামগ্রী সকল থাকিত, আরও কত ভাল ভাব মনে আসিত। আমাদের আচার্য্যের শয্যা প্রভৃতি যত্নে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হওয়ায় কেহ মনে করেন, উহা পৌত্তলিক ভাবমূলক; কিন্তু আমার ত তাহা বোধ হয় না। স্কটলণ্ডে এডিনবরা রাজপ্রাসাদে দেখিয়া আসিয়াছি, স্কট-রাজ্ঞী মেরী ও ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম চার্ল্‌স যে শয্যায় শয়ন করিতেন, সেই খাট, সেই শয্যা অবিকল পূর্ব্ব ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। শয্যা ধূলায় পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। উহা এখনও কেমন প্রাচীনত্বের স্মৃতিকে জাগরিত করিতেছে। যাহা হউক আমরা সে দিন প্রফেসার অপ্টনের আবাসে আহারাদি করিয়া বহুক্ষণ পরে বিদায় লইলাম। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় প্রফেসার ম্যাক্সমুলারের সহিত সাক্ষাৎ করা ধার্য্য ছিল। তিনি চা পান করিবার জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিতেছি, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বড় সুখী হইলাম। আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করি শুনিয়া তিনি আমাকে তদুপযোগী কতকগুলি উপদেশ বাক্য বলিলেন। হিন্দু নারীদের উন্নতিসাধনবিষয়েও কথাবার্ত্তা হইল। আমাদের নাম ভুলিয়া না যান, সে জন্য একখানি কাগজে লিখিয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

মধ্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, সহস্র সহস্র নরনারী বালক বালিকা অন্নাভাবে মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকের ক্লেশের এক শেষ হইয়াছে, মৃত্যুও ঘটিতেছে। এ সময়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। সত্বরই আমাদের কোন কোন ভ্রাতা দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের সাহয্যার্থ তথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, এজন্য আমরা সাধারণের অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি দয়া করিয়া যাহা প্রদান করিতে চাহেন, প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিবেন।

বিগত ১৮ই পৌষ (১ জানুয়ারি) শুক্রবার হইতে গত কল্য পর্য্যন্ত উৎসবের প্রারম্ভিক সাধন হইয়াছে। সেই দিন নব দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রত্যূষে উক্ত দেবালয়ে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তৎপ্রতিষ্ঠা সূচক আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর ৯টার সময় নব দেবালয়ে উপাধ্যায় ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সম্মিলিত ভাবে উপাসনা করেন। সেইদিন ধর্ম্মপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। দেবালয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল।

গত ২৫শে পৌষ আচার্য্যের স্বর্গারোহণের দিন, সেই দিন প্রত্যূষে আচার্য্যের শয়নপ্রকোষ্ঠে স্তোত্র পাঠ ও ধ্যানধারণাদি হয়। ৯টা হইতে নবদেবালয়ে উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনার প্রথমাঙ্গ উপাধ্যায় শেষাঙ্গ ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয়ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কলিকাতাস্থ সমুদায় প্রেরিত ও বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আসিয়া তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন। সেইদিনের উপাসনা এবং সঙ্গীত ইত্যাদি অতিশয় গম্ভীর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রচারক ও অপর বহু ব্রাহ্ম সেইদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। অপরাহ্ণে ৬টার সময় আলবার্ট হলে প্রীতিভাজন শ্রীমান্ মোহিতলাল সেন এবং শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র সেন আচার্য্যচরিত্রবিষয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলবার্ট হল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল।

গত বুধবারভৃত্যসেবা হয়। তদুপলক্ষে ভৃত্যদিগকে প্রীতি পূর্ব্বক ফল মিষ্টান্নাদি ভোজন করান হইয়াছিল।

বিগত বৃহস্পতিবার দীনসেবা হয়, তদুপলক্ষে শনিবার দিন অপরাহ্ণে কমলকুটীরে দীন দুঃখীদিগকে চাল ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল। ন্যূনাধিক চারি সহস্র তিন শত কাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ মণ চাল এবং দুই পয়সা করিয়া ১৪৫ টাকার পয়সা বিতরিত হইয়া যায়।

গত ১৮ই পৌষ সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনার সভা হইতে আমেরিকা হইতে আগত তত্রত্য ধর্ম্মসমন্বয় মহাসমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ব্রহ্মমন্দির শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। ডাক্তার ব্যারোজ সাহেব উক্ত মহাসমিতিসম্বন্ধীয় কয়েকটী সারতত্ত্ব বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন, এবং হৃদয়গ্রাহিণী অনেক উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বিশেষ সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে ও অন্তে শ্রীমান্ মনোমতধন দে দুইটি সুমধুর সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ডাক্তার ব্যারোজ সাহেব সস্ত্রীক কমলকুটীরেআচার্য্যভবনে যাইয়া আচার্য্যপত্নী ও তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আচার্য্যপত্নী ও আচার্য্য দেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা কোচবিহারের মহারাণী এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেন তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। ব্যারোজ সাহেব ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন, এবং আচার্য্যের শয়নপ্রকোষ্ঠ ও তাঁহার পরিত্যক্ত শয্যা সমাধিস্তম্ভ এবং দেবালয় ইত্যাদি দর্শনে ডাক্তার ব্যারোজের মনে বিশেষভাবের উদয় হইয়াছিল। আচার্য্যের সম ? ইংরেজি পুস্তক ও তাঁহার দুইখানা ছবি ডাক্তার ব্যারোজকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি বৎসর আচার্য্যের স্বর্গারোহণ দিনে তাঁহার প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইত। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এবার তাহা হয় নাই। কেবল ব্রাহ্ম পকেট ডাইরি অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। মাঘোৎসবের সময়ে উক্ত পুস্তক সকল অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় হইবে, এরূপ কথা আছে।

বিগত ২১শে পৌষ হুগলির সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত মহাশয়ের স্বর্গগত পুত্র জহরলাল দত্তের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া ডাক্তার মহোদয়ের হাবড়াস্থ ভবনে জহরলালের সমাধির নিকটে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতানর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রিয়ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষের বৃদ্ধা জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রাতার আগ্রহ ও অনুরোধমতে এক এক জন প্রচারক এক এক দিন প্রাতঃকালে গোয়াবাগানস্থ তাঁহার ভবনে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া উপাসনা করিয়াছেন। বিগত শনিবার প্রাতঃকালে নব সংহিতানুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন হইয়াছে। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিয়াছেন। পরম জননীর ক্রোড়ে স্বর্গগতা বৃদ্ধা শান্তি লাভ করুন।

আমরা অতিশয় সন্তপ্ত যে, বিগত ১৩ই পৌষ আমাদের কিশোরগঞ্জস্থ বিধানবাদী প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত জগমোহন বীরের কন্যা এবং শ্রীমান্ কালীকান্ত মিত্রের সহধর্ম্মিণী কুসুমকুমারী তাঁহার স্বামীর কার্য্যক্ষেত্র ফেণীতে ২১ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুসুমকুমারী অতিশয় সাধ্বী ধর্ম্মানুরাগিণী ও একান্ত উপাসনাশীলা ছিলেন। কিছুকাল হইতে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন। পরম জননী তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া আপন শান্তিক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শোক সন্তপ্ত স্বামী ও পিতা এবং আত্মীয়বর্গের মনে সান্ত্বনা বিধান করুন। বিগত ২৩শে পৌষ মির্জ্জাফর্স লেনে প্রীতিভাজন শ্রীমান্ মহিমচন্দ্রের আবাসে কুসুমকুমারীর স্বর্গ গমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। কুসুমকুমারীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি সেই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা আনন্দিত যে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার ইংলিশে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা অতিশয় দুঃখিত যে, চট্টগ্রাম কলজীয়েট স্কুলের শিক্ষক প্রীতিভাজন শ্রীমান্ বেণীমাধব দাসের শিশু কন্যাটী গত সোমবার প্রাতে কলিকাতায় তাহার মাতামহের আলয়ে হঠাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পরম জননী এই শিশুর শোকসন্তপ্তা জননীর অন্তরে শান্তি বিধান করুন। গত আশ্বিন মাসে চট্টগ্রামে শিশুটীর নব সংহিতানুসারে নামকরণ হইয়াছিল।

বিগত ৯ই পৌষ পূর্ণিয়াস্থ উকীল শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শশিভূষণ দাসগুপ্তের নবকুমারীর জাতকর্ম্ম আমড়াগড়ীতে কুমারীর মাতামহ ভাই ফকিরদাস রায়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই ফকির দাস উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ১১ই পৌষ আমড়াগড়ীতে মহষি ঈশার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে তত্রত্য উপাচার্য্য ভাই ফকিরদাস রায়ের ভবনে, রাত্রিতে ডাক্তার শ্রীমান্ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে উপাসনা হয়। উভয় উপাসনার কার্য্য ভাই ফকিরদাস রায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিগত ১৮ই পৌষ বোয়ালিয়ার পারিবারিক সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী যাইয়া উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদনের জন্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তথায় গমনে অসমর্থ হওয়াতে স্থানীয় উপাচার্য্য ও ব্রাহ্মগণ মিলিয়া উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উৎসবের বিস্তারিত বৃত্তান্ত সম্বলিত পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না।

উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন নববিধানছাত্র নিবাসস্থ বালক ও যুবকগণ নগরের পল্লীতে পল্লীতে উষাকীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি "ইন্দোরে জীবনের ধর্ম্মোন্নতি" বিষয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতা দান ও সঙ্গতসভায় সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়াছিলেন। পরে আজমির, জয়পুর, আগ্রা, মোকামা ও ভাগলপুর হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই সকল স্থানের ব্রাহ্মদিগের আবাসে উপাসনাদি করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, দেওঘরে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই বৃদ্ধবয়সে এরূপ সঙ্কট রোগ ভয়ের কারণ।

নূতন পুস্তক।

প্রসিদ্ধ Imtation of Christ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ঈশার অনুকরণ—।৵০

যন্ত্রস্থ।

আচার্য্য জীবনের মধ্য বিবরণ পঞ্চম অংশ মাঘোৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এই পুস্তক অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। মূল্য ১৲ টাকাই নির্দ্ধারিত আছে।

কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত—মূল্য ।০ আনা।

The Present Paradice—৩৲ টাকা।

সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব।

১ মাঘ বুধবার	১৩ জানুয়ারী	—উৎসবের জন্য মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন। আরতি। অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকার সময়।
২ মাঘ বৃহস্পতিবার	১৪ জানুয়ারি	—সায়ঙ্কালে প্রার্থনা ও দুর্ভিক্ষনিপীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ।
৩ মাঘ শুক্রবার	১৫ জানুয়ারি	—সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ৬॥টার সময় সঙ্গতের সাংবৎসরিক।
৪ মাঘ শনিবার	১৬ জানুয়ারি	—গোলদীঘীর প্রান্তরে বক্তৃতা, অপরাহ্ন ৫টার সময়। সায়ংকালে কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজ হইতে বরণ।
৫ মাঘ রবিবার	১৭ জানুয়ারি	—প্রাতঃকালে ৯টার সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ও সায়ংকালে উপাসনা।
৬ মাঘ সোমবার	১৮ জানুয়ারি	—* ছাত্রনিবাসে সাংবৎসরিক।
৭ মাঘ মঙ্গলবার	১৯ জানুয়ারি	—মঙ্গল বাড়ীর উৎসব।
৮ মাঘ বুধবার	২০ জানুয়ারি	—* প্রাতঃকালে কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের সাংবৎসরিক। সায়ংকালে বক্তৃতা মহাপুরুষ মোহম্মদ।
৯ মাঘ বৃহস্পতিবার	২১ জানুয়ারি	—* সায়ংকালে নীতিবিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক।
১০ মাঘ শুক্রবার	২২ জানুয়ারি	—* Theological Class Albert Hall.
১১ মাঘ শনিবার	২৩ জানুয়ারি	—প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা, উপদেশ। অপরাহ্নে ৬টার সময় "কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন্ অর্থে?" এই বিষয়ে বক্তৃতা।
১২ মাঘ রবিবার	২৪ জানুয়ারি	—সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব।
১৩ মাঘ সোমবার	২৫ জানুয়ারি	—* অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তন।
১৪ মাঘ মঙ্গলবার	২৬ জানুয়ারি	—ছাত্রীনিবাসে উৎসব, শ্রীদরবারের বাৎসরিক অধিবেশন।
১৫ মাঘ বুধবার	২৭ জানুয়ারি	—অনাথাশ্রমের সাংবৎসরিক। যুবকদিগের প্রার্থনাসমাজের সাংবৎসরিক।
১৬ মাঘ বৃহস্পতিবার	২৮ জানুয়ারি	—*প্রচারযাত্রা। আনন্দবাজার, মহিলাগণের জন্য।
১৭ মাঘ শুক্রবার	২৯ জানুয়ারি	—* আনন্দবাজার। ঐ
১৮ মাঘ শনিবার	৩০ জানুয়ারি	—উদ্যানসম্মিলন। আনন্দবাজার পুরুষদিগের জন্য।
১৯ মাঘ রবিবার	৩১ জানুয়ারি	—মন্দিরে উপাসনা ও শান্তিবাচন।

* যে যে দিনে চিহ্ন আছে, সেই সেই দিনে প্রাতঃকালে ৯টার সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

আবশ্যক মত প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে পি, কে, দত্ত দ্বারা ২রা মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
২৩ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮১৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণার অনন্ত প্রস্রবণ পরমেশ্বর, তুমি চিরদিন প্রার্থিগণের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক। তোমার নিকটে কোন দিন কোন প্রার্থনা বিফল হয় নাই, এ কথা যেন আমরা কখন ভুলিয়া না যাই। এবার আমরা যত দূর আশা করিয়াছিলাম, অভিলাষ করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা দশগুণ সুফল দান করিয়াছ। আমরা এ সম্বন্ধে কোন্ কথায় কোন্ ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এত সুখ শান্তি আরাম আনন্দ কেন তুমি এই অধম পাপীদিগের উপরে বিতরণ করিলে? তোমার স্বর্গের দান সম্ভোগ করিবার জন্য কি এই সকল পাপী উপযুক্ত? তোমার করুণা অহেতুক, আমাদের উপযুক্ততা দেখিয়া তুমি তোমার করুণা বিতরণ কর, একবারও জীবনে আমরা ইহা দেখিলাম না। বরং আমরা যখন আমাদের অনুপযুক্ততা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি, তখনই তুমি তোমার করুণা আরও বিশেষ ভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছ। হে দীনজনবন্ধু, যদি পাপমলিন দীন সন্তানগণের প্রতি তোমার এরূপ দয়া না থাকিত, আমরা এ সংসারে স্বর্গের দান সম্ভোগ করিব এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতাম না। আমরা তোমার স্বর্গের দান সম্ভোগ করিয়াও যে, আপনাদিগকে তাহার উপযুক্ত মনে করিতে পারিতেছি না, বরং যত ভোগ করিতেছি, তত এক দিকে তোমার দয়া, অপর দিকে আমাদিগের নিজ অনুপযুক্ততা, সুস্পষ্টরূপে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা আমাদিগের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আমরা এই বুঝিয়াছি যে, যদি আমরা দিন দিন আমাদের অযোগ্যতা ভাল করিয়া অনুভব করি, আর দীনভাবে তোমার দ্বারে প্রার্থী হইয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা কোন দিন তোমার প্রেমের অপূর্ব্ব দান হইতে বঞ্চিত হইব না। আমরা এই চাই যে, তোমার করুণা আমাদের দৈন্যবর্দ্ধন করিয়া দিক, আমরা সেই দৈন্য আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল তোমার নূতন নূতন দান ভোগ করি। তুমি দিয়াছ, দিতেছ, তোমার দেওয়া কোন দিন ফুরাইবে না। তোমার দান গ্রহণের একমাত্র নিবন্ধন দীনতা। সেই দীনতা হইতে আমরা কোন দিন বিচ্যুত না হই, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। হে প্রার্থিগণের প্রার্থনাপরিপূরক ঈশ্বর, আমরা উৎসবে প্রচুর আনন্দ প্রচুর কৃপা সম্ভোগ করিয়া তোমার চরণে পড়িয়া এই ভিক্ষা

করিতেছি, আমরা যেন তোমার কৃপা সম্ভোগ করিয়া কোন প্রকারে অভিমানী না হই, বরং ইহাই বুঝিতে পারি যে, যিনি অকিঞ্চনগণের বন্ধু তিনি আমাদিগকে অকিঞ্চন দেখিয়া তাঁহার অনন্ত রত্নভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে অঞ্চল ভরিয়া স্বর্গের সামগ্রী বিতরণ করিলেন; আমাদের অকিঞ্চনতারও পরিমাণ নাই, তাঁহার দানেরও শেষ নাই। হে কৃপাময়, তোমার কৃপার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিয়া আমরা চিরদিন তোমার চরণতলে প্রণত হইয়া স্থিতি করিব এই আশা করিয়া বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব।

কৃপাময় শ্রীহরি কি কৃপা এবার বর্ষণ করিলেন অত্রত্য এবং মফঃস্বল হইতে সমাগত বন্ধুগণ তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন। কোন বৎসরের সহিত কোন বৎসরের তুলনা হয় না, সকল বৎসরেই আমরা প্রচুর করুণা সম্ভোগ করিয়াছি, কিন্তু উত্তরোত্তর আমাদের অনুপযুক্ততা যত বাড়িতেছে তত কৃপাময়ের কৃপার বাড়াবাড়ি উপস্থিত, এ কথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমরা এবার এমন কতকগুলি বন্ধুর সহবাস সম্ভোগ করিয়াছি যাঁহাদের সহবাস হইতে আমরা বহু বর্ষ যাবৎ বঞ্চিত ছিলাম। আমরা এ সমুদায় ব্যাপারই শ্রীহরির বিশেষ করুণামধ্যে গণ্য করি, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ দান করি।

উৎসবের বৃত্তান্ত আমরা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১ মাঘ বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় উৎসবের জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত ও আরতি হয়। ২ মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা ও দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিন। শ্রীযুক্ত গোপাল নিয়োগী অদ্যকার দিনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি সহানুভূতি সূচক যে সকল কথা বলেন তাহার সংক্ষেপ পরে প্রকাশ করিতে যত্ন করা যাইবে।

৩ মাঘ শুক্রবার সায়ংকালে ৬৷৷০টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গতের সাংবৎসরিক হয়। তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে আমরা তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সঙ্গতসভা যুবকদিগের নৈতিক ও চরিত্রোন্নতির জন্য স্থাপিত হয়। মাঘোৎসব উপলক্ষে অদ্য তাহার অধিবেশন। গত বর্ষে এই সভায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মনের একাগ্রতা, আত্ম-পরীক্ষা, প্রার্থনা, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও দোষ পরিহারের উপায় কি? এই কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রার্থনানন্তর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। গত বৎসরের সভার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়, তৎপর সঙ্গতসভার একটি যুবক "মাঘোৎসব কাহাদের জন্য" এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনা সংক্ষেপে এই প্রকারে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম যুবকদিগের নানা প্রকারের সুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা যেন ঠিক সুবিধার প্রতিকূলে জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সকলেই যেন অল্পাধিক পরিমাণে নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। এবম্প্রকারে জড়ভাব ও উদ্যমবিহীনতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে, জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ও একমাত্র ঈশ্বরকে জীবনের আদর্শ করা উচিত। কিন্তু ইহার সঙ্গে সাধু মহাজনকেও বিশেষ ভক্তি ও তাঁহাদের সঙ্গে যোগস্থাপনে উপায় অবলম্বন করা উচিত। কেবল কথায় সাধু মহাজনের নাম ও বড় বড় কথা বলিলে চলিবে না জীবনে দেখাইতে হইবে। আজ কাল যুবকেরা যেন একটু কথাপ্রিয়। মুখে অনেক বড় কথা প্রকাশ করেন কিন্তু জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় না। সুতরাং এ সব বিষয়ের একটা সামঞ্জস্য করিতে হইলে আমাদের জীবন প্রথম হইতেই বিবেক, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করিবে, কেন না এই পথে অনেকেই ধর্ম্ম-ধন লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে অনেকেই পৌত্তলিকতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিয়াছিলেন; এবং ইহাতেই তাঁহাদের উপর নানা প্রকারের উৎপীড়ন ও অত্যাচার আসিত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যুবকদিগের সম্বন্ধে আজ কাল এ প্রকারের কোন অসুবিধা নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে অন্য প্রকারের অসুবিধা আছে। যথা তাঁহারা বিশেষ ভাবে সাধন ভজনাদি না করিয়াই মুখে সাধু মহাজনের নাম লইয়া বড় বড় কথা বলেন। এই সব দোষ পরিহারের জন্য বিনীত হৃদয়ে প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং তিনি যে পথ দেখাইয়া দিবেন সেই পথই গ্রহণ করা উচিত।

সেই পথ দ্বারা নিশ্চয়ই সকলের সঙ্গে প্রকৃত সময়ে যোগস্থাপন হইবে। কোন মহাপুরুষই পরিত্যক্ত হইবেন না বরং সুসময়ে তাঁহারা জীবনসংগ্রামে সাহায্য করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের দায়িত্ব যার পর নাই গুরুতর। তাঁহাদের জীবন নূতন ভাব ও কার্য্যে পরিপূর্ণ রহিবে। কিন্তু দায়িত্বের ভারটা যেন তাঁহাদের ভিতরে একটু মৃদু গতিতে চলিতেছে, ইহা কিন্তু তত আশাপ্রদ নয়, কেন না নিজ জীবনের দায়িত্ব বোধ না জন্মিলে, তাঁহাদের দ্বারা যে জগতের কোন বিশেষ কার্য্য সংসাধিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। এ দায়িত্ববোধের ভাব হৃদয়ে প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য প্রত্যহ নিজে নিজে উপাসনা ও প্রার্থনা করা উচিত এবং ইহা দ্বারা জীবনের অনেক সমস্যা দূরীভূত হইবে।

আজ কাল যুবকদলে যেন একটু উদ্ধত ভাব প্রকাশ পায়। প্রত্যেকেই বিচারকের আসনে অল্প সময়ের মধ্যেই আসীন হন। লোককে বিচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বিচারকের আসন বড় শক্ত ব্যাপার। যদি কখন কাহার বিচার করিতে হয়, তাহা একাকী করা উচিত নয়। দলে মিলিয়া করা উচিত। যদি কখন কোন দোষ ও অসত্য নিরাকরণের জন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বিচার করিতে হয় তাহা হইলে একাকী বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যার পর নাই অযুক্তিকর। কেন না একা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে; সেই জন্য দুই, চারি কিংবা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। যতই মানুষ অপরকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিতে শিক্ষা করিবেন ততই বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রদ্ধাভক্তির ব্যাপার যেন জনসমাজে ক্ষীণবেগে চলিতেছে। ইহা অধঃপতনের লক্ষণ। যিনি যতই সচ্চরিত্র ও বিনয়ী হইবেন তিনি ততই হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব অনুভব করিবেন। আর ইহাও সত্য যে, বিনীত ব্যক্তিরাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। অতএব যুবকেরা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে সতত প্রভু পরমেশ্বরের শরণাপন্ন রহিবেন ও তাঁহারাই পূজা অর্চ্চনা করিবেন।

৪ মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় গোলদীঘীর প্রান্তরে বক্তৃতা। সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা জমাট ভাবে নিষ্পন্ন হয়। ভাই প্রাণকৃষ্ণ, রামচন্দ্র সিংহ এবং নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার পরে প্রকাশ করিবার যত্ন রহিল। ৫ মাঘ রবিবার প্রাতে ভাই রামচন্দ্র সিংহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। তিনি যে উপদেশ দেন, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সামঞ্জস্য শোভাসৌন্দর্য্যের প্রসূতি। এই সামঞ্জস্যবিধি যেখানে যে পরিমাণে রক্ষিত হয় তথায় সেই পরিমাণে শোভা সৌন্দর্য্য পারিপাট্য লক্ষিত হয়। ইহা স্বভাবের সাধারণ নিয়ম, সুতরাং সকল রাজ্যে ইহার সমান আধিপত্য। কি জড় জগৎ কি শরীর রাজ্য কি অন্তর রাজ্য সকল রাজ্যে ইহার কার্য্যকুশলতা সমান। মাধ্যাকর্ষণ ঝড় ঝটিকার বিঘ্ন সত্ত্বেও বাহ্য বা জড় জগতের কেমন পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। ক্ষুৎপিপাসা শরীর রাজ্যকে কেমন সুন্দররূপে শাসন ও তাহার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে—কেমন কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্যচক্রকে পরিচালিত করিয়া সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। যাই এ সম্বন্ধে সামঞ্জস্য স্খলিত হইল কত বিপ্লব ঘটিল। কেমন ক্ষুধাজনিত আর্ত্তনাদ মানবের প্রাণ হইতে উত্থিত হইতে এবং কেমন দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের অত্যাচার সকলকে ক্লিষ্ট করিতে দেখা যায়। কিন্তু যাই আবার চৈতন্যসূর্য্যের অভ্যুদয় হইয়া সামঞ্জস্যবিধি রক্ষিত হয়, সব অনাচার অত্যাচার আশ্চর্য্যরূপে নিবারিত হইয়া শান্তি সমুপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক রাজ্যে অন্তর জগতেও এই কথা। মঙ্গলময় বিধাতায় এই লীলা তাঁহারই মঙ্গলবিধায়িনী শক্তির কারখানা ও পরিচয়। তিনি আমাদের প্রাণের ভিতরে যে ধর্ম্ম ও প্রবৃত্তিরূপ অনতিক্রমণীয় শক্তি দিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে ধর্ম্মের দিকে নিয়তই পরিচালিত করিতে উদ্যত রহিয়াছে। আমরা সে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যতই উৎকর্ষ সাধন করি ততই উন্নতি লাভ করি, এই বিধাতার বিধান। এ প্রবৃত্তি যে কোন কারণে হউক নিস্তেজ হইলেই আমরা নীচ হই। কিন্তু যত ইহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া আমরা আমাদের প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করি ততই বিধাতা নিয়োজিত উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় প্রসাদ লাভ করি। প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশে যখন প্রকৃতি দেবীর সুমধুর আদেশবাণী শ্রবণ করি এবং তাঁহার সর্ব্বরূপের ছটা, বিস্ফারিত প্রসন্ন বদন দর্শন করি, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য কি চমৎকার! এই সঙ্গমস্থল ধর্ম্মজীবনের মহাতীর্থ স্থান, ইহা আত্মার গঙ্গাযমুনাসংযুক্ত প্রয়াগতীর্থ। আত্মা ও পরমাত্মার এখানে পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া আত্মা নিত্য উন্নতির সোপানে উপনীত হয়। বন্ধুগণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের মায়ের সুমধুর বাণী আপনারা নিশ্চয় শ্রবণ করিয়াছেন, কেন না, শ্রবণ ভিন্ন বিধানমণ্ডলীভুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই বাণীশ্রবণশাস্ত্র আপনাদিগকে সাধারণ ধর্ম্মভূমি হইতে উন্নত করিয়া ধর্ম্মের গভীরত্ব ও বিশেষত্বে অধিকারী করিয়াছে; বিরোধী সমাজ হইতে নববিধান সমাজে আশ্রয় দান করিয়াছে। কেন না যতই আমরা সাধনপ্রভাবে ও ঈশ্বরের কৃপাবলে আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম স্থানে যাইতে থাকিব, ততই ধর্ম্মের নিত্য নবীনত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। সরোবর খনন করিলে জল পাওয়া যায় কিন্তু তাহা গভীররূপে খননপূর্ব্বক উৎসে উপনীত না হইলে নিত্য সুমিষ্ট বারি স্থায়িরূপে পাইবার আশা দুরাশামাত্র। তদ্রূপ যাগ যজ্ঞ সাধন ভজন দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিত্য সুখ নিত্য শান্তির সম্ভাবনা কৈ রল। উপাস্য দেবতার বাণী শ্রবণ করিয়া অনেক নূতন ভাব লাভ করি, কিন্তু ইহাতে প্রাণ নিত্যধামে শান্তিনিকেতনে উপ-

স্থিত হইবার অধিকারী হইতে পারে না। সামঞ্জস্যের ভূমি এখান হইতেও দূরে। সাধন করিয়া আমাদের মধ্যে অনেকে নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, শাস্ত্র পাঠ করত তাহার সমন্বয় করিয়া বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উপাস্য দেবতার বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি যে জাগ্রৎ ইহার পরিচয় আমাদের মধ্যে অনেকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরদর্শন ব্যতীত ধর্ম্মের মধুর সামঞ্জস্য আস্বাদন করিতে সক্ষম হওয়া অসম্ভব। দর্শন ব্যতীত আকর্ষণ কোথায়? নব জীবনলাভের মনোহর উপকরণ কেমনে সম্ভবপর? এই জন্য আমাদের আচার্য্য বলিয়াছিলেন, 'আমার মাকে কি দেখেছিস তোরা বল সত্য করে।' কারণ দর্শন জীবনকে পূর্ণ করে ও সাধনে সিদ্ধি দান করে। তারতম্যহেতু আমাদের মধ্যে এত ভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। আমরা আমাদের বিধানজননীকে মা বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু তিনি যেমন আমার মা তেমনি তিনি সকলের মা এরূপে কি তাঁহাকে আমরা দেখি! কেশবচন্দ্র দুর্বোধ্য কেন? কেন না দর্শনযোগে নূতন রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাকে যেমন করিয়া দেখিয়াছিলেন আমরা কি তেমনি করিয়া দেখিয়াছি? এই তারতম্য জন্য আমাদের সাধন ও জীবনের ভিন্নতা। এখন যত আমরা আমাদের প্রকৃতির গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট হইব ততই নানাবিধ বাহ্য ও অন্তরূপ ভিন্নতা সত্ত্বেও মায়ের সামঞ্জস্য ব্যবস্থার ভিতর একতার ভূমি দর্শন করিয়া আমরা পরস্পর মিলিত হইতে উদ্যত হইব; মায়ের অধীনতা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারজনিত স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা একাত্মতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

সায়ঙ্কালে ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার উপাসনা, প্রবচনব্যাখ্যা ও উপদেশ উপাসকগণের বিশেষভাবে হৃদস্পর্শী হইয়াছিল। ৬ মাঘ সোমবার ছাত্রনিবাসের সাংবৎসরিক। শ্রীমদ্ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার এইরূপে নিবদ্ধ হইতে পারে।

আজ যুবকগণের উৎসব, এই সকল যুবকগণকে দেখিয়া মনে কতরূপ সুন্দরভাব উপস্থিত হইতেছে। তোমরা আমাদিগের আশার স্থল, ভবিষ্যতে তোমরাই দেশে পবিত্র নববিধান জীবন দ্বারা দেখাইয়া ভগবানের বিধানকে গৌরবান্বিত করিবে। কিন্তু এই আশার সহিত ভয়ও যথেষ্ট আছে। তোমাদিগের মত কত যুবক ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন, উদ্যম উৎসাহে চারিদিক উত্তেজিত করিলেন, কত উচ্চ আশা পোষণ করিলেন ও কত উচ্চ প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অধিকাংশ কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা চিরদিনের মত ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা যেমন তোমাদিগকে দেখিয়া ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা করিতেছি, সেই সকল যুবককে দেখিয়া তেমনি যাঁহারা আশা স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। কোন যুবকের সরলতা ও ব্যাকুলতায় আমরা অবিশ্বাস করি না, ইঁহারা সত্যসত্যই ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কোন বিশেষ কারণে পরে তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। আমার নিজের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলিলেই আশা করি এ বিষয় পরিষ্কার হইবে। আমি মাতা ঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছায় ও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করি, জপ পূজাদি অত্যন্ত যত্নের সহিত করিতে থাকি, বহু তীর্থ দর্শনাদি করি, তাহাতে নিজেও নিজকে বড় হিন্দু মনে করিতাম; অন্য লোকেও কত ভাল বলিত, সে সকল কথা মনে হইলে এখন লজ্জা হয়। পরে ক্রমে দেখিলাম আমার হিন্দুধর্ম্ম কেবল বাহ্য ব্যাপার, আত্মার তৃপ্তি হইতেছে না, পরে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইলাম, নববিধান গ্রহণ করিয়া এখানে আজ উপস্থিত। যে হিন্দুরা আমার প্রশংসা করিতেন তাঁহারা অবশ্য এখন সে জন্য দুঃখিত হইয়াছেন। সেই জন্যই বলি নিজের উৎসাহ উদ্যম সৎসাহসাদি অথবা সৎসঙ্গ মানুষের আত্মাকে তুষ্ট করিতে পারে না! যাহারা জীবনে কিছু প্রকৃত সত্য জ্ঞান প্রেম পাইয়াছে কেবল তাহারাই ব্রাহ্মসমাজে টিকিতে পারে, যাহারা অন্য লোকের ভাবে চালিত, অন্য লোকের কথায় তাহারা অচিরে অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

তবে ধর্ম্ম আমাদিগের সুবিধার জন্য কি দিতে পারেন? ধর্ম্মে লাভ কি? তোমরা জান আজকাল রেল বড় সুখের হইয়াছে, পূর্ব্বে এই গাড়ীগুলি একবার চলিলে থামান কঠিন হইত, জড়ত্ব জন্য গাড়ী ক্রমাগত চলিয়া কত শত লোক নষ্ট হইত। আজ কাল Vacunam brake নামক কল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অতি বেগে ধাবমান শকটকেও মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থির করা যায়। নববিধান এই Vacunam brake লইয়া আসিয়াছে। সংসারে সকলকে প্রবল বেগে দৌড়িতেই হইবে, এখানে কেহ স্থির থাকিবে সম্ভবপর নহে। অর্থ বিত্ত মান সম্ভ্রম পুত্র কন্যার দিকে ক্রমাগত সকলের অবশ্যই ধাবমান হইতে হইবে এবং অবশ্যই সংসারে এক বা অন্য বস্তুর বিয়োগে বা আঘাতে মহাবিপদে পড়িতেই হইবে। যদি ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগ স্থাপন করিয়া চলিতে পার, ঐ যোগ তোমাদিগের Vacunam brake হইয়া রক্ষা করিবে; আর জড়ত্বের জন্য দুঃখ পাইতে হইবে না। গাড়ীর তুলনা দিয়া বুঝাইতে হইলে গাড়ীর সুখপ্রদশয্যাও স্প্রীং দৃষ্টান্তস্থলে ধরিতে হয়। সংসারে চলিতেই হইবে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে উচ্চ নীচ ভূমি ইত্যাদি আছে। যদি ভাল স্প্রীং থাকে সকল সময় সুখে যাইবে। ধর্ম্মজগতে প্রেম এই স্প্রীং সদৃশ। যদি ভাল বাসাতে বাস করিতে পার, ধনী দরিদ্র, সুস্থ রোগী, যেরূপ অবস্থায় সংসারে বিচরণ কর সুখে থাকিতে পারিবে। এ সকলের মূল কিন্তু গতি বা

ক্রিয়া। যদি কার্য্য না থাকে, যদি গতি না থাকে, তবে vacuum-brake বা উত্তম স্প্রীং লইয়া কি লাভ? ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া অবিশ্রান্ত কর্ম্ম কর, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এই যোগ ও প্রেম তোমাদিগের অত্যন্ত সুখকর বন্ধু হইবে। বলিতে পার, যুবক, এই সকল উচ্চ বিষয় লইয়া এখন কি হইবে! কিন্তু তোমরা জান সকল বস্তুই ক্রমে গঠিত। প্রথম এক বিন্দু জীবন্ত অণুসমষ্টি (protoplasm) হয়, পরে তাহা এক বৃহৎ পূর্ণ দেহে পরিণত হয়। এখনই এই জীবনের সূচনা হউক, ক্রমে তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া জগতে নব বিধানের জয় ঘোষণা করিবে। যদি এমন এক বিন্দুও জীবন না জন্মিয়া থাকে, তবে জানিও এখান হইতে চলিয়া যাইতে পার।

উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ৭ মাঘ মঙ্গলবার মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনার প্রথমাংশ এবং ভাই রামচন্দ্র সিংহ উপাসনার শেষাংশ নিষ্পন্ন করেন। ৮ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের সাংবৎসরিক। এই উপলক্ষে বহুসংখ্যক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। মহিলাগণের উপাসনা অতি সুমধুর হইবে ইহা স্বাভাবিক। প্রীতিভোজনে এবার সমাগত মহিলাগণ বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছেন। সায়ঙ্কালে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাপুরুষ মোহম্মদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

৯ মাঘ বৃহস্পতিবার সায়ঙ্কালে নীতিবিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক। সাংবৎসরিকের কার্য্য ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সম্পন্ন করেন। ইহার বিবরণ এইরূপে নিবদ্ধ হইতে পারে।

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় নীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও মফঃস্বল হইতে আগত বন্ধুগণের কয়েকটি বালক ও কয়েকটি বালিকা পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মন্দিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করে। অনেকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু ও কয়েকটি মহিলা মন্দিরে উপস্থিত হন। বালক বালিকা ও অপর সকলকেই প্রস্ফুটিত পুষ্প উপহার দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাঠ হয়।

মঙ্গল সংকল্প পরমেশ্বরের চালনায় ও শ্রীদরবার হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়া গত ১৬ই আগষ্ট এই নীতিবিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন ইহাতে ২৫ জন বালক উপস্থিত হয়। পরে ৩৪ জন ছাত্র সংখ্যা হয়। শারদীয় উৎসবের সময় কিছু দিন ইহার কার্য্য বন্ধ ছিল, অন্য সকল রবিবারে কার্য্য হইয়াছে। ইহাতে সাধারণতঃ একটি সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত কার্য্য আরম্ভ হয়। সংস্কৃত সদুপদেশপূর্ণ শ্লোক ও ইংরাজী হইতে প্রবচন শিক্ষা দেওয়া হয়। নীতিবিষয়ক গল্প বলা হয় ও উপদেশ দেওয়া যায়। পুনরায় একটি গান ও প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করা হয়। সাধারণতঃ সর্ব্বশুদ্ধ এক ঘণ্টায় কার্য্য হইয়া থাকে। শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কয়েক দিন ক্রোধ ও লোভ দমন বিষয়ে উপদেশ দিয়া ছিলেন। আশা করা যায়, পিতা মাতা ও অভিভাবকগণের সহিত মিলিত হইয়া বালকগণের চরিত্র গঠন বিষয়ে এই নীতিবিদ্যালয় বিশেষ উপকারী হইবে।

তৎপর বালকগণ মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে একটি সঙ্গীত করে এবং ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত একটি উপযোগী প্রার্থনা করেন ও এই মর্ম্মে একটি উপদেশ দেন।— —আজ তোমরা সকলে সাজিয়া অতি সুন্দর হইয়াছ, হাতে ফুল থাকাতে তোমাদের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। মানুষে ছেলে ও ফুল দুইকেই অত্যন্ত ভালবাসে, এই দুইটি প্রিয় বস্তু একত্র করিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তবে আমরা এখন তোমাদের নিকট কিছু চাই যে তোমরা সত্যবাদী হইবে, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশিবে না, রাগ করিবে না ও সর্ব্বদা গুরুজনকে মান্য করিবে। তোমরা যদি এখন হইতেই এই চারিটি বিষয় শিখিতে পার তবে আমরাও সুখী হইব তোমরাও সুখী হইবে।

ইহার পর বালকগণ যে নীতিগর্ভ শ্লোক ও প্রবচনাদি শিক্ষা করিয়াছিল প্রতিজনে তাহার দুই একটি আবৃত্তি করে। তৎপর বালকগণ অতি সুন্দররূপে একটি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনের পর বালকগণের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ হয়।

এই উপলক্ষে বালকগণকে নিম্নলিখিত কার্ড বিতরণ করা হয়।

THE NEW DISPENSATION,

MORAL TRAINING CLASS

To...............

God—your Ideal and Guide

The Lives of Saints—your Lessons and Illustrations,

Be this the Light of your Life.

ঈশ্বর তোমার আদর্শ ও গুরু।

সকল সাধুজীবন তোমার অবশ্য গ্রহণীয়।

ইহাই তোমার জীবনের আলোক হউক।

অবশেষে বালকগণকে কিছু জল খাইতে দেওয়া হয়। জলখাবার খুরীতে কিছু কিছু মুসুরী ভাজা ও একটী করিয়া পয়সা দেওয়া হয়। জলখাবার হাতে দিয়া বালকগণকে বলা হইল যে, আজ তোমরা মিঠাই খাইয়া আমোদ করিতেছ, কিন্তু কত লোক দুর্ভিক্ষে এত কষ্ট পাইতেছে যে, এই যে মুসুরী ভাজা যাহা তোমরা খাইতে পারিবে না তাহাও তাহারা পাইতেছে না। তাই বলি আজ তোমাদের আমোদের জন্য সেই গরিবদের জন্য এই একটী করিয়া পয়সা দেও। বালকগণ আনন্দে জলখাবার খাইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য একটী একটী পয়সা দিয়া গৃহে গমন করিল

১০ মাঘ শুক্রবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ডেল্‌হাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটে 'ভবিষ্যৎ ধর্ম্মে খ্রীষ্টের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা দেন; ধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যানসভার সাংবৎসারিক অদ্য স্থগিত থাকে। ১১ মাঘ প্রাতঃকালে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মন্দিরে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন, উপদেশের সার পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সায়ঙ্কালে ব্রহ্ম-মন্দিরে নিম্নে নিবদ্ধ "কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন্ অর্থে" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। মন্দির শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টি যে নিতান্ত গভীর, ইহা শুনিবা-মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গভীর বিষয় ভাল করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারি ঈদৃশ সামর্থ্য আমার কোথায়? ফলতঃ যদি আমি এ বিষয়ে নিজ সামর্থ্যের প্রতি নির্ভর করি, নিশ্চয় আমাকে অকৃতার্থ হইতে হইবে। বিধানের আলোকে বিষয়টি সকলের নিকটে পরিস্ফুট হইবে, ইহাই আমার মনের আশা। বক্তব্য বিষয়টি যেরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের সহজে মনে হইতে পারে যে, কেশবচন্দ্রে অবশ্য স্ববিরোধিতা ছিল, তবে সে স্ববিরোধিতার অর্থান্তর ঘটাইয়া বক্তা উহাকে লঘু করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। অর্থান্তর ঘটাইয়া স্ববিরোধিতার লঘুত্বসম্পাদন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না সেরূপে উহা যত কেন লঘু হউক না তথাপি উহার স্ববিরোধিতা থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান ও দর্শনের মত এই যে, আপাততঃ যে সকল বিষয় বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সে সকল বিষয় যখন উচ্চতর ভূমিতে অরোহণ করিয়া দেখা যায়, তখন তাহাদের অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এমতের আমরা বিশেষ সমাদর করি, কিন্তু যে সকল জীবন বিরোধিতা বা অবিরোধিতার দিকে কোন দৃষ্টি না করিয়া ক্রমান্বয়ে আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়, সে সকল জীবনসম্বন্ধে আমেরিকার এক জন সুগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তির উক্তি একান্ত সত্য। ইনি এদেশের অধিকাংশ যুবকের নিকট পরিচিত এবং বিশেষ ভাবে সম্মানিত; সুতরাং ইঁহার নাম উল্লেখ না করিলেও ইঁহার কথা শুনিলেই অনেকে ইঁহাকে চিনিয়া লইবেন। ইনি বলিয়াছেন "নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি ক্ষুদ্র মন সকলের বিভীষিকা, ক্ষুদ্রমনা রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। মহাত্মার পূর্ব্বাপরসঙ্গতির কিছুই প্রয়োজন নাই।" কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে এই কথাই সত্য। ভাবিয়া চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাপরসঙ্গতি রক্ষা করিবেন, এরূপ ভাবে তিনি জীবনপথে অগ্রসর হন নাই। তিনি আন্তরিক প্রেরণায় চলিতেন। যখন তাঁহাতে যে প্রেরণা উপস্থিত হইত, তিনি আপনাকে সেই প্রেরণার অধীন করিতেন। তিনি বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই, যদি করিয়া থাকেন তাহা আন্ত-রিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়াই করিয়াছেন। তাঁহাতে কখন কি উপস্থিত হইবে তিনি কিছুই জানিতেন না, সুতরাং পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলা তাঁহার সম্বন্ধে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। এরূপ করিয়া চলাতে কেশবচন্দ্রে কি স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে? না, স্ববিরোধিতা ঘটে নাই, সু-অবিরোধিতা ঘটি-য়াছে। কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন্ অর্থে এখন সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাতে স্ববিরোধিতা ছিল না, সু-অবিরোধিতা ছিল। স্ববিরোধিতা এ শব্দটির মত আর কোন ভাষাতে একই শব্দ দ্বারা বিরোধ প্রকাশ করিয়া আবার সেই শব্দেরই বিশ্লেষে অবিরোধ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, এরূপ শব্দ নাই। স্ববিরো-ধিতা শব্দটি সুতরাং কেশবচন্দ্রে যে সুন্দর অবিরোধিতা ছিল তাহা দেখাইবার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। এক জন দেশীয় সু-পণ্ডিত ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের বিষয় বলিতে গিয়া তাঁহাতে স্ববি-রোধিতা দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহা হইতে এই স্ববিরোধিতা শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে তিনি স্ববিরোধিতা দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু স্ববিরোধিতার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। আমি বলিতেছি, কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা স্ববিরোধিতা নহে, সু-অবিরোধিতা।

ইতঃপূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের জন্ম দিনে "কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন?" ইহার ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের তিনটি মূলতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়;—স্বাধীনতা, সমতা, একাত্মতা। এই তিনটীরই সঙ্গে স্ববিরোধিতা আছে কি না প্রথমতঃ দেখিয়া তৎপর সে সমুদায়েতে যে স্ববি-রোধিতা নাই, সু-অবিরোধিতা আছে, ইহা দেখিতে হই-তেছে। সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতার বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। স্বাধীনতা যে কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, এবং প্রতিব্যক্তির স্বাধীনতার যে তিনি সমধিক সম্মান করিতেন, ইহা আমরা পূর্ব্ববারে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। এবার তাঁহার জীবনী হইতে ইহার বিপরীত কথা আপনাদের নিকটে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি। ১৭৯৭ শকের ১৪ আষাঢ় তিনি ব্রহ্মমন্দিরে এইরূপ উপদেশ দেন, "যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপ-ভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে পারিলে ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ......স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদায় বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়; অপ্রণয়ের সহজ

সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।" "অধীনতা ব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ্ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলনবন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইব তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। এ সময়ে বিপদ্ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়।" কেবল যে কেশবচন্দ্র এ সময়ে অধীনতার মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন তাহা নহে তিনি প্রচারকবর্গকে অধীনতাব্রত অর্পণ করিলেন। তাঁহার জীবনী হইতে সেই অংশ পাঠ করা যাইতেছে। "তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্গের মধ্যে কোন কালে শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সাধনার্থও তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরাহ্নে আপনার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাঁহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। সমাগত প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কাহার?' উপস্থিত প্রচারক (তাঁহার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) 'আমি আচার্য্যের ও পরস্পরের'। তিন বার প্রশ্ন ও তিন বার উত্তরকালে তিন বার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া দিলেন। এক একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমুদায় করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধতভাব পরিহার করেন, পরস্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্ত্তিত হইল।"

যিনি আপনার জীবনবেদে স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, "অধীনতা প্রিয় কেহ যদি ঠক্ হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকে, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়;" তিনিই আবার সকলকে অধীনতাব্রতে বান্ধিতে যত্ন করিলেন, ইহা কি স্ববিরোধিতা দোষ নহে? যদি ইহা স্ববিরোধিতা দোষ না হয়, তবে আর স্ববিরোধিতা দোষ কাহাকে বলা যাইবে? এখানে সু-অবিরোধিতা কোথায়? সু-অবিরোধিতা আছে কি না বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। নিজের মত তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহার সু-অবিরোধিতা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিব না। তাঁহার নিজের মতে তাঁহার সু-অবিরোধিতা সুস্পষ্ট সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই আমার আশা। সকলেই জানেন কেশবচন্দ্র ত্রিনীতি (Trinity) মতে বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরের প্রকাশ সম্বন্ধে এই ত্রিনীতি তিনি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিন ভাবে তিন গুরুতে তিনি এক গুরু স্বীকার করিয়াছেন। তিনে এক যে গুরু তাঁহার কথা শুনিয়া চলা কেশবচন্দ্রের বিশেষ মত। ইহা স্বাধীনতাবিরোধী নহে। তাঁহার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ছিল না, ঈশ্বরাধীনতা ছিল, ইহা সেবার আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরাধীন হইতে গেলে তিন স্থলে অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, পিতার নিকটে, পুত্রের নিকটে, পবিত্রাত্মার নিকটে। খ্রীষ্টসমাজ কথায় পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদের নিকটে পিতাও থাকেন না, পবিত্রাত্মাও থাকেন না, এক পুত্রেরই সাম্রাজ্য। এ পুত্রও আবার ইতিহাসের পুত্র, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন স্বীয় বুদ্ধির আলোকে তাহা বুঝিয়া চলা অনেক খ্রীষ্টবাদীর মত। পুত্রের অনুসরণ করিবার জন্য তবে কি খ্রীষ্টসমাজের শরণাপন্ন হইব? না, তাহা হইতে পারিব না। আমাদের শোণিতের ভিতরে হিন্দুভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ভাবের অনুরোধে পিতা ও পবিত্রাত্মাকে (পরমাত্মাকে) ছাড়িয়া আমরা পুত্রের সমাদর করিতে পারি না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন ভাবে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ হিন্দু মানেন। কিন্তু এ তিনেতে সেই এক পরব্রহ্ম। এই ভাবানুরোধে কেশবচন্দ্র তিনি গুরুকে এক গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অথচ তিনি তিনের ভিতরে প্রভেদও রক্ষা করিয়াছেন। "গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত; পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিন, কিন্তু এক; গুরুর মত তিন প্রকারে তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে তা তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেককর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্মবাণী। তিন দিক্ দিয়ে শুনি অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ।" "তিন মত অথচ এক মত। তিন গুরু অথচ এক গুরু।" "ছিলেন এক, হইলেন অনেক গুরু, তাঁর নাম ব্রহ্ম।" "গুরু কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও বল। যার ভিতর দিয়া কথা বলিবে, আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণকর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" এ সকল কথা কি দেখায়? এই দেখায় যে ঈশ্বরের অধীনতা অতি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত অধীনতাই কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা।

এই বিষয়টি আর এক দিক্ দিয়া দেখা যাউক। কেশবচন্দ্র তাঁহার দৈনিক প্রার্থনায় বলিয়াছেন "মহর্ষি ঈশা বলিয়া গেলেন 'যেখানে থাকিবে তোমারা পাঁচ জন, সেখানে থাকিব আমি।' আমরা যেন ঈশার মত বলিতে পারি, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে

সত্য; যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব।" এই কথাগুলির মধ্যে 'আমি' 'ইনি' 'তিনি' এই তিনটি সর্ব্বনাম-পদের বিশেষ লক্ষ্য কি, ইহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। আমি *—পবিত্রাত্মা, ইনি—পুত্র; তিনি—পিতা। আমি বা অহং এ দেশে প্রতিহৃদয়বাসী ঈশ্বরসম্বন্ধে নিয়ত ব্যবহৃত হইত। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

এই অহং পরমাত্মা পবিত্রাত্মা। কেশবচন্দ্র কি তবে অদ্বৈতবাদিগণের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন? না, তাহা নহে। যিনি সর্ব্বদা আমাদের ভিতরে 'আমি আছি' 'আমি আছি' বলিতেছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসী, বিশ্বাসীর ঈশ্বর 'আমি আছি' ইহা তিনি আপনি প্রচার করিয়াছেন। এই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ 'অহম্' বা পরমাত্মার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

যিনি সমুদায় জীবের হৃদয়ে অবস্থিত তিনি কে? ঈশ্বর। ইনিই পবিত্রাত্মা, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই 'আমি আছি'। ইহার সঙ্গে প্রত্যেক মানবের সাক্ষাৎসম্বন্ধ। ইনি দূরস্থ নহেন সর্ব্বদা আত্মস্থ, স্পষ্ট কথায় বলিতে হয়, আমির আমি হইয়া অবস্থিত। 'আমি' যেন পবিত্রাত্মা হইলেন, 'ইনি' কে? ইনি—পুত্র। আমি বলিতে যেমন সাক্ষাৎ আমাতে পবিত্রাত্মা প্রদর্শিত হইলেন, তেমনি 'ইনি' বলিতে সম্মুখস্থ পুত্র বুঝা যাইতেছে। ঈশ্বরের পুত্রতো ঈশা, তিনি আবার সম্মুখস্থ কোথায়? যদি তিনি সম্মুখস্থ না হন, কোথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যাইব? য়ুড়িয়া দেশে কোন্ সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনি কিরূপ ছিলেন, এই সকল ভূতকালের কথা ভাবিয়া কি পুত্রকে 'ইনি' বলা যাইতে পারে? যদি আত্মস্থ পবিত্রাত্মাকে গ্রহণ করিলাম, সম্মুখস্থ পুত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা তিনি আমার জীবনের নিয়ামক হইবেন কি প্রকারে? "ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে, তা তোমার কথা" এস্থলে পুত্রকে সম্মুখস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যিনি এত দিন পৃথিবীতে ছিলেন, এখন আর নাই, তাঁহাকে কি আর 'ইনি' বলিতে পারি? 'ইঁহারা' আর 'ইনি' এ দুইকে এক বলিয়া কেন গ্রহণ করিতেছি? 'ইঁহারা ঈশ্বরতনয়' আর 'ইনি পুত্র' এ দুই কথার মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে? কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ নাই কেন, ঈশ্বরপুত্র ঈশার নিজের কথায় তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "আমার নামে যেখানে দুই জন বা তিন জন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান।" ঈশা যাহা বলিয়াছেন তাহা কখন মিথ্যা নয়। যেখানে ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য সাধকগণ একত্র হন, সেখানে তাঁহারা পুত্রের সহিত এক হইয়া যান, পুত্র সেখানে বিদ্যমান। ইঁহাদিগের ভিতরে ঈশ্বরতনয়কে দর্শন করিয়া 'ইনি' বলিয়া তাঁহাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। 'আমি' ও ইনি' যেন পবিত্রাত্মা ও পুত্র হইলেন, 'তিনি' কে? 'তিনি' ব্রহ্ম। বেদান্ত তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। জগতের কর্ত্তৃত্বে তিনি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুমিত; জগতের ভিতর দিয়া তিনি সাধকগণের নিকটে প্রকাশিত। ব্রহ্ম বা পিতাকে লক্ষ্য করিয়াই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা।" 'আমি, ইনি, তিনি' এ তিনের বিদ্যমানতা কোথায়? 'যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে'। সত্য কোথায়? 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য'। ধর্ম্মের জন্য যে ব্যক্তি জীবন অর্পণ করে, সত্য তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। সত্য দর্শন করিলেই অনুরাগ উপস্থিত হয়। এই অনুরাগেই ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ সে ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত হয় এবং তদধীন হওয়া তাহার জীবনের সার্থকতা।

অনুরাগে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশের অভিব্যক্তি, এই কথা বলিয়া এস্থলে অনুরাগের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। অনুরাগের উপজীব্য অধীনতা, এইজন্য কেশবচন্দ্র অধীনতাতত্ত্বের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতার উন্নতসুখ উপভোগ করে।' বিবেকে স্বাধীনতা, প্রেমে অধীনতা। যে হৃদয়ে বিবেক ও প্রেম মিলিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে স্বাধীনতা ও অধীনতা সর্ব্বপ্রকারের বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এ দুইয়ের একতা ভিন্ন কখন ধর্ম্মের পূর্ণতালাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ণ ধর্ম্মে বিবেক ও প্রেম, স্বাধীনতা ও অধীনতা একভাবাপন্ন। যেখানে বিবেক নাই, সেখানে প্রেম কখন থাকিতে পারে না। বিবেকবিহীন প্রেম প্রেমই নয়। যাহার বিবেক নাই তাহার প্রেম আছে, এ কথা বলিলে প্রেমের অবমাননা করা হয়। হৃদয় শুদ্ধ না হইলে স্বার্থের গন্ধ যায় না, স্বার্থের গন্ধ না গেলে প্রেমের উদয় হইবে কি প্রকারে? যাহার স্বার্থ আছে সে কি কখন আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? সে যাহা করে আপনার জন্যই করে। যে ব্যক্তিতে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, তাহাতে বিবেক থাকিবেই থাকিবে। বিবেক সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাসনার বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে; এই মুক্তভাবই স্বাধীনতা। সুতরাং স্বাধীনতা বিবেকমূলক। যদি এক ব্যক্তির প্রবৃত্তি বাসনা চলিয়া গেল, তাহা হইলে তাহাতে স্বার্থের তিরোধান এবং প্রেমের আবির্ভাব অনিবার্য্য। এ অবস্থায় কি হয়? "জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়।" প্রেম কি না কল্যাণ চায়, তাই আপনাকে ভুলিয়া গিয়া যখন উহা পরের কল্যাণ সাধন করিতে

* 'আমি, ইনি, তিনি থাকিব' এস্থলে 'থাকিব' এই ক্রিয়াপদ দেখাইতেছে স্বয়ং বক্তা অপরের সঙ্গে এক হইয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি শব্দে পবিত্রাত্মা গ্রহণ অযুক্ত মনে হইতে পারে। বক্তা আপনার ভিতরকার দেবতাংশ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব আমি শব্দে পবিত্রাত্মা গ্রহণে কোন দোষ হইতেছে না।

প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কল্যাণও অনুস্যূত হইয়া যায়। মানিলাম বিবেক আমাদিগকে প্রবৃত্তি বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিল; এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নিস্বার্থভাব উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগেতে প্রেমের উদয় হইল; কিন্তু প্রেমের উদয়ে অধীনতার উদয় ইহা কি প্রকারে আসিতেছে? আসিতেছে এই জন্য যে, প্রেম সকল প্রকারের প্রভুত্বের চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, কেবলই প্রণত হইয়া অপরের সেবা করে। "প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে; দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়।" প্রেমের ভিতরে আপনাকে অস্বীকার এবং পরকে সর্ব্বস্ব করা রহিয়াছে। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করিলেই প্রভুত্ব গেল দাসত্ব আসিল, দাসত্ব আসিলেই অধীনতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করা নারীজাতির প্রকৃতি। পত্নী আপনাকে অস্বীকার করিয়া স্বামীর সহিত এক হইয়া যান, স্বামীর কল্যাণার্থ আপনার জীবন মন সমর্পণ করেন, অধীনতা তাঁহার জীবনের ব্রত হয়। এ অধীনতাকে কে নিন্দা করিবে? এ অধীনতার নেতা যে স্বামীর কল্যাণ। কল্যাণ অধীনতার নেতা, এজন্য এখানে আপনার ইচ্ছা স্বামীর ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তিন এক হইয়া যায়। নারীতে বিবেকের কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, এ জন্য তাঁহাতে বিবেকের অভাব সাব্যস্ত করিতে পারি না। তাঁহাতে প্রেম ও বিবেক এমনই মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রেমের কোমলতা সর্ব্বদা সকলের নয়নগোচর হইলেও প্রবৃত্তি বাসনার বিরুদ্ধ পথে গতি নারী যেমন দৃঢ়তার সহিত অবরুদ্ধ রাখেন, এমন পুরুষের করিবার সামর্থ্য নাই। নারী স্বভাবতঃ পুণ্যময়ী, সুতরাং তাঁহাতে প্রথম হইতে প্রেমের প্রকাশ অনিবার্য্য। তাঁহাকে কাহার বিবেকসম্ভূত শুদ্ধতা শিক্ষা দিতে হয় না, তাঁহার স্বভাবের মূলে শুদ্ধতা সর্ব্বদা বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্য ভক্তির অবতার। প্রেম তাঁহার জীবনের মূল উপাদান। তিনি বিন্দুমাত্র শুদ্ধতার ক্ষতি সহ করিতে পারিতেন না। তিনি নারীভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই শুদ্ধতার প্রতি তাঁহার ঈদৃশ সুকোমল অনুরাগ ছিল। বিবেক পুরুষ, প্রীতি নারী, এ দুইয়ের সম্মিলনে শুদ্ধ প্রেমের উদয়। ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক প্রকৃতির ভাব স্বীকার করেন, এ জন্য ছোট হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যখন বর্জ্জন করেন তখন তাহার কারণ তিনি এই প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
প্রভু বলে তার মুখ না করি দর্শন॥

একাধারে যেখানে নরনারী প্রকৃতি মিলিত হয় নাই, সেখানে প্রেমের উদয় হইতে পারে না; সর্ব্বথা জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের অধীনতা উপস্থিত হয় না; পুণ্য পবিত্রতার সাম্রাজ্য বিস্তার হয় না। কেশবচন্দ্র 'একাধারে নরনারীপ্রকৃতি' বিষয়ে উপদেশ দানকালে বলিয়াছেন, * "তিনি (শ্রীচৈতন্য) একাধারে রাধা কৃষ্ণের মিলন, যোগ ভক্তির ঐক্য, প্রেম পুণ্যের যোগ, এবং নরনারীর বিবাহ, অনুরাগ বৈরাগ্যের মিলন দেখাইলেন।" "পৃথিবীতে পুরুষ নারীকে বিবাহ করে, নারী পুরুষকে বিবাহ করে; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষ আপনাকে বিবাহ করে, নারী আপনাকে বিবাহ করে, এই যে নরনারী আপনাকে আপনি বিবাহ করে, ইহাই স্বর্গীয় বিবাহ। এই স্বর্গীয় বিবাহপ্রথা অনুসারে চৈতন্য নিজেই নিজের স্ত্রী হইলেন।" "ঘরের বিষ্ণুপ্রিয়া এখন সন্ন্যাসীর বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্ত্রীপ্রকৃতি ভক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ভক্ত চূড়ামণি আপনার ঐ প্রকৃতিকে আপনি বিবাহ করিলেন।" এই আধ্যাত্মিক বিবাহে বিবেক ও প্রেম, স্বাধীনতা ও অধীনতা এক হয়।

স্বাধীনতাতে মন আপনার ভিতরে বদ্ধ থাকে, অধীনতাতে উহা প্রমুক্ত ভাবে সকল নরনারীকে আলিঙ্গন করে। জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কি আর মানুষ আপনাতে আপনি বদ্ধ থাকিতে পারে? কেশবচন্দ্র ভালই বলিয়াছেন, "ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাসী, যাঁহারা একটি মার পরিবর্ত্তে সহস্র মাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন এবং দুই একটি অতিথির পরিবর্ত্তে হৃদয়গৃহে সহস্র সহস্র অতিথির সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ করেন, এক খানি ঘরের পরিবর্ত্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েকজন বন্ধুর পরিবর্ত্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন।" সন্ন্যাসী কে? যিনি সমুদায় ঈশ্বরের জন্য অপরের জন্য অর্পণ করিয়াছেন। এরূপ অর্পণ অধীনতা বিনা কোন কালে সম্পন্ন হয় না, অধীনতা ও প্রেম এ জন্য চিরসংযুক্ত। এখন কথা হইতেছে, জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কোন মানুষ বা মানুষসমূহের অধীন হওয়া হইল না, কেবল এক কল্যাণরূপী ঈশ্বরেরই অধীন হওয়া হইল; কিন্তু কেশবচন্দ্র যে অধীনতার ব্রত দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের এবং দলের অধীনতাস্বীকার রহিয়াছে, এখানেও কি এ অধীনতাকে প্রেম বলিতে হইবে? তিনি যখন প্রচারকবর্গকে ব্রত দিলেন, তখন আচার্য্যের এবং পরস্পরের অধীন হইবার প্রতিজ্ঞায় তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিলেন। "অধীনের দল এখানে নয়" এ কথার সঙ্গে তাঁহার মিল থাকিল কোথায়? তিনি যে প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া একটি অধীনের দল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন! কেবল পরস্পরের অধীন হইতে নহে নিজের অধীন হইতেও কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন, ইহাতে কি পোপের অধিকার গ্রহণ করিবার অভিলাষ তাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে না? "দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও যাঁতায় পেষণ করিতে মানস করি না; প্রত্যেককে স্বাধীন দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে বলি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা

* বক্তৃতাকালে ভাবতঃ যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল এখন তাহ স্থানে স্থানে উপদেশাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

বলিয়া জানি।" এ সকল কথা এখন কোথায় রহিল? আপনার এবং পরস্পরের অধীন করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? স্বাধীনতায় জীবিত থাকিতে না দিয়া অধীনতায় জীবিত রাখিবার জন্য যত্ন কি ব্যর্থ যত্ন নহে? "এ দলের কেহই অধীন হইবেন না" এ কথা এখন তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন? এত বলের সহিত স্বাধীনতা প্রচার করিয়া পরে আবার অধীনতার গুণব্যাখ্যা। অধীনতা-প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্তি, ইহা কি স্ববিরোধিতা নয়? স্ববিরোধিতা নয়, ইহার মধ্যে সু-অবিরোধিতা আছে, ইহাই দেখা প্রয়োজন। আচার্য্য এবং পরস্পরের অধীন হইব, এ প্রতিজ্ঞার কি এই অর্থ নহে যে, আচার্য্যের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমে সর্ব্বথা আপনাকে উড়াইয়া দিব? যদি এ অর্থ হয়, তবে কেশবচন্দ্র এ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া কিছু স্বাধীনতাকে উড়াইয়া দেন নাই। যাহারা স্বাধীন নহে স্বার্থের অধীন, তাহারা কি কখন এ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারে? যদি প্রচারকগণ জীবনে এ প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার কারণ অস্বাধীনতা বা স্বার্থাদির অধীনতা, স্বাধীনতা নহে। এ দিক্ দিয়া না দেখিয়া অন্য দিক্ দিয়া দেখিলেও সু-অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। আচার্য্য এবং পরস্পরের অধীনতা সংসারের অনুরোধে, না ধর্ম্মের অনুরোধে? যদি ধর্ম্মের অনুরোধে হয়, তাহা হইলে সেখানে সত্য থাকিবে, সত্যের প্রতি অনুরাগ থাকিবে। আচার্য্য ও পরস্পরের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধ না হইয়া ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইলে এ সম্বন্ধ বন্ধনের কারণ হইবে না, মুক্তির কারণ হইবে। কেন না এই সম্বন্ধ হইতে সত্যের আগম হইবে, সত্য সকলকে স্বাধীন করিবে। আচার্য্য হইতে যে নব নব সত্যের নিত্য আগম হইত তৎপ্রতি অনুরাগ বা প্রেম যদি অধীনতার কারণ হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার বিলোপ হইল কোথায়? বরং উহা বাসনা প্রবৃত্তি স্বার্থ তিরোহিত করিয়া স্বাধীনতা আরও দিন দিন বর্দ্ধিতই করিবে। আগম শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে।
মতশ্চ হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥

ঈশ্বর হইতে এক ব্যক্তির নিকটে সত্য আসিল, সে সত্য অন্য দশ জনের হৃদয় অনুমোদন করিল, তখন সত্যের আগম হইয়াছে বুঝা গেল; কেশবচন্দ্র সত্যের আগমসম্বন্ধে কি এইরূপ কথা বলেন নাই? তিনি আপনি বলিয়াছেন, "আমি কি ইচ্ছা করি যে, আমি এই সকল বলিলাম বলিয়া তোমরা গ্রহণ করিবে? কখন নয়, আমি বিচারিত হইতে অভিলাষ করি। আমার মতসমুদায় সুতীক্ষ্ণ বিচারের অধীন হউক। গৃহে গমন কর, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, পরিতুলিত কর, আমি যে সকল মূলতত্ত্ব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলাম তাহার প্রত্যেকটি যত্ন সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, তৎপর যে কোন সত্য ঈদৃশ একান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সেইটি গ্রহণ কর, যিটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেটিকে অগ্রাহ্য কর। আমার ওষ্ঠাধর হইতে যে কোন কথা বিনিঃসৃত হয় তাহা আমার স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না যদি তাঁহাদের অন্তরস্থ পরমাত্মা কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হয়।" তিনি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন মণ্ডলীর নেতৃবর্গসম্বন্ধে তাহাই সত্য। কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক নিবদ্ধ ঈশ্বরের কথোপকথনে আছে "যদি তোমাদের নেতৃগণ তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, তোমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আমাকর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে তাহাদের জ্ঞান গ্রহণ করিও না।" কেশবচন্দ্র আপনি কি প্রার্থনা করেন নাই, "যার ভিতর দিয়া কথা বলিবে আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" কিন্তু ঈশ্বরের কথা আসিল বুঝিব কি প্রকারে? "তারে কি খবর এলো বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে।" সুতরাং বিবেক বা তন্মূলক স্বাধীনতা না থাকিলে সত্য বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। আপনি প্রত্যাদিষ্ট না হইলে সমাগত সত্য বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে কাহার সাধ্য? এই সত্যই কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাচ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইন্দুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে।" স্বাধীন আত্মা পবিত্রাত্মার আবাসভূমি, এবং পবিত্রাত্মা আমাদিগকে সত্যের প্রতি অনুরাগ ও অধীনতা বা শিষ্যপ্রকৃতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। আচার্য্যের ভিতর দিয়া যে সত্য আসিল তৎপ্রতি অনুরাগ ও তদধীনতাই আচার্য্যের অধীনতা। সুতরাং ইহা অন্য কথায় ঈশ্বরাধীনতা।

আচার্য্যের অধীনতার কি অর্থ, এবং তন্মধ্যে যে স্ববিরোধিতা নাই প্রদর্শিত হইল, এখন পরস্পরের অধীনতাসম্বন্ধে যে বিশেষ কথা আছে তাহা বলিতে যত্ন করা যাউক। ধর্ম্ম, সত্য ও ঈশ্বরের নামে যাঁহারা একত্র হন, তাঁহারা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মণ্ডলী। এই মণ্ডলীকে আমরা কখন সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না, ইহা পবিত্রাত্মার আবাসভূমি। খ্রীষ্টশাস্ত্রে ঈশাকে বর, এবং মণ্ডলীকে কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ উপমাটী অতি সুন্দর। বর ও কন্যার সহিত যেমন অভিন্ন যোগ ঈশা ও মণ্ডলীর সহিত তেমনি অভিন্ন যোগ। খ্রীষ্টশাস্ত্রের এ উপমা ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্য দিক্ দিয়া ঈশা বা ঈশ্বরতনয় ও মণ্ডলীকে একেবারে এক বলিয়া উপস্থিত করিতে পারি। মণ্ডলী পবিত্রাত্মজাত ঈশ্বরতনয়। তিনি যাহা বলেন, যে বিচার করেন, তাহা পুত্রের বলা, পুত্রের বিচার। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরতনয় ঈশা জুডিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি নাই, ঈদৃশ ঈশ্বরতনয় আমাদের বিশ্বাসভাজন নহেন। তিনি আমাদিগের নিকটে আমাদের সম্মুখে আছেন। কি ভাবে আছেন? কিরূপে আছেন? সাধকগণের মিলিতভাবমধ্যে আছেন, মণ্ডলীরূপে আছেন। ঈশা বলিয়াছেন, তাঁহার উপরে ঈশ্বর বিচারের ভার দিয়াছেন, তিনি আসিয়া সকলের বিচার করিবেন। তাঁহার শিষ্যগণ বহুদিন হইল প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, কৈ তিনি তো বিচার করিতে আসিলেন না! তাঁহার শিষ্যেরা মনে করিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া ধরাধামে আসিবেন, সিংহাসনে বসিয়া সকল জাতির বিচার করিবেন। যাঁহারা এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়াছিলেন,

তাঁহারা ঈশার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার নামে যেখানে দুই জন বা তিন জন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান।" এই বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিয়াই তিনি বিচার করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। কেন না তাঁহার নামে যাঁহারা মিলিত, তাঁহারা যে বিচার করেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহা দৃঢ়তর থাকিবে, এ কথা বলিয়া তিনি বিচারের ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা আপনি সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। এখন এই সকল কথার আলোকে বিচার করিয়া দেখিলে পরস্পরের অধীন হইবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেন করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। প্রেমে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অধীন হইবেন, ইহা সর্ব্ব প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এই যে, পরস্পরের শাসন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিবেন। এ অধীনতা এত দূর যে তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তিনি অমুক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ সকলে সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত আদেশ পান, তাহা হইলে কোন কথা না বলিয়া আপনাকে ভ্রান্তজ্ঞানে সকলে যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে সেই আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে *। প্রতিব্যক্তিকে মণ্ডলীর নিকটে এইরূপে প্রণত হওয়া যখন বিধি, তখন পরস্পরের অধীনতা স্বীকারের প্রতিজ্ঞা কখন বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মণ্ডলীস্থ প্রতিব্যক্তি মণ্ডলীর শাসনবিধির অধীন হইবেন, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন তাঁহারা মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা সে অঙ্গীকার কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। মণ্ডলী তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত। মণ্ডলী যে বিচার করিবেন সে বিচার স্বর্গে ও পৃথিবীতে সুদৃঢ় থাকিবে। মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ স্বর্গে গমন করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। "বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব, ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে তথাপি অধীন হইব" সমবেত সাধকগণের প্রতি এরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা যিনি পোষণ করেন না, তিনি কখন ধর্ম্মসমাজে থাকিবার যোগ্য হইতে পারেন না। আপনাকে যিনি সহসাধকগণমধ্যে উড়াইয়া দেন নাই, তাঁহার দ্বারা প্রেমপরিবার সংস্থাপিত হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? "প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচজনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে"; আপনাকে সকলের ভিতরে উড়াইয়া না দিলে এ সত্য কি এ সংসারে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে? আপনাকে বজায় রাখিয়া কোন দিন প্রেম হয় নাই, হইতে পারে না, এই জন্য 'অধীনতা ব্রতের' অপর নাম 'প্রেমব্রত'।

কেশবচন্দ্রের কথা বলিতে গিয়া আত্মকথা বলা যদিও শোভা পায় না, তথাপি কেশবচন্দ্র যে মূলতত্ত্ব স্থাপন করিলেন তাঁহার অনুগামী বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ তাঁহারা তাঁহার সেই মূলতত্ত্ব কত দূর আপনাদের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন পৃথিবী ইহা জানিতে চায়। আমার সম্বন্ধে মণ্ডলীমধ্যে একটি অপবাদ প্রচলিত আছে, সে অপবাদকে আমি আমার সম্বন্ধে শ্লাঘা মনে করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে অনেকে এই কথা বলেন, আমার আপনার বলিবার কোন মত নাই; আমি আত্মমতে চলি না পরের মতে চলি। এটি আমার নিতান্ত দুর্ব্বলতা, ইহা সকলের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি এটিকে দুর্ব্বলতা মনে করি না, আমার জীবনে ইহাতেই বলাধিষ্ঠান। কোন একটি বিষয় উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে আমার কোন মত নাই, ইহা মনে করা সত্য নহে, সে সম্বন্ধে আমি আমার মত পশ্চাতে রাখিয়া দি, তৎসম্বন্ধে মিলিত সাধকগণের মত কি তাহাই জানিবার জন্য উৎসুকচিত্ত হই। যদি তাঁহাদিগের মতের সহিত আমার মত মিলে (অনেক সময়ে এইরূপই ঘটিয়া থাকে) আমি আনন্দিত হই, যদি না মিলে আমার মত উড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তন করি। কোন এক ব্যক্তির সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি আত্মমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকি, কখন তাঁহার মতের অনুবর্ত্তন করি না, কেন না সমবেত সাধকগণের মতে আত্মমত বিসর্জ্জন করিতে আমি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট। সমবেত সাধক বলিতে আমি বিধানান্তর্গত ব্যক্তিগণকে বুঝি প্রেরিতবর্গের সন্নিধানে আমার মস্তক চির অবনত, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি তদতিরিক্ত সাধকগণের নিকটে মস্তক অবনত করি না তাহা নহে। সর্ব্ববিষয়ে প্রেরিতমণ্ডলীর অধিষ্ঠানভূমি শ্রীদরবারের অধীনতা স্বীকার আমার জীবনের ব্রত, কিন্তু ভারতের নানা স্থানে বিধানান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি আছেন, আমি যখন তাঁহাদের সেবা করিতে যাই, তখন তত্রত্য মণ্ডলীর অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকি। আমি কাহারও প্রভু নই, সকলে আমার প্রভু, ঈশ্বরকৃপায় যত দূর সাধ্য এই সত্য প্রতিপালনে যত্ন করি। অধীনতাব্রতকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত মনে করি, এই ব্রতে যেন চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রার্থনা। কোন এক ব্যক্তির বিচার করিবার অধিকার সমবেত সাধকগণের, এ বিধি কেশবচন্দ্র অতি যত্নের সহিত পালন করিতেন। "কোন ব্যক্তির বিচার করিতে আমি নই" এ কথা যে তিনি কেবল

* ১৭৯৭ শকের আষাঢ় মাসে অধীনতাব্রতসম্বন্ধে উপদেশ হয়, শ্রাবণ মাসে প্রচারকসভায় নিয়ম হয় "বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।" এই সময় প্রচারকগণ অধীনতব্রতসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই বিধান যে ইহার পূর্ব্ব হইতে ছিল এক বৎসরের পূর্ব্বের লিপিতে তাহা আমরা দেখিতে পাই। (২৫শে শ্রাবণ ১৭৯৬ শক) 'প্রচারকেরা এই সভার অধীন, যদি কেহ কখন এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।' এ সম্বন্ধে প্রচারকগণ আপনাদিগকে অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ করেন।

মুখে বলিয়াছেন, তাহা নহে, বাস্তবিকই তিনি আপনি কখন কাহারও বিচারের ভার গ্রহণ করেন নাই। বিচারের বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি প্রচারকগণের সভায় (পর সময়ে শ্রীদরবারে) উপস্থিত করিতেন, আপনি তৎসম্বন্ধে কিছু করিতেন না। এক সময় একটি অত্যন্ত ক্লেশাবহ বিচারের বিষয় উপস্থিত হয়। জনসমাজের নিকটে গোপন করিয়া সে বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য ছিল, সুতরাং একা বিচার করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু তিনি একা বিচার করিতে পারেন না বলিয়াই সকলকে প্রচারকসভায় সমবেত করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিষয়টি উপস্থিত করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যাহা বিহিত করিবার ভার প্রচারকবর্গ হইতে আপনি গ্রহণ করিলেন। বিচারসম্বন্ধে যেমন তেমনি প্রচারকসভায় উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধেও তাঁহার অধীনতাস্বীকার ছিল। কোন বিষয় সভায় উপস্থিত করিয়া সভাস্থ এক জনেরও মত না পাইলে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহার এই অধীনতাস্বীকার যদি আমার জীবনে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

স্বাধীনতা ও অধীনতা এ দুই সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা ঘটে নাই সু-অবিরোধিতা ঘটিয়াছে, ইহা এক প্রকার দেখান হইল, এখন তাঁহার দ্বিতীয় অনুসর্ত্তব্য মূলতত্ত্ব সমতাসম্বন্ধে স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে কি না বিচার করিয়া দেখা যাউক। সাম্যের বিরোধী বৈষম্য। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার আপনার সহিত অপরের সমতা তিনি স্বীকার করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব সমতা ছিল প্রতিপন্ন হয় না। তিনি যে বিধান প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরদর্শনপ্রধান। যাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন হয় না, অথবা যাঁহারা বলেন ঈশ্বরদর্শন হয় না, তাঁহারা এ বিধানের লোকমধ্যে গণ্য নহেন। সকলের পক্ষেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব, এই কথা প্রচার করিয়া যদি কেশবচন্দ্র বলিয়া থাকেন "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে," তাহা হইলে তিনি আপনার কথা আপনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহাতে স্ববিরোধিতা দোষ উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসিমাত্রেই ঈশ্বরকে দর্শন করেন, এ কথা বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমার মাকে কি তোমরা দেখিয়াছ? বন্ধুবর্গের প্রতি ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ কেন? 'আমার মা' এরূপ বলিবারই বা অর্থ কি? তাঁহার মা এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মা এক নহেন, ইহাই কি তিনি ইহার দ্বারা বলিতেছেন না? এক স্থানে যদি এরূপ একটী কথা তিনি বলিতেন, তাহা হইলে মনে হইত, হঠাৎ এরূপ কথা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এরূপ বৈষম্য এরূপ প্রভেদ তাঁহার অস্থিগত ছিল, ইহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, আর সকলের হরি ঝুঁটো হরি। সেই সকল ঝুঁটো হরিকে বিনাশ করিয়া সত্য হরির সাম্রাজ্য যাহাতে স্থাপিত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সকল কথায় আপনাকে বাড়াইয়া অপর সকলকে কি অধঃকরণ করা হয় নাই? তাঁহার হরি সত্য, আর সকলের হরি ঝুঁটো এ কি প্রকারের কথা। ইহা যদি বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে বৈষম্য আর কাহাকে বলে? এ আবার কিন্তু সামান্য বিষয় লইয়া বৈষম্য নয়, একেবারে ধর্ম্মেরমূল লইয়া বৈষম্য। এখন দেখা যাউক এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য আছে কি না? 'আমার মা' 'আমার হরি' বলিয়া অপরের মা অপরের হরি হইতে কেশবচন্দ্র আপনার ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র করিলেন কেন? প্রাচীন ও নূতন, এ প্রকারে বিভাগ না করিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস কখন পাঠ করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর চিরদিনই এক, তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মানবের নিকটে তাঁহার প্রকাশ এক প্রকার নয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার একটী প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি রয়েছ কি না বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম তেমনি করিয়া দেখি কি না বল। ঈশ্বর আছেন, তিনি তো চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে ধর্ম্মকর্ম্ম থাক্, আর কিছু চাই না। এমন গরিব এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান? তবে তুমি যাও। তুমি বল আমার হরি, এই কথাটী সহজ করে বল যে, যা ছিলে তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই। যদি না থাক আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল।" এই কথা গুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মাতে মাতে প্রভেদ হরিতে হরিতে প্রভেদ কেন হয় তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। মা চিরদিন যেমন তেমনি আছেন, হরি যেমন চিরদিন তেমনি আছেন; কিন্তু আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নরনারী কি সমান ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছে? তাহাদিগের গ্রহণসামর্থ্য অনুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে। অনেক দূরে যাইতে হয় না, য়িহুদিগণের যিহোবা, এবং ঈশার পিতা এ উভয়ের মধ্যে কত তারতম্য। অসভ্য বর্ব্বর জুলু যে ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সভ্যতার উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় ব্যক্তিগণ কি সেই ভাবে ঈশ্বর দর্শন করেন? এক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব যে প্রকার অন্য সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব তাহার বিপরীত। এই ভাবের প্রভেদবশতঃ সম্প্রদায় ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব একত্র মিলিতে পারেন না কেন? কেবল বিজাতীয় বলিয়া মিলিতে পারেন না, তাহা নহে। উভয় ধর্ম্মের বিষয় যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা এ দুইয়ের মধ্যে এত পার্থক্য দেখেন যে, এ দুইকে কিছুতেই এক করিতে পারা যায় না। আমরা সকলে এক সময়ে বাস করিতেছি, আশা করা যাইতে পারে যে, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ভাবসম্বন্ধেএকতা থাকিবে। কিন্তু একই সময়ে একই শিক্ষাধীনে থাকিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের ভাবের কত তারতম্য! এক অখণ্ড ঈশ্বর

বুদ্ধিভেদে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেন, নানা জন তাঁহাকে নানা ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। এই বুদ্ধিভেদ নিবারণ করিয়া এক অখণ্ড ঈশ্বরকে গ্রহণ করা কেশবচন্দ্রের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। তিনি আপনি অখণ্ড ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া খণ্ড ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, আর সমুদায় ঝুঁটো হরি। এ কথা বলাতে প্রতি-মনুষ্যের ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য তিনি অস্বীকার করিতেছেন না, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞান দূরে পরিহার করিয়া সত্য ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য কেশবচন্দ্র এবং আর সকলের সমান ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কিন্তু লোকে আলস্য জড়তার অধীন হইয়া ঈশ্বরদর্শনের জন্য আপনাদের সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ সমর্পণ করে না এই জন্য সত্য ঈশ্বর তাঁহাদিগের নিকটে প্রকাশ পান না, এই তাঁহার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য। তিনি ঈশ্বরের মাতৃভাব যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণ প্রাচীন ভাবের সহিত এখনও সংযুক্ত আছেন বলিয়া সেরূপ দেখিতে পান নাই, এই জন্যই বলিয়াছেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে।" তাঁহার মাকে তাঁহার বন্ধুগণ কখন দেখিতে পাইবেন না, এরূপ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সকলে একই মাকে দর্শন করুন, এই বাসনা হইতে এ কথা তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। সকলে মিলিয়া এক সত্য হরি, এক সত্য মাকে দর্শন করিবেন, এই চেষ্টায় তিনি দেহপাত করিলেন। এ সম্বন্ধে কেহ তাঁহাতে বৈষম্য আরোপ করিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব।

এই ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে আর এক দিক্ দিয়া কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা আছে, অনেকে বলিতে পারেন। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরদর্শনে মধ্যবর্ত্তিতা অস্বীকার করিয়াছেন, আবার বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই তোমরা পুত্রের মধ্য দিয়া বিনা পিতার নিকটে পৌছিতে পার না। এই অবশ্যম্ভাবী যুক্তিযুক্ত মধ্যর্ত্তিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।" কি বিপরীত কথা! ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ নব ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, অথচ সেই প্রাণ কেশবচন্দ্র আপনি বিনষ্ট করিতে উদ্যত। ইহা যদি স্ববিরোধিতা না হয়, তাহা হইলে স্ববিরোধিতা আর কাহাকে বলে? ইহা আপাততঃ দেখিতে নিতান্ত স্ববিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রকৃত মত সমালোচন করিলে ইহা যে সু-অবিরোধী তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কেশবচন্দ্র ক্রমোন্মেষ (Evolution) মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মানুষে জড়, পশু, মানব ও দেবতা পর পর স্তরে অবস্থিত স্বীকার করিতেন। মানুষ যখন নিদ্রা আলস্য ঔদাসীন্য প্রভৃতির অধীন, তখন তাহাতে জড়ের আধিপত্য। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি পশুভাব নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া জড়ের আধিপত্য নষ্ট করিতেছে, কিন্তু এই পশুভাব আবার মানবকে নীচ বাসনা নীচ প্রবৃত্তি সমুদায়ে বদ্ধ রাখিয়া তাহার মহত্ত্ব ও গৌরব হরণ করিতেছে। মানুষ পশুভাব নির্জ্জিত করিয়া মানবত্ব লাভ করে, কিন্তু ইহাতেও তাহার পূর্ণ ক্রমোন্মেষ সাধিত হইল না। নীচ পশুবৃত্তি সমুদায় যখন বিবেকাধীন হইল তখন মানবত্ব প্রস্ফুটিত হইল। মানবত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াই শেষ হইল না। যখন নীচবৃত্তি ও বিবেকের মধ্যে সংগ্রাম নিঃশেষ হইয়া বিবেকের আধিপত্য স্থাপিত হইল, তখন পুণ্যের আবির্ভাব হইয়া মানবকে দেবত্ব দান করিল। কেশবচন্দ্র প্রতিমানবসম্বন্ধে এই ক্রমোন্মেষ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেখানে ঈশ্বরতনয়ের মধ্যবর্ত্তিতার একান্ত অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে এই ক্রমোন্মেষের মত এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—"নিশ্চয়ই মানুষের শরীর একটি প্রকাণ্ড বাণারস বাক্স। এটি একটি সুদৃঢ় জড়োৎপন্ন যন্ত্র যাহার মধ্যে মানবপশু বাস করে। এই মানবপশুর বাহিরের আবরণ উন্মোচন কর মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইবে। আর একটু গভীর প্রদেশে প্রবেশ কর মনুষ্যত্বের ভিতরে ঈশা আবৃত রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে। দেখ! ঈশার ভিতরে পবিত্রাত্মা লুক্কায়িত, সেই পবিত্রাত্মার গভীর প্রদেশে গমন কর, তুমি অবশেষে অদৃশ্য মহান্ সার সত্য যিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। মানুষ এবং ঈশ্বরের ভিতরে খ্রীষ্ট কি তবে মধ্যগত যোগশৃঙ্খল নহেন? প্রত্যেক মানবের আত্মার গভীরতম স্থানে মহান্ ঈশ্বর বিদ্যমান। কিন্তু যে বিশুদ্ধ পুত্রত্বে গূঢ় ঈশ্বরনিলয় পরিবৃত, তন্মধ্য দিয়া না গেলে সে নিলয়ে যাইতে পারা যায় না। প্রতি ব্যক্তিতে পুত্রের যে চরিত্র ও ভাব নিহিত আছে তাহার মধ্য দিয়া না গেলে কেহ দেবত্বে পঁহুছিতে পারে না। এই অর্থে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যবর্ত্তী।" প্রতিব্যক্তির মধ্যে পুত্রত্ব অবস্থিত, সেই পুত্রত্ব জাগ্রৎ হইয়া না উঠিলে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাদ্দর্শন হয় না, কেশবচন্দ্র এ কথা কত স্থানে কত ভাবে বলিয়াছেন। সে সকল কথা যাঁহারা ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা আর এ কথা বলিতে সাহস করিবেন না যে, কেশবচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তিত্বের মত কোন একটি বাহিরের বিষয়। আত্মাতে আমরা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মা যখন পশুভাবের অধীন তখন ধর্ম্ম আমাদিগের হইতে দূরে। যখন ধর্ম্ম পশুত্বের উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করে, তখন আমরা মানবত্বের অধিকারী হই। এই মানবভাব তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার আনুগত্য আমাদের জীবনে স্বভাবসিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আনুগত্যই ঈশা বা ঈশ্বরপুত্রনামে অভিহিত, সুতরাং উহা আর আমাদের বাহিরে কোন বিষয় হইল না। আমরা যখন সর্ব্বথা ঈশ্বরের অধীন হই তখন তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হই, অন্য কথায় তাঁহাকে দর্শন করি। পুণ্যপ্রভাবাধীন আত্মার মধ্যে আমরা ঈশ্বর দর্শন করি, এ কথা বলাও যাহা, কেশবচন্দ্রের নিকট মধ্যবর্ত্তিতার মতও তাহাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাতে স্ববিরোধিতা নাই, সু-অবিরোধিতাই আছে। কেশবচন্দ্র সহজ ভাষা অবলম্বন না করিয়া ঈশা বা পুত্রত্বকে এ স্থলে আনিলেন কেন, এ কথার বিচার এখানে না করিয়া পরে যথাস্থানে করা যাইবে।

ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে স্ববিরোধিতা সু-অবিরোধিতার পরিণত হইল, এখন ঈশ্বরের বাণীশ্রবণসম্বন্ধে যে স্ববিরোধিতা তাঁহার উপরে অপরে আরোপ করিয়াছে, তৎসম্পর্কীয় বিচারের অবতারণা করা যাউক। ইহার মধ্যে বিরোধিগণের প্রাচীন পত্রিকা পাঠ করা আমার প্রয়োজন হইয়াছিল,তন্মধ্যে দেখিতে পাইলাম, কেশবচন্দ্রের এক জন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী তৎপ্রতি এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছেন, যত দিন তিনি জীবিত আছেন তাঁহার বন্ধুগণ কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিবেন না। কেশবচন্দ্রের প্রতি যদি এ দোষারোপ সত্য হয় তাহা হইলে সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে কেশবচন্দ্রের প্রকাশ্যে প্রচারিত এ মত গোপনে প্রচারিত মত দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিরোধী হইয়া কেশবচন্দ্রের বিরোধে যে কথা প্রচার করিলেন, তাহা কখন সত্য নহে, ইহা আমি বলিতে চাই না; কেন না তাঁহার ঘনিষ্ঠসম্পর্কীণ লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ বিশ্বাস পোষণ করিতেন এবং করেন যে, এক কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিতেন, আর কেহ ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন না। কেশবচন্দ্র কখন এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, যাহা শুনিয়া তাঁহাদের এ প্রকার অপ্রত্যয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। কারণ আমি এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, এক সময়ে কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে প্রচার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বলিয়া তথায় যাইবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি গোপনে কৌতুকচ্ছলে এই বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, অমুক অমুক স্থানে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া এই ফল হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্র ছাড়া অপর কেহ যে আদেশ প্রাপ্ত হন, তৎপ্রতি এ বন্ধুর আস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্র এরূপ কেন বলিয়াছিলেন, তাহার আমূল বিচার করিবার ইঁহার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাঁহার সে কথার গম্ভীর ভাব ইনি বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল আপনার বিশ্বাসকে চিরদিনের জন্য শিথিল করিয়া ফেলিলেন। কেশবচন্দ্রের একটা সামান্য কথায় যখন তাঁহার প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই হইতে পারে, তখন সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকের মনে তাঁহার কোন কথায় যদি কোন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অযথাসংস্কারনিরসনের জন্য যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেশবচন্দ্রের আদেশসম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি এ মতে বিশ্বাস করিতেন না যে, সকলে সকল বিষয়েই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি যে কার্য্যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত, সেই কার্য্যে তিনি ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন এই তাঁহার বিশেষ মত। চিকিৎসক চিকিৎসা কার্য্যে, শিল্পী শিল্পসম্বন্ধে, কবি কবিত্ববিষয়ে, বিজ্ঞানী বিজ্ঞানসিদ্ধ আবিষ্কারে আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচন্দ্র যদি এরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহই আর সে বিষয়ে তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না। কেশবচন্দ্র যে এইরূপই মত পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে সুতরাং উহা আর সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অধ্যাত্মরাজ্যেও এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচন্দ্রের ইহা বিশেষ মত। 'প্রত্যাদিষ্ট' বিষয়ের উপদেশে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; যাঁহাদিগের চরিত্রমধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কয়েক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য, কিংবা ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবায়ু ঘুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাইবেন ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা। ......যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে, তাঁহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।" যিনি যে বিষয়ে আদিষ্ট সেই বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা সমুচিত নয় কেশবচন্দ্রের এই বিশেষ মত। তিনি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতে জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফাকরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই।......ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে যেন অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও; কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না।" এরূপ অনধিকার চেষ্টা কেন কেহ করিবেন না, তাহার কারণ তিনি এইরূপে দেখাইয়াছেন, "যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে যত দূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বর নিশ্বাস পাইবেন এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য আনিয়া দিবে।" কেশবচন্দ্র ঈদৃশ মত প্রচার করিয়া প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে ঈশ্বরের

ক্রিয়া সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে আবদ্ধ করিলেন, সকল ব্যক্তিই সকল হইতে পারেন ঈদৃশ মানবীয় সামর্থ্যকে খর্ব্ব করিলেন, কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া অপর ব্যক্তিসকলকে তাঁহাদিগের হইতে হীন করিলেন, ঈদৃশ দোষারোপ তাঁহার প্রতি অনেকে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তৎপ্রতি এরূপ দোষারোপ করিবেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানবাদী ছিলেন, ঈশ্বর যেরূপে কার্য্য করেন তাহাই দেখিয়া তৎসম্বন্ধীয় সত্য প্রচার করিতেন, এ সম্বন্ধে লোকে আত্মাভিমানবশতঃ কি প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করে তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, অন্যথা তিনি কখন এ কথা বলিতেন না, "কার্য্যের জন্য অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচ খানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুই খানি কার্য্য আছে, তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।" জনসমাজে যদি সকল ব্যক্তিই অমুক কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেই কার্য্য করিত, তাহা হইলে কি সমাজের শৃঙ্খলা থাকিত, না বিবিধ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইত? সকলেই রজক হইলে বস্ত্র ধৌত করিতে দিত কে? সকলেই ক্ষৌরী হইলে ক্ষৌর কর্ম্ম করিত কে? প্রত্যেকে এক বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হইলে ঠিক এই প্রকারই বিশৃঙ্খলা হইত। কেশবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, "কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।"

এখন কেশবচন্দ্রের এই সকল কথার সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে, তাহার কত দূর ঐক্য বা অনৈক্য আছে ইহা দেখা উচিত। তিনি যদি তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়া থাকেন, আমি থাকিতে অপর কাহারও আদেশ পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে দেখিতে হইতেছে, তাঁহার আপনার জীবনের কার্য্যসম্বন্ধে যে সকল আদেশ পাইতেন, সেই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, অথবা তাঁহার জীবিতাবস্থায় কেহ কোন প্রকারের আলোক পাইবেন না এই তাঁহার মত ছিল। এরূপ যে তাঁহার মত ছিল না তাঁহার আপনার লেখাতেই সকলে দেখিতে পাইবেন। একা কেশবচন্দ্র সকল কার্য্য করেন, আর কেহই কিছু নহেন, এই কথার প্রতিবাদে তিনি লিখিয়াছিলেন ইহা মিথ্যা কথা, ইহা ব্যর্থ তোষামোদবাক্য। তিনি আচার্য্য এ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু আচার্য্যকৃত্য ছাড়া অন্য বহুবিধ কার্য্য আছে, যাহার জন্য তিনি অপরের নিকট হইতে সর্ব্বদা সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। তিনি এ সকল কথা বলিতে গিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন "একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না, কিন্তু সমুদায় দেহের সম্মাননা কর।" * তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিধানসম্পর্কীয় যে নব নব সত্য, নব নব সহব্যবস্থান, নব নব অন্তর্ব্যবস্থান লাভ ও স্থাপন করিতেন, তৎসম্বন্ধে অপরের হস্তক্ষেপ করা কখন সমুচিত নয়, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং এ কথা সুস্পষ্ট বলিতে আমি কুণ্ঠিত নহি, কেন না ইতিহাস আমার এ বিশ্বাস স্বয়ং সপ্রমাণ করিয়াছে। যদি ইতিহাস উহা সপ্রমাণ না করিত তবে তাঁহার নিজের কথাতেই আমি তাঁহাকে বঞ্চক বলিয়া স্থির করিতাম। "প্রত্যাদিষ্ট" এই উপদেশে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শমাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এরূপ না হয়, তুমি প্রবঞ্চক।" বর্ত্তমান বিধানসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাদেশলাভের অতি বিস্তৃত ভূমি ছিল, সে ভূমি তিনি আপনি অধিকার করিয়া ছিলেন, অপরে সে ভূমি অধিকার করিবে, কালে অধিকার হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবে, ইহা তিনি কোন কালে বিশ্বাস করিতেন না, অতএব তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে কেহ প্রত্যাদেশ লাভ করিবে, ইহা যদি তিনি বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে তৎপ্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না, কেন না এ সম্বন্ধে তাঁহার স্থিরতর মত ছিল, এবং সে মত তিনি কোন কালে গোপন করেন নাই। কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে প্রচার করিতে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন ইহা বলিয়া যদি তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের অপ্রত্যয় অবশ্য দোষের বিষয় অনেকে মনে করিবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে ঈশ্বরালোকে যে বিধি প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎপ্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আর তজ্জন্য কেশবচন্দ্রে দোষারোপ করিতে পারেন না। কোন প্রচারকের কোন স্থানে প্রচারে গমন ব্যক্তিগত আলোকে নির্দ্ধারিত না হইয়া সমবেত আলোকে নির্দ্ধারিত হইবে, ইহাই স্থিরতর ব্যবস্থা। কেহ কোথাও প্রচারে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন বলিতেছেন, অথচ তাঁহার সহযোগি-

* Too much adulation like too much reviling is disagreeable and ought to be proscribed; specially if there is, untruth or unfairness in it. The minister of the New Dispensation may justly be honored and respected as such, and any love or attachment he may win by personal influence will not be grudged being his due. But let him not receive more than is due to him. There are others too connected with the movement who are deserving of honor, and it would be unfair and wrong to transfer their share of the credit to the minister. . . . . . It is a lie to say that the leader does everything and that he can get on without his brothers. No. Their assitance is material. They are valued auxiliaries. Their special abilities and talents, for their respective fields of work the minister does not possess. He does his work; they do theirs. Let not ignorance or flattery exclaim, he does the whole work. Such praise would not be honest. Honor not a limb; but honor the whole body, that you may glorify the God of the Church. —*The New Dispensation, May 5, 1881.*

গণের তাহাতে অনুমোদন হইতেছে না; এ স্থলে সে প্রচারকের ভ্রান্তি সমুপস্থিত বুঝিতে হইবে। এমন ঘটনা প্রচারকসভায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহাতে এক জন প্রচারক আদেশ মনে করিয়া দূরতম দেশে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সহযোগিগণের অনুমোদন হয় নাই। এ স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা হইত, যদি তিনি আপনার আদেশকে কার্য্যতঃ সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত আদেশ, আদেশ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এ সকল বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন না বা বুঝেন না, কেশবচন্দ্রের কোন একটী কথাকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে, ইহা আর কিছু অসম্ভব নহে। ফলতঃ ঈশ্বরবাণীশ্রবণসম্পর্কীয় মতে কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা ছিল না, সু-অবিরোধিতা ছিল, ইহা পূর্ব্বাপর সমুদায় বিষয় ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। কেশবচন্দ্রের সমুদায় মত বিজ্ঞানসঙ্গত, বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার না করিলে যেখানে সু-অবিরোধিতা সেখানে স্ববিরোধিতা প্রতীত হইবে ইহা আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি?

আর একটি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সমতা মূলতত্ত্ব একেবারে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, ইহা যে কোন ব্যক্তির মনে প্রতিভাত হইবে। তিনি অনেক স্থানে পাষণ্ড, ঈশ্বরের শত্রু প্রভৃতি শব্দ এমন তীব্রভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে তিনি এ সম্বন্ধে মুসলমানগণ হইতে কিছু মাত্র ন্যূন ছিলেন, ইহা মনে হয় না। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয়, কতকগুলি লোক ঈশ্বরের অপ্রিয়, কতকগুলি লোক তাঁহার সুহৃৎ, কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রু, এরূপ প্রভেদ যে ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কি সমুচিত? যে কালে মানবজাতিতে ঈশ্বরসম্পর্কীয় উন্নত ভাব ছিল না সে কালে এরূপ প্রভেদ শোভা পাইত, যিনি সমুদায় মানবজাতিকে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বে এবং সৌভ্রাত্রে এক করা আপনার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাতে এ প্রকার বৈষম্য কিছুতেই শোভা পায় না। তিনি একবার নয় দুই বার নয় ব্রহ্মসমাজের ভিন্নমতের লোকদিগকে অনেকবার আক্রমণ করিয়াছেন, এমন কি 'ঈশ্বরের শত্রু' এ কথা বঙ্গভাষায় তাঁহা হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন, যে সমাজে স্বাধীনতার ঈদৃশ সমাদর সে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দল হওয়া অপরিহার্য্য, অথচ তিনিই মতভেদাদি জন্য তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন ইহা কিরূপ কথা? মতভেদের জন্য কেশবচন্দ্র কখনও কাহাকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন কি না, ইহা গম্ভীর প্রশ্ন। জ্ঞানগত বৈষম্য জন্য আক্রমণ এবং সত্য ও ধর্ম্ম হইতে স্খলন জন্য আক্রমণ, এ দুই কিছুতেই এক নহে। সমাজের অনীতি ও অধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ অন্তরের গভীর প্রেম হইতে সমুত্থিত হয়, ইহা ঈশা প্রভৃতি মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষিগণের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই। যাহারা লোকের পাপদুঃখে উদাসীন তাহারা তাহার কোন সংবাদই লয় না, কিন্তু যাঁহারা তজ্জন্য আকুল তাঁহারা কি কখন উদাসীন থাকিতে পারেন? পাপের প্রতি তীব্রদৃষ্টিতে দেখা এ তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এই সকল ব্যক্তি কোন মানুষকে কোন কালে আক্রমণ করেন নাই, তাহার পাপকে আক্রমণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে একটি মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, পাপীকে আক্রমণ করিও না কিন্তু তাহার পাপকে আক্রমণ কর। কিন্তু লোকে বলে এরূপ মত কার্য্যতঃ জীবনে প্রতিপালিত হওয়া কি কখন সম্ভব? কেশবচন্দ্র যদি এমত প্রচার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি জীবনে এ মত প্রতিপালন করিয়াছিলেন আশা করা যাইতে পারে, কেন না তাঁহাতে জীবন ও মত দুই স্বতন্ত্র ছিল না; যাহা তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছেন। 'ঈশ্বরের শত্রু' এ শব্দ তিনি কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেন, যাঁহারা তাঁহারা উপদেশাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাল জানেন। 'পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা' ইটি তাঁহার বিশেষ মত। আমরা প্রতিজন যখন পাপাচরণ করি, তখন ঈশ্বরের শত্রু হই। ফলতঃ আমাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা ও মিত্রতা উভয়ই আছে। যাঁহারা মনে করেন কেশবচন্দ্র আপনাকে বাদ দিয়া অন্য লোককে ঈশ্বরের শত্রু নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়াছে। তিনি তীব্র পাপবোধে আপনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপসম্ভাবনা দেখিয়া আপনাকে যেমন সেই সেই অংশে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কাহাকেও করেন নাই। জুডাসের তুল্য ঘৃণিত এ পৃথিবীতে আর কে আছে? কেশবচন্দ্র কি বলেন নাই, "আমি ঈশা নই, কিন্তু আমি সেই ঘৃণিত জুডাস যে রোষপরবশ শত্রুহস্তে ঈশাকে সমর্পণ করিয়াছিল?" তিনি আপনার সম্বন্ধে এরূপ বলিলেন কেন? বলিলেন পাপ লক্ষ্য করিয়া। "আমি তত দূর জুডাসের মত যত দূর আমি পাপ ভালবাসি।" কেশবচন্দ্র আপনাকে এবং পরকে যে সমান দেখিতেন, পাপের প্রতি তীব্র আক্রমণব্যাপারেও তাহা কোন দিন বিঘটিত হয় নাই। তিনি আপনাতে পাপ দর্শন করিয়া তীব্রভাবে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাই অপরের পাপের প্রতি সেই ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন, তিনি আপনার পাপের দিক্ না দেখিয়া যখন অন্য দিক্ দেখিতেন তখন যেমন আপনাকে সুকোমল দৃষ্টিতে দেখিতেন, সে প্রকার দৃষ্টিতে কি যাঁহাদের পাপ আক্রমণ করিতেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন? ঘোর পাপাচরণ করিয়া তীব্র আক্রমণের বিষয় হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন এমন কেহ যদি আজ বর্ত্তমান থাকেন, তিনি অবশ্য সাক্ষ্য দিবেন যে, কেশবচন্দ্র তৎপ্রতি সুকোমল ব্যবহার করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই, পূর্ব্বে যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, পরেও সেই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা যে ভাবগোপন নহে, তাহা তাঁহার উদার ব্যবহারেই নিয়ত প্রকাশ পাইত। 'পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা' ইহাতো সাধারণ কথা, বিশেষ ভাবে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের শত্রু কাহাকে বলিতেন দেখা যাউক। 'যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্ম

স্থাপন করিতেছেন সেই স্থান যথার্থ বিধানভূমি। এই বিধান-ভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধান ভূমির বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, য়িহুদি ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্ম এই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে দাঁড়াইল তাহারা ঈশ্বরের শত্রু এবং কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক।" এ স্থলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যে কথায় কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের শত্রু নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে কথা যাঁহারা ঈশ্বর-ও ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে না। 'যাহাতে নর নারী উপাসনা না করে, ব্রহ্ম স্তব না করে, ব্রহ্ম দর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিক ক্ষণ ব্রহ্মধ্যান না করে' এরূপ যাহাদিগের চেষ্টা, এমন কি ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের কথা শ্রবণ যাহারা অসম্ভব মনে করে, ভণ্ডাম মনে করে, বুদ্ধিকে নেতা করিয়া আত্মকর্ত্তৃত্বে কার্য্য করে, তাহারাই ব্রহ্মের শত্রুরূপে নির্দ্দেশ্য। এরূপ ভাবাপন্ন লোকেরা যদি কোন ধর্ম্মের নামে পরিচয় দিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করে তবে তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ শত্রুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহাই বা বিচিত্র কি? এই সকল ব্যক্তির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কেশবচন্দ্রের অনুমোদিত ছিল, মোহম্মদ সমাগমের গুটিকয়েক কথা শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। "ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার (ঈশ্বরের) শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীর স্পর্শ করিব না, আক্কেল কাটিব।" "আয় ভাই মোহম্মদ আয়; শান্তি খাঁড়া নিয়ে আয়।...আমরা তাহাদের শরীর ছোঁব না, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব।" ঈশ্বর-বিরোধিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দভাব তাহাদের মন্দ বুদ্ধি কাটিবার জন্য কেশবচন্দ্র যদি সুতীক্ষ্ণ বাক্যাস্ত্র চালনা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার উদার প্রেমের ধর্ম্ম কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল, ইহা কে বলিবে?

এখন দেখা যাউক তাঁহার জীবনের তৃতীয় মূলতত্ত্ব "একাত্মতা" মধ্যে স্ববিরোধিতা দোষ আছে কি না? এই একাত্মতাই কেশবচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব। এখানে যদি স্ববিরোধিতা দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহার জীবন নিষ্ফল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বসামঞ্জস্যের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, এই সর্ব্বসামঞ্জস্য একাত্মতামূলক। পৃথিবীতে যত বিধান আসিয়াছে, সকলের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাওয়া এই একাত্মতার প্রধান কার্য্য, যোগী, ঋষি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, মুষা প্রভৃতি সহকারে তাঁহাদের ধর্ম্মে ও সত্যে এক হইয়া যাওয়া, ইহাই তাঁহার প্রচারিত একাত্মতা। হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই প্রধান জাতির প্রতিনিধি কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে পারেন, "বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণকে প্রেমধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া রাখিয়াছেন, খ্রীষ্টকে লইয়া যত বাড়াবাড়ী করিয়াছেন। তিনি জাতিতে হিন্দু হইয়া একজন বিজাতীয় লোককে আনিয়া ধর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ অর্পণ করিলেন ইহা এ জাতি সহিবে কি প্রকারে? দেশের লোকের মুখে এই নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে এত দূর বাড়াইয়াছেন যে, সময়ে যদি সমুদায় ভারতবর্ষ খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আহ্লাদই হইবে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তিনি প্রচার করিলেন, কিন্তু এক ঈশাতে সমুদায় ধর্ম্মের সমন্বয় দেখাইয়া আর সকল ধর্ম্মকে কার্য্যতঃ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। কেশবচন্দ্র কি বলেন নাই, "যে স্বর্গরাজ্য কোন সম্প্রদায় জানে না, কোন সাম্প্রদায়িক মত শিক্ষা দেয় না, যাহার মূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে ভালবাসা মানবকে ভালবাসা, যাহা সমুদায় মানবজাতিকে এক জন মানুষে, এমন কি ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রীষ্টে এক করে, সেই স্বর্গরাজ্যে তাঁহারা (হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান) মিলিত হয়েন।" যিনি সকল ধর্ম্ম, সকল ঋষি, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সর্ব্ববিধ যোগ এক করিবেন, তাঁহার মুখে ঈদৃশ কথা কি স্ববিরোধিতা প্রকাশ করে না? দেশীয় ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি কেন কৃষ্ণেতে সকলকে একীভূত করিলেন না? কৃষ্ণের ভিতরে যোগসমূহের একতাসম্পাদনের যে ভাব ছিল, তাহা লইয়া তাঁহাতে সকলকে একীভূত করা কি যুক্তিযুক্ত নয়? এ বিষম পক্ষপাত কেন? ইহা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নয়? লোগস্ ও খ্রীষ্টকে এক করিয়া লোগসে সকলকে এক করা অপেক্ষা পুরুষাবতার ও কৃষ্ণে সকলকে এক করিলে কি ক্ষতি ছিল? হিন্দুগণ অবশ্য বলিবেন, কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টের প্রতি বিষম পক্ষপাতই ঈদৃশ অযুক্ত আচরণের হেতু। কেশবচন্দ্র আনন্দের ভূমিতে একাত্মতা স্থাপন করিলেন; ঈশাতে আনন্দ কোথায়? আনন্দতো কৃষ্ণেতেই। এ দেশের সমুদায় ধর্ম্ম যে আনন্দে পর্য্যবসন্ন। এ দেশের ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য দেশের মিলন করাই স্বাভাবিক; অন্য দেশের ধর্ম্মের সঙ্গে এ দেশের ধর্ম্মের মিলন করাইয়া লইবার কোন কারণ নাই। অবশ্য কারণ আছে, অন্যথা কেশবচন্দ্র ঈশাতে সকলের একতা সাধন করিতে যত্ন করিতেন না। ঈশ্বর পিতা, মানব পুত্র, পিতা পুত্রের একত্ব পরমধর্ম্ম। মানুষকে মানুষ না রাখিলে, ঈশ্বরে ও মানুষে যোগ কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। চিত্তবৃত্তির নিরোধ মূলযোগ নয়, যোগ দুই বস্তুর একত্বসম্পাদন। এক মানবে সমুদায় মানবজাতিকে এক করিয়া ঈশ্বর সহ সেই মানবের যোগ সম্পাদন নবীন যোগের প্রণালী। হিন্দুগণের মধ্যে মানব বিলুপ্ত, কোথাও মানব বা ঈশ্বর তনয়ের স্থিতি নাই। কৃষ্ণ ঈশ্বরতনয় নহেন স্বয়ং ঈশ্বর। এ দেশের যত অবতার, সকলেই ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরতনয়ের অবতার নহেন। শ্রীচৈতন্য আপনাকে ভক্তাবতার বলিয়া ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু উহা এ দেশের ভাববিরোধী জন্য তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বরা-

বতার করিয়া স্থাপন করিলেন, এখন এত দূর হইয়াছে যে, অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব চৈতন্যের নিকটে নিবেদিত অন্নদ্বারা কৃষ্ণের ভোগ দিয়া থাকেন। হার্বার্টস্পেন্সার বাহ্বাস্ফোট করিয়া বলিয়াছেন, এখন বিজ্ঞান সর্ব্বগতত্ব (Immanency) প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এ দেশে এ ভাব একেবারে মজ্জাগত। ইঁহারা যে পদার্থ ধরেন তাহাতেই ব্রহ্মদর্শন করেন, এত দূর যে ব্রহ্মদর্শনে সে পদার্থ বিলীন হইয়া যায়। য়িহুদিগণের ঈশ্বর সর্ব্বাতীত (Transcendental); এই সর্ব্বাতীতত্বের প্রাধান্য জন্য ঈশা যোগী হইয়াও অপরকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে 'স্বর্গস্থ পিতা' বলিতেন। যে ব্যক্তিতে হিন্দু ব্রহ্মাবির্ভাব অনুভব করেন সে ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া যান, সেখানে আর এই জীব এই ব্রহ্ম এরূপ ভেদ থাকে না। ঈশা যোগের একত্ব নিয়ত অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু পিতা ও পুত্র এ ভাব তাঁহাতে বিলুপ্ত হইত না। "আমি এবং আমার পিতা এক" এ কথা বলিয়া তিনি যোগের একত্ব ব্যক্ত করিলেন বটে কিন্তু 'আমিও আমার পিতা" এ ভেদ কিন্তু তখনও তাঁহাতে অন্তর্হিত হয় নাই। "আমি এবং আমার পিতা এক" এ কথা শুনিয়া য়িহুদিগণ এই বলিয়া তাঁহাকে অপরাধী করিল যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিলেন। তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, আমি বলিলাম আমি ঈশ্বরের পুত্র। আপনার জীবত্ব রক্ষা করিয়া যোগের একত্ব ঈশাই আপনার জীবনে দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ প্রভৃতি যত অবতার এ দেশে হইয়া গিয়াছেন সকলেই ঈশ্বরাবতার; কেহ পুত্রাবতার নহেন।* পুত্রাবতার না হইলে সকল মানবকে এক মানবে এক করা যাইতে পারে না। ঈশা ভিন্ন বিধানের ইতিহাসে আর কেহ যখন আপনাতে মানবত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া সমুদায় মানবের সহিত একত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্ব ঘোষণা করেন নাই, তখন তাদৃশ একত্ব সাধনের উপায় তিনি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। কেশবচন্দ্র বিধানের ইতিহাসে বিধাতার লীলা যথাযথ পাঠ করিতেন। বিধাতা যাঁহাকে দিয়া যাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সে বিষয়ের জন্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা না করিলে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অতিক্রম করিতেন, সুতরাং কেশবচন্দ্র এক ঈশাতে বা ঈশ্বরপুত্রে সমুদায় মানবতনয়গণের একত্ব সাধন করিয়া স্ববিরোধিতার দোষে নিপতিত হন নাই বরং ইহাতে সু-অবিরোধিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কেশবচন্দ্র কোন মানবকে স্বয়ং অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিতেন না, সকলকেই ঈশ্বরতনয় বলিতেন, সুতরাং তিনি তনয়ত্বে তাঁহাদের একত্ব সাধন করিবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা, সমতা ও একাত্মতা, এই তিন মূলতত্ত্ব কেশবচন্দ্রের জীবনে স্ববিরোধিতাদোষদুষ্ট নহে, সুন্দর অবিরোধি ভাবে অবস্থিত, মনে হয় এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে একপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবনে এই সকল মূলতত্ত্ব উহাদের বিপরীত মূলতত্ত্ব সহ অবিরোধিভাবে মিলিত হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের কি লাভ? আমাদের জীবনে যদি স্বাধীনতা ও অধীনতার মিলন নাহয়, বৈষম্যে সাম্য প্রকাশ না পায়, একেতে সকলের একাত্মা সাধিত না হয়, তাহা হইলে এত ক্ষণ নিষ্ফল আলোচনায় বৃথা সময়ক্ষেপ হইল। আমরা বিবেকী হইয়া স্বাধীন হইব, প্রেমিক হইয়া অধীন হইব, রিপুগণের নিকটে আমরা কোন দিন আমাদের মস্তক প্রণত করিব না, কিন্তু ঈশ্বরতনয়গণের নিকটে আমাদের মস্তক চির অবনত রাখিব, আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, কিন্তু যে বিষয়ে আমরা প্রত্যাদেশ পাইলাম না, অপরে সে বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইলেন বলিয়া অসূয়াপরবশ হইব না, বরং তাঁহাদের প্রত্যাদেশের ফলভোগের জন্য তাঁহাদের নিকটে প্রণত হইয়া উহা গ্রহণ করিব, অধিকন্তু সর্ব্বদা তজ্জন্য শ্রদ্ধা সম্ভ্রম হৃদয়ে পোষণ করিব, কোন ভাই বা ভগিনীকে হৃদয়ের বাহিরে রাখিব না, প্রাণমন্দিরে প্রাণেশ্বরের চরণতলে তাঁহাদের সকলকে একপুত্র এককন্যারূপে মিলিত সর্ব্বদা দেখিব ও সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইব। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্বগুলি যদি আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়, এবং উহারা সুন্দর অবিরোধী ভাব প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন আমাদের সম্বন্ধে বিফল হইল। তাঁহার জীবনের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা কেবল বিস্ময়রসে মগ্ন হই, কি অদ্ভুত জীবন ভগবান্ এ যুগে কেশবচন্দ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দি, তাহা হইলেই কি আমাদের নিকটে ঈশ্বর যাহা চান তাহা নিষ্পন্ন হইল? অতএব আসুন আমরা সকলে কেশবচন্দ্র যে ভাবের ভাবুক ছিলেন সেই ভাবে ভাবুক হই, যে ঈশ্বরকে তিনি প্রাণের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরকে আমাদের প্রাণের সর্ব্বস্ব করি। কেশবচন্দ্র কিছু নিজ গুণে অদ্ভুত জীবন লাভ করেন নাই, ঈশ্বরের তৎসম্বন্ধে যে বিশেষ অভিপ্রায় ছিল সেই অভিপ্রায় অনুসরণপূর্ব্বক তিনি ঈশ্বর হইতে তাদৃশ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিয়া যদি আমরা তাহার অনুসরণ করি, নিশ্চয় আমরা কেশবজীবনানুরূপ জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। যদি আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের জীবনে এ ব্যাপার সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে বিধান পৃথিবীতে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

*In Hinduism God Himself appears on earth as man. The Avatar is the identical Creator of the universe, the Infinite Supreme Brahma Himself. In Christianity it is the Son of God we see in history. Not the Creator, the Unborn, Eternal, but the First Begotten Son. The Hindu identifies the Lord of Heaven and the Avatar on earth in an essential and indivisible unity, recognising no distinction and repudiating the very possibility of a difference. The Christian, while recognising the identity, distinguishes the one from the other as the Father from the Son. . . . . Krishna is nothing if not the Almighty God. Christ is nothing if not the Son of God.—*The New Dispensation, July 22, 1881.*

কৃপাময় ঈশ্বর কৃপা করুন, আমাদের প্রতিজনের জীবনের স্ববিরোধিতা দোষ, সু-অবিরোধিতায় পরিণত হউক।

১২ মাঘ রবিবার.—অদ্য সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। ব্রহ্মমন্দির পুষ্পমালা, পুষ্পস্তবক, বৃক্ষলতাদিতে পরিশোভিত; গৃহ উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ। প্রাতঃকালীন সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনানন্তর উপাসনা আরম্ভ হইয়া উপাসনা উপদেশ সঙ্গীতাদিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অতিক্রান্ত হয়। "পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন" (হিমালয়ের প্রার্থনা ২ভা, ৮৬পৃ,) এই প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ হইয়াছিল, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজ উৎসবের দিনে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। অন্য কোন প্রকার সাধনে যদি আমরা সমুদায় জীবনাতিপাতও করি তাহাতে তিনি আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না। যে সময়ে ধর্ম্মের এক এক অঙ্গ সাধন করিবার সময় ছিল, সে সময়ে সেই সেই অঙ্গ সাধন করিয়া সাধকগণ ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করিতে পারিতেন, এখন আর সে সময় নাই, পূর্ণ ধর্ম্ম সাধনের সময় উপস্থিত, এ সময়ে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসরণ না করিয়া, এ ইচ্ছা প্রতিপালন না করিয়া বিধানান্তর্গত ভক্তগণ তাঁহার সন্তোষের হেতু হইবেন ইহা কি কখন সম্ভব? পূর্ণ ধর্ম্মসাধনার্থ যখন বিধান আসিয়াছে তখন কে আর বুঝিতে না পারে যে, পূর্ণসাধন পূর্ণকাম হইবার উপায়। এই পূর্ণধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে দেখা উচিত, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আমরা যাইব। যাহারা আপনাদিগের কোথা হইতে আগমন, কোথায় গমন জানে না, তাহারা সংসারী জীব; সংসারের বিষয় বাণিজ্য সংসারের তুচ্ছ ভোগসুখকেই তাহারা আপনাদের জীবনের সর্ব্বস্ব জানে। যাহারা আপনাদের কুলমর্য্যাদা বুঝে না, তাহারা কি প্রকারে আপনাদের জীবনের গুরুত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবে? আমরাও যদি সাধারণ লোকের ন্যায় আমাদের আগতি গতি না বুঝিলাম, তাহা হইলে আমরা যে জন্য এ সংসার আসিয়াছি সে উদ্দেশ্য আমাদের কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না; আমাদের বাণিজ্যে ক্ষতি বৈ লাভের সম্ভাবনা নাই। আজ আমরা উৎসব দিনে এক বার ভাল করিয়া দেখি আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি। আমরা কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির ভিতর হইতে আসি নাই? সেই মহাযোগী মহাদেব যোগরূপ হিমালয়ে আসীন, মহাসতী প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়ে শয়ানা, চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কোথা হইতেও একটি শব্দ শ্রুত হয় না; কেহ কোথাও নাই, যোগে তাঁহাতে সমুদায় বিলীন,স্বপ্রকাশ মহাদেব ভিন্ন আর কিছুরই প্রকাশ নাই। সৃষ্টির ইহাই পূর্ব্বাবস্থা। মহাদেবের কোন কালে যোগভঙ্গ হয় না, তিনি সর্ব্বদাই যোগযুক্ত রহিয়াছেন, অথচ সেই যোগের মধ্যে হইতেই যোগমায়া বিবিধ জগৎ বিবিধ প্রজা উদ্ভাবন করিতেছেন। আমরা কে? যদি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তবে তাহার এই সদুত্তর পাই যে, আমরা সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির আত্মসমুদ্ভূত, তাঁহারই সন্তান। তিনি কি নিদ্রিত, চিরনিদ্রিত, অথবা তিনি এই জগৎ সৃজন করিয়া এখন বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছেন? কে সেই যোগমায়া, পৌরাণিকেরা যে যোগমায়ার প্রভাবে নব নব সৃষ্টির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াথাকেন। যোগযুক্ত মহাদেবের আত্মশক্তিই কি যোগমায়া নহেন? ব্রহ্মাণ্ডপতি হইতে ব্রহ্মাণ্ডপতির শক্তির কোন দিন যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না, তাঁহার সঙ্গে চিরসংযুক্ত থাকিয়া বিচিত্র রচনা তিনি উৎপাদন করেন, এই জন্য তাঁহার আত্মশক্তি যোগমায়ানামে আখ্যাত হইয়াছেন। এ যোগমায়া এবং তিনি কখন স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, এক অভিন্ন পদার্থ। ব্রহ্মাণ্ডপতির আত্মশক্তি যেন তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলেন, হইবেনই বা কি প্রকারে? শক্তিমান্ ও শক্তি এ দুইয়ের একত্ব ভিন্ন ভেদ কোথায়? কিন্তু তাঁহা হইতে যে কোটি কোটি আত্মা উৎপন্ন হইতেছে তাহারা কি তাঁহা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, না তাঁহার যোগে নিত্যসংযুক্ত। মহাদেবের কোন কালে যোগভঙ্গ হয় না, কোটি কোটি জীবের সঙ্গে যে তাঁহার নিত্যযোগ তাহা ভঙ্গ হইবে কি প্রকারে? আমরা সে যোগ অনুভব করি আর না করি, তিনি আমাদের সঙ্গে নিত্যযোগে সংযুক্ত হইয়া আছেন। তাঁহার দিক্ হইতে এই নিত্যযোগ আছে বলিয়া নরনারী তাঁহার পুত্র কন্যা, আর তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এই যোগ ভুলিয়া গিয়াছে জন্য তাহারা ভ্রষ্ট ও পতিত। আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্যযোগ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আমরা ঈশ্বরের তনয়ত্ব তনয়াত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হই, তখন আমরা

সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ

এই শাস্ত্রীয় বচনের লক্ষ্য হই, অন্যথা আমরা হীন শূদ্র, চণ্ডাল। আমরা প্রত্যক্ষ করি আর না করি, মাতৃগর্ভে সন্তান যে প্রকার শয়ান থাকে, আমরা সেই প্রকার ব্রহ্মাণ্ডপতির হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নিত্যকাল বাস করিতেছি।

হিমালয়শিখরবাসী মহাদেবের জটাজুট ভেদ করিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত, এইরূপ পৌরাণিক গাথা এ দেশের সকল লোকেই জানেন। এ গাথা এ যুগে অর্থযুক্ত হইয়াছে। মহাদেব হইতে যে কোটি কোটি জীব উৎপন্ন হইতেছে, সে সকলের নিবসতি কোথায়? তাঁহা হইতে নিঃসৃত সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনার কূলে। বৈদিক সময়ের ঋষি সরস্বতী নদীর কূলে বসিয়া ঋক্ সকল রচনা করিলেন, এবং সেই ঋকে সুন্দর বচনরচনার সহায় বলিয়া সরস্বতীর স্তব করিলেন। ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত হইয়া যখন সমুদায় জগৎ ও জীবে জ্ঞান ব্যাপ্ত হইলেন তখন সেই জ্ঞাননদীর নাম হইল সরস্বতী। এই সরস্বতীর প্রবাহ কোথায় প্রবিষ্ট নহে? একটি সামান্য তৃণ হইতে প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল, একটি ক্ষুদ্র কীট হইতে উচ্চতমজ্ঞানসম্পন্ন দেবতা, সকলেতেই এই সরস্বতীর প্রবাহ অনুপ্রবিষ্ট। সরস্বতী কোথাও কোথাও আপনার প্রবাহকে লুক্কায়িত করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্তঃসলিলা

হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন, ইহা আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপরূপা সরস্বতীনদীর সম্বন্ধেও সত্য নিরন্তর দেখিতে পাই। ইঁহার প্রবাহ সময়ে সময়ে এরূপ আত্মগোপন করে যে, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইঁহার রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িতেছেন, বহুল জ্ঞানচর্চ্চা করিতে গিয়া পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ একান্ত অচিন্ত্য অব্যক্ত বোধে ব্রহ্মের সমুদায় স্বরূপ উড়াইয়া দিয়া এক সত্তামাত্রে তাঁহাকে ধারণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। এই নদীকূলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা অজ্ঞেয় বাদের (Agnosticism) পক্ষপাতী। মহাদেব হইতে প্রবাহিত সরস্বতী নদী মধ্য ভাগ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইঁহার দুই দিক্ দিয়া আর দুইটী নদী প্রবাহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কূলেও কোটি কোটি নর নারীর বাস। প্রেমগঙ্গা পুণ্যযমুনা এই দুই নদীর নাম। প্রেমগঙ্গার কূলে সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুবৃহৎ ধনীর বাস, এখানে ধনধান্যে সকলেই পরম সুখী, এখানকার লোকেরা দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা কিছুই জানেন না। এখানে নিয়ত সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে, ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দর্শন করিয়া সকলেরই হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ, অমঙ্গল বলিয়া কিছু জগতে আছে ইহা ইঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। ইঁহারা নিয়ত মঙ্গলবাদ (Optimism) প্রচার করিতেছেন। সরস্বতী নদীর কূলে জ্ঞানযোগিগণের বাস, এখানে ভক্তিযোগীরা নিয়ত ঈশ্বরের নামগুণকীর্ত্তন করিতেছেন, হাসিতেছেন, নাচিতেছেন, কাঁদিতেছেন, কত প্রকার প্রেমের বিকারই না প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহারা মঙ্গলময়ের মঙ্গল নাম কীর্ত্তন করিয়া জরা মৃত্যু ব্যাধিকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, সে সকল মঙ্গলস্রোতে নিপতিত হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে কেহ তাহার সংবাদও লইতেছেন না। পুণ্যনদীর কূলের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। এখানে দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট, জরা মৃত্যু ব্যাধি, পর্ণকুটীর ও উপবাস, এই সকলের প্রাধান্য। কৃচ্ছ্র সাধন, কঠোর তপস্যা, ভোগত্যাগ এই নদীকূলবাসিগণের নিত্যকৃত্য। ইঁহাদের মুখ সদা মলিন, বিষণ্ণ, আপনার ও পরের বিবিধ প্রকারের ক্লেশ দুঃখ শোক চিন্তা করিয়া তন্নিরসনের জন্য সদা ব্যস্ত। এখানে বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যব্যস্ততা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইঁহারা যতবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন, তত বার ইঁহাদের মুখ হইতে হাস্যের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু ভিতরে যেন কি কথা শুনিতে পান, শুনিয়াই উত্থান করেন এবং সমুদায় দিন অপর্য্যাপ্ত উদ্যমশীলতায় যাপন করেন। ইঁহাদের এইরূপ উদ্যমশীলতা দেখিয়া ইঁহাদিগকে কর্ম্মযোগী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইঁহারা মতে অমঙ্গলবাদী (Pessimists)। ইঁহারা নিয়ত জগতের অন্ধকারের দিক্ দেখিতেছেন, সকল বিষয়ের অসারতা চিন্তা করিতেছেন, চারিদিকে পাপের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ব্রতনিয়মপালন, বিবিধ বিধির অনুসরণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন দ্বারা দুঃখ ক্লেশ অপসারণ করিতে ইঁহারা নিয়ত যত্নশীল।

গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনা এ তিন নদী অনাদিকাল হইতে মহাদেব হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে ইঁহারা অবরুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদেরও প্রকাশ হইয়াছে। ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ যদি সৃষ্টির মূল হয়, তাহা হইলে এ তিন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশরূপে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে কে কোন্ নদীর ধারে আপনাদের গৃহনির্ম্মাণ করিবেন, ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাবের উপরে নির্ভর করে আজ পর্য্যন্ত যেমন চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে এক এক নদীর ধারে এক এক প্রকৃতির ব্যক্তি আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানসময়ে যাঁহারা সরস্বতী নদীর ধারে বাস করিতেছেন তাঁহাদের নিকটে সকলই দিন দিন অন্ধকারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাঁহারা কেবল জ্ঞান দ্বারা অনন্তকে আয়ত্ত করিতে গিয়া চারিদিকে কেবলই অন্ধকার দেখিতেছেন। ইঁহারা যে শীঘ্রই সর্ব্বসংশয়বাদে নিপতিত হইবেন তাহারই উপক্রম। সমধিক আলোকের আকাঙ্ক্ষায় ইঁহাদের অন্তশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতেছে; এই প্রকার ভাবে ক্রমশ্বয়ে সরস্বতী নদীর কূলে বাস করিলে উহা যে কতকগুলি অন্ধের নিবসতিস্থান হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সরস্বতী নদীর অদূরে প্রবাহিত গঙ্গাতটে যাঁহারা বাস করিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা যে ইঁহাদের হইতে ভাল তাহা বলা যাইতে পারে না। সরস্বতী কূলবাসিগণের দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাদের সংস্রব ইঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। জ্ঞানকর্কশ লোকদিগের হৃদয়ে সংস্থিত নীরস ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ইঁহারা নিয়ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। আর একদিকে যমুনাকূলবাসিগণের সহিত ইঁহাদের কোন সহানুভূতি নাই। তাঁহাদিগের কৃচ্ছ্র সাধন তপস্যা উপবাসাদিকে মঙ্গলময়ের অবমাননা মনে করিয়া ইঁহারা তাহা হইতে সর্ব্বদা বিরত। ব্রত নিয়ম বিধি এ সকল অনুরাগের বিরোধী জানিয়া ইঁহারা সে সকলকে অতি তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন। (ক্রমশঃ)

[পরিশেষ আগামীতে।]

সংবাদ।

বিগত ৫ মাঘ রবিবার শ্রীযুক্ত হীরালাল মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নামকরণে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। পুত্রের নাম বিনয়েন্দ্র মজুমদার রক্ষিত হইয়াছে। জগজ্জননী নবকুমারকে আপনার কল্যাণ ক্রোড়ে নিয়ত রক্ষা করুন।

বিগত ২৫ মাঘ শনিবার আমাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী হেমন্তবালার সহিত বর্ত্তমানে ভাগলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা অষ্টাদশ বর্ষ এবং পাত্র পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। এ বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ। বিবাহে উপাধ্যায় উপাসনাদি কার্য্য করিয়াছেন। জগজ্জননী পাত্রপাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং তাঁহাদিগকে বিধানের উপযুক্ত করিয়া লউন।

বিগত ২৮ মাঘ মঙ্গলবার চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ দাসের মাতৃশ্রাদ্ধ সংহিতামতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতা চিকিৎসাকার্য্যোপলক্ষে ভদ্রেশ্বরের অন্তর্গত মেলপাড়ায় বাস করেন। শ্রাদ্ধক্রিয়া এই স্থানেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। চন্দননগরস্থ ভ্রাতৃবর্গ শ্রাদ্ধ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ভ্রাতার জননী পরমমাতার ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুন।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে পি, কে, দত্ত দ্বারা ২রা ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
৪ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৮১৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে সারাৎসার, আমরা অসার হইয়াও তোমার জন্য সারবত্তা লাভ করিয়াছি! তুমি এক বার আমাদিগকে ছাড় দেখি আমরা কোথায় থাকি? যাঁহারা তোমাকে একমাত্র সৎ বলিয়া আর সকলকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা যাহা বলেন তাহা সত্য হইত যদি এই সমুদায় অসৎ তোমার আশ্রয়ে নিত্যকাল না থাকিত। আমরা সহস্রপ্রকার যত্ন করিয়াও এই অসৎ জগৎ ও জীবন হইতে তোমায় পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারি না। আমরা যদি তোমাকে চিন্তাযোগে পৃথক্ করি, তাহা হইলে তুমি যদিও পৃথক্ হইলে না, অসৎকে সৎ করিয়া রাখিলে, তথাপি মন হইতে জগৎ ও জীব সমুদায় যে তোমা ছাড়া অপদার্থ ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এরূপ হৃদয়ঙ্গম করার বিশেষ সুফল আছে, আমরা যে কিছুই নই অপদার্থ, আমাদের পদার্থত্ব কেবল তোমাকে লইয়া তখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। তোমাকে ছাড়িয়া আমরা যখন সংসারে মগ্ন হই, তোমার সঙ্গে এক না থাকিয়া সংসারের সঙ্গে এক হইয়া যাই, তখন আর আমরা তোমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না। এ সময়ে পাপ আমাদের প্রভু হয়, আমরা দিন দিন নরকে নিমগ্ন হইতে থাকি। অহঙ্কার পরমশত্রু, এই অহঙ্কার অহংবোধ তোমা হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। একবারও যদি না বুঝি আমরা নিতান্ত অবস্তু, আমরা কিছুই নই, তুমিই সত্য, আমরা যে বস্তু বলিয়া পরিচিত সে কেবল তোমার জন্য, তাহা হইলে বল এ অহংবোধ আমাদের কি প্রকারে দূর হইবে? আমি জ্ঞানী, আমি ক্ষমতাশালী, আমি কত কীর্ত্তি আপনার গুণে স্থাপন করিয়াছি, ইত্যাদি অভিমানে মানুষের সর্ব্বনাশ হইতেছে, পাপের পরাক্রম ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, আমরাও যদি সেই অভিমানের পথে চলিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা তোমার হইব কি প্রকারে? পূর্ব্বকালের যোগিগণ যে চিন্তাযোগে সমুদায়কে অপদার্থ করিয়া উড়াইয়া দিয়া অহংভাবের স্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত করিতেন, সর্ব্বথা আপনাদিগকে তোমার ভিতরে নিমগ্ন করিয়া ফেলিতেন, তাহা আমাদের পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজন। দেখিতেছ আমাদের মধ্যে অহংভাবের কত প্রাবল্য? আমরা ধর্ম্ম কর্ম্মই করি আর যাই করি, এই পাপ অহম্কে উড়াইয়া দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। অহম্ উড়িয়া না গেলে কোন কালে কি কেহ তোমার সহিত একত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? ঈশ্বরতনয় আপন কর্ত্তৃত্ব উড়াইয়া দিয়া তোমার সঙ্গে

এক হইলেন। আমরা যদি আত্মকর্তৃত্ব উড়াইয়া না দিই, তাহা হইলে বল তোমার সঙ্গে আমাদের একত্ব হইবে কি প্রকারে? একত্ব না হইলে কি কখন পাপ যায়? পুত্রত্ব লাভ হয়? পুত্রত্ব না হইলে কি তোমার সঙ্গে একহৃদয়ত্বলাভের সম্ভাবনা আছে? হে দেবাদিদেব, আমরা যে নিতান্ত অপদার্থ ইহা কেবল কথায় নয় বস্তুতঃ, ইহা আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের অহংবোধ জন্য আমাদের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা আর না হয়, তুমি আমাদিগকে অহংভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার সঙ্গে আমাদিগকে এক করিয়া লইবে, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ।

"জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এ পথে শ্রেয়ঃসাধক নহে" এই কথা বলিয়া ইঁহারা শুষ্ক ও কর্কশ বলিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য সর্ব্বদা দূরে পরিহার করেন। ইঁহারা হাসেন কাঁদেন নাচেন, কিন্তু সরস্বতী ও যমুনার প্রকৃতসিদ্ধ গুণ গ্রহণ না করাতে ইঁহাদের জীবনে এক দিকে কুসংস্কারের ঘন অন্ধকার, অপর দিকে চরিত্রের অশুদ্ধতা আস্তে আস্তে জীবনে প্রবেশ করিয়া ইঁহাদিগকেও রোগগ্রস্ত ও বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। গঙ্গা ও সরস্বতী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁহারা যমুনানদীর তীরে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থাই কি ভাল, তাহাও নহে। তাঁহারা জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি অকল্যাণ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য যে কৃচ্ছ্র সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহারা অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছেন, মুখে কোন প্রকার জ্যোতির প্রভা নাই, দেহ মন কোন প্রকার সরস ভাব প্রকাশ করে না। সন্ন্যাসী বৈরাগী ফকির উদাসীনগণ ভস্ম মাখিতেছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নির্য্যাতন করিতেছেন, জনসমাজ হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিবাসনাসকলকে বর্জ্জিত করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্ন করিতেছেন; অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্ব অভিমান ঘৃণা প্রভৃতি ইঁহাদের বাড়িতেছে। বৃথা তর্ক বিচারের প্রতি ইঁহাদের যে প্রকার কোপ দৃষ্টি, ভক্তির সরস ভাবকেও তেমনি বিলাসবাসনার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তৎপ্রতি সর্ব্বথা উদাসীন। যত কৃচ্ছ্র সাধনাদি করিতেছেন, তত অপর লোক হইতে ইঁহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন, অথচ হৃদয়ের শুষ্ক ভাব নীরসতা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না।

গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা এত দিন পৃথক্ ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; ইহাদের তীরবর্ত্তী ব্যক্তিগণও পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। নরনারীর সম্বন্ধে এই তিন নদী চির দিন অবিমিশ্র থাকিবে ইহা ব্রহ্মাণ্ডপতির অভিপ্রায় নহে। তিনি স্বর্গে নববিধানকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ধরাধামে যাও, যেখানে গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনা মিলিত হইয়া ত্রিবেণীতীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তত্তৎতীরবাসী লোকদিগকে সেখানে আনিয়া একত্র কর। ইহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিয়া কিছুতেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না, দিন দিন ইহারা নিতান্ত বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। যাও তাহাদিগকে গিয়া সংবাদ দাও, তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন নদীর ধারে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া না থাকে। পূর্ব্বে তাহারা পৃথক্ থাকিয়া স্ব স্ব উন্নতিসাধন করিয়াছে, এখন তাহাদের উন্নতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে; যদি ত্রিবেণীতীর্থে গিয়া মিলিত না হয়, তাহাদের সম্বন্ধে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। অন্ধতা, অপবিত্রতা, শুষ্কতা দিন দিন তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। যদি স্বর্গের আনন্দসম্ভোগে তাহাদের বাসনা থাকে, তবে যেন আর তাহারা প্রতিক্রিয়া না করে।" নববিধান ঈশ্বরের আদেশে যথাসময় ধরাধামে আসিয়াছেন, এবং এই তিন নদীর কূলে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত অথচ কল্যাণস্থ লোকদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব স্থান হইতে ত্রিবেণীতে প্রস্থান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "জ্ঞানিগণ, তোমরা যে জ্ঞানচর্চ্চায় রত রহিয়াছ, ইহাতে সহস্রবর্ষেও তোমরা স্বর্গধামের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না। তোমরা শুষ্ক নয়নে জগতের দিকে তাকাইলে, জীবদিগকে কেবল যন্ত্রের ন্যায় দেখিলে, ইহাদিগের মধ্যে যে অলৌকিক বিচিত্র অদ্ভুত রহস্য রহিয়াছে, তাহা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ পাইবে না। অনুরাগরঞ্জিত চক্ষে না দেখিলে, পুণ্য দ্বারা হৃদয়ের সর্ব্ববিধ সংস্কারমালিন্য ধৌত করিয়া না ফেলিলে, ব্রহ্মাণ্ডগত অনন্ত সৌন্দর্য্য স পান করিবে কি প্রকারে? তোমরা জ্ঞানের মাহাত্ম্য নিয়ত বর্ণন করিতেছ, কিন্তু সেই জ্ঞান তোমাদিগকে অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে লইয়া ফেলিতেছে। এত জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া যদি সকলই অজ্ঞেয় হইতে চলিল, তবে সে জ্ঞানকে জ্ঞান বলিবার প্রয়োজন কি? জ্ঞানে যদি বস্তু প্রকাশ না পাইয়া আরও প্রচ্ছন্ন হইয়াই পড়িল, তবে সে জ্ঞানের সেবায় রত থাকা কেবল অমূল্য জীবন নষ্ট করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" "হে প্রেমিকগণ, তোমরা তোমাদের সরস ভাবে সন্তুষ্ট রহিয়াছ, কিন্তু এ দিকে যে তোমাদের অন্তশ্চক্ষু দিন দিন দৃষ্টিশক্তিবিহীন হইয়া আসিতেছে, ইহা কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? মঙ্গলময় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, নাচিতেছ, কিন্তু তোমাদের নয়ন সে রূপমাধুর্য্য যদি প্রত্যক্ষ না করিল, তাহা হইলে, বল, এক ভাবের তরঙ্গে কি ফলোদয় হইল? যে নয়নাশ্রুতে ঈশ্বরের

সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত না হয়, সে নয়নাশ্রুতে ধিক্। এক দিকে প্রমত্ত কীর্ত্তন অন্য দিকে চরিত্রের অবিশুদ্ধি ইহাতে কি কোন কালে ব্রহ্মসংস্পর্শলাভে তোমাদের কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা আছে? ভগবানের প্রতি প্রেম আছে, অথচ তাঁহার প্রতি বিরোধী ভাব আজও যায় নাই, অনায়াসে তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে পাপাচরণ করিতেছ, ইহা কি কখন প্রেমনামের যোগ্য? শারীরিক ও মানসিক বিকারকে প্রেম বলিয়া মনে করিয়া লওয়া, ইহার তুল্য আর ভ্রান্তি কি হইতে পারে?" "হে পুণ্যানুরত ব্যক্তিগণ, তোমরা ব্রত নিয়ম কৃচ্ছ্র সাধনাদিতে নিয়ত রত থাকিয়া শরীর ও মনকে নির্য্যাতন করিতেছ। বল এ নির্য্যাতনে কি ফললাভ হইতেছে? তোমরা এ সকলের দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিতেছ মনে করিতেছ, কিন্তু পুণ্যের চরম ফল কি তাহা কি তোমরা অবগত আছ? পুণ্য পরম দেবতার সহিত সকল প্রকারের বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া দেয়, যোগে তাঁহার সহিত এক করে, সকল প্রকার ক্লেশ দুঃখ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত, আশা ও বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ, এবং সকল প্রকার শুষ্ক নীরস ভাব চলিয়া গিয়া ব্রহ্মসংস্পর্শ জন্য অভূতপূর্ব্ব সুখের অভ্যুদয় হয়। তোমাদের যখন সে সকল হইতেছে না, কেবলই সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহা হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতেছ, স্রষ্টার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও তাঁহার সন্ততিগণের প্রতি তাঁহার নিরন্তর কৃপাদৃষ্টি, তাঁহাদিগকে লইয়া বিবিধ লীলা, এ সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করিতেছ না, তখন বল তোমরা পুণ্যার্জ্জন করিয়া কি করিলে?" "হে জ্ঞানী, প্রেমিক, পুণ্যার্জ্জনরত ব্যক্তিগণ, তোমরা পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পরিহার কর, তোমরা তিনে এক হইয়া না গেলে কিছুতেই তোমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনীত হইবার নহে। এক এক নদীর কূলে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবার করিয়াছ, আর উহাতে তোমাদের পূর্ণকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। আইস, আমার সঙ্গে আইস, তোমাদিগকে সেইখানে লইয়া যাই, যেখানে ভগবানের জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য মিলিত হইয়া নবীন ত্রিবেণী ব্যক্ত হইয়াছে। তোমরা এত দিন এক স্থানে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের অনিষ্টসাধন করিয়াছ, তোমাদের জীবনতরণী স্ব স্ব নদীর প্রবাহে এখন ছাড়িয়া দাও, আর কোন ঘাটে বান্ধিও না, দেখিবে তোমরা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে, যেখানে তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই চির দিন থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। ইহা যদি তোমরা এত দিন জানিতে তোমাদের এরূপ দুর্দ্দশা কখন হইত না। তোমরা আপনার আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া তদনুকূল নদীকূলে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছ, আর মনে করিয়াছ এই গৃহই তোমাদের চিরগৃহ। তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ, ইহা তোমাদের মনে থাকিলে সেখানে যাইবার জন্য তোমাদের মন উৎকণ্ঠিত হইত, জীবনতরণী আর ঘাটে বান্ধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতে না, নদীস্রোতে ছাড়িয়া দিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইতে যেখান হইতে এই বিদেশে তোমাদের আগমন হইয়াছে। এই তিন নদী কোথা হইতে প্রবাহিত তাহা কি তোমরা জান না? অনন্তপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে। ইঁহাদের গতি সেই অনন্তপূর্ণ আনন্দসাগরের দিকে। তোমরা যে তিন নদীর কূলে বাস করিতেছ, ইঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ও অভিন্ন হইয়া সেই অনাদিপুরুষে অবস্থিত ছিলেন, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের প্রবাহ পৃথক্ ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, আবার যেখানে ইঁহারা সেই আনন্দস্বরূপ পুরুষে প্রবেশ করিতেছেন, সেখানে ইঁহারা তিন এক হইয়া গিয়াছেন। চল সেই ত্রিবেণীতীর্থে চল, তোমাদের পৃথক দিকে গতি হইয়া যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলই বিলুপ্ত হইবে, তোমরা পূর্ণানন্দে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ণকাম হইবে।"

উৎসবদিনে নববিধান এ সকল কথা কাহাদিগকে বলিতেছেন? ভিন্নপথগামী আমাদিগকেই এ কথা বলিতেছেন। আমরা যে যার ভাবে ভাবুক হইয়া অপর সকলের উপরে উপেক্ষানয়নে দেখিতেছি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রেমের পক্ষপাতী হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, যদি তাঁহারা পুণ্যনদীতে নিত্য অবগাহন না করেন, জ্ঞানবারি পান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আত্মা পাপবিকারে বিকারগ্রস্ত হইবে, ঘোর অন্ধতা আসিয়া তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়া ফেলিবে। যাঁহারা পুণ্যনদীতে নিরন্তর অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারা কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা আপনাদের প্রবৃত্তিবাসনানিচয়কে সংযত রাখিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু যদি তাঁহাদের হৃদয় অনুরাগে উদ্দীপ্ত না হয়, কে জানে কোন্ দিন ছিদ্রান্বেষী শয়তান আসিয়া একটু অনবধান দেখিলেই চিরদিনের জন্য তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। কত কৃচ্ছ্র পথাবলম্বী পূর্ব্বতন যোগিগণের এইরূপে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, ইহা কি তাঁহারা জানেন না? হৃদয়ক্রিয়ার মূল, সেই হৃদয় যদি শুষ্ক থাকিল, তাহা হইলে আমাদের একমাত্র প্রযত্নের উপরে কখন কি আশা স্থাপন করিতে পারি? সমান উৎসাহের সহিত যত্ন স্থির রাখা কোন মানুষেরই সম্বন্ধে সম্ভব নহে। আমরা কে যে কেবল এক যত্নের বলে আমাদিগকে বিশুদ্ধচরিত্র রাখিব! অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্র সাধন দেখাইয়া দিতেছে, আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধকগণের পরমহিতকারী সুহৃৎ অনন্ত জ্ঞানালোকের প্রস্রবণ হইতে আলোক লাভ করি নাই, আমরা আমাদের নিজ নিজ অযথারুচির অনুসরণ করিয়া কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। ঈদৃশ অন্ধতা আমাদিগকে পরিশেষে কোথায় লইয়া উপস্থিত করিবে, আমরা কিছুই জানি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাননদীর কূলে বসতি নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে অবগাহন ও উহার জল পান করিতেছেন। এই জল তাঁহাদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। যত পান করিতেছেন তত তৃষ্ণা বাড়িতেছে। তৃষ্ণায় আকুল হইয়া তাঁহারা চারদিক অন্ধকার দেখিতেছেন, জ্ঞানবলে কোথায় বস্তু সকল যথাযথ দর্শন করিবেন, তাহা না হইয়া তাঁহাদের নিকট সকলই বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। হৃদয়হীন জ্ঞান, পুণ্যহীন প্রযত্ন কোন কালে যথার্থ তত্ত্বদর্শনে সহায় হয় নাই, আজ তাহা হইবে ইহা

কি সম্ভব? অতএব নব বিধানের অনুরোধে সকলে এখন যাঁহাদিগকে বিরুদ্ধপথাবলম্বী মনে করিয়াছিলেন,তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করুন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার ও গ্রহণ না করিলে কিছুতেই তাঁহারা পাপবিকার ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। ঈশ্বরসন্তানগণ যদি যাঁহাতে যে স্বরূপ অবতীর্ণ তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়া অপরেতে অবতীর্ণ স্বরূপের প্রতি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা না অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, না তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের অখণ্ড রাজ্য পৃথিবীতে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। জ্ঞান প্রেম পুণ্য যদি প্রতিজনের হৃদয়ে অখণ্ডিত ভাবে আবির্ভূত না হন, তাহা হইলে কেহ যে পূর্ণকাম হইবেন, এ আশা যেন হৃদয়ে স্থান না দেন। এক এক স্বরূপের পক্ষপাতী হইয়া উন্নতিসাধন বা তৃপ্তিলাভের কাল অতীত হইয়াছে, এখন তিনের একত্র সংমিশ্রণের সময় উপস্থিত। তিনের ক্রিয়া সমভাবে জীবনের উপরে প্রকাশ পাইবে, কোনটি কাহারও কর্তৃক উপেক্ষিত হইবে না, যদি এরূপ হয় তাহা হইলে পূর্ণ সাধন হইল, পূর্ণানন্দ লাভের উপায় হইল।

হে পথিকগণ, তোমরা আজ ব্রহ্মমন্দিরে কোন্ সংবাদ শুনিবার জন্য মিলিত হইয়াছ? তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা তোমাদের গম্য স্থান ইহা অবগত হইবার জন্য কি তোমাদের এখানে সমাগম? তোমরা কি শুনিলে না, অনাদিপুরুষ পরম যোগী মহাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহা হইতে নিঃসৃত প্রেমগঙ্গা, জ্ঞানসরস্বতী ও পুণ্যযমুনা দিয়া তোমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত এবং সেই সেই তটিনীর তটে তোমরা আপনাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছ। নববিধান আসিয়া তোমাদিগকে সংবাদ দিলেন, আর পুরাতন গৃহে বাস করিলে তোমাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইবে; এখনই তোমরা বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ, ইহা দেখিয়াই তোমাদের সাবধান হওয়া সমুচিত। কোথায় তোমরা ভিন্ন ভিন্ন নদীতটবাসিগণের সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের ভাবে ভাবুক হইবে, তাহা না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাস করিতেছ। এখন যদি তোমার যেখানে এই তিন নদী মিলিত হইয়াছে, সেখানে না যাও, তোমাদের তিনের একতা কোন দিন সম্পাদিত হইবে না। নববিধান সেই স্থানে তোমাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তোমার পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ জীবনতরী এই নদীত্রয়ের স্রোতে ভাসাইয়া দাও, এই স্রোতই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে তোমাদিগকে লইয়া উপস্থিত করিবে। এই সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলে তোমরা সহজে অনন্ত আনন্দসাগরে গিয়া পড়িবে, সেখানে গিয়া পৌঁছিলে আর তোমাদের দুঃখ ক্লেশ পাপ কিছুই থাকিবে না। পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য তোমাদের বর্ত্তমান জীবন ধারণ ইহা তোমরা স্মরণ কর। কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইবে, তোমাদের বংশমর্য্যাদা কি, তোমরা পরস্পর কি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তোমরা কাহাকেও কেহ ছাড়িয়া বা কাহাকেও কেহ গ্রহণ না করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পার কিনা, ইহা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। তোমরা এক এক স্বরূপের পক্ষপাতী হইয়া অখণ্ড পূর্ণানন্দকে খণ্ডিত করিয়াছ, ইহার যে কি ফল তাহা কি আর দেখিতে পাইতেছ না? বিরোধ, বিবাদ, বিসংবাদ, গৃহবিরোধ উপস্থিত হইয়া অশান্তির অনলে সর্ব্বদা পুড়িতেছ, তোমাদের জীবনও পূর্ণতা লাভ করিতেছে না। এখনও সময় আছে, তিনের মিলন স্থান ত্রিবেণীতে অবগাহন কর, দেখিবে তোমাদের সকল জ্বালা দূর হইবে, অভূতপূর্ব্ব সুখ আত্মাতে উপস্থিত হইবে, চারিদিকে সুখ সৌভাগ্য সন্তোষে পূর্ণ হইবে। আজ নববিধান তোমাদিগকে ত্রিবেণীতীর্থে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, সত্বর হও, এই তীর্থে অবগাহন কর; তোমাদের সকল দুঃখ জ্বালা দূর কর, তোমরা পূর্ণকাম হইয়া পূর্ণানন্দে প্রবিষ্ট হও। কৃপানিধান পরমেশ্বর সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকলে আলস্য জড়তা, দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া এই পবিত্র তীর্থবাসী হইতে পারেন এবং পূর্ণানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া কৃতার্থ হয়েন।

বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণ দুইটার সময়ে আবার পুনরায় কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মাধ্যাহ্নিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর পাঠ, প্রশ্নের উত্তর দান, ও ধ্যান হয়। উদ্বোধন ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত করেন। ধ্যানানন্তর ব্যক্তিগত প্রার্থনা. প্রার্থনানন্তর প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনানন্তর সায়ঙ্কালিক উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপদেশের সার এইরূপে নিবদ্ধ হইতে পারে।

প্রাতঃকালের পর সায়ংকাল উপস্থিত। প্রাতঃকালে যখন ত্রিবেণীস্নান হইয়াছে, তখন কি আমরা ঈশ্বরের গৃহ হইতে পলায়ন করিতে পারি? এই স্থানে যাঁহাদিগের আত্মাতে জ্ঞান পুণ্য প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহারা পুনর্ব্বার সংসারে গিয়া সংসারীর মত জীবন যাপন করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। হয় বল ত্রিবেণী দর্শন হয় নাই, ত্রিবেণী স্নান হয় নাই, না হয় বল ত্রিবেণীস্নানে আত্মার পূর্ণধর্ম্মলাভের জন্য স্পৃহা বাড়িয়াছে, সংসারের সেই সকল কর্ম্মের প্রতি চিত্ত বীতরাগ হইয়াছে, যে সকল কর্ম্ম পূর্ণধর্ম্মের বিরোধী। বল এই ত্রিবেণীস্নানে আনন্দঘন পরব্রহ্মের স্পর্শ অনুভব করিয়াছ কি না? তিনি তোমাদের নিকটে মা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন কি না? যদি আনন্দস্বরূপের সংস্পর্শ অনুভব করিয়া থাক এবং তিনি তোমাদের জননী হইয়া তোমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তোমাদের দুঃখের দিনের অবসান হইয়াছে। মাকে দেখিয়া মা বলিয়া যে ডাকে তাহার কি আর দুঃখ দরিদ্রতা থাকে? তুমি

পর্ণকুটীরবাসী বলিয়া কেন আক্ষেপ করিতেছ? তোমার পর্ণ-কুটীর মার উজ্জ্বল আবির্ভাবে যখন পূর্ণ দেখিবে তখন রাজ-প্রাসাদের প্রতি আর তোমার অণুমাত্র স্পৃহা থাকিবে না। তাঁহাতে তোমার যখন আনন্দ উপস্থিত, তখন পৃথিবীর ভোগের বিষয়ে আর তোমার আকর্ষণ থাকিবে কেন?

আমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, এক মুহূর্ত্তে উহা দ্রব হইবে কি প্রকারে, এরূপ অবিশ্বাস কেন করিতেছ? মুহূর্ত্তের ভূকম্পে যিনি পর্ব্বতময় প্রদেশকে জলরাশিতে পূর্ণ করেন, তিনি কি আর প্রস্তরময় হৃদয়কে অপূর্ব্ব ভক্তির জলাশয়ে পরিণত করিতে পারেন না? আমাদের মার কৃপা কি না করিতে সমর্থ? কত দুর্দ্দান্ত পাপীকে তিনি এক নিমেষে মেষতুল্য নির্দ্দোষ করিলেন, আমাদিগকে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া চিরদিনের জন্য প্রমত্ত করিতে পারেন না, ইহা কেন বিশ্বাস করিব? হে ভাই সকল, হে ভগিনী সকল, তোমরা কি মাকে ভুলিয়া গেলে? মা তোমাদিগকে কত আনন্দ দিলেন তাহা কি আজ তোমাদের মনে নাই? তোমরা কি বলিবে মাতে আনন্দ কোথায়? চন্দ্র দেখিলে তোমাদের আনন্দ হয়, ফুল দেখিলে তোমাদের মন কত সুখে ভাসে, আর মাকে দেখিলে তোমাদের মন প্রমত্ত হয় না, এ কেমন কথা? মাতে কত আনন্দ তার তো সীমাই নাই, মা নামের ভিতরেই কত আনন্দ! একবার মা বলিলে সমুদায় জ্বালা চলিয়া যায়, হৃদয় সুশীতল হয়, মন সুখে পূর্ণ হয়। এবারকার উৎসব আনন্দোৎসব, মাকে হৃদয়ে দর্শন করিবার উৎসব। আনন্দময়ী মাকে যদি আজ তোমরা গৃহে লইয়া যাইতে না পার, তাহা হইলে ভগবান্ তোমাদিগকে যে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন সে অনুরোধ তোমরা কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিবে না। মা যদি আমাদিগকে তাঁহার আনন্দে নিমগ্ন করিয়া না রাখেন, আমরা প্রেমপুণ্যে নিয়ত পূর্ণ থাকিয়া আমাদের জীবনের অপূর্ব্ব শোভা কিরূপে চারিদিকে বিস্তার করিব? দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট পরীক্ষার ভিতরে সর্ব্বদা আমাদের সুপ্রসন্ন মুখ যদি পৃথিবী না দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমাদের মার প্রতি নর নারীর আকর্ষণ হইবে কি প্রকারে? আমরা যদি নিয়ত আনন্দ সম্ভোগ করি, যে সকল ভাই ভগিনী বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সেই আনন্দের সমভাগী হইবার জন্য দৌড়িয়া আসিবেন।

আইস সকলে মার অঞ্চল ধরি। তাঁর অঞ্চল ধরিয়া সংসারে বেড়াইলে কি ভয় কি বিপদ! মা আমাদিগকে অতুল আনন্দ দান করিবার জন্য তাঁহার অভয় মূর্ত্তি প্রেমমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া কেন উৎসবভূমি হইতে সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? আমরা মা মা বলিতে বলিতে আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাইব, ইহা তো মা নামের মহিমা, ইহাই তো মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশের অভিপ্রায়। মা কি কখন সন্তান হইতে দূরে থাকেন? মা যে সর্ব্বদা সন্তানের নিকটে। নিকটে কেন বলিতেছি, মা যে সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত। মার প্রেমে যাঁহারা প্রেমিক, মার পুণ্যে যাঁহারা পরিশুদ্ধ, তাঁহারা এই ক্রোড়ের স্পর্শসুখ নিয়ত ভোগ করেন। আমরা মা নাম মুখে গ্রহণ করিলাম, আমাদের হৃদয় যদি প্রেমে পূর্ণ না হয়, পুণ্যে পরিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে এ নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে মহাপরাধ। মা যখন আমাদিগকে চিরসুখী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আর আমাদের নিরাশ হইবার কি কারণ আছে? মা নাম চির সুমিষ্ট, সেই নাম আমরা বাল্যকাল হইতে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, সে নাম আমাদের চির পরিচিত, এ নাম কেন বিস্মৃত হই। অকপট হৃদয়ে আমরা এই নাম গ্রহণ করি, তাঁর নামে আনন্দসাগরে ভাসি, তাঁহাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করি। মাকে দেখিয়া মার চরণ নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, মার সহবাসে থাকিয়া যাহাতে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি, এবারকার উৎসব আমাদের পক্ষে ইহা সিদ্ধ করিয়া দিন।

১৩ মাঘ সোমবার—অদ্য নগর সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে বাহির হয়। নগর সঙ্কীর্ত্তন দুই দলে বিভক্ত হয়, ইহাতে অনেকের মনে ক্লেশ হয়, কিন্তু ভগবৎকৃপায় কীর্ত্তনের জমাট ভক্ত্যুচ্ছ্বাসাদিতে সে ক্লেশ প্রশমিত হইয়াছে। ১৪ মাঘ, মঙ্গলবার ছাত্রী-নিবাসে উৎসব। উৎসবস্থল সুন্দররূপে সজ্জিত এবং উপাসকগণে পূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে "সর্ব্বাপেক্ষা হরি প্রিয়তম এই প্রার্থনা অবলম্বনে যে উপদেশ হয় তাহার সার এই প্রকারে নিবদ্ধ হইতে পারে।

হে ঈশ্বরের কন্যাগণ, আজ আচার্য্য আপনাদের নিকটে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, হরিকে আপনারা ভালবাসেন না; কেবল অন্নবস্ত্র, টাকা কড়ি, গৃহ সংসার আপনাদের ভাল-বাসার বিষয়। এ অভিযোগের কি উত্তর দেওয়া হইবে, সকলেরই ভাবা উচিত। যিনি অভিযোগ আনিলেন, তাঁহার আমি পাখী উড়িয়া গিয়াছিল, হরি তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। আপনাদের সুকোমল হৃদয়। আপনাদের এ হৃদয় যদি হরিকে সর্ব্বস্ব না করিয়া অন্ন বস্ত্র টাকার জন্য লালায়িত হয়, তবে যত প্রকারের নীচতা আছে, আপনাদিগকে সে সমস্তই স্বীকার করিতে হইবে। যত দিন হরি সর্ব্বস্ব না হইতেছেন, তত দিন এ অভি-যোগ হইতে আপনারা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। কি উপায়ে এই অভিযোগ হইতে আপনারা মুক্ত হইবেন, তাহার উপায় চিন্তা করুন। আপনারা কি এ জন্য কঠোর যোগের পথ আশ্রয় করিবেন? যোগের নামে কৃচ্ছ্র সাধন, শরীর শোষণাদি আছে, সে সকল কি আপনাদের উপযুক্ত? পুরুষেরা যোগ করুন, কৃচ্ছ্র সাধন করুন, কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয় করুন, আপ-নাদের সুকোমল হৃদয়ের পক্ষে এ সকলই নিতান্ত অযোগ্য।

কোন প্রকার কষ্টসাধ্য সাধন নাই, অথচ কষ্টসাধনে যাহা হয় তাহার সকলই আপনা হইতে সিদ্ধ হয়, এরূপ যদি কোন পথ থাকে তবে সেই পথই আপনাদের অনুসর্ত্তব্য পথ। এ পথ ভক্তিপথ। আপনারা স্বভাবতঃ ভক্তিপথের পথিক। সংসারের আহার বিহার আমোদ প্রমোদের মধ্যে সন্তানসন্ততিগণের কোলাহলের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া যোগসাধন পুরুষগণের পক্ষে সহজ নয়। আপনাদিগকে সেই সকল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া জননী যোগের উৎকৃষ্ট ফল দিবেন, এ জন্য সুকোমল ভাব দিয়া আপনাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনারা স্বজন আত্মীয়, পুত্র কন্যা,দীন দুঃখীদিগকে উপেক্ষা করিয়া নির্জ্জন তপস্যাভূমি আশ্রয় করিবেন, ইহা আপনাদের স্বভাববিরুদ্ধ। মধুর স্নেহে পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে আপনারা বর্দ্ধিত করিবেন, এ কর্ত্তব্য ভার আপনারা আর কাহারও উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। সরস ভূমিতে কে কোথায় কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে? কণ্টকীলতা রোপণ করিতে হইলে তদনুরূপ মরুভূমি আছে। সরসভূমি ফলফুলে পরিশোভিত হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। ভক্তি অতি সুকোমল, ভক্তি কখন উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। জল বিনা যেমন কমল শুকাইয়া যায়, পুণ্যসলিল বিনা ভক্তি তেমনি শুকাইয়া যায়। আপনাদের পক্ষে ভক্তি যদি স্বাভাবিক পন্থা হয়, তবে আপনাদের পুণ্যের অভাব আছে, ইহা কখন মানিতে পারি না। অবশ্য আপনাদের স্বভাবের মূলে পুণ্য আছে; পুণ্য আপনাদিগকে বহু আয়াসে অর্জ্জন করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের কি মত ছিল আপনাদিগকে জানাইতেছি। তিনি নারীদিগকে পুণ্যস্বভাবা জানিয়া অতিশয় সম্মান করিতেন। পুণ্যবিষয়ে পুরুষদিগের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল না, পুণ্য তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের সামগ্রী, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, নারীহৃদয়ে স্বভাবতঃ পুণ্যের বাস। নারীগণের স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ ভাব পুণ্য যে তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম হইতে আছে দেখাইয়া দেয়। সুতরাং আমাদের আচার্য্যের কথায় কাহারও অনাস্থা প্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

আপনাদের ভক্তির মূলে পুণ্য আছে, এজন্য ভক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে না সত্য, কিন্তু এই ভক্তি কোন্ ভাব আশ্রয় করিয়া আপনাদের মধ্যে উদিত, ইহা জানা প্রয়োজন। ভক্তির স্থায়ী ভাব না বুঝিলে ভক্তির উৎকর্ষ কিছুতেই সাধন করা যায় না। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, একত্ব এই পাঁচটিকে ভক্তির স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণবগণ যাহাকে মধুর ভাব বলেন তাহারই উচ্চতম অবস্থা একত্বকেই আমি পঞ্চম স্থায়ী ভাব বলিয়া আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। শান্ত দাস্য এ দুটি স্থায়ী ভাবকে পুরুষসমুচিত বলিয়া আমি নির্দ্দেশ করিতে চাই। বাৎসল্য এই ভাবটি আপনাদের স্বাভাবিক ভাব, ইহার আমার মত। পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ বাৎসল্য, ইহাতো পুরুষগণেরও আছে। আছে বটে কিন্তু তাহা আপনাদের বাৎসল্যরসের অনুরূপ কখন নহে। পুরুষের ভাব নারীতে, নারীর ভাব পুরুষেতে সংক্রামিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক এক ভাব কোথাও সংক্রামিত কোথাও স্বাভাবিক, এ দেখিয়া সে ভাব পুরুষ অথবা নারীতে প্রধানতঃ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। একটী পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যাতে বাৎসল্য ভাব প্রকাশ পায় কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বাৎসল্য নারীস্বভাবের মূলে স্থিত কি না? মনে করুন, দ্বারদেশে একটি দুঃখী আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, বাড়ীর বালক তাহার আর্ত্তনাদে বিরক্ত হইয়া দূর দূর বলিয়া তাড়াইতে গেল, কটু কথা বলিল, এমনও হইতে পারে যে, দু এক ঘা লাগাইয়া দিল। কোমলহৃদয়া বালিকা কখন এরূপ করিতে পারে না। দুঃখীর আর্ত্তনাদে কোথায় সে বিরক্ত হইবে, না তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে জল আসিয়াছে, মার কাছে দৌড়িয়া গিয়া একটী পয়সা আনিয়া অমনি তাহার হাতে দিয়াছে। এ কি ভাব? বাৎসল্য ভাব, অন্য কথায় মাতৃভাব। বালিকা যত শিশু হউন না, প্রথম হইতে তিনি জননী, তাঁহার মধ্যে মাতৃভাব, বাৎসল্যভাব সদা বিরাজমান। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া তিনি কন্যা হউন আর যাই হউন, প্রথম হইতে তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করি। তিনি মা হইয়া বাৎসল্যভাব লইয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর কোন্ কথায় তাঁহাকে সম্বোধন করা যাইতে পারে? আমার কন্যা আমার সেবা করেন, লোকে বলে পিতৃভক্তিতে, আমি বলি বাৎসল্যে। তিনি যখন আমায় খাওয়ান আমার শুশ্রূষা করেন, আমি দেখি উহা মার খাওয়ান, মার শুশ্রূষা করা। পুত্রেরও পিতৃভক্তি আছে; কিন্তু উহা তেমন সরস নয়, মধুর নয়, মাতৃভাবমিশ্রিত নয়। গৃহস্থের বাড়ীতে কন্যা যে কি আদরের সামগ্রী তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। তিনি পরের ঘরে যান বটে, কিন্তু বাৎসল্যে মাতৃভাবে পিতৃগৃহের সকলকে এমনি কিনিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি সুকোমল ভাব কোন কালে কাহারও যায় না। বালিকা হউন, যুবতী হউন, বৃদ্ধা হউন সকলের ভিতরে বাৎসল্য ভাব প্রধান। ইঁহাদের সেবা শুশ্রূষা সকলই দাস্যভাব হইতে নহে, বাৎসল্য ভাব হইতে। দাস্য ভাব পুরুষের, নারীর বাৎসল্য ভাব। মা সন্তানের জন্য কি না করেন, তাহা কি দাসীত্ব। যাহারা নারীকে দাসী মনে করে, তাহারা নরাধম! মা সেবা করেন বলিয়া কি তিনি দাসী?

যদি আপনাদের বাৎসল্য ভাব হইল, আপনারা যদি নরনারীর মা হইলেন, তাহা হইলে আমাদের সকলই আপনাদের নিকটে ধার করা। এই শরীর পরিপুষ্ট হইল কিসে? মাতৃস্তনে। ইহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর মধ্যে মাতার শোণিত রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত কি সে মাতৃস্তন্যের ধার শোধ হইয়াছে, না দিন দিন সে ধার বাড়িতেছে। সংসারে নারীগণ বিরাজ করিতেছেন বলিয়া কি আমাদের দেহ রক্ষিত হইতেছে না। এক সময়ে মাতৃস্তন্য পান করিয়া শরীর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এক্ষণ নয় অন্ন আকারে শরীরের পোষণ সামগ্রী আসিতেছে, মূল একই আছে। এক দিন মা স্তন্যরূপ অন্ন যোগাইতেন,

এখন অন্য ভাবে সেই অন্নই যোগাইতেছেন। আপনারা আপনাদের বাৎসল্য ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, আমরাও সে বাৎসল্যে পালিত না হইয়া থাকিতে পারিব না। কন্যা হইয়া ভগিনী হইয়া বা অন্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া আপনাদের বাৎসল্যভাব যায় নাই। এক ভাব মাতৃভাব নানা আকার ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতে ক্ষতি কি, মূল তো ঠিক রহিয়াছে। আমাদের কতকগুলি ছোট মা, কতকগুলি মাঝারি মা, কতকগুলি বড় মা আছেন, আমরা এই মাত্র জানি, এবং আপনাদের সঙ্গে আমাদের সেই প্রকার ব্যবহার হইলেই, বুঝিলাম ঠিক ব্যবহার হইল। যখন আমরা আপনাদের নিকট যাইব বা আপনারা আমাদের নিকটে আসিবেন, তখন আমরা যাইব মার নিকটে, আপনারা আসিবেন সন্তানের নিকটে, এ ভাব যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলেই সম্বন্ধ ঠিক হইল। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম স্থান স্ত্রীজাতির প্রতি সম্ভ্রম করিয়া থাকে, দুর্দ্দান্ত পিশাচসম ব্যক্তিও এক জন মহিলাকে দেখিলে অমনি জড়সড় হয়, এ ভাব বড় প্রশংসনীয়, কিন্তু নারীর মাতৃভাব স্মরণ করিয়া পুরুষ যদি তাঁহার নিকটে সন্তানের ন্যায় যাইতে পারেন তাহা হইলে উহা অপেক্ষায় আরও ঠিক ব্যবহার হইতে পারে। এ দেশে যত সাধু সজ্জন ছিলেন, তাঁহারা নারীগণকে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিতেন। এরূপ দৃষ্টি করা যে ঠিক ধর্ম্ম ও ভাবসঙ্গত তাহাতে কোন সংশয় নাই। এরূপ দৃষ্টিতে জনসমাজের পাপ অপবিত্রতা চলিয়া যায়, ধর্ম্ম ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। আমার মত এই, যে ব্যক্তি নারীকে মা ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখেন তাঁহার নারীসমাজে যাইবার কোন অধিকার নাই।

এতক্ষণ যে বাৎসল্য ভাবের কথা হইল, তাহাতে কেবল মানবীয় ভাবেরই ব্যাখ্যা হইল, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত সম্পর্ক আসিল কৈ? নারী বাৎসল্য ভাব সকলের প্রতি বিস্তৃত হইয়া জনসমাজ বিশুদ্ধ হইল, পবিত্র হইল, ধর্ম্মবৃদ্ধি হইল, তাহাতে নারীর ঈশ্বরবিষয়ক ভক্তি হইল কোথায়? যাহার স্বভাবের ভিতরে যাহা আছে তদ্দ্বারা ভগবানের আরাধনা হয় এই যে শাস্ত্রীয় কথা আছে, তৎপ্রতি একটু মনোনিবেশ করিলেই ঈশ্বরবিষয়ক ভক্তি ইহাতে কি প্রকারে বাড়ে তাহাও সকলে বুঝিবেন। নারী আপনার বাৎসল্য ভাবের মধ্যে আপনাকে দেখিবেন, না যিনি সমগ্র বাৎসল্য ভাবের আধার তাঁহাকে দেখিবেন? তাঁহাতে সেই পরম জননী সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, তাই তাঁহাতে এই বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার হইতেছে। তিনি আত্মহৃদয়ে যত সেই সন্তানবৎসলা জননীর জননীকে দেখিবেন, তত তাঁহাতে বাৎসল্য ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। যত দিন নারী সেই জননীকে হৃদয়ে দেখেন নাই, তত দিন তাঁহার বাৎসল্য অতি সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে; আপনার সন্তান সন্ততি ছাড়িয়া আর অন্যত্র বড় যায় না। এই সন্তানগুলি সম্বন্ধেও আবার বাৎসল্য সকলের প্রতি সমান হয় না। এক মার দশটি সন্তান থাকিলে, সকলেই কি আর সমান স্নেহ পায়? কেহ অধিক কেহ অল্প স্নেহ পায়। এরূপ হয় কেন? তাঁহার অল্প পরিমাণ স্নেহ সকলকে সমানে তিনি দিয়া উঠিতে পারেন না। যখন তাঁহার ক্ষুদ্র বাৎসল্যের মধ্যে জননীর বাৎসল্য প্রকাশ পায়, তখন নিজের সন্তানগুলি কেন সমুদায় মানবজাতির প্রতি বাৎসল্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আপনার ক্ষুদ্র বাৎসল্য ক্ষুদ্র মাতৃভাব বাড়াইবার জন্য সেই মাতার চরণপদ্ম ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। হৃদয় যত সেই চরণপদ্ম স্পর্শ করিবে, তত উহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, এক গুণ স্নেহ দশ গুণ বাড়িবে। মাকে দেখিতে দেখিতে যখন তাঁহার প্রতি অনুরাগে মন ভরিয়া যাইবে, তখন আর তাঁহাকে বিনা অন্য কিছু আদরের সামগ্রী থাকিবে না। তিনি সকলের অপেক্ষা তখন প্রিয় হইবেন। এ অভিযোগ আর তখন থাকিবে না, হরি অপেক্ষা টাকা কড়ী বাড়ী অন্ন বস্ত্র প্রিয়। হরির প্রতি অনুরাগে জীবের প্রতি বাৎসল্য না কমিয়া আরও বাড়িবে, কেন না হরি যে প্রকার স্নেহে সকলকে দেখেন তখন সেই প্রকার স্নেহে ইনি সকলকে দেখিবেন।

এই তো গেল বাৎসল্য ভাবের কথা, নারীগণের মধ্যে কি সখ্যভাব নাই? সখ্যভাব আছে বৈকি? বাৎসল্য ভাব যেমন সর্ব্বত্র বিস্তৃত, সখ্যভাব সেরূপ বিস্তৃত নহে। নর নারীর মধ্যে বহু সখা বা সখী হইতে পারেন না, এক জন সখা ও এক জন সখী হইবেন, ইহাই বিধি। নর নারী যখন উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, তখন এক জন আর এক জনের সহিত সখ্যবন্ধন স্বীকার করেন, তখন তাঁহাদের চিরদিনের জন্য পরস্পরের সহিত যে বন্ধন হইল সে বন্ধন আর কোন কালে ছেদন হয় না। ব্রাহ্মগণ বিবাহের সময় বলিয়া থাকেন আমরা পরস্পর সখা ও সখী হইলাম আমাদের পরস্পরের সখ্যভাব যেন কখন ভঙ্গ না হয়, এ বলা কিছু কথার কথা নয়। হিন্দুগণের বিবাহে যত ক্ষণ না এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হয় তত ক্ষণ দোষ প্রকাশ পাইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হইলে যে কোন দোষ প্রকাশ পাউক আর বন্ধন ছিন্ন হয় না, চিরদিনের জন্য সে বন্ধন দৃঢ় হইল। বিবাহ কালে দম্পতীমধ্যে যে সখ্যভাব স্বীকার করা হইল তাহা ইহলোক ও পরলোক কোথাও গিয়া ছিন্ন হইবে না, এই প্রতিজ্ঞায় উহা স্বীকৃত হইল সুতরাং এক সখা ও এক সখী ভিন্ন নর নারীর দুই সখা বা দুই সখী কোন কালে হইতে পারে না। উদ্বাহবন্ধনেবদ্ধ নর নারী এই প্রকার স্থিরতর সখ্যভাবে বদ্ধ হইলে, এবং অন্য কাহাকেও সখ্যভাবেরসমাংশী না করিলে, এ সংসারে পাপের প্রবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব বাৎসল্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া এক জনের সহিত সখ্যভাবে বদ্ধ হওয়াই ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায়। নর নারীর উভয়ের সখ্যভাব বর্দ্ধিত না হইলে, বিশুদ্ধ না হইলে তাঁহারা ঈশ্বরকে সখা বলিয়া কখন হৃদয়ে বরণ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের সহিত সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইবেন, এ জন্য পৃথিবীতে নর নারী দাম্পত্যসম্বন্ধে মিলিত হন তাঁহারা যখন আপনাদের সখ্যভাবের মধ্যে সেই পরমাত্মার সখ্য

অনুভব করেন, তখন তাঁহাদের সখ্যভাব পূর্ণতা লাভ করে। একত্ব উপস্থিত হইবার সময় হয়। এই একত্বে নর নারী এক হইয়া তাঁহারা উভয়ে ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যান। দাম্পত্য-সম্বন্ধের এই চরম অবস্থা। দাম্পত্য মধ্যে এই একত্ব আছে বলিয়াই, ইহার এত সমাদর।

যে নারী বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হন নাই, তাঁহাতে এই একত্বের সম্ভাবনা আছে কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে। যে নারীর আপনার সন্তান সন্ততি নাই, তিনি আপনার স্বাভাবিক বাৎসল্যভাব জনক জননীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া বাড়াইতে পারেন, সকল লোকের প্রতি স্নেহবতী হইয়া সেই বাৎসল্যরসকে ঘনীভূত করিতে পারেন। কিন্তু সখ্যবন্ধন যখন বিবাহ বিনা সিদ্ধ হয় না, সখ্যভাবের পরিপক্কাবস্থায় যখন একত্ব উপস্থিত হয় তখন সখ্য ও একত্ব পরিণয় বন্ধনে যাঁহারা বদ্ধ হন নাই, তাঁহাদের কি প্রকারে সম্ভবপর? যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা আপনাকে আপনি বিবাহ করিবেন, এ এক নূতন প্রণালীর বিবাহ; এই বিবাহই শ্রেষ্ঠ বিবাহ। বাহিরে সখা অন্বেষণ না করিয়া যিনি আপনার ভিতরে সখাকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চিরসখ্য-বন্ধনে বদ্ধ হন তাঁহার সে সখ্য ভাব জীবনে মরণে কোন সময়ে আর ছিন্ন হয় না। যিনি অন্তরের অন্তরে সখা হইয়া সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, তিনিই সকলের প্রকৃত সখা, তাঁহার সহিত সখ্যবন্ধন গাঢ় হইয়া ক্রমে একত্ব উপস্থিত করে। ঈশ্বরের আদেশে জগতের কল্যাণের জন্য যাঁহারা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হন নাই, তাঁহারা প্রাণের ঈশ্বরকে আপনাদের পরম সুহৃৎ জানিয়া সমগ্র জীবন তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছেন, পরিশেষে সেই পরম সুহৃদে ক্রমশঃই মগ্ন হইয়াছেন যে,আর তাঁহাদের আপনার বলিবার কিছুই ছিল না। যে কোন নারী বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হন নাই, তিনি আপনার সমগ্র জীবন ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহাকে প্রাণের সখা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ভক্তির পরিপূর্ত্তির কোন অভাব থাকিবে না। তাঁহাদের জীবন অকীট-দষ্ট সুন্দর কুসুমের ন্যায় আপনার শোভা সৌন্দর্য্য সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তার করিয়া জগতের পরিত্রাণের সহায় হইবে।

ঈশ্বরের কন্যাগণ, মাতৃগণ, আপনারা সংসারে কি ভাবে বিচরণ করিবেন, একবার আপনাদের স্বাভাবিক ভাবের সহিত মিলাইয়া দেখুন। জগতের নিকট আপনাদের বাৎসল্য বা মাতৃভাব যাহাতে সর্ব্বদা প্রকাশ পায় এই ভাবে সংসারে আপনাদের বিচরণ করা কর্ত্তব্য। এ ভাবে বিচরণ করিলে জনসমাজের পুণ্য পবিত্রতা কল্যাণ বাড়িবে। অন্যথা ইহাতে অধর্ম্ম পাপ প্রবেশ করিয়া ইহাকে ঘোর অকল্যাণে নিক্ষেপ করিবে। কেশবচন্দ্র টাকা কড়ী অন্ন বস্ত্রাদি অপেক্ষা ঈশ্বরকে প্রিয় করিবার জন্য এত অনুরোধ করিলেন কেন? তিনি নারীগণেতে বিলাসের লক্ষণ দেখিলে নিতান্ত মনস্তাপ করিতেন কেন? অর্থাদিতে আসক্তি, বেশ ভূষাদির প্রতি সমধিক অনুরাগ বাৎসল্য ভাবের বিরোধী, উহাতে মাতৃগণের মাতৃভাব জগতের নিকটে প্রচ্ছন্ন করিয়া বিবিধ অকল্যাণের প্রসূতি হয়। বলুন,পৃথিবীর নিকটে মাতৃবেশে,না বিলাসিনীর বেশে আপনাদের উপস্থিত হওয়া উচিত। বিলাসিনীর বেশ সর্ব্বনাশের মূল, মাতৃবেশ জগতের পরিত্রাণের উপায়। বেশ ভূষায় বিলাসিতার বিরোধী আমরা কেন, এখন কি আপনারা বুঝিতেছেন? আপনারা মা, জগতের নিকটে চির দিন মা হইয়া থাকেন। ইহাতে স্বর্গের সতীগণ আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আপনাদের পরমজননীর উপযুক্তা কন্যা জানিয়া আপনাদের কল্যাণ বিধান করিবেন, আপনারা পৃথিবীর সুখ শান্তি কল্যাণ বর্দ্ধনের হেতু হইবেন, সংসার স্বর্গভূমি হইবে, জননীর রাজ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আনন্দময়ী জননী আপনাদের আনন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তি পৃথিবীর নিকটে দিন দিন প্রকাশিত করুন, ইহাই অদ্য হৃদ্গত প্রার্থনা।

১৫ই মাঘ বুধবার—অনাথাশ্রমের সাংবৎসরিকোৎসলক্ষে উপাসনা। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনান্তে ভোজন হয়। সায়াহ্নে বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নের সভার ইত্যাদি ব্রিটিষ এণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান্ আসোসিয়েশন হইতে সমাগত জে হারউড্ সাহেব উপদেশ দেন, শ্রীমান্ মোহিতলাল সেন ইংরাজীতে উপাসনা করেন। ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার—প্রচারযাত্রা এবং উদ্যান সম্মিলন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল মল্লিক তাঁহার কোন্নগরস্থ উদ্যান অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেন। প্রাতে কোন্নগরে অপরাহ্ণে উত্তর পাড়ায় প্রচারযাত্রিগণ পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করেন, উদ্যানে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। ১৮ই মাঘ শনিবার—যুবকগণের প্রার্থনা সমাজের উৎসব। প্রাতে উপাসনা, উপদেশ ও প্রীতিভোজন হয়। সায়ঙ্কালে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন ইংরাজীতে উপদেশ দেন। ১৯ মাঘ রবিবার—উৎসবান্তে শান্তিবাচন। অপরাহ্ণে ধ্যান, ধ্যানানন্তর উপাসনা ও "নিত্যবৃন্দাবন" এই প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া উপদেশ হয়। উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হয়;—

আমাদের মধ্যে একমাসকালব্যাপী উৎসব চলিল, এ কথা শুনিয়া সকলে বলিবে, এক মাস কাল উৎসব চলিতে পারে, ইহা অসম্ভব কথা। সংসারী লোকে ইহা কখনই সম্ভব মনে করিতে পারে না। এক দিন দুই দিন তিন দিন উৎসব চলিতে পারে, চতুর্থদিনে দেবতাকে বিদায় না দিয়া গৃহস্থের আর কাজ কর্ম্ম চলে না। এ দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে এক দিন উৎসব হয়; বৎসরের

মধ্যে যে উৎসব বৃহৎ উৎসব, তাহা তিন দিনের অধিক থাকে না। ব্রাহ্মসমাজের ১১ মাঘের উৎসব পূর্ব্বে এইরূপেই ছিল। এক ১১ ই মাঘ উৎসবের দিন বলিয়া সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ সেই দিন উৎসব করিতেন। যিনি আমাদের সঙ্গে এক দিনের উৎসব এক মাসের উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে যে, তাঁহার মন একবৎসরব্যাপী উৎসবের জন্য প্রস্তুত ছিল না? পুরাকালে এ দেশের ঋষিগণ সমগ্র জীবন যোগেতে সমাধিতে অর্পণ করিতেন। ক্ষণকালের জন্য যোগের বিচ্ছেদ তাঁহাদের পক্ষে মহাপরাধ ছিল। তাঁহারা জনকোলাহলবিবর্জ্জিত প্রদেশে এই জন্য বাস করিতেন যে, তাঁহাদের যোগের কখন বিচ্ছেদ হইবে না। কেবল যোগিগণ নহেন ভক্তগণও এইরূপ নিরবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরে আনন্দ সম্ভোগ করিয়া অন্যতর সমুদায় অনুষ্ঠান ভুলিয়া যাইতেন।* যদি আমাদিগের হৃদয়ে যোগস্পৃহ থাকে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম থাকে, আমাদের এক মাস কালব্যাপী উৎসব আমাদিগকে ছাড়িয়া কখন চলিয়া যাইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি জীবনব্যাপী যোগে মগ্ন হইতেন, ভক্তগণ সমগ্র জীবন ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, নব যোগের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের তাঁহাদের অনুরূপ জীবন কেন দেখাইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ ভাল করিয়া আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

আমাদের যোগী পূর্ব্বপুরুষগণ চক্ষু নিমীলন করিয়া অচঞ্চল হৃদয়ে ব্রহ্মেতে বাস করিতেন, আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিলেই মন চঞ্চল হইয়া সংসারে বাহির হইয়া যায়, আমরা দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিতে পারি না, সংসারের কাজ কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে সেই দিকে টানিতেছে, এরূপ হইলে আমাদের জীবনে উৎসবের কল স্থায়ী হইবে ইহা কি কখন সম্ভব? আমরা উৎসব সময়ে নববৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহার পর সে বৃন্দাবন অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, ঈদৃশ দুরবস্থায় পড়িবার জন্য কি উৎসববিধাতা উৎসবের ঈদৃশ অপূর্ব্ব দৃশ্য অপূর্ব্ব ভোগের বিষয় আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করিলেন? আমরা যদি বলি, আমাদিগকে সংসার করিতে হইবে, সংসারের বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, সংসারে বাস করিবার জন্য আমাদের প্রতি বর্ত্তমান বিধানের আদেশ, সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণ আমরা করিতে পারি না, তাহা হইলে বিধাতা অবশ্য আমাদিগকে সংসারের মধ্যে যোগী ও যোগিনী করিবেন। আমরা যে চক্ষু কর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া নির্জ্জন দেশবাসী হইয়া থাকিব, ইহা আমাদের প্রতি আদেশ নহে, আমাদের সম্বন্ধে উহা সম্ভবও নহে। যিনি আমাদিগকে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে আদেশ করিয়াছেন তিনি আমাদের জীবনকেও তদুপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কৃপানিধান ঈশ্বর কৃপা করিয়া যে চক্ষু আমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য দিয়াছেন, যে কর্ণ আমাদিগকে শ্রবণ করিবার জন্য দিয়াছেন, সে চক্ষু ও কর্ণের আমরা কেন তাঁহার ইচ্ছানুরূপ নিয়োগ করিব না? চক্ষু দেখিবে, কর্ণ শ্রবণ করিবে, হস্ত কার্য্য করিবে, পদ বিচরণ করিবে, ইন্দ্রিয়গণ যথোপযুক্ত রূপে তত্তৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে অথচ যোগ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা যদি না হইল, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং এ সকল আমাদিগকে কেন দিলেন? যে আত্মা ব্রহ্মের আনন্দে মগ্ন সে আত্মা সমুদায় জগতের সেই আনন্দেরই প্রকাশ দর্শন করে, সেই আনন্দের মধুর ধ্বনি সকল ধ্বনিতে শ্রবণ করে, সেই আনন্দেরই প্রেরণায় জনসমাজের সেবায় পরমানন্দ লাভ করে। পরব্রহ্ম অনন্ত আনন্দ, তিনি আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন, অথচ কেমন প্রশান্ত কেমন কর্ম্মঠ।

হে ব্রহ্ম, তুমি চন্দ্র সূর্য্য ঘুরাইতেছ, বায়ু প্রবাহিত করিতেছ, অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছ, জগৎ সংসার নিয়ত চালাইতেছ, এক মুহূর্ত্ত তোমার ক্রিয়ার বিরতি নাই, অথচ তোমার ভিতরে একটুও চাঞ্চল্য নাই, তুমি সদা প্রশান্ত আনন্দপূর্ণ! তুমি যদি আমাদের উপাস্য দেবতা হও, আমরা তো তোমারই মত হইব। আমরা যদি তোমার মত না হইলাম, তাহা হইলে তোমার উপাসক বলিয়া পরিচয় দিব কি প্রকারে? আমাদের চক্ষু দেখিবে, কর্ণ শুনিবে, হস্ত কার্য্য করিবে, পদ বিচরণ করিবে, অথচ আমরা স্থির প্রশান্ত থাকিব, এ সকলেতে আমাদের বিকার বা চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারিবে না। তুমি আনন্দে মগ্ন, আমরা তোমা আনন্দে মগ্ন থাকিব, তুমি কর্ম্মীর শিরোমণি, আমরাও কর্ম্মী হইব, কর্ম্মে তোমার যোগ ভঙ্গ হইবে না, আমাদেরও যোগ ভঙ্গ হইবে না। ইহা যদি না হইল, তাহা হইলে আমরা তোমার হইলাম না। তোমাকে কর্ম্মশীল দেখিয়া আমরা কর্ম্মী হইলাম, কিন্তু তোমার জ্ঞানস্বরূপ আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিলে চলিতেছে না। আমাদের বিবিধ সংশয়, তোমার জ্ঞানস্বরূপের অর্চ্চনায় জ্ঞানলাভ না করিলে সে সমুদায় সংশয় কিরূপে ঘুচিবে। সংসারের সেবা করিতে করিতে সংসার আবরণ হইয়া উঠিবে, সে আবরণ জ্ঞান ভিন্ন কে উড়াইয়া দিবে। জ্ঞান আসিয়া যদি সমুদায় পৃথিবীকে তাহার সকল পদার্থকে অপদার্থ করিয়া উড়াইয়া না দেয়, তুমি যে সার সত্য কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিব? জ্ঞান যদি কি সার কি অসার বুঝাইয়া না দেয়, কর্ম্মের বন্ধনে যে বদ্ধ হইয়া পড়িব। অতএব হে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, তোমার জ্ঞান দেখিতে দেখিতে আমরা যেন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

ব্রহ্ম, তোমার জ্ঞানস্বরূপ আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন, সার অসার বুঝাইয়া দিলেন, এখন তোমার প্রেম আসিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, জ্ঞানযোগী, তুমি জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমায় পরিত্যাগ করিলে? তুমি অসার বলিয়া যাহাদিগকে উড়াইয়া দিলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার তোমার অধিকার আছে কি না? তুমি যাহাদিগকে উড়াইয়া দিলে একবার ভাবিয়া দেখ ব্রহ্ম তাহাদিগকে উড়াইয়া দিয়াছেন কি না? তিনি যদি উড়াইয়া দিয়া না থাকেন, তাহাদের জন্য এত বিচিত্র লীলা সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন, আপনার সমস্ত প্রেম ইহাদের উপরে ঢালিয়া নিশ্চিন্ত-

* "সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমঃ" ইত্যাদি ভক্তগণের মুখের কথায় ইহাই প্রমাণিত হয়।

ছেন, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র প্রেম তুমি ইহাদের সম্বন্ধে অবরুদ্ধ রাখিবে কি প্রকারে? যদি রাখ, তাহা হইলে কি তুমি তোমার উপাস্য দেবতার অনুরূপ হইলে? প্রেমময় আপনাকে যাহাদিগকে লীলাক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের ভূমি করিয়াছেন, তাহাদিগকে ছাড়িলে তোমার যে তাঁহাকেই ছাড়া হইল। অতএব হে জ্ঞানযোগী, তুমি প্রেম আশ্রয় কর, অসারের ভিতরে সার দর্শন কর, দেখ সেই সারাৎসারের সৌন্দর্য্য মঙ্গল ভাব কেমন জগৎ ও জীবে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে। তুমি প্রেমময়কে হৃদয়ে ধারণ কর, সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন কর, প্রেমযোগে যোগী হইয়া জগতে প্রেম বিস্তার কর, তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া লোক সকল প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, জগতে পরিত্রাণের পথ খুলিয়া যাইবে, যে জন্য তোমার ভবে আসা তাহা সিদ্ধ হইবে। তুমি পরসেবায় উৎসাহী জ্ঞানী প্রেমিক হও, তোমার কৃতার্থতার পারাবার থাকিবে না।

মহাশক্তি ঈশ্বরের কর্ম্মশীলতা দেখিয়া কর্ম্মী হইলাম, জ্ঞানারাধনায় জ্ঞানী হইলাম, প্রেমময়ের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রেমিক হইলাম, কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের কৃতার্থতা হইল! পরব্রহ্ম জীব ও জগতে বিবিধ লীলা বিস্তার করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে অবস্থিত করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের মালিন্য কি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে? তিনি যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। সাধক, তুমি সংসার ছাড়িলে না, সংসারের বিবিধ কার্য্য করিতেছ, সকলের সঙ্গে প্রেমে সংযুক্ত হইয়া আছ, কিন্তু তুমি কি বলিতে পার সংসারের মালিন্য তোমায় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না? সংসারের মালিন্য যদি তোমায় স্পর্শ করে, তুমি ব্রহ্মের আনন্দে মগ্ন হইবে কি প্রকারে? হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তোমার সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন ঘটিবে কি প্রকারে? সাক্ষাদ্দর্শন না হইলে তিনি যে আনন্দ তাহা তুমি কখনই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যদি আনন্দ উপলব্ধি না হইল, তাহা হইলে তুমি কি মনে কর তোমার যোগধর্ম্ম চিরজীবন অক্ষুন্ন থাকিবে? জগৎ ও জীবের সহিত অভিন্ন ভাবে রহিয়াছে যে পুণ্যস্বরূপ ঈশ্বরকে নিয়ত অকলুষিত রাখে, হে সাধক, তুমি সেই পুণ্য স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ কর, তুমিও সংসারে অকলুষিত থাকিতে পারিবে। তুমি এখন কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম করিতেছ, ইহাতে তোমার অকলঙ্কিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, শীঘ্র তোমাতে কর্ম্ম জন্য অহঙ্কার প্রবেশ করিয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তুমি দাস হইয়া ভৃত্য হইয়া প্রভুকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার মুখে তাঁহার কি ইচ্ছা জানিয়া তাই প্রতিপালনে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাক, কার্য্য জন্য সংস্পর্শ জন্য কলুষ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, কেবল নীতির ধর্ম্মপালন করিয়া তুমি পরিত্রাণ লাভ করিবে ইহা আশা করিও না। ঈশ্বরের ইচ্ছা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিয়া তাহা পালন কর, পুণ্যে তুমি ভূষিত হইবে, দৃষ্টি নির্ম্মল হইবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞান প্রেম পুণ্যে সমুজ্জ্বল ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইবে।

এবার উৎসবে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সেটি আমাদের ভাল করিয়া স্মরণ করা সমুচিত। যে নব বৃন্দাবনের শোভা উৎসবক্ষেত্রে প্রকাশ পাইল, এই দেশের আমাদের গৃহ পরিবার চির শোভায় শোভাম্বিত থাকিবে, যদি আমরা জীবনে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি। জ্ঞান প্রেম পুণ্য এ তিন যদি আমাদের জীবনের উপরে সমানভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারে, ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার আনন্দের সাগরে ডুবাইবেন। তাঁহার আনন্দে মগ্ন হইয়া যেখানে বাস করিব, সেখানেই নব বৃন্দাবন প্রকাশমান থাকিবে। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বা নব বৃন্দাবন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ বিনা কেহ কোন দিন দেখিতে পায় না, সম্ভোগ করিতে পারে না। ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ আমাদের ভিতরে নববৃন্দাবন প্রকাশ করিয়া থাকে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী উৎসবে আনন্দময়ী যে আনন্দ বিতরণ করিলেন তাহা কি আমাদের সম্বন্ধে চিরস্থায়ী হইবে? যদি তাঁহার জ্ঞান প্রেম পুণ্য আমাদের প্রতিজনের হৃদয়ে রাজ্য না করে, আমাদের জীবনে আনন্দ কখন স্থায়ী হইতে পারে না। উৎসবে জননী আমাদিগকে যে আনন্দ বিতরণ করিলেন, উহা বিষমানন্দ নহে, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার আনন্দে আনন্দ। যদি এত আনন্দই এবার তিনি দিলেন, তবে এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, সে আনন্দ আমাদের চির আনন্দ হয়। আমরা নিয়ত কাল তাঁহাতে বাস করিয়া নব বৃন্দাবনে নিত্যকাল বাস করি। কৃপানিধান পরমেশ্বর সকলকে এই বর দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

ইংলণ্ডের পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সোমবার প্রাভাতিক উপাসনান্তে অক্সফোর্ডের কলেজ বাড়ী গুলি দেখা গেল। অক্সফোর্ড অপেক্ষা কেহ যদি এখন কোন বিষয়ে কেম্ব্রিজের সুখ্যাতি করে, তাহাতে আমার একটু আনন্দ হয়। অক্সফোর্ডের প্রধান কলেজ "ক্রাইষ্ট চার্চ্চ" অপেক্ষা কেম্ব্রিজের "ট্রিনিটি" কলেজ ও সেণ্টজন্স কলেজের বাড়ী বড়। আমাকে কিন্তু স্বীকার করিতে হইতেছে, দুই বিষয়ে অক্সফোর্ড শ্রেষ্ঠ। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ অপেক্ষা বড় সহর। আর কেম্ব্রিজ অপেক্ষা অক্সফোর্ডে ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন অধিক। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে ঐ দিন "পিউসি হাউস" দেখিয়া কাউলি ফাদারদিগের তপস্যাশ্রম দেখিতে যাই। অক্সফোর্ডমিশনভুক্ত যে সকল খ্রীষ্টান প্রচারক কলিকাতায় আছেন, তাঁহারা "পিউসি হাউসের" লোক। পিউসি হাউসে রেভারেণ্ড ব্রাইটম্যানের সহিত আমাদের আলাপ হইল। তাঁহাদের উপাসনাগৃহ, পুস্তকালয় দেখিলাম; পুস্তকালয়টী অতি সামান্য রকমের। তথা হইতে ট্রামগাড়ী করিয়া তপস্যাশ্রমে যাই; উহা সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। তপস্যাশ্রমের বাড়ীটী ক্ষুদ্র নহে; কিন্তু ঘর গুলিতে কার্পেট বা গালিচা পাতা নাই; দেয়ালে ভাল ছবি নাই; আস-

বাবের কোন সৌন্দর্য্য বা পারিপাট্য নাই। সকলই তপস্বীদিগের বৈরাগ্যের সাক্ষ্য দিতেছে। ফাদার গোল আমাদিগকে তাঁহাদের উপাসনাগৃহ, শয়নগৃহ, সাধনস্থান, পুস্তকালয় প্রভৃতি দেখাইলেন। আমাদিগের প্রচারক শ্রদ্ধেয় প্যারী বাবু এখানে কিছুকাল ছিলেন, তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন। তাঁহার সহিত আমরা তাঁহাদের বাগানে গেলাম; সেখানে দেখিলাম সুপণ্ডিত তপস্বিগণ বাগানের কার্য্য করিতেছেন। অক্সফোর্ড মিশনের মুর সাহেবকে সেখানে দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। তিনি এখন কাউলি ফাদারদের দলে যোগ দিয়াছেন। তপস্যাশ্রমের একটী ঘরে বসাইয়া তিনি আমাদিগের সঙ্গে বাঙ্গলায় অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। আমি কয়েক মাস পরে দেশে ফিরিয়া যাইব শুনিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে, বাবু সীতানাথ দত্তকে, কেশব একাডেমির সংস্থাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়কে তাঁহার নমস্কার জানাইতে বলিলেন। এই তপস্যাশ্রমের সংশ্লিষ্ট একটী চার্চ্চ আছে আমরা তাহাও দেখিলাম। ঐস্থানে যাইয়া সে দিন বড় আনন্দ উপভোগ করিয়া ছিলাম; হৃদয় অনেক গম্ভীর পবিত্রভাবে ও প্রাচীন স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়াছিল। তথা হইতে সহরে ফিরিয়া আসিয়া আমরা অক্সফোর্ডের মাঞ্চেষ্টার কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ড্রমণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার সহিত অধিক কথা বার্ত্তা হয় নাই; একত্র চা পান হইলে পর তিনি কার্য্যবশতঃ অন্যত্র গেলেন। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণ রহিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের অনেকক্ষণ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। ঐ রাত্রিতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় আমাদিগকে বাঙ্গালি ধরণের ভোজ দিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা এক জন ব্রাহ্ম ছিলেন। ইনি ঘি-ভাত, লুচি, আলুর দম, মসুরডাল ও শাকভাজা রাঁধিয়া যত্ন সহকারে আমাদিগকে খাওয়াইলেন। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, স্বায় পিতার ন্যায় ইনিও ধর্ম্মসাধনশীল হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করুন। ইনি বারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়া শীঘ্রই দেশে যাইবেন। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে প্রাভাতিক উপাসনা ও ভোজনান্তে আমি অক্সফোর্ড ছাড়িয়া কেম্ব্রিজে ফিরিয়া আসিয়াছি। যে সময়ে এই পত্র আপনার হস্তগত হইবে, তখন মাঘোৎসবের সময়। আমি আপনাদিগের সকলকে ও আমার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে উৎসবের ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাইতেছি।

২৪ডিসেম্বর, ১৮৯৬। প্রণত

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

দুর্ভিক্ষের বৃত্তান্ত।

কয়েক দিন হইল নববিধান মণ্ডলী হইতে প্রিয় ভ্রাতা ব্রজোগোপাল নিয়োগী মধ্য ভারতবর্ষস্থ ছাতনা নামক স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সেবা করিবার জন্য গিয়াছেন। সেই স্থান রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত। তিনি তত্রত্য সহস্র সহস্র নর নারী বালক বালিকার অন্নাভাব জনিত নিদারুণ ক্লেশ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু ঘটনার বিষয় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা অতিশয় চিত্তবিদারক ও ভয়ঙ্কর। আমাদের ভ্রাতা অর্থ ও লোক সাহায্যের প্রার্থী হইয়াছেন। আমাদের স্থাপিত ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার হইতে কিছু টাকা পাঠান গিয়াছে, এবং কয়েকটি ব্রাহ্ম যুবা সেই অঞ্চলে যাইয়া কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছেন। ভ্রাতা ব্রজোগোপালের প্রার্থনানুসারে কতকগুলি পুরাতন বস্ত্র রেলওয়ে পার্সেলে প্রেরিত হইয়াছে।

আগামী রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার সময় দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ দান সংগ্রহ হইবে। সেই সময়ে তদ্বিষয়ে প্রার্থনা হইবে।

প্রতি দিন ভ্রাতা ব্রজোগোপালের পত্র পওয়া যাইতেছে। গতকল্য যে পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে এই সকল কথা লিখিত :—

"এখানে চারি দিকের দুঃখকষ্ট কঙ্কাল দেহ ও ভয়ানক মৃত্যু দেখিয়া রোজ রোজ নূতন নূতন মনঃকষ্ট পাইতেছি। আশা করি আমার হাতে কিছু টাকা আপনারা দিবেন। কিছু পুরাতন কাপড় ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেও অনেক কাজ হইবে। অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে, ইহার মধ্যে বালক বালিকাদিগের দশা ও মৃত্যু দেখিয়া অধিকতর কষ্ট হয়। আজ মনে হইতেছে এখান হইতে বা এ দেশ হইতে ৫।৬ জন বালক বলিকা কলিকাতায় লইয়া যাই, অনাথাশ্রমে রাখি, ইহাতে দুইটী মহৎ কাজ হইতে পারে। ৫।৬ জন বালক বাঁচিতে পারে ও তাহাদের অবস্থা দেখিয়া লোকে দুর্ভিক্ষে সাহায্য বেশী করিয়া করিতে পারে। এজন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। ৫০৲ হইলে এ কার্য্য হইতে পারে। যদি কোনরূপে এ টাকা সংগ্রহ হয় তবে শীঘ্র আমাকে পাঠাইবেন। নিশ্চয় জানি যে, ইহাদের চেহারা দেখিলে বুঝিবেন যে, টাকা বৃথা নষ্ট হয় নাই।"

সংবাদ।

বিগত মাঘোৎসবে নিম্ন লিখিত স্থান সকলের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ যোগদান করিয়াছেন;—আরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মোকামা, খগোল, বাঁকিপুর, বর্দ্ধমান, চুঁচড়া, মালদহ, রাজমহল, গরিফা, হালিসহর, ঢাকা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, পিঙ্গনা, বাঘিল, তিম্নি, কালীকচ্ছ, ব্যাটরা, বোওয়ালিয়া, নওয়াখালি, ফেণি, চট্টগ্রাম, বোলখাদা, বালেশ্বর, শাঁখাড়ি, আমড়াগড়ি, চন্দননগর, রামপুরহাট, মঙ্গলগঞ্জ, রসা, শিবপুর, ভাস্তারা, হুগলি, শ্রীরামপুর।

গত ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার কাশীপুরে তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অনুপমা দেবীর সঙ্গে রামপুরহাটস্থ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর

বয়স অষ্টাদশ বৎসরে পাত্রের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসরে প্রবৃত্ত। পাত্রী উপযুক্তরূপে শিক্ষা পাইয়াছেন, পাত্র বি এল পরীক্ষা দানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিবাহসভায় কলিকাতা, ভবানীপুর, কাশীপুর, ও বরাহনগর প্রতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম ও হিন্দু এবং কতিপয় ইয়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ সভা সুরুচি অনুসারে সুসজ্জিত হইয়াছিল। উপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সমাগত নিমন্ত্রিতগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই নব দম্পতীর উপর পরম জননীর শুভাশীর্ব্বাদ নিয়ত বর্দ্ধিত হউক।

ভাই দীননাথ মজুমদার সপরিবারে কয়েক দিন হইতে আমাদের সঙ্গে স্থিতি করিতেছেন।

ভাই বলদেব সহায় বাঁকিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি একটি লিথোগ্রাফ মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। বাঁকিপুরে স্থিতি করিয়া বিধান সম্বন্ধীয় উর্দ্দূ বা হিন্দি পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রচার করিবেন, এরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

শান্তিপুরের ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে উপাধ্যায় তথায় গিয়াছেন।

টাঙ্গাইল হইতে ভাই রামচন্দ্র সিংহ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;— "এখানে আসিয়া কার্য্য স্রোতে পড়িয়াছি। শশী বাবুর আশা কুটিরের উৎসব ৩ দিন ব্যাপিয়া হইল। রমেশচন্দ্র হলে দুইটী বক্তৃতা ক্রমান্বয়ে হইল। দ্বিতীয়টী লোকের অনুরোধে, প্রথমটী নিয়ম মত। প্রথম বক্তৃতা সন্তোষকর হইয়াছিল, এজন্য দ্বিতীয়টীর আবশ্যক হইল। এতদ্ব্যতীত স্কুলের ছাত্রদিগের সুনীতি সুরুচি সভায় যুবকবৃন্দের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। প্রথমটী সার্ব্বভৌমিক সম্বন্ধযোগ বিষয়ে, দ্বিতীয়টী মানব প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধীয়। কৃতবিদ্য প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন, এবং বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সন্তোষস্থলে যাইবার অনুরোধে হইয়াছে। গত বারের বক্তৃতায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেজন্য এবার অনুরোধ আসিয়াছে। পিঙ্গনা ও সিরাজগঞ্জে যাইবার সুবিধা দেখিতেছি না। বক্তৃতা ১৷১৷০ ঘণ্টা কাল ব্যাপী হইয়াছিল ও ১০০।১২৫ এতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। হাকিম আমলা উকিল ও অনেক সভ্যগণ আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

গত মাঘোৎসবের সময়ে আচার্য্য জীবন মধ্যবিবরণের পঞ্চম অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, এই খণ্ড স্মলপাইকা ডিমাই ৮ পেইজি ২১ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকাই নির্দ্ধারিত আছে। এই খণ্ডে কুচবিহারবিবাহের বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মূল্য ।০ আনা মাত্র। কুচবিহারবিবাহের নিগূঢ় তত্ত্ব এই পুস্তক পাঠ করিলে সকলে অবগত হইতে পারিবেন। এ বিষয়ে নানা অমূলক কথা শুনিয়া অনেক লোক প্রতারিত হইয়াছেন। ভরসা করি তাঁহারা এই পুস্তকখানা একবার পাঠ করিবেন।

চৈতন্য লাইব্রেরীসম্পর্কীয় সভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "অদ্বৈতমতের সমালোচনা" প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রবন্ধ পাঠে আমরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছি। প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমাদের যাহা বলিবার আছে, সময় ও স্থানাভাবে আমরা তাহা এবার বলিতে পারিলাম না, ভবিষ্যতে বলিবার অভিলাষ রহিল।

বর্ত্তমান ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে কয়েক দিন ব্যাপিয়া অমরাগড়ি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রচার কার্য্যের আয় ব্যয়।

আয়।

শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুর হাট,		১৲
„ „ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর,		১০৲
ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ		১৷০
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মনারায়ণ দেব, ঐ		৩৲
ডোমরাও রাজভাণ্ডার, ...		২৪৲
জনৈক বন্ধু, মুঙ্গের		৷০
শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা,		২৲
„ „ ষষ্ঠীচরণ মালিক, দানাপুর,		৷০
„ „ প্রতাপচন্দ্র রায়, বাঁকিপুর,		১৲
„ ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ		৩৲
„ বাবু গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, আরা,		৷০
„ ডাক্তার দুর্গানারায়ণ সেন, বক্সর,		১৲
„ বাবু নিত্যগোপাল রায়, গাজীপুর,		৪৷০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	৩৲	} ৫৲
শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্ণৌ,	১৲	
„ বাবু বিপিনচন্দ্র বসু, ঐ	১৲	
„ „ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাইনীতাল,		১৲
„ „ ব্রহ্মানন্দ সিংহ, রামপুর,		৫৲
„ লালা সুন্দরলাল, সাহারণপুর,		২৲
„ „ ধর্ম্মদাস সুরী, ঐ		৫৲
সিমলা ব্রাহ্মসমাজ		২৲
লাহোর ঐ	২০৲	} ৩০৲
শ্রীযুক্ত সরদার দয়াল সিং	১০৲	
„ বাবু বেণীমাধব ঘোষ, রাওয়ালপিণ্ড,		২৲
„ ডাক্তার কালীনাথ রায়, ঐ		৫৲
„ বাবু সিদ্ধেশ্বর বসু, গুরুদাসপুর,		২৲
„ পণ্ডিত বিসেননারায়ণ, অমৃতসহর,		১৲
„ দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ মণ্টগোস্বামী,		১৲
হায়দ্রাবাদ সিন্ধু ব্রাহ্মসমাজ		১০৲
করাচি ব্রাহ্মসমাজ		৩৲
মিঃ রুসটমজী, করাচি, ...		৯৲
শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভাণ্ডারকার, ইন্দোর,	১৲	} ১০৷০
„ „ আড্মারাম, ঐ	১৲	
„ মিঃ সদানন্দ আড্মারাম কেলয়ার ঐ	৮৷০	
	মোট আয়	১৪০৲

ব্যয়।

রেলভাড়া	৮৮৷০
গাড়ী ও একা ভাড়া	২২৷০
বক্সিস	৩৵০
ভোজন ব্যয় পথিমধ্যে	৭৸৵০
কুলীদিগের মজুরী	৫৷৴০
পোষ্টকার্ড	২৷০
দাতব্য	২৸৵০
বিবিধ খুচরা ব্যয়	১৩৷৵০
মোট ব্যয়	১৪৭৲

শ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" পি. কে. দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
৫ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, শনিবার, ১৮১৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রার্থিজনের পরম সহায়, তুমি থাকিতে আমরা আর কাহারও নিকটে প্রার্থী হইব, ইহা কিছুতেই ধর্ম্মসঙ্গত নহে। যাহারা তোমায় মানে না তাহারা তোমায় ছাড়িয়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় না, কিন্তু আমরা যখন জানিয়াছি, তুমি প্রার্থিগণের প্রতি কখন উদাসীন নও, যে কোন প্রার্থনা কেন তোমার সন্নিধানে করা হউক না, তুমি তৎসম্বন্ধে যাহা করিবার কর, তখন আমরা যদি তোমায় বিশ্বাস না করিয়া অপরের নিকটে প্রার্থনা জানাই, তাহা হইলে আমাদের অপরাধ কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য নহে। যাহারা সংসারের কিছু চাহিবে না বলিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যদি সংসারকামী হইয়া সাংসারিক বিষয়ের প্রার্থী হয়, তাহা হইলে তাহারা জানে যে, সে কামনা কখন তুমি পূরণ করিবে না, তাই তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের নিকটে আপনাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, তোমার আর তাহারা থাকে না, তবে পূর্ব্ব সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য নিয়মিত প্রার্থনা উপাসনা করে মাত্র। হে নাথ, যদি এই সকল ব্যক্তির ন্যায় আমরাও তোমার সহিত ব্যবহার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল, আমরা তোমায় ভিতরে ভিতরে ছাড়িয়া দিয়াছি, বাহিরে কেবল তোমার বলিয়া পরিচয় দিতেছি। সকল বিষয়ে চেষ্টা চাই, যত্ন চাই, এই ছল করিয়া যদি সংসারসেবায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সে ছল তোমার নিকটেও দাঁড়াইবে না, পৃথিবীর নিকটেও দাঁড়াইবে না, কেন না অল্পদিনের মধ্যে আমাদের জীবন সপ্রমাণ করিবে আমরা নামমাত্র তোমার আছি,বস্তুতঃ সংসারেরই হইয়া গিয়াছি। সংসারিগণ যদি তোমার অভিপ্রায়ানুসারে সংসারের বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে প্রার্থিভাব রক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ হয় না, কিন্তু যাহারা সে ভাব কখন কাহারও সঙ্গে রক্ষা করিবে না, এই বিশেষ ব্রত ধারণ করিয়াছে, তাহাদের তৎসম্বন্ধে ব্রত ভঙ্গ হওয়া কখনই ধর্ম্মানুমোদিত নয়। আমরা যখন ব্রতধারী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমরা তোমা বিনা আর কাহারও নিকটে প্রার্থনা জানাইব না,তখন,হে দেবাদিদেব,আমাদের যাহাতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় এ জন্য আমাদের মনে অপূর্ব্ব বল হইয়া তোমার অবতরণ করিতে হইতেছে। যে অলৌকিক বল হইয়া মহাজনগণের হৃদয়ে তুমি অবতীর্ণ থাক, অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র

লোকদিগের হৃদয়ের যদি সেই বল না হও, তাহা হইলে আমরা আমাদের ব্রত পালন করিতে সমর্থ হইব, এরূপ আশা করিতে পারি না। তাই তব পাদপদ্মে অলৌকিক বলের প্রার্থী হইয়াছি, তুমি সেই বল দান করিয়া আমাদিগের ব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিবে এই আশা করিয়া তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

নিয়মাধীনতা।

মৃতধর্ম্মাবলম্বীরা ভাবশূন্য কেবল নিয়মাধীন,এই কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মৃতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কেহ নিয়মের অধীন হইতে পারে কি না, ইহা বিচার্য্য বিষয়। গতানুগতিক ভাবে যে সকল নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, সে সকল নিয়ম মানুষ না জানিয়া না বুঝিয়া অনুসরণ করে। ইহাতে তাহাদের জীবনের কোন উপকার হয় না এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না স্বভাবের প্রেরণায় তাদৃশ নিয়ম সকল জীবনে রক্ষিত হয় বলিয়াই জীবন চলে, অন্যথা জীবনের গতি স্থগিত হইয়া যাইত। যাঁহারা গতানুগতিক নিয়মের অতিরিক্ত নিয়ম জ্ঞানপূর্ব্বক জীবনে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, বিশেষ ধর্ম্মভাব না থাকিলে কখন তাঁহারা এরূপ নিয়ম প্রতিপালনে কৃতকৃত্য হইতে পারিতেন না। যাঁহাদের কোন সাংসারিক অভিপ্রায় নাই, অথচ জীবন নিয়মানুগত, তাঁহারা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন নমস্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নিয়মাধীনতাকে আমরা এরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করি কেন, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ না করা সমুচিত। নিয়মবিরহিত বা নিয়মানুগত জীবন শ্রেষ্ঠ, ইহা বিবেচনা করিলেই নিয়মাধীনতার শ্রেষ্ঠতা সকলে বুঝিতে পারিবেন। জগতের ভিতরে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা নিয়মের অধীন নহে। প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবের ভিতরে নিয়ম অবস্থান করিতেছে; যথাযথ স্বভাব অনুসৃত হইলেই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, দেব মানব সকলেরই আত্মপ্রকৃতিনিহিত বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়মের অনুসরণ করিলে উন্নতি ও পরিবৃদ্ধি, অবহেলা করিলে অবনতি ও বিনাশ। মানুষ নিয়মের প্রতি অবহেলা করিয়া মনে করে সে আপনার উচ্চ অধিকার অনুসরণ করিতেছে; অপর সকল জীব অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছে, কিন্তু সে জানে না যে, সে আপনার স্বভাবের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইতেছে। তাহার মনে রাখা উচিত, সে কেবল আত্মা নহে, তাহার দেহ আছে, দৈহিক নানা প্রকারের প্রবৃত্তি আছে। তাহার উচ্চ অধিকার এই যে, দেহ ও আত্মার বিরোধী ভাবসমূহের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সে আপনার উন্নতি ও পরিবৃদ্ধির হেতু হয়। দেহের স্বভাব ও আত্মার স্বভাব এবং তন্নিহিত নিয়মসমূহ যখন বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে, তখন এ উভয়ের বিপরীত দিকে গতি নিবৃত্ত করিয়া মধ্যপথে রাখিয়া সামঞ্জস্য সম্পাদন, ইহাতেই মানুষের মহত্ত্ব। দেহের প্রবৃত্তিসমূহ অন্ধ; পশুসমূহে এই সমুদায় প্রবৃত্তির উদয় ও নিবৃত্তি কঠোর নিয়মানুগত, সুতরাং তাহাদিগেতে নিয়মাতিক্রম করিয়া প্রবৃত্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, মানবে প্রবৃত্তিসমূহের অতীত ভূমিতে তাহাদিগের নিয়ন্ত্রী শক্তি অবস্থিত,সুতরাং ইহাদের প্রবল চাঞ্চল্যমধ্যে সেই নিয়ন্ত্রী শক্তির প্রেরণা দৃষ্টিগোচর না হইয়া অন্তর্হিত হয়। এরূপ স্থলে এই নিয়ন্ত্রী শক্তির প্রেরণায় সমধিক মনোভিনিবেশ ভিন্ন প্রবৃত্তিসমূহের নিয়ামক নিয়ম সকল অবগত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। ক্রমিক মনোভিনিবেশ দ্বারা যখন প্রেরণানুরূপ নিয়ম অনুসরণ করা সহজ হইয়া পড়ে, তখন দেহ ও আত্মার বিরোধ নিবৃত্ত হয়, মানবের মহত্ত্ব সেই নিয়মানুসরণে প্রকাশ পায়।

মানুষের মন যখন কোন প্রবৃত্তির অধীন হয়, তখনই তাহাতে স্বেচ্ছাচারী হইবার অভিলাষ উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ যখন যদবস্থা প্রাপ্ত,

তখন সে তদনুরূপ যুক্তির অনুসরণ করে। প্রবৃত্তির অধীন ব্যক্তি বলিতে থাকে, আমি কি মৃত হইয়াছি যে, মৃত নিয়মের অনুসরণ করিব? আমার ভিতরে যখন যে ভাব উপস্থিত হইবে, আমি তখন সেই ভাবের অনুসরণ করিব? বাহিরের নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব কেন? যাহাদের ভিতরে ভাব খেলে না, তাহারা নিয়মের অনুসরণ করুক, আমি সমুদায় নিয়মের অতীত। নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমি ক্রমান্বয়ে উন্নত হইতে উন্নতাবস্থায় আরোহণ করিতেছি। যে ব্যক্তি নিয়মে বান্ধা থাকে সে কি আর কখন উন্নত হইতে পারে? কথাগুলি শুনিতে যুক্তিযুক্ত, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল স্বেচ্ছাচারিতার আচ্ছাদক শূন্যগর্ভ কথামাত্র। তোমার মনে যখন যে ভাব উত্থিত হয়, তাহার অনুসরণ করিয়া তুমি উন্নত হইবে মনে করিতেছ, কিন্তু বল তোমার ভাবসমূহ নিয়মসূত্রে গ্রথিত আছে কি না? ভাব আসে আর যায় সত্য, কিন্তু তাহাদের মূলে এমন কিছু আছে কি না যাহার জন্য এক ভাবের সহিত আর এক ভাবের সম্বন্ধ থাকে। যদি তুমি বল, সমাগত ভাবগুলির পরস্পর সম্বন্ধ নাই,তাহারা বিচ্ছিন্ন ভাবে উদিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তোমার জীবনের উন্নতি হইবে কি প্রকারে? জীবন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাকে যদি এক এক ভাবের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও, তাহা হইলে তাহার ক্রমিক অগ্রসর হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন কালে সম্বন্ধবিরহিত ভাবোদয় হয় না, হইতে পারে না, তুমি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছ না, তাহার কারণ এই যে, যে একটি ভাবের স্থায়ী মূল গূঢ় ভাবে তোমার ভিতরে কার্য্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এবং এই অনভিজ্ঞতাই তোমার সর্ব্বনাশের হেতু। কিরূপে তুমি তোমার ভাবের মূল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে ইহাই গভীর প্রশ্ন। যদি তুমি ভাবের মূল নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে তৎসংযুক্ত নিয়মরাজি তোমার নিকট প্রকাশ পাইবে, এবং সেই সকল নিয়মরাজি তুমি জ্ঞাতসারে অনুসরণ করিয়া দিন দিন উন্নত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমার ভাবোদয়ের মূল কি আমি নির্ব্বাচন করিব কি প্রকারে? আত্মদৃষ্টিতে আমি কি, যাঁহারা জানিতে পারেন,তাঁহারা ভাবের মূল বাহির করিতে সমর্থ। কিন্তু এস্থলে একটি প্রবল অন্তরায়—অভিমান বা প্রবৃত্তিজনিত অন্ধতা। এই অন্ধতা অন্তর্দৃষ্টিকে এমনই কলুষিত করিয়া রাখে যে, আত্মানুসন্ধানে কৃতকৃত্য হওয়া সকল সময়ে নিতান্ত সুকঠিন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মনুষ্যতেই যখন অন্ধ হইবার কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেবল আত্মদৃষ্টিতে আপনাকে চিনিবার জন্য যত্ন করা বিফল। যেখানে আপনার দৃষ্টি সাহায্য করে না সেখানে অপরের দৃষ্টি আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ব্যক্তিমাত্রেই আপনি আপনার দোষ দেখিতে পায় না, অথচ অপরে তাহার দোষ প্রদর্শন করে, ইহাও ভাল বাসে না, সুতরাং পরস্পর মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক যে যাহার দোষ জানে তাহা গোপন রাখিবার জন্য যত্ন করে। সম্মুখে দোষ ঘোষণা না করিয়া পরোক্ষে দোষ ঘোষণা করে। যখন এইরূপে আত্মদোষ জানিবার উপায় নিতান্ত বিরল, তখন "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে" এই নিয়মে বাতাসে যে আত্মদোষ জ্ঞানগোচর হয়, তদ্দ্বারা আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে সংশোধিত করিয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বিরোধিগণ এসম্বন্ধে আমাদের যে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে, ইহা সকলেরই জানা আছে। ধর্ম্মবন্ধুগণ এসম্বন্ধে আমাদিগের পরম সহায়,কিন্তু তাঁহাদিগের উপরে বিশ্বাস, প্রীতি ও শ্রদ্ধা না থাকিলে তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন,কেন না তাঁহারা জানেন, তাঁহারা সাহায্য করিতে গিয়া আমাদের ইষ্ট সাধন না করিয়া অনিষ্ট সাধন করিবেন। অপরের নিকট হইতে আত্মবিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইলে নিতান্ত নিরভিমান হওয়া প্রয়োজন। নিরভি-

মানিতা নিতান্ত বিরল। নিরভিমানী হইতে পারিলে আত্মজ্ঞানলাভ নিতান্ত সহজ।

যখন যে ভাব আইসে, তখন সেই ভাবের অনুসরণ করা হইবে, কোন নিয়মের অনুসরণ করা হইবে না, কেন না উহা জীবনশূন্যতার পরিচায়ক, এই কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া এতগুলি কথা আমাদিগকে বলিতে হইল। ভাবের মূলে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম ধরিতে না পারিলে ভাবের আগম ও অপগম হয়, অথচ তাহাতে যে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা তাহা হয় না। এ জন্য নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে জীবন উন্নত করা প্রয়োজন। জীবনের মূলে কোন্ স্থায়ী ভাব অবস্থান করিয়া বিবিধ ভাব উদ্রিক্ত করিতেছে, ইহা জানিলে সেই স্থায়ী ভাবকে জীবনের উন্নতির জন্য নিয়োগ করা যাইতে পারে। স্থায়ী ভাব নিয়োগ করিবার পক্ষে বিশেষ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ভাবমূলক জীবনে নিয়মানুগত্য নাই ইহা বলা নিতান্ত ভ্রম। যাহারা আত্মদর্শী নহে, তাহারা অতি চঞ্চল সঞ্চারী ভাবসমূহের অনুসরণ করিয়া জীবনের চাঞ্চল্যমাত্র প্রদর্শন করে, তদ্দ্বারা তাহারা জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে না; অথচ তাহারা মনে করে অস্থায়ী ভাবসমূহ প্রতিদিন তাহাদিগকে উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় করিতেছে। একটি ভাব আসিল; কিন্তু যখন চলিয়া গেল, তখন জীবনের মূলে কিছু রাখিয়া গেল না, আর একটি নূতন ভাব সম্পূর্ণ নূতন কার্য্য আরম্ভ করিল, এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কালে উন্নতি হয় না, হইতে পারে না। পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ না থাকিলে উন্নতি মূলশূন্য হয়। এ জন্য কোন একটি স্থায়ী ভাবকে মূল করিয়া ভাবের আগম ও অপগম হয় এবং প্রত্যেক আগম ও অপগমে মূল স্থায়ী ভাবটি উন্নত হইতে উন্নতাবস্থা ধারণ করে। এই স্থায়ী ভাব যে বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করে, নিয়মবিবর্জ্জিত ভাবে নহে, নিয়মানুগত ভাবে, সুতরাং ভাবপ্রধান জীবনে নিয়মের আনুগত্য নিষ্প্রয়োজন এরূপ মনে করা ভ্রান্তি।

যাহাদের জ্ঞানদৃষ্টি অক্ষুণ্ন আছে, তাহারা নিয়মের আনুগত্যকে শুষ্ক ব্যাপার বলিয়া কখনই মনে করে না। নিয়মের ভিতরে তাহারা সাক্ষাৎ নিয়ন্তার ক্রিয়া অবলোকন করে, সুতরাং নিয়মানুসরণ তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তন ভিন্ন তাহাদের দৃষ্টিতে আর কিছুই নহে। ভগবান্ একবার যাহা তাহাদিগকে বলিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের সম্বন্ধে নিয়ম হইয়া গিয়াছে। তাহারা প্রত্যেক বার সেই নিয়মের অনুসরণ করিয়া তাঁহারই কথার অনুসরণ করিতেছে। তুমি আমি বলিব ইহাদিগের ভগবান্ মৃত, তিনি একবার ইহাদিগকে কোন এক কথা বলিয়া দিয়া এখন বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতেছেন, আর যেন তাঁহার নূতন কিছু বলিবার নাই। ইহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপ করিতাম, যদি ইহাদের সঙ্গে সেই হইতে ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ফুরাইয়া যাইত। ইহা যদি সত্য হয় যে, নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের সহিত ইহারা সংযুক্ত, তাহা হইলে যে কথা ইহাদের সম্বন্ধে নিয়ম হইয়া গিয়াছে সেই নিয়মের নিয়ন্তৃরূপে ইহাদের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী সম্বন্ধ আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা যিনি পূর্ব্বে উহা বলিয়াছেন তিনিই উহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেন। ঈশ্বর পরিবর্ত্তন করিলেন না, অথচ আমরা বাসনার প্ররোচনায় বিধি বা নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া লইলাম, ইহাতে আত্মার অধোগতিভিন্ন আর কিছুই হয় না। যাহারা এরূপ করে তাহারা আপনারা উহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের নিকটে উহা আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। যে জীবন নিয়মাধীন নহে, বিধিবিবর্জ্জিত, সে জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেছে কি প্রকারে বলিব? ঈশ্বরের ইচ্ছা কি চঞ্চল অস্থায়ী, আজ এক প্রকার, কল্য অন্য প্রকার? ঈশ্বরের ইচ্ছা স্থির ও নিত্য, তাই উহা নিয়মের আকারে সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। নিয়মাধীনতা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতা, এ কথা বলা কিছু অসঙ্গত নহে।

অহংভাব।

মানুষ অহংভাব কোন কালে পরিত্যাগ করিতে পারে কি না, ইহাই গভীর প্রশ্ন। কোন না কোন আকারে অহংভাব বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের ব্যক্তিত্বই থাকে না, এরূপ স্থলে একেবারে অহংভাবের তিরোধান কি প্রকারে আকাঙ্ক্ষণীয় হইতে পারে। যোগিগণ অহংভাবের তিরোধান দ্বারা পরমাত্মার সহিত একত্ব নিষ্পন্ন করিতে যত্ন করেন সত্য, কিন্তু তখনও যে তাঁহাদের বিশুদ্ধ অহংভাব অবস্থান করে তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগী এবং সাধারণ লোক এ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, যোগী তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি আপনার ব্যক্তিত্বের সহিত অপর লোকের ব্যক্তিত্ব এমন পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন যে, পরমাত্মসম্বন্ধে তাঁহার অহংভাব জাগ্রৎ না থাকিলেও (ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে), অপর লোকসম্বন্ধে তাঁহার অহংভাব সুস্পষ্ট। আমি যোগী ইহারা অযোগী, এ জ্ঞান না থাকিলে তিনি সাধারণ জনগণ হইতে আপনাকে পৃথক্ই বা কেন করিবেন, এবং তাহাদিগের যোগবৈমুখ্য দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রতি করুণার্দ্র হৃদয়ই বা কেন হইবেন? তাঁহার এবং অপর সকল ব্যক্তির মধ্যে যে একটী পার্থক্যের রেখা পড়িয়াছে তাহাতেই অহংভাব অবিলুপ্ত ভাবে অবস্থিত।

পরমাত্মার সহিত এক হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে অহংভাব উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর কি না, এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য। যোগী জ্ঞানাদিতে ঈশ্বরের সহিত আপনার যেরূপ ঐক্য অনুভব করেন, তেমনি তাঁহার সহিত অনন্তত্বে একটি নিত্য পার্থক্যও অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না। বেদান্তে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য অভেদসূচক, অথচ এই সকল বাক্যসম্বন্ধে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তও দেখিতে পাই।

আহ নিত্যপরোক্ষন্ত তচ্ছব্দোহবিশেষতঃ।
ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ।
আদিত্যো যূপ ইতিবৎ সাদৃশ্যার্থা তু সা শ্রুতিঃ॥

অপিচ—জীবস্য পরমৈক্যঞ্চ বুদ্ধিসারূপ্যমেব বা।
একস্থাননিবাসো বা ব্যক্তিস্থানমপেক্ষ্য বা॥
ন স্বরূপৈক্যতা তস্য মুক্তস্যাপি বিরূপতঃ।
স্বাতন্ত্র্যপূর্ণতেঽল্পত্বপারতন্ত্র্যে বিরূপতা॥

"'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতির 'তৎ' শব্দ অবিশেষে পরোক্ষবাচক, 'ত্বং' শব্দ অপরোক্ষসূচক। এ দুইয়ের ঐক্য কি প্রকারে হইবে? 'আদিত্য যূপ' ইহার ন্যায় ঐ শ্রুতি সাদৃশ্যবাচক।" "জীবের ঈশ্বরের সহিত ঐক্য বা বুদ্ধিস্বারূপ্য, এক স্থানে নিবাস বা প্রকটস্থান অপেক্ষা করিয়া। মুক্ত জীবেরও বৈরূপ্যবশতঃ স্বরূপৈক্যতা নাই। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও পূর্ণ, জীব পরতন্ত্র ও অল্প, ইহাই বৈরূপ্য।" কেবল এই পর্য্যন্ত নয়। দ্বৈতবাদ পক্ষে "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিতে 'স আত্মা তত্ত্বমসি' এস্থলে 'আত্মাঽতত্ত্বমসি' এইরূপে একটি বিলুপ্ত অকার কল্পনাপূর্ব্বক 'অতত্ত্বমসি 'তুমি তিনি নও' এই প্রকার পাঠ করিয়া ঈশ্বর হইতে জীবের সম্যক্ ভেদ সাধিত হইয়াছে *।

অতত্ত্বমিতি বা চ্ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতম্।

'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের এরূপ অর্থকল্পনা কেবল কল্পনা বলা যাইতে পারে না, জীব ও পরমাত্মার পার্থক্য বেদান্তে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। এমন কি বেদান্তমতে অভেদজ্ঞান আনন্দজনিত মূর্চ্ছামধ্যে পরিগণিত। ঈশ্বর ও জীবের অনন্তত্ব ও সান্তত্ব যখন কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে, তখন একত্বাবস্থাতেও আমি ক্ষুদ্র ও পরতন্ত্র, এ জ্ঞান জীব হইতে কি প্রকারে তিরোহিত হইবে? আনন্দজনিত ক্ষণিক মূর্চ্ছা, যাহাতে

আনন্দসংপ্লবে লীনো না পশ্যমূভয়ং মুনে।

সাধকের এই সাক্ষাৎ উপলব্ধি অনুসারে ধ্যেয় ও ধ্যাতা অন্তর ও বাহ্য এ উভয়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা সাধকের নিত্যকালস্থায়ী ভাব নহে। অন্যথা সিদ্ধাবস্থা লক্ষ্য করিয়া কেন কথিত হইল,

* 'তত্ত্বমসি' তস্য ত্বম্ অসি,—'তুমি তাঁহার হও' এই প্রকার অর্থ করিয়া কেহ কেহ জীবের নিত্য দাসত্ব স্থির করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ তৎ ও ত্বং পদের সমানাধিকরণত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক ত্বং পদে অচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীর ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন।

আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।

"ডাকিলেই তিনি শীঘ্র চিত্তে দর্শন দেন।" বস্তুতঃ পরমাত্মার সহিত জীব এক হইয়াও পার্থক্য ভুলিয়া যায় না, ইহা সিদ্ধান্ত করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। অহং ভাবের নিত্যকালস্থায়িতা আচার্য্য রামানুজ স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ।
অহংবুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থোহি ভিদ্যতে॥
নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে।
অহমর্থবিনাশশ্চেন্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি॥
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা প্রস্তাবগন্ধতঃ॥
ময়ি নষ্টেঽপি মত্তোঽন্যা কাচিদ্ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা।
ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি॥
স্বসম্বন্ধিতয়া হ্যস্যা সত্তাবিজ্ঞপ্তিতাদি চ।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চ স্মৃতিঃ॥

"আত্মা যদি অহমর্থ না হয় তাহা হইলে আত্মার প্রত্যক্ত্ব (আপনি আপনার নিকটে প্রকাশমানত্ব subjectiveness) সিদ্ধ পায় না। অহংবুদ্ধিযোগেই পরাগর্থ (পরের নিকটে প্রকাশমান বিষয় Object) হইতে প্রত্যগর্থ (subject) ভিন্ন। নিখিল দুঃখ চলিয়া যাইবে, আমি অনন্ত আনন্দভাজন হইব, আপনি আপনাতে বিরাজমান থাকিব, এই জন্য মোক্ষার্থী শ্রবণাদিসাধনে প্রবৃত্ত হন। অহমর্থের বিনাশই মোক্ষ এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, এ কথার প্রস্তাবমাত্রেই মোক্ষপ্রসঙ্গ দূরে পলায়ন করিবে। আমি নষ্ট হইলে আমা ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান থাকিবে, এজন্য তাহা পাইবার কাহারও অভিলাষ হইবে না। এই অহংবুদ্ধির স্বসম্বন্ধবশতই সত্তা বিজ্ঞপ্তি আদি যাহা কিছু। এই বিষয় যে জানে তাহাকে পণ্ডিতেরা ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। স্মৃতিরও ইহাই অভিপ্রায়।" মুক্তাবস্থাতেও অহংভাব বিদ্যমান থাকে, এ মতসম্বন্ধে আর অধিক প্রাচীন প্রমাণ সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

অহংভাবই যদি অহং বা আত্মা হইল, এবং আত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সত্ত্বেও ভিন্নতা নিত্যকাল স্থায়ী হইল, তাহা হইলে এই অহং ভাবকে এমন সংশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত যে, উহার পরমাত্মার সহিত অণুমাত্র বিরোধ না থাকে। এই বিরোধ না থাকাই একত্ব, ইচ্ছা-সাম্য বা পুত্রত্ব। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের পুত্র ইত্যাদি জ্ঞান অহঙ্কারমূলক নহে, সত্য-মূলক এবং সকল নরনারীসম্বন্ধেই এ সকল কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে তাহারা আপনাদের স্বরূপ বুঝিতে পারে না, বিষয়াসক্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া থাকে, আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদা ভুলিয়া যায়, এ জন্য দাসত্ব ও পুত্রত্বকম্যাত্ব, অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে অহমৃকে অহংভাবে গ্রহণ করিয়াই সাধন করা হইত, মহর্ষি ঈশা এই অহমৃকে পুত্রত্বে পরিণত করিয়া নবীন সাধনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই নবীন প্রণালীতে সাধন নির্দ্দোষ; ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও পার্থক্য উভয়ই যথাযথ রক্ষিত হয়; অহংভাব মধ্যে যে দোষ আছে তাহাও থাকে না। আমি দাস বা পুত্র, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার ইচ্ছানুগত, এ ভাব অতি বিশুদ্ধ, অতি সত্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কোন কোন পাশ্চাত্য ধার্ম্মিক ব্যক্তির মত এই যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বটেন, কিন্তু সর্ব্বগত নহেন। যদি তিনি সর্ব্বগত হয়েন, তাহা হইলে সাধু, অসাধু, পাপী ও পুণ্যাত্মা ইঁহার কোন প্রভেদ থাকে না। ঈশ্বর যেখানে আছেন সেখানে কি কখন পাপ থাকিতে পারে? ঈশ্বর কাল ও দেশের অতীত, সুতরাং কোন দেশ বা কালগত ভাবে তাঁহাকে দেখিতে যত্ন করিয়া যে সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা তৎসম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন। এরূপ প্রযত্ন অদ্বৈতবাদমাত্র। ঈশ্বরনিরপেক্ষ জগৎ ও জীব থাকিতে পারে কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরে ইঁহাদের মতের সত্যত্ব ও অসত্যত্ব নির্ভর করিতেছে। ইঁহাদের মতে ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, স্রষ্টা প্রথমাবতার পুরুষ (Logos)।

ঈশ্বর আমাতে থাকিয়াও আমাতে নাই, এ সত্য যিনি অনুভব করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্তমতসম্পর্কীয় জটিলতা তাঁহাকে কখন ভীত করিতে পারে না। কোন বস্তু থাকিলেই যে উহা আমার সম্বন্ধে থাকিবে তাহার কোন কারণ নাই। যে বস্তু নিকটে থাকিয়াও আমার অনুভূতির বিষয় হইতেছে না, সে বস্তু আমার

নিকটে থাকিয়াও নাই, ইহা সর্ব্বজনের বুদ্ধিগম্য। যে ব্যক্তি মূল্যবান্ রত্ন চিনে না, তাহার সম্মুখে মূল্যবান্ রত্ন থাকিলেও সে তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করে না, সামান্য প্রস্তরজ্ঞানে অশুচি স্থানে সে উহাকে নিক্ষেপ করে। কোন বস্তু তৎসম্পর্কীয় বিশেষ জ্ঞান বিনা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না, সাধারণ বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া আত্মস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই সত্য নিয়োগ করিলে তিনি আমাতে থাকিয়াও আমাতে নাই কি প্রকারে, বুঝিতে পারা যায়। ইহাকেই শাস্ত্রকারগণ বৈমুখ্য বলিয়া থাকেন।

কোন বস্তু স্বয়ং অবিশুদ্ধ নহে; অবিশুদ্ধতা আমাদের মনে। আমরা দূষিত মনে বস্তু সমুদায় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে অবিশুদ্ধ দর্শন করি। সমুদায় বস্তু শুদ্ধ, সুতরাং সমুদায় বস্তুতে ঈশ্বর বিদ্যমান, ইহা বলিলে পূর্ব্বোক্ত বাদিগণের মতের সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। এক মানবের মনঃসম্বন্ধে এই ব্যবস্থা খাটে না! এখানে ঈশ্বরের 'অপাপবিদ্ধত্ব' স্বীকার করিলে কোন গোল থাকে না। তিনি শুদ্ধ, যিনি আপনি শুদ্ধ এবং সংসর্গজন্য অশুদ্ধি যাঁহাতে স্পর্শ করিতে পারে না। 'অপাপবিদ্ধত্ব' এক ঈশ্বরেরই অসাধারণ গুণ, এ গুণ জীবেতে নাই! ঈশ্বর পাপীতে থাকিয়া যদি তাহার পাপ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি কখন পবিত্রাত্মা হইতে পারেন না। যদি তিনি পবিত্রাত্মা হয়েন, তাহা হইলে পাপী হইতে দূরে পলায়ন, পাপীকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিতভাব কখন তাঁহাতে শোভা পায় না। ঈশ্বরের পুণ্যের স্পর্শ বিনা কখন কি পাপী শুদ্ধ হইতে পারে? ঈশ্বরের পুণ্যের স্পর্শ এবং ঈশ্বরের স্পর্শ এ দুই কি স্বতন্ত্র? তিনি আপনি পুণ্য, তাঁহা ছাড়া পুণ্যের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা কোথায়? অতএব পাপীকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য যখন পাপীকে তাঁহার স্পর্শ করিতেই হইবে, তখন 'অপাপবিদ্ধ' হইয়া পাপীতে তাঁহার স্থিতি-স্বীকারে কি দোষ ঘটিতে পারে? যত দিন পাপী তৎপ্রতি উন্মুখ নহে, তত দিন তৎসম্বন্ধে তিনি থাকিয়াও নাই।

দুর্ভিক্ষের বিবরণ।

কয়েক সপ্তাহ হইল জব্বলপুরের অনতিদূরস্থ রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের সেবা করিবার জন্য নববিধানমণ্ডলী হইতে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী গিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যবিবরণ গত বারে আমরা সংক্ষেপে পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি। পরে প্রিয়ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার ও শ্রীমান্ হরলাল রায় তথায় যাইয়া তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভ্রাতা ব্রজগোপাল গ্রামে গ্রামে যাইয়া দুঃখী কাঙ্গালদিগকে পয়সা ও বস্ত্রাদি বিতরণ করেন, ভ্রাতা দীননাথ কর্ম্মকার পথে পথে ঘুরিয়া অন্নক্লিষ্ট দুঃখী দরিদ্রদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ হরলাল সুলভ মূল্যে উত্তম চাউল অন্নহীন দরিদ্রদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। প্রতি সেরে ৫ কম দরে ২৫। ৩০ মণ চাউল প্রতি দিন বিক্রয় হয়। কর্ম্মক্ষম পুরুষেরা কাজ করিয়া প্রতি জনে দিনান্তে ✓১০, স্ত্রীলোকে ✓৫, বালকেরা ।৫ বা ।১০ পাইয়া থাকে। এইরূপ ৬০। ৭০হাজার লোক রেওয়ার রাজভাণ্ডার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহারা পয়সা দ্বারা চাউল ক্রয় করে। পূর্ব্বে মহাজনেরা কাঁকর মিশ্রিত চাউল দুর্ম্মূল্যে বিক্রয় করিত, তাহাতে দুঃখী লোকদিগের উদর পূর্ত্তি হইত না, এবং উদরাময় ও ওলাউঠায় বহু লোকের মৃত্যু হইতেছিল। ভ্রাতাদিগের চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থাতে ওলাউঠার নিবৃত্তি হইয়াছে, বহু লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পারিতেছে, আর আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ন্যূনমূল্যে চাউল বিক্রয় জন্য ১৫। ২০ টাকা প্রতিদিন ব্যয় হইয়া থাকে। এক্ষণ সর্ব্ব শুদ্ধ প্রত্যহ ৫০৲ টাকার প্রয়োজন। আমাদের ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে ৪। ৫ শত টাকা মাত্র সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে টাকার অভাবে তাহা নির্ব্বাহ হওয়া দুরূহ ব্যাপার। এজন্য আমরা দয়াবান্ লোকদিগের দয়া ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা এই সময় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দুঃখী কাঙ্গালদিগের দুঃখ দূর ও প্রাণ রক্ষা করুন। ৩। ৪ মাস পর্য্যন্ত হয় তো সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। ভ্রাতা ব্রজগোপালের লিখিত কয়েকখানা পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতে মধ্য ভারতবর্ষস্থ সাতনা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের অবস্থা এবং আমাদের ভ্রাতৃগণ কিরূপ কার্য্য করিতেছেন, সাধারণ ভাবে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

নওয়াখালিস্থ নববিধানসমাজের প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও ময়মনসিংহের শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ রায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া ভিক্ষা দ্বারা কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ একমণ পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। একপ সকল স্থানের ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই দয়াব্রতে ব্রতী হইলে অনেক অভাব মোচন হইতে পারে। তাঁহারা কিঞ্চিৎ যত্ন চেষ্টা করিলে উক্ত উপায়হীন দুঃখী কাঙ্গালদিগের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন। যিনি দয়াবান্ লোকের নিকটে ভিক্ষা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হন, এবং নিজে যাহা দিতে চাহেন, কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে, অথবা মধ্য ভারতবর্ষ সাতনা ষ্টেশনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরে পাঠাইবেন।

ভ্রাতা ব্রজগোপালের পত্র।

সাতনা, ২রা মার্চ্চ;—কম দামে চাউল বেচিয়া ক্ষীণকায় গরিব লোকদের বেশ এক রকম সেবা হইতেছে। গত কল্য ২০ মণ চাউল বিক্রয় করিয়াছি। খরচ ১১৲ টাকা কি কিছু বেশি হইয়াছে, জীর্ণ দেহ লোক দেখিলে কিছু কিছু দিতেছি। এখানে ৫। ৭ দিন কাজ করিতে পারিলে লোকগুলি বাঁচিয়া যায়, কিন্তু পল্লী গ্রাম, টাটী, লোটা, আত্মীয় স্বগণ পরিত্যাগ করিয়া রাস্তার কাঙ্গালী হইয়া বাহির হইতে কে সহজে পারে? প্রাণ যখন যায়

যায়, পরিবারের কেহ কেহ না খাইয়া মরিয়াছে ও অন্য লোক মর মর হইয়াছে তখন লোকে বাহির হয়। ইহারা অনেকে কাজে প্রবেশ করিয়াই মরে। আমরা তাই নূতন আগত গরিব লোকদিগকে বেশি করিয়া দিই। রাজার নিয়মমত দান এখানে কার্য্যকারী হয় না। এরূপ একটি পরিবার নবাগত দেখিয়াছি যে, তাহা দেখিয়া চক্ষের জল থামান যায় না। মনে করিতেই কান্না পায়।

"আজ এ রাজ্যের পলিটিকেল এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করিলাম। আমি যে ভাবে কার্য্য করিতেছি তাহা বলিলাম, এবং আর কি কাজ করিলে বিশেষ সেবা হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি যে কাজ করিতেছি তাহাতে লোকের উপকার হইবে তাহা তিনি বলিলেন, কিন্তু বলিলেন নিকটস্থ অনেক ছোট রাজ্যে ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই, সেখানে যাইয়া কিছু করিলে আরও উপকার হইবে। তাঁহার পরামর্শ মত আগামী কল্য সোহাওলের মহারাজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। আশা করি তাঁহার রাজ্যে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব।

"এখানে যেরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে তাহাতে আমার আর ২ দিনের খরচও হাতে নাই, আমাকে আর এক শত পাঠাইলে এখানে কার্য্য চালাইতে পারি ও অন্যত্রও কোন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। দুই হাজার লোকের চাউল যোগাইবার ভার লইয়াছি, এখন হঠাৎ বন্ধ করিতে পারিব না, টাকা অবশ্য পাঠাইবেন।

"শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয় শীঘ্রই এখানে আসিবেন বোধ হয়, হরলাল বাবু তিনি আমি তিন জনে মিলিয়া অনেক কাজ করিতে পারিব আশা করি।

"এখানে ওলাউঠার হাসপাতাল ও যাহারা না খাইতে পাইয়া মর মর তাহাদের হাসপাতালের ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্দ, এ বিষয় রাজার দোষ নাই। আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কর্ম্মচারীদিগের শৈথিল্য দূর করিতে চেষ্টা করিতেছি, সাহায্যকার্য্য মধ্যেও অনেক দোষ আছে। সেগুলি শোধরাইতে পারিলে অনেক লোক বাঁচিবে। আমি কর্ম্মচারীদিগের সহিত ভাব করিয়া দোষ শোধরাইতে চেষ্টা করিতেছি, দরিদ্রাবাসের বিষয়ও ঐ কথা। অন্যত্র ২।৪ ক্রোশের মধ্যে আমাদের কাজের বিশেষ স্থান হইলেও এখানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে দেখিলে অনেক কাজ হইবে।

* * * * * *

"আপনাদের টাকার চাউল সস্তা বিক্রয় করিয়া সুফল হইয়াছে দেখা যাইতেছে। আজ Cholera hospitalএ যাইয়া খবর করিলাম, আজ একটা নূতন রোগ হয় নাই। ডাক্তার বলিলেন ভাল চাউল সস্তা না পাইয়া মহুয়া চূর্ণ প্রভৃতি খাইয়া এত পীড়া হইতেছিল। ভাল চাউল পাইয়া ভাল জিনিস খাইতেছে, আর পীড়া হয় নাই। আজ ২২৷৷০ মণ চাউল বিক্রয় করিয়াছি, খরচ ১২৲ টাকা হইবে। কাজ কর্ম্ম করিয়া শুইতে বড় রাত্রি হয়। অন্য কিছু লিখিতে পারি না, পত্রও পড়িতে পারি না—এখন রাত্রি ১২ টা, শয়ন করি। সেবক শ্রীব্রজগোপাল।

সাতনা ৭ই মার্চ্চ;—আজ আমরা তিন জন ও কামাখ্যা নাথ কাজ করিলাম। প্রাতঃকালে উপাসনার পর চা খাইয়া উকিল সাহেবের বাড়ী গেলাম, সেখানে কল্যকার পয়সা হিসাব করিয়া অদ্যকার চাউল ঠিক করিয়া বাজারে ও নগরে বাহির হইলাম। উকীল সাহেবের সন্ধানমত চক্ষু কর্ণ হীন দরিদ্র শীর্ণ বৃদ্ধা একটিকে কাপড় দিলাম, আরও এক জন ঐরূপ পাত্রের জন্য কাপড় রাখিয়া আসিলাম। উকীল সাহেবের সঙ্গে সাধু বাবু, (দীননাথ বাবু,) হরলাল বাবু একটা গরীবদের কর্ম্ম স্থানে গেলেন, সেখানে এক মণ চাউল বিক্রয় ও বস্ত্রহীন ৩ জনকে বস্ত্র দিয়া চলিয়া আসিলেন। মধ্যাহ্নে আহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সাধু বাবু ও হরলাল বাবু চাউল বিক্রয়ের স্থানে গেলেন। ২৫৴ চাউল গাড়ী করিয়া পূর্ব্বেই যায়, তিনজন ওজন করে ও একজন তাহাদের সাহায্য করে। হরলাল বাবু সেখানে উপযুক্ত দেখিয়া আমাদের চাউল বিক্রয় করিলেন, এবং সাধু বাবু অতি দুরবস্থাপন্ন ও নূতন আসিয়াছে বলিয়া যাহারা কার্য্য পায় নাই তাহাদিগকে কিছু পয়সা দিয়া আসিলেন। ইঁহারা কার্য্যশেষ করিয়া ৮টা রাত্রিতে ফিরিলেন। আমি ও কামাখ্যা বাবু চারিটার গাড়ীতে তৈতোয়ার ষ্টেশনে গেলাম। সেখানে আমাদের কাপড় ও পয়সা বিতরণ পূর্ব্ব হইতেই হইতেছে। আমরা ষ্টেশনের নিকটে একটি কঙ্কালসার বৃদ্ধ অন্ধকে পয়সা দিয়া সেখানকার বীব খরিদদার বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়কে লইয়া ভিঠৌরী গ্রামে গেলাম। গ্রামটি ক্ষুদ্র, দেখিতে অতি অপরিষ্কার, ত্যক্ত পয়গারের মত। এক বাড়ীতে উঠিলাম, দুর্ভিক্ষাক্রান্ত একটি লোক বসিয়া ছিল সে আমাদের সঙ্গে তাহার অভাবের বিষয় ও কার্য্যের বিষয় আলাপ করিল, তাহার সঙ্গে কথায় বড় সুবিধা হইল না। তাহার পর একটি চামারের বাড়ী গেলাম (এদেশে ছোট লোকের বার আনা চামার হইবে।) ইহার একটি ১২।১৪ বৎসরের ছেলে পেট মোটা হাত পা কাঠি কাঠি মুখে নাকে ঘা। চামার নিজে ঘরে বসিয়া ছিল, আমাদিগকে দেখিয়া কষ্টে আসিল। তাহার বৃহৎ বপু এখন শুখাইয়া বিশ্রী হইয়াছে। সমস্ত দিন ঘাস কাটিয়া চারি পয়সা পাইয়াছিল তাহাদ্বারা আড়াই পোয়া মুসরী আনিয়াছে তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইবে আর কিছু খায় নাই। তাহাকে কিছু পয়সা দিলাম। তাহার পর একটু ঘুরিয়া আর একটি চামারের বাড়ী গেলাম। তথায় একটী আধ বয়সী স্ত্রীলোক অনাহারে বৃদ্ধা ও রোগাক্রান্ত কাণে শুনে না। তাহার ছেলে ঘরের ভিতর ছিল, সে শীর্ণদেহ দুর্ব্বল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহার মাতা পীড়িতা, সেইজন্য স্থান ছাড়িয়া Relief workএ যাইয়া উপার্জ্জন করিতে পারে না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দেড় পয়সা পাইয়াছে, তদ্দ্বারা মশুর কিনিয়া আনিয়া মাতাকে খাওয়াইতে উদ্যোগ করিতেছে, আমরা কিছু পয়সা দিলাম। তাহার মাতা অত্যন্ত ভীত ও ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল যে, সে যেন কিছুতেই ও পয়সা লয় না উহাতে সর্ব্বনাশ হইবে, হয়ত তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। কতক বুঝাইয়া এবং কতক জোর করিয়া ও অভয় দিয়া পয়সা রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। গ্রামের অপর লোক অনাহারে গ্রাম

ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার অনতিদূরে পয়সা দিয়া গ্রামে গেলাম, এগ্রামের অধিকাংশ লোক চলিয়া গিয়াছে। গ্রামটা দেখিতে অতি লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে। লোক না থাকায় ঘরগুলির দশা অতি হীন। আমরা এইরূপ বাড়ীতে মানুষ দেখিয়া সেখানে গেলাম। একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক ছিল তাহার একটি ৪।৫ বৎসরের মেয়ে ও একটি ৭।৮ বৎসরের ছেলে দেখিতে পাইলাম, ক্ষুধায় সকলে কাতর। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইহার স্বামী আছে, সে Reliefএ কাজ করিতে অন্যত্র গিয়াছে। এ ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারে আনিয়া জীবন ধারণ করে। ইহার একটি ১১।১২ বৎসরের মেয়ে আছে বলিল সে, পেটাগ্নসে চুর রহা হ্যায়, অর্থাৎ পেটের আগুনে সিদ্ধ হইতেছে বা পড়িয়া আছে। আমাদের কথা শুনিয়া মেয়েটি কষ্টে উঠিয়া আসিল; আমরা কিছু পয়সা দিয়া চলিয়া আসিলাম। ষ্টেশনের নিকট কতক গুলি ছেলে বুড় জমা হইয়াছিল, তাহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। জেতোয়ারে শীঘ্রই একটা অনাথাশ্রম করিব অভিলাষ। অন্য চিঠি লিখিতে পারিলাম না, আমরা ভাল আছি। রাত্রিতে উপাসনা হইল।

৭ই মার্চ্চ—রবিবার।

আমাদের আহারের খরচ বাবদ	১০৲
২৯৶ মণ চাউল কাল বিক্রয় হয় তাহার ক্ষতি	১৩৮৶৫
সাধু বাবু আসায় খরচ লক্ষ্ণৌ হইতে	৪৶১০
Charity strut	১৲
জেতোয়ে আম আসি	২৲
জেতোয়ে ৪।৫ দিনে দান	৪৸০
আমার যাওয়া আসার গাড়ী ভাড়া	।৶১০

আপনি হিসাব রাখিবেন। সেবক

শ্রীব্রজগোপাল।

* * * * * *

১০ই মার্চ্চ;—কাল এখানকার Poor houseএ লোক ভর্ত্তি করিবার সময় ছিলাম। লোকগুলি তাহাঃ দিন উপবাস করিবার পর মর মর হইয়া এখানে প্রবেশ করিতে আসিয়াছে। হয়ত ইহাদের মধ্যে কেহ খাইতে না পাইলে রাত্রিতেই মরিত। একটি পরিবার স্বামী স্ত্রী ও তিনটি কন্যা কত উপবাসের পর যেন এখানে পৌঁছিয়াছে। স্বামীটি এত শীর্ণ ও দুর্ব্বল যে মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহারা দরিদ্রালয়ে জাতি মান যাইবে বলিয়া যাইতে চাহিল না—কন্যা তিনটিকে রাখিতে চাহিল, কিন্তু অভাগিনীরা মা বাপকে এত ভালবাসে যে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না কাঁদিতে লাগিল। শেষে তাহারা স্থির করিল, এত গোলমালের দরকার নাই বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া মরি। কাঁদিতে কাঁদিতে সকলেই তাহাতে সম্মত হইল। আমরা কিছু দিলাম, তাহাতে দুই এক দিন চলিবে, এমন সময় কর্ম্ম জুটিল। সকলে মিলিয়া তাহা করিয়া কষ্টে জীবন ধারণকরিতে পারিবে। হরলাল ও আমরা সকলে ভাল আছি।

সেবক শ্রীব্রজগোপাল।

১১ই মার্চ্চ;—"অদ্য সকল বিষয় স্থির হইয়াছে, আগামী পরশ্ব দিবস অনাথাশ্রম খোলা স্থির করিয়াছি। রাস্তা ঘাটে অনেক অনাথ বালক বালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা থাকিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া আরম্ভ করিব। সম্প্রতি একটা ব্রাহ্মণ পাওয়া গিয়াছে, ম্যাথরও হইয়াছে। চাকর পাই নাই। ধর্ম্মশালার বাড়ীর আদেশ পাইয়াছি, তাঁহারা ঘর উপযুক্ত করিয়া দিতেছেন। কিছু খাটিয়া ও বিছানার কিছু কাপড় চাই। বাসনও প্রয়োজন। টাকা শীঘ্র পাঠাইবেন। এখন হঠাৎ কার্য্য বন্ধ করা ভয়ানক ব্যাপার হইবে।

"আজ উঁচেরায় গিয়াছিলাম। গরীব ষ্টেট, কোনরূপে Poor House চালাইতে পারে না। লোকগুলিকে মহাকষ্টে রাখিয়াছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে তাহার সংখ্যা কে করে? আমরা উঁচেরা হইতে অনাথ বালক বালিকা আনিব। কেবল রেওয়া রাজ্যের লইব না। আমাদের খরচ ন্যূনকল্পে পাঁচ শত টাকা মাসে হইবে, এইরূপ তিন মাস চালাইতে হইবে। লোকের দুঃখ কষ্ট ও অনাহারে মৃত্যু দেখিয়া প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।

"উঁচেরা ষ্টেশনে নগওঁং ষ্টেটের যে Poor house দেখিলাম তাহাতে ১৮২ জন লোক আছে, এ গুলিকে অতি কদর্য্য অবস্থায় রাখিয়াছে, দিনে একবার তিনটার সময় খাইতে দেয়; উলঙ্গপ্রায় পুরুষ মেয়েগুলি একত্র পড়িয়া আছে। এ সকল কথা খবরের কাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে।"

সেবক

শ্রীব্রজগোপাল

রাত্রি ১০—৩০মিনিট

গ্রন্থপ্রাপ্তি।

অদ্বৈতমতের সমালোচনা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈতন্যলাইব্রেরিসম্পর্কীয় সভার অধিবেশনে এই বক্তৃতাটী পাঠ করেন। তিনি স্বয়ং অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সময় ও স্থানের অভাববশতঃ আমরা যে এই বক্তৃতাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে পারি নাই, গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, বক্তৃতাপাঠে আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। বক্তার দর্শনবিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রতিভা আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের অনেক সময়ে অভিলাষ হয় যে, তিনি দর্শনসম্বন্ধে একখানি ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের নবীন দর্শনশাস্ত্রকে সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপন করুন। তিনি দর্শনশাস্ত্র লিখিলে যে "এক দিক্ ঘেঁসা" হইবে না, তাহার প্রমাণ এই বর্ত্তমান বক্তৃতা। বক্তা যদি নূতনদর্শনগ্রন্থ নাও লেখেন, বহু দিন পূর্ব্বে যে 'তত্ত্ববিদ্যা' লিখিয়াছেন, এখন সেই 'তত্ত্ববিদ্যা' খানি পুনঃ সংস্করণ করিয়া যদি তাহার অপূর্ণতা অপনয়ন করেন,

এখনকার সরস সহজ ভাষায় উহাকে ভূষিত করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে আমরা আশা করি, কেহ আর বলিতে পারিবেন না "গ্রন্থ প্রতিভার পরিচায়ক হইলেও ইহা দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য হইয়াছে কি না সন্দেহ।"

বক্তা প্রথমতঃ আত্মার একত্ব হইতে পরমাত্মার একত্ব, এক ছাঁচে ঢালা জগৎ হইতে মহান্ পরমাত্মার 'অসীম শক্তিপরিপূর্ণ গম্ভীর একত্ব' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই একত্বকে ইনি 'সগুণ একত্ব' (Synthetic Unity) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এটি রামানুজাচার্য্যের অনুমত পন্থা। তিনি বলিয়াছেন, "বিচিত্রশক্তিযোগপ্রতিপাদনপরত্বাৎ অদ্বিতীয়পদস্য, তথৈব বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি।" শঙ্করাচার্য্যও এ পথ পাকতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। প্রলয়ের কথা বলিতে গিয়া তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে "প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ।" "এই জগৎ যখন প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয় তখন শক্ত্যবশেষই প্রলয় প্রাপ্ত হয়, শক্তিমূলক হইয়াই পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, অন্যথা (জগতের) আকস্মিকত্ব উপস্থিত হয়।" এই শক্তিকে শঙ্কর পরমেশ্বরাধীন নির্দ্দেশ করিলেও "কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেঃ স্বাত্মভূতং কার্য্যং" "শক্তি কারণের আত্মভূত, কার্য্য শক্তির আত্মভূত" বলিয়া শক্তিকে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ করিয়াছেন। "পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যাঃ" এ কথা বলিয়া জগৎসৃষ্টির হেতুভূত মায়াশক্তিকে ঈশ্বরেরই শক্তি বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগৎ মিথ্যা বলিয়াও তাহার নিত্যত্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, "যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি।" বক্তাও এই ভাবেই বলিয়াছেন "সেই সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু কালে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই সতের স্থায়িত্ব লক্ষণ কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তে বলিয়া আমরা বলি যে, তাহার সত্তা আছে বা সত্ত্ব আছে।"

বক্তা ঐশী শক্তিকে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন অবয়বে বিভক্ত করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতি বিশদ। প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, ও প্রতিবন্ধকাতিক্রম জন্য চেষ্টা, এই তিন প্রকারে সত্ত্ব, তম ও রজোগুণের ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানের সহিত যোগসমাধান অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে। "মুকুলেতে পুষ্পের ভাব যাহা কিয়দংশে প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশের ভাবই সত্ত্বগুণ, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাই তমো গুণ, আর সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজোগুণ।" প্রতিবন্ধক অপনয়নের ভীষণ চেষ্টাকে বক্তা Darwinর সঙ্গে এক হইয়া 'সত্তালাভের জন্য কোস্তাকুস্তি' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর কাহারও নিকটে একেবারে আপনাকে প্রকাশ করেন না, তাহার কারণ বক্তা এইরূপ স্থির করিয়াছেন, "জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম, তিনি অনিয়মিতরূপে, অযথা কালে, অযথা পাত্রে, আপনার ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক।" ঈশ্বর প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে "একাংশেন স্থিতং জগৎ।" মায়া ও অবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তা বলিয়াছেন;—"ঈশ্বরের মহতী শক্তির প্রভাবকে মায়া বলিলে অথবা জীবের অল্পজ্ঞতাসুলভ ভ্রমপ্রমাদ মোহকে অবিদ্যা বলিলে অসত্য কিছুই বলা হয় না;—কেবল এইটি মনে রাখিলেই হইল যে, ঈশ্বরের মায়া আসুরিকী মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী মায়া নহে, তাহা সত্ত্বগুণাত্মিকা সত্যময়ী মায়া।" জীবসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বর মনুষ্যকে চিরকালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশে তাহাকে দৈবী মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা হইতে পৃথক্ করিয়াছেন।"

জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধবিষয়ে বক্তা প্রাচীন দার্শনিক মত সকল যেরূপ দক্ষতার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ এ স্থলে প্রদর্শন সুকঠিন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম না। মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই, জীব হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বর হইতে মায়া বা ঐশী শক্তি বাদ দিয়া যে চৈতন্যমান অবশেষে থাকে অদ্বৈতবাদিগণ তাহাকেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্থান বলেন। এই ঐক্য স্থান গোড়ার কথা, কিন্তু ঐ গোড়ার ঐক্য স্থান হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ উত্তরোত্তর যতই প্রকাশ পাইতে থাকে, ততই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবন্ধনের দিকে অগ্রসরতা হয়, কিন্তু শেষ হয় না। কেন না ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ জীব কখন নিঃশেষ করিতে সমর্থ হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যা ও ঐশী শক্তি বাদ দিয়া যে চৈতন্যমাত্রে একত্ব স্থাপন করেন উহা নির্গুণ একত্ব (Aanalytic unity)। নির্গুণ একত্ব বক্তার মতে রাজ্যবিহীন রাজা অথবা আলোকবিহীন দীপের সহিত উপমেয়। এ সকল বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে তেমন হৃদয়ঙ্গম হয় না; এ জন্য আমরা আশা করি পাঠকগণ স্বয়ং এই বক্তৃতা পাঠ করিবেন। ইহা পাঠ করিয়া যে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বক্তা নিজ মতের সারসংগ্রহ এইরূপে করিয়াছেন;—

"নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।
জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যত্নে লভনীয়॥
তাঁহাকে পূজিয়া জীব, হৃদে করি ধ্যান,
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য, লভয়ে কল্যাণ॥"

সংবাদ।

শ্রদ্ধেয় ভাইপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভাগলপুরে উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সস্ত্রীক তথায় গিয়াছেন, তিনি কিছু কাল আরও গাজিপুর অঞ্চলে ভ্রমণ ও স্থিতি করিবেন।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ২১শে ফাল্গুন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তথায় গিয়াছিলেন, শ্রীমান্ মনোমোহন দে, শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও শ্রীমান্ হরলাল রায় তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ২২শে বৃহস্পতিবার তত্রত্য টাউন হলে যোগধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ২১শে সবজজ্ সেরেস্তাদার প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সিংহের এবং পর দিন শেসন জজ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনের আবাসে উপাসনা এবং সে দিন দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত সদালোচনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র রায় ও অম্বিকাচরণ সেন প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদিতে যোগ দান করিয়াছিলেন।

বিগত মাঘোৎসবের সময়ে ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে নওয়াখালিস্থ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী নবসংহিতানুসারে উপাধ্যায় কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছেন।

বিগত ২৩শে ফাল্গুন নওয়াখালিতে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্তের প্রথম কন্যার শুভ নাম করণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রিয় ভ্রাতা রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী নবকুমারীর নাম হেমন্তবালা রাখিয়াছেন। বিধান জননী কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ৫ই ফাল্গুন অমরাগড়িতে ভাই ফকিরদাস রায়ের তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে, প্রিয় ভ্রাতা আশুতোষ রায় নবকুমারকে অমৃতানন্দ নাম প্রদান করিয়াছেন। পরম জননী শিশুর কল্যাণবর্দ্ধন করুন।

অমরাগড়ির নববিধানসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

টাঙ্গাইল হইতে ভ্রাতা শশিভূষণ তালুকদার যে পত্র লিখিয়াছেন, স্থান ও সময়াভাবে এবার তাহা প্রকাশিত হইল না।

১২ই মার্চ্চ তারিখে ভাই দীননাথ মজুমদার বাঁটুরা দরিদ্রালয়ের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

"প্রচারকদিগের বিবাদ নববিধানমণ্ডলীকে উৎসন্ন করিতেছে" আমাদের মধ্যে এই একটা মত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভাবি, ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করি, আমাদের অমিল, অপ্রণয়, আমাদের অবিশ্বাস, সাংসারিকতাদির হেতু এই বিবাদ। এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা না হইতে পারে; কিন্তু এ সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন এই, মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ জীবনের দুরবস্থার জন্য ভগবানের নিকট দায়ী কি না? সমবেত চেষ্টা ভিন্ন ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষতা, ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষতা কখনই লাভ করা যায় না। তবে আমরা যে নববিধানমণ্ডলীর লোক আছি, আমরা কেন প্রচারকদিগের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য-বৈমুখ্যের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিয়াছি? প্রচারকদিগের মধ্যে বিবাদ আছে বলিয়া কি আমাদের সাংসারিকতা, আমাদের অবিশ্বাস, আমাদের অমিল, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নির্দ্দোষ হইবে? ভাবিয়া দেখিলে মণ্ডলীর ঔদাসীন্য, প্রচারকদিগের বিবাদাপেক্ষা কোন অংশেই স্বল্পানর্থের হেতু নহে। নববিধানমণ্ডলী নিদ্রিত বলিয়াই প্রচারকগণ নিরুপায়, ব্যক্তিগত ভাবে মণ্ডলীর প্রত্যেকে নিরুপায়, দেশশুদ্ধ নর নারীগণ পাপের জ্বালায় অস্থির। তাহাই যদি হইল, তবে এখন আর ঘুমাইবার সময় নাই—এখন সচকিত হইয়া গভীর চিন্তা এবং সোদ্যমা চেষ্টায় নিরত হইতেই হইবে।

প্রচারকদিগের অমিল বিকৃত ভাবমূলক, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে সহজে মিল হওয়া অসম্ভব। কিন্তু মণ্ডলী কেন পরস্পরের সহিত মিলিতে পারিবেন না? আমরা কেন উপাসনা এবং আত্মোন্নতি সাধন করিবার জন্য একত্রিত হইতে পারিব না? আমাদের অমনোযোগিতা ব্যতীত আর কোন অন্তরায় দেখি না। যাহা হউক, আমি আমাদের দুর্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়টি মণ্ডলীসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। আশা করি তাঁহারা সমবেত ও ব্যক্তিগত ভাবে এই গুলির গুরুত্ব আলোচনা করিয়া স্ব স্ব মতামত আমাকে জানাইবেন।

১। নববিধানের লোকসংখ্যা যেখানে একাপেক্ষা অধিক, সেখানেই সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যেখানে লোকসংখ্যা অধিক, সেখানে এই আবশ্যকতাও অধিক।

২। প্রত্যেক স্থানের ব্রাহ্মদের উচিত সপ্তাহে অন্ততঃ আর এক দিন একত্রিত হইয়া নববিধানের মতসম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনাদি করেন; এবং আলোচনার ফলস্বরূপ যাহা জানা যায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন।

৩। যেখানে স্থায়িরূপে প্রচারক বাস করেন, সেখানকার ব্রাহ্মদের উচিত তাঁহার সহিত মিলিয়া দৈনিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। বাস্তবিক সমবেত দৈনিক উপাসনা সকল স্থানের ব্রাহ্মদেরই কর্ত্তব্য।

ঢাকা
৭ই মার্চ্চ সন ১৮৯৭ ইং

বশংবদ
শ্রীদুর্গাদাস রায়।

১৭ই ফাল্গুন শনিবার শান্তিপুরব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবের দিন। উৎসব সমাধান জন্য আমরা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ১৪ই ফাল্গুন বুধবার রাত্রি ১০ টার পর তিনি শান্তিপুরে আগমন করেন।

আমরা বড়বাজারে আমাদের বন্ধু হীরালাল বাবুর মেডিকেল হলে উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। অনেক ক্ষণ

প্রতীক্ষার পর আগমনের সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে গাড়ীর আড্ডার অভিমুখে যাইতেছি, এমন সময়ে তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দিত হই।

পর দিবস হইতে রীতিমত উৎসব আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসবের কর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১৪ই বুধবার—সন্ধ্যার সময় উৎসবের উদ্বোধন। ১৫ই বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত উপাসনা। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত স্কুল পরিদর্শন ও ছাত্রগণকে উপদেশ দান। অপরাহ্নে সূত্রগড়ে রাজকাছারি বাটীতে ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনা ও কীর্ত্তন। ইহাতে সূত্রগড়ের অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৬ই শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে রিভার্স টমসন হলে "আর্য্যধর্ম্মের ত্রিবিধ বিকাশ" বিষয়ে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় বক্তা, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রেয় মহাশয় বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেন। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

১৭ই শনিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা, মধ্যাহ্নে আলোচনা, অপরাহ্নে নগরসঙ্কীর্ত্তন; সংকীর্ত্তনটী নূতন। ডাবরিয়াপাড়া শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সেন মহাশয়ের ডিস্পেন্সরি হইতে সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সংকীর্ত্তনের সময় রাজপথে অনেক দর্শক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বড়বাজারের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া সংকীর্ত্তনটীর আদ্যোপান্ত গীত হইয়াছিল। ৪৫০ জন লোক সংকীর্ত্তনের কাগজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাসনাগৃহে গিয়া কীর্ত্তন শেষ হয়। তৎপরে উপাসনা। উপাসনা ও উপদেশ অতি গভীর ও সুমিষ্ট হইয়াছিল।

১৮ই রবিবার—প্রাতে উপাসনা। বৈকালে উপাসনাগৃহের সম্মুখে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা। কৃষ্ণনগর হইতে আগত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার দে, ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী ও সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে উপাসনা হয়।

১৯শে সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসনা ও শান্তিবাচন।

বৃহস্পতিবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত প্রতিদিনের উপাসনায় উপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশে আমাদের যে উপকার হইয়াছে, তাহা লিখিয়া আর কি জানাইব। এখানকার অনেক ব্যক্তি এই উৎসবের ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়াছেন। অনেক দিন শান্তিপুরে এরূপ উৎসব হয় নাই। আমরা এই ব্যাপারে কৃপাময়ের কৃপা সম্ভোগ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ
২৩শে ফাল্গুন
ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮।

বিনীত নিবেদক
শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক
সম্পাদক।

এবার প্রকাশিত আচার্য্য জীবন পাঠ করিয়াছি।

আচার্য্যদেবের জীবনের একখানি প্রকৃত ও সুদীর্ঘ ইতিহাস হইতে চলিল; এমন সৌভাগ্য পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের হয় নাই। অনেকের জীবন-চরিত নানা অপ্রকৃত উপাখ্যানে পূর্ণ; অনেক কষ্টে যথার্থ তত্ত্ব বাহির করিতে হয়। আপনারা যে এই এক সুমহান্ অভাব পূর্ণ করিতেছেন, এজন্য ভবিষ্যৎবংশীয়েরা আপনাদের নিকট নিরতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। আচার্য্যের নামে কত অপবাদ ও নিন্দা রটিয়াছে; সুখের বিষয়, এ গ্রন্থে, সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া নিরস্ত করা হইতেছে। পূর্ব্বগামী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের জীবনীলেখকগণের যতই দোষ থাকুক না, তাঁহারা নিজদিগকে উড়াইয়া দিয়া মহাপুরুষদিগের জীবন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের জীবন চরিতের কথা দূরে, কবি, দেশহিতৈষী, সংস্কারক প্রভৃতির জীবন লিখিত হইলেও আত্মরুচি উড়াইয়া, তাঁহাদিগের চরিত্রে আত্মচরিত্র মিশাইয়া দিয়া গ্রন্থকারদিগের লিখিতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। বস্ওয়েল সামান্য লোক, তাঁহার হৃদয় জনসন্ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন; এই জন্যই তাঁহার প্রণীত জনসনের জীবনচরিত এত উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয়, কোনও কোনও আচার্য্যজীবনীতে (শ্রীদরবার-প্রকাশিত গ্রন্থ নহে) গ্রন্থকারের ছায়া গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পড়িয়াছে। এজন্য সেই গ্রন্থে (বাহিরের লোকদিগের উপযোগী হইলেও) আমাদিগের তত সন্তোষপ্রদ হয় নাই। বিশেষতঃ সেই গ্রন্থের New Disnention অধ্যায়, নানা জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ থাকিলেও, আমাকে তুষ্ট করিতে পারে নাই। সুখের বিষয়, এগ্রন্থে এই দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। এজন্য এই গ্রন্থ ললিত-বিস্তর, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির সমকক্ষ; অথচ উহাদিগের আবর্জ্জনা ইহাতে নাই।

আচার্য্য-চরিত সম্বন্ধে এই গ্রন্থ যে শেষ গ্রন্থ এমন মনে করি না, তবে এমন বিশ্বাস করি যে, এই বিষয়ের ভবিষ্যৎ লেখকেরা বর্ত্তমান গ্রন্থকে মূল করিয়া, ইহাতে যাহার আভাসমাত্র দেওয়া আছে, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া লিখিবেন। আচার্য্য-জীবন অনেক যুগে বিভক্ত; এক এক যুগের বিবরণ ভাল করিয়া বিস্তৃতরূপে লিখিতে গেলে, এক এক খানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থে প্রত্যেক যুগের ভাব যথাসম্ভব দেওয়া হইতেছে।

ইহা এক্ষণে যথোচিত আদৃত হইতেছে না; ভবিষ্যতে ইহা বা ইহার অনুবাদ খুব আদৃত হইবে, এমন মনে করি।

এখনও ৩। ৪ খণ্ড বাহির হইলে, বোধ হয় গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। আমি (বোধ হয় আমার মত আরও অনেক আছেন) এই গ্রন্থের সমাপ্তি ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি। এ দাসের এক প্রকার কুশল। আপনাদিগের সকলকে প্রণাম।

আপনাদিগের আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
ভৃত্য অনাথশরণ বসু।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
৫ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে পরমপিতা, তোমার সঙ্গে অভিন্ন যোগ ভিন্ন বল কি প্রকারে আমরা তোমার পুত্রত্ব লাভ করিব? "আমি এবং পিতা এক" এ কথা বলিতে না পারিলে কেহ কি তোমার পুত্র হইতে পারে? আপনার বলিবার কিছুই নাই, এরূপ অবস্থা না হইলে তুমিতো কাহাকেও পুত্র বলিয়া স্বীকার কর না। বিন্দুমাত্র তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যদি বিরোধ থাকে, দুঃখ ক্লেশ বিপৎ পরীক্ষায় পড়িয়া যদি বলি এ সকল না থাকিলে ছিল ভাল, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে যোগ কাটিয়া গেল, তোমার পুত্র বলিয়া গৃহীত হওয়া অসম্ভব হইল। ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলন এ কি সামান্য কথা! ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিলে তোমার কোন ব্যবস্থার কেবল দ্বিরুক্তি বন্ধ করা হয় না, তাহাতে আপনাকে কৃতার্থ মনে হয়। একটু পরীক্ষায় পড়িলে, একটু দুঃখ ক্লেশ পাইলে আমাদের মন ভাঙ্গিয়া যায়, যাহাদের দ্বারা পরীক্ষা উপস্থিত হইল, যাহাদের জন্য দুঃখ আসিল, তাহাদের প্রতি আমাদের সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারি না, মন ঘোর অস্থিরতার যন্ত্রণার আধার হয়, এ অবস্থায় যোগ ভাঙ্গিয়া গেল, পুত্রত্ব অন্তর্হিত হইল। যে কোন অবস্থা উপস্থিত হউক, সেই অবস্থা যদি মনের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট করিল, সেই অবস্থাকে যদি তোমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনে কল্যাণে পরিবর্ত্তিত করা না গেল, তাহা হইলে বল, পুত্রের অবস্থাজয়ের সামর্থ্য প্রকাশ পাইল কোথায়? যে কোন ঘটনা ঘটুক, যে কোন অবস্থা আসুক তাহার সহিত তোমার ইচ্ছার গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধ আছে, ইহা জানিয়া সেই ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার অবিরোধিতা দুঃখকর হইলেও তাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা পুত্রত্বের লক্ষণ। হে সন্তানবৎসল ঈশ্বর, বল আমাদের এমন দিন কি হইবে, যে দিন আমরা তোমার সকল প্রকারের ব্যবস্থাতে অবিকৃতচিত্ত ও সন্তুষ্টমনা থাকিতে পারিব। যদি এরূপ না হয়, তাহা হইলে উচ্চতর যোগের আকাঙ্ক্ষী হইয়া আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তাহা আমাদের জীবনে কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। তোমার জন্য যদি আমাদের সুখ দুঃখাদি সমুদায় সমান না হইল, আর তোমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা বলিতে বলিতে সকল পার্থক্য চলিয়া গিয়া তোমার সহিত একতা উপস্থিত না হইল, তাহা হইলে ধর্ম্ম জীবন গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? হে পিতঃ, তুমি আমাদের মনের সকল প্রকার বিরুদ্ধ ভাব অপনীত করিয়া দাও, আমরা যেন আর বিষয়ের দাস হইয়া,

বিষয় সুখাভিলাষী হইয়া তোমার ইচ্ছাসম্ভূত ব্যবস্থা, ঘটনা ও অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট না হই, সাংসারিক কোন প্রকারের ক্ষতি ও ক্লেশ যেন আমাদিগের চিত্তের বিকার উপস্থিত করিতে না পারে। আমরা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে এক হইয়া থাকিয়া পুত্রত্বের সুখ উপভোগ করিব এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

আমি কে ?

আমরা পূর্ব্ববারে দেখিয়াছি, বেদান্তবাদিগণ "তত্ত্বমসি" "অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মসহ জীবের অভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিলেও জীবের তিরধান স্বীকার করিতেন না, ব্রহ্মেতে জীবের অভিন্ন ভাবে স্থিতি স্বীকার করিতেন। এই অভিন্ন ভাবে স্থিতিতে জীবের সুখপ্রাপ্তি এবং সেই সুখ প্রাপ্তিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্তর ও বাহিরের কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকা, ইহাও সেই বেদান্তই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেই বেদান্তসিদ্ধ যোগের পর্য্যবসান এবং ভক্তিযোগের আরম্ভ মানিতে হইবে। বেদান্তসিদ্ধ যোগে জ্ঞান, এবং ভক্তিজনিত যোগে অনুরাগ প্রধান। ব্রহ্মজ্ঞান যখন ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের কারণ হইল, সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যখন ব্রহ্মে স্থিতি উপস্থিত করিল এবং ব্রহ্মেস্থিতিতে অতুল সুখোপভোগ হইয়া যখন ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়ান্তরের নিরপেক্ষতা সাধকে ঘটিল, তখন তাঁহার প্রেমোন্মত্ততার সময় উপস্থিত। প্রেমোন্মত্ততা বশতঃ তিনি আপনার প্রিয় হইতে আপনাকে আর বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্র করিতে পারেন না, অবশভাবে তাঁহা কর্ত্তৃক যথেচ্ছ নীত হন। তাঁহার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার আর কোন অধিকার রহিল না, সে সকল প্রিয় ব্যক্তির রূপ দর্শন ও শ্রবণাদিতে নিত্য স্বতঃ নিযুক্ত, আন্তরিক বৃত্তি সমুদায় লীলানুবর্ত্তনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। ভক্ত আর আপনি আপনার রহিলেন না, সর্ব্বথা অনুরাগভাজনেরই হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় সাধক বলেন, 'আমি কিছুই নই' 'তুমিই সব।'

'আমি কিছুই নই, তুমিই সব' এ কথা বলিলেও আমি বিনষ্ট হইল না। যে আপনাকে একান্ত অপদার্থ বলিয়া জানিতেছে, সে আপনি আছে বলিয়াই এরূপ জ্ঞান তাহাতে বিদ্যমান। যদি বল, বেদান্ত যখন বলিতেছেন ;—

যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।

"যেখানে ব্রহ্মবিদের নিকটে সমুদায় আত্মা হইয়া গেল সেখানে আর কিসের দ্বারা কাহাকে ঘ্রাণ লইবে, কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে বলিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে মনন করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে। যে আত্মার দ্বারা এই সমুদায় জানি, তাঁহাকে কিসের দ্বারা জানিবে, জ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে ; যখন আত্মবিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই রহিল না, এরূপ স্থলে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, সমুদায় বিষয়ের জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যখন আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইল, কেন না বিষয় হইতে সম্যক্ প্রকারে বিবিক্ত করিতে না পারিলে বিষয়ীটির জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না ; তখন এই আত্মা কে ? জিজ্ঞাসা উপস্থিত। ইহার উত্তর উপনিষদই এই প্রকার দিয়াছেন ;—

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো ঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মান মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা ঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।

"যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মার অতীত, আত্মা যাহাকে জানে না আত্মা যাহার শরীর (লীলা স্থান); যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃতময় আত্মা।" আত্মজ্ঞানের পর অন্তর্য্যামী আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয় ; আত্মা যে পরমাত্মার অধীন এ ভাব পরিস্ফুট হয়। ইহা

যদি না হইবে, তাহা হইলে মধু ব্রাহ্মণে কেন লিখিত হইবে,—

সবা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা, তথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মানি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বানি ভূতানি সর্ব্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ।

"সেই এই আত্মা সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। যেমন রথের নাভিতে রথের নেমিতে অর সকল সমর্পিত থাকে তেমনি এই সকল আত্মাতে সমুদায় ভূত এবং সমুদায় আত্মা অর্পিত রহিয়াছে।" যে আত্মা সকল ভূতের অধিপতি সকলের রাজা, যাহাতে সমুদায় ভূতগণ ও আত্মা স্থিতি করিতেছে তিনি পরমাত্মা। এখানে উপনিষৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ করিয়া একের অপরেতে নিত্য স্থিতি বর্ণন করিয়াছেন।

যোগাবস্থায় আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিল, তাঁহার আনন্দে নিমগ্ন হইল, তাঁহার অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইল, এখন তাহার দ্বিতীয় অবস্থা লাভের সময় উপস্থিত। সে আপনাকে বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়া শুদ্ধ বিষয়িভাবে আপনাকে অনুভব গোচর করিল, বিষয় যোগে যে সকল ভেদ জ্ঞান তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল বিলুপ্ত হইল, এখন সে বিশুদ্ধ আত্মা হইয়া আপনার অন্তরতম নিয়ামক আত্মা বা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইল; এই যোগে তাহার যাহা কিছু পরমাত্মাধীন হইয়া গেল। পরমাত্মাই এখন তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। যোগের পূর্ব্বাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন "য আত্মানমন্তরো যময়তি" যিনি অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত অর্থাৎ পরিচালিত করেন। যোগের অগ্রে অজ্ঞাতসারে আত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, যোগান্তে সে জ্ঞান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হয় এই প্রভেদ। জ্ঞান পূর্ব্বক পরিচালন হইবার সময়ে ভক্তিযোগ উপস্থিত হয়। এ সময়ে আত্মা কে? দাস, ভৃত্য বা পুত্র। আমি কে? আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের পুত্র।

দাস বা পুত্র, এ জ্ঞান এত পরে উপস্থিত হয় কেন? আমি তো দাস বা পুত্র নিত্যকালই আছি। এরূপ হয় কেন, ইহা নির্দ্ধারণ করা আর কিছু একটা বড় কঠিন বিষয় নহে। আমি যত দিন বিষয়ের সহিত জড়িত রহিয়াছি, বিষয় হইতে আপনাকে বিবিক্ত করিতে পারিতেছি না, তত দিন ঠিক আমি আমাকে চিনিতে পারিতেছি না। আমি যদি আমাকে চিনিতে না পারিলাম তাহা হইলে পরমাত্মাকেই বা চিনিব কি প্রকারে? তাঁহার সঙ্গে আমার যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহাই বা অনুভূত হইবে কিরূপে? ঔপনিষদ যোগ আত্মাকে চিনাইয়া পরমাত্মার সহিত উহার যোগ সম্পাদন করিয়া দেয়। বেদান্তের অনুসরণ করিয়া সাংখ্য পাতঞ্জল আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসান; এ দেশে ভক্তিযোগের সমাগম যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে। পিতা, মাতা, ধাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে পরমাত্মাকে গ্রহণ, তাহা হইতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রায় প্রথম হইতে ছিল, কিন্তু তাহা বৈদিক ভাবে, ঔপনিষদ আত্মজ্ঞানের উপরে স্থাপিত নহে। বিদেশে মহর্ষি ঈশা আত্মজ্ঞানোপরি ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব আলোচনা না করিয়া, আমি কে? ইহার উত্তরে আমরা পুনরায় বলি, আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের পুত্র।

ভয় যায় কখন?

সংসার একান্ত ভয়ের স্থান। এখানে কখন কি হয় কিছুরই স্থিরতা নাই। মানুষ ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করে। যখন সে নিশ্চিন্ত, তখন বুঝিতে হইবে কোন প্রকার মোহ আসিয়া তাহার বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অন্যথা যে সংসারে রোগ শোক জরা ব্যাধি বিপৎ পরীক্ষা পদে পদে, সে সংসারে মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে কি প্রকারে? অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত এ দেশে ওদেশে আছেন, যাঁহারা এই সকল লোককে

মূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মূঢ়েরা ততক্ষণ নিশ্চিন্ত যতক্ষণ বর্ত্তমান বিষয়ের ভোগে তাহারা মগ্ন, কিন্তু একবার সেই ভোগের একটু ব্যতিক্রম হউক, যেখানে ভয়ের কোন কারণ নাই সেখানেও ভয়ে ব্যাকুল হইবে, ভয়জনিত বিবিধ কুসংস্কার জালে আবৃত হইয়া পড়িবে। সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কাহারও ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভয় থাকিবে না, সংসারে আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করিব, ইহা কি কখন সম্ভব? এমন কোন কি উপায় আছে, যাহা অবলম্বন করিলে ভয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যেমন ভয় আছে, তেমনি অভয়ও আছে। মনুষ্যগণ অভয় লাভের জন্য ঈশ্বরের পদাশ্রয় গ্রহণ করে। অভয় দাতা তাঁহার এক নাম। এ নাম যাঁহারা তাঁহাকে দিয়াছিলেন, অবশ্য তাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে ভয়-শূন্য হইয়াই এ নাম দিয়াছেন। ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যে দুর্ব্বল বলী হয়, ভীরু সাহসী হয়, লোকাতীত মনের বল উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ পায় ইতিহাসে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। আমরা সে সকল প্রমাণ কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। অগ্নি, শস্ত্র, বিষ প্রভৃতি ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ উপায়ে কত বিশ্বাসীর প্রাণ পৃথিবী হরণ করিয়াছে, কিন্তু একবারও তাঁহারা এ সকলেতে ভীত হন নাই তাঁহারা অলৌকিক চিত্তের বল দেখাইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অতএব ঈশ্বরাশ্রয় যে অভয় প্রাপ্তির কারণ ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে, কোন না কোন আকারে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাঁহার পূজা বন্দনা নাম গ্রহণাদি যদি আশ্রয় গ্রহণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে সকল লোকেই তাঁহার আশ্রিত বলিতে হয়। কিন্তু সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দুই এক জন অভয় প্রাপ্ত, আর সকলেই নিয়ত ভয়ের অধীন, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ তবে অবশ্য অসামান্য বিষয়। ইহার অসামান্যতা কিসে তাহাই নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদিগেরই জীবন এ অসামান্যতা প্রদর্শণ করিতে পারে। এ অসামান্যতা এক দিনে লাভ হয়, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অর্চ্চনা বন্দনা করিতে করিতে যতই তাঁহার প্রতি আমাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, যতই আমাদিগের চিত্ত তৎপ্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে, ততই আর তাঁহা হইতে মন অন্যত্র যাইতে চায় না। তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করিবার জন্য আমাদিগের চিত্ত নিতান্ত ব্যাগ্র হইয়া পড়ে। তাঁহার ইচ্ছার অনুমাত্র এদিক ওদিক করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত তখন ক্লেশকর হয়। পূর্ব্বে সংসারের বিষয়ে ক্ষতিতে মহান্ ক্লেশ উপস্থিত হইত, এখন ঈশ্বরসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে ঔদাসীন্য, উপেক্ষা বা অপরাধ মহাযন্ত্রণার কারণ হয়। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের জন্য গুরুতর যন্ত্রণাও আনন্দের সহিত বহন করিবার জন্য আত্মার ঐকান্তিক বাসনা উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি এই ভাবে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সংসারসম্পর্কীয় কোন ভয়ে ভীত হইবার আর কারণ থাকে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত ব্যক্তির অপর সমুদায় লোকের সম্বন্ধে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। লোকে তাঁহার উপরে যে সকল পরীক্ষা আনয়ন করে, সে সকল পরীক্ষার জন্য সেই সকল লোকের উপরে তাঁহার কোন প্রকার অসদ্ভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপরে নিবদ্ধ রহিয়াছে,তিনি কোন ঘটনা বা কোন অবস্থাতে আপনাকে প্রতিকূল দেখিয়া এই জন্য ভীত হন না যে, তাঁহার জীবন যাঁহার হস্তে অবস্থান করিতেছে, তিনি এই সকল ঘটনা ও অবস্থাকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করিবেন যে, তাঁহার আশ্রিতের তাহাতে কল্যাণ ভিন্ন কিছুতেই অকল্যাণ হইবে না। তিনি তাহার জীবনের উন্নতি

সম্বন্ধে এই সকল প্রতিকূল ঘটনা ও অবস্থায় তত দূর উপযোগিতা দর্শন করেন যে, সে সকল যদি তাঁহার জীবনে না ঘটিত,তাহা হইলেই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে মহতী ক্ষতি উপস্থিত হইত তিনি বিশ্বাস করেন। যাঁহার এরূপ বিশ্বাস কোন প্রকার ঘটনা বা অবস্থা যে তাঁহাকে ভীত ও ত্রস্ত করিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তিনি সকল ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের উপরে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যেন প্রতিকূল কিছুই ঘটে নাই, এই প্রকারে সংসারে সর্ব্বদা বিচরণ করেন। তিনি ঈশ্বরের অভয় লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এ প্রকার মনের গতি হইবে না তো আর কি হইবে?

প্রতিকূলাচারী ব্যক্তিগণ যদি সাধকের চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি যে নিয়ত তাঁহার সদ্ভাব থাকিবে ইহা আর বিচিত্র কি? যে সাধকের চিত্তের অবস্থা এরূপ না হয় তিনি কখন ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিতে পারেন না। পূজা বন্দনা অর্চ্চনা প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না, যদি কোন ব্যক্তির প্রতি আমরা হৃদয়ে অসদ্ভাব পোষণ করি। অসদ্ভাব পোষণের সম্ভাবনা যে হৃদয়ে আছে, সে হৃদয় ঈশ্বরকে অধিকার করিয়া থাকিবে কি প্রকারে? অতএব অভয় প্রাপ্তি যাঁহার জীবনের লক্ষ্য তিনি অতি সামান্য বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তির প্রতি যদি সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরাশ্রয়ে বাস করা নিতান্ত অসম্ভব। যাঁহারা নিয়ত অসদ্ভাব প্রদর্শন করিতেছে তাহাদের প্রতি কে সদ্ভাব পোষণ করিতে পারে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্যক্ অধীনতা বশতঃ সমুদায় প্রতিকূলাচারণ অনুকূল করিয়া লওয়া যাইতে না পারে। ভয় যায় কখন? এ প্রশ্নের উত্তর দানের সময় উপস্থিত। যিনি সর্ব্বথা আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করিয়াছেন, আপনার বলিবার কিছুই রাখেন নাই, তাঁহার ভয় চলিয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীনতা ভিন্ন কখন ভয় যায় না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়কে রক্ষা কর, কারণ উহা হইতেই সদসৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি। হৃদয় নির্ম্মল, সরল শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ থাকিলে প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত হইতে ও ধারণ করিতে পারা যায়; হৃদয় বিকৃত হইয়া কুটিল মলিন ও স্বার্থপর হইলে স্বভাবের অমিশ্র সত্য ও অমিশ্র ধর্ম্মের রূপ তাহাতে প্রকাশ পায় না। স্থির নির্ম্মল জলেই সূর্য্যের রূপ প্রতিফলিত হয়, চঞ্চল মলিন জলে যে প্রতিরূপ পড়ে তাহা সূর্য্য বলিয়াই বুঝা যায় না।

যদি প্রত্যাহিক উপাসনাতে ঈশ্বরের প্রত্যেক স্বরূপের যথার্থ আরাধনা করিতে চাও, দৈনিক জীবনের ঘটনারাজি মধ্যে তাঁহার স্বরূপ-নিচয়ের ক্রিয়া দর্শন কর। নিজ জীবনে প্রতিদিন এইরূপে যত তাঁহার স্বরূপের লীলা দেখিতে অভ্যাস করিবে তত তোমার আরাধনা সরস নূতন ও জীবন্ত এবং জীবনপ্রদ হইবে। যদি সম্ভোগ করিতে চাও সঞ্চয় কর। কল্য উপাসনায় যাহা সম্ভোগ করিতে চাও অদ্য জীবন পাঠ করিয়া তাহা সঞ্চয় কর। যে সঞ্চয় করে না তাহাকে অন্যের দ্বারে ভিক্ষা বা পরস্ব অপহরণ করিতে হয়। যে শ্রমের দ্বারায় স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করে সে অসঙ্কুচিত ও প্রশস্ত হৃদয়ে নিজস্ব সম্পত্তি প্রাণ ভরিয়া সকল ও সুখে সম্ভোগ করিতে পারে। ভিক্ষু ও তস্করের সে অধিকার—সে সুখ কোথায়?

ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের লীলা নিজ জীবনে যতই প্রতিদিন দেখিতে শিখিবে তাঁহার অনন্ত সত্তা ও পূর্ণ আবির্ভাব ততই হৃদয়ে ধ্যানযোগে ধরিতে পারিবে। এক একটি স্বরূপ-রস ভাল রূপে পরিপাক কর—হৃদয়ঙ্গম কর তাহার সমষ্টি আপনা হইতেই অরূপের রূপ হৃদয়ে বিকশিত করিবে। ধ্যান যত প্রগাঢ় হইবে দর্শন তত উজ্জ্বল হইবে। যত তাঁহাকে একাগ্র চিত্তে দেখিতে শিখিবে তত তাঁহার পূর্ণপ্রভা তাঁহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ে উথলিত হইবে। যত তাঁহার সুন্দর সহাস্য আনন নিরীক্ষণ করিবে ততই তিনি পরিবারস্থ প্রিয়জনগণের ন্যায় তোমার ঘনিষ্ট হইবেন। যত ঘনিষ্ট হইবে ততই অবিচ্ছিন্ন যোগেযুক্ত হইবে; এবং যতই যোগ হইবে ততই অনুগত হইয়া তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইবে এবং তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে না।

সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব।

১১ই মাঘ প্রাতঃকাল ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বক্তৃতার সার;—

গত বুধবার মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছিল, সেই বক্তৃতা শ্রবণে কোন কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, মোহম্মদীয় ধর্ম্মের সঙ্গে নববিধানের কিরূপ সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য বক্তৃতায়

তাহা বিবৃত হয় নাই, এই একটী অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। হজরত মোহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত সুবিস্তৃত, তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক স্থূল স্থূল বিষয় বর্ণন করিতেই সে দিন আড়াই ঘণ্টা সময় ব্যয় হইয়াছে, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের সঙ্গে নববিধানের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য বর্ণন করিবার সময় কোথায় ছিল? আজ সংক্ষেপে এসলাম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এবং তাহার সঙ্গে নববিধানের মত ও বিশ্বাসের কতদূর ঐক্য ও যোগ বিবৃত করা যাইতেছে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন সাধু মহাপুরুষগণ হইতে আমরা গুণ গ্রহণ করিব, তাঁহাদের জীবনে কোন কোন বিষয়ে দোষ দুর্ব্বলতা থাকিলে তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। জ্যেষ্ঠ গুরুজনের বিচার করা কনিষ্ঠের পক্ষে গর্হিত কার্য্য। আমরা পিতা মাতার যেমন বিচারক হইতে পারি না, তেমনি সাধু মহাত্মা অগ্রণীদিগের বিচার করিতেও পারি না। পিতা ঈশ্বর বিচারক, তিনি বিচার করিবেন, আমি বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইতে অসমর্থ। আমি বিচারক হইয়া আসি নাই সাধুর বিচার করিব দূরে থাকুক, এক জন সামান্য লোকেরও আমি বিচার করিতে পারি না। একদিন আচার্য্য শ্রীচৈতন্যের গুণ সুকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, চৈতন্য যে পৌত্তলিক ছিলেন, আমরা মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হন, বিষন্ন বদনে বলেন, "তিনি জ্যেষ্ঠ গুরুজন"। তাঁহার একান্ত সাধুভক্তি ছিল, তিনি শ্রদ্ধাসহকারে সাধুর গুণ সকল গ্রহণ করিতেন, কোন্ সাধুর সাময়িক কুসংস্কার ও দুর্ব্বলতা কি কি ছিল, তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, তাহার বিচারে কখন প্রবৃত্ত হইতেন না। বহু লোক মহাপুরুষ মোহম্মদের চরিত্রের বিচার করিয়া থাকে, তাঁহার কুৎসা ও নিন্দা করিয়া রসনাকে কলঙ্কিত করে। তিনি বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, যুদ্ধ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পাদ্রী সাহেবেরা তাঁহার প্রতি তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করেন, তাঁহার স্বর্গীয় গুণ ও দেবভাব সকলের প্রতি যেন তাঁহাদের একেবারে দৃষ্টি পতিত হয় না। ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে আরবদেশে ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্দ্দান্ত দানবসদৃশ কোরেশ জাতির মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগ আর এই যুগ সেই আরব দেশ, আর এই দেশ, সেই শোণিতপিপাসু ঘোর অসভ্য সামরিক আরব্য জাতি আর এই নিরীহ সুসভ্য জাতি, উভয়ের ভাব ও প্রকৃতি সংস্কার ও নীতিগত কত স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ অনেকে তাহা ভাবিয়াও দেখে না। মহাপুরুষগণ পূর্ণ নহেন যে তাঁহারা সামাজিক ও সাময়িক দোষ দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারিবেন, এমন যে, পুণ্যজ্যোতিঃ ঈশা তিনিও কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন না। মহাপুরুষেরা অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে যে পরিত্রাণপ্রদ আলোক ও যে সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই আলোক আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হইতে দেওয়াই, বিনীত ভাবে সত্য গ্রহণ ও শিক্ষা করাই আমাদের জীবনের প্রধান কার্য্য।

আরবের বহু দেবোপাসনা ও পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া একত্ববাদ ও একেশ্বরের রাজ্য তথায় স্থাপন করা হজরত মোহম্মদের প্রেরিতত্বের মূল উদ্দেশ্য। হজরত মোহম্মদের প্রচারিত এসলাম ধর্ম্মের সঙ্গে নববিধানের অতি নিকট সম্বন্ধ, পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ ও একতা বিদ্যমান। নববিধানের মূল মত, এক ঈশ্বর এক শাস্ত্র, এক মণ্ডলী, সাধু মহাপুরুষদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ, যোগ ভক্তি জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নত অবস্থার সামঞ্জস্য, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব, রাজভক্তি। এই মূলমতের সঙ্গে এসলাম ধর্ম্মের মূল মতের বহু ঐক্য রহিয়াছে। এসলাম ধর্ম্ম বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন না, অবতারবাদের ঘোর বিরোধী। ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় তিনি স্রষ্টা, পাতা, উপাস্য পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন। "লা এলাহ এল্লেলাহ মোহম্মদ রসুলাল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত এই এসলাম ধর্ম্মের কলেমা (মূল বাক্য)। এ বিষয়ে নববিধানের সঙ্গে এসলাম ধর্ম্মের কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নাই, সম্পূর্ণ ঐক্য। এসলাম ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের একতা স্বীকার করেন। মোহম্মদীয় মূল ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ, তদ্দেশে প্রসিদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র তওরাত জব্বুর বাইবেল প্রভৃতির প্রতি অতিশয় সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, কোরাণের স্থানে স্থানে সসম্মানে এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। সেই সকলকে অস্বীকার করা মহাপাপ বলা হইয়াছে। কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় অধ্যায় বকর সুরার দশম রকুকে এরূপ উল্লিখিত, "তোমরা কি কোন গ্রন্থকে স্বীকার করিতেছ এবং কোন গ্রন্থকে অগ্রাহ্যও কর, যাহারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাহাদের দুর্গতি ভিন্ন অন্য কি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে? তাহারা গুরুতর শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তোমরা যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তদ্বিষয়ে উদাসীন নহেন।" এইরূপ শাস্ত্রে শাস্ত্রে অবিরোধিতা ও একতা সম্বন্ধে কোরাণ গ্রন্থে বহু প্রবচন দেখিতে পাওয়া যায়। মণ্ডলীর একতা সম্পাদনে হজরত মোহম্মদ অতিশয় দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন, তিনি ভিন্নতার পথকে শয়তানের পথ বলিয়াছেন। বিশ্বাসীগণকে এক মণ্ডলীতে বদ্ধ রাখিবার জন্য হজরত মোহম্মদ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। মক্কাবাসী ও মদিনাবাসী মোসলমান দলকে বিধিপূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ করিয়া অভিন্ন মণ্ডলী করিয়াছিলেন। অভিন্ন সম্প্রদায় ও একতায় তিনি যেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, কাহাকে মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইতে দেখিলে মর্ম্মাহত হইতেন। তাহার জীবদ্দশাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের জন্য এসলাম সম্প্রদায় হইতে কদরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত মনস্তাপ ভোগ করিয়াছেন। পরে নানা কারণে এসলাম মণ্ডলী বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও প্রধান দুই সম্প্রদায় সুন্নি ও শিয়ার একতা অতিশয় অদ্ভুত। অতএব মণ্ডলীর একতা বিষয়ে আমরা মোসলমানদিগের সঙ্গে এক ভূমিতে স্থিতি করিতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু মহাপুরুষদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন বিষয়ে কোরাণের স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ উপদেশ স্পষ্ট লক্ষিত

হয়। এক স্থানে এরূপ লিখিত যে, "নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষদিগের বিরোধী হয়, এবং ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিতে ইচ্ছা করে এবং বলে আমরা কোন কোন মহাপুরুষকে গ্রাহ্য করি, কাহাকে কাহাকে গ্রাহ্য করি না ও এইরূপ পথের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, ইহারাই প্রকৃত কাফের, অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী আমি ধর্ম্মদ্রোহীদিগের জন্য কঠিন শাস্তির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি।" সুতরাং এ বিষয়ে নববিধানের মূল মতের সঙ্গে এসলাম ধর্ম্মের মূল মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব বিষয়ে আমাদের ধর্ম্মমতের সঙ্গে এসলাম ধর্ম্মের মতের বড় ঐক্য দৃষ্ট হয়। মোসলমানগণ ঈশ্বরকে পিতা বলিতে একান্ত কুণ্ঠিত, তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে "ঈশ্বর পিতা" এরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং তাহার প্রতিবাদই আছে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে পিতা আপনাকে তাঁহার পুত্র বলিতেন, তাহাতে খ্রীষ্টবাদিগণ খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের অংশী ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বোধ হয় এই কারণে, হজরত মোহম্মদ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব পরস্পর এই দুই সম্বন্ধকে শারীরিক ভাবে হজরত মোহম্মদ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করেন নাই। এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রকে মোসলমানেরা ভ্রাতা বলিয়া আদর করেন কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী—বিশেষতঃ পৌত্তলিকদিগকে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে উদার ভাবে ভ্রাতৃপ্রেমে বদ্ধ করিতে তাঁহাদিগের শাস্ত্রে উপদেশ আছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হজরত মোহম্মদ অটল বিশ্বাস ও উৎসাহ সহকারে নানা বিঘ্ন বাধাকে অতিক্রম করিয়া এসলাম ধর্ম্ম স্থাপনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন, অনেক বিপদ সংগ্রামের পর ঈশ্বর প্রসাদে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যমান থাকিতে এসলাম মণ্ডলীতে যোগ ভক্তির সাধনা বড় হয় নাই। সেই সময়ে বিদ্যার চর্চ্চা বড় ছিল না। সুতরাং এই সকলের ধর্ম্মভাবের উন্নতি ও পরস্পর সামঞ্জস্য আর কেমন করিয়া হইবে। হজরতের পরলোকান্তে ২।৩ শতাব্দীর মধ্যে বহু যোগী ও প্রেমিক সাধক প্রকাশ পাইয়াছিল। হজরতের সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ অনুবর্ত্তীগণ অত্যন্ত কার্য্যব্যস্ত ছিলেন, সাধন ভজনে তাদৃশ অনুরক্ত ছিলেন না। রাজভক্তি এসলাম ধর্ম্মের বিশেষ মত। রাজার মঙ্গলের জন্য প্রতি শুক্রবারে মসজেদে খোৎবা (মঙ্গলবচন) পড়ার বিধি আছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার সম্বন্ধে এই বিধি নয়। দলপতি নেতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবে, তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রকার বিধি। নববিধানের ন্যায় এসলাম ধর্ম্মের একতার মত সকল প্রশস্ত ও সার্ব্বভৌমিক না হইলেও অনেকটা নববিধানের অনুরূপ। এসলাম ধর্ম্মের সঙ্গে নববিধানের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ এরূপ আর কোন ধর্ম্মের সঙ্গে নয়। এসলাম ধর্ম্ম বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ধর্ম্ম, এরূপ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতাতে বিকৃত হইয়াছে। এসলাম ধর্ম্ম এই বিকার হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। অবশ্য কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক মত সকল এসলাম ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র কোরাণাদি গ্রন্থে অনেক আছে। কিন্তু উপাসনা নিষ্ঠা দান ধর্ম্ম ব্রত সাধনাদি বিষয়ে এসলাম ধর্ম্ম অন্য সকল উপধর্ম্মকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শিষ্যত্ব।

১ আষাঢ়, রবিবার ১৮১৮ শক।

গত দুইবার গুরু সম্পর্কীয় মতের আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনায় আমাদের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ভিন্ন আমরা আর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ঈশ্বর বিনা আমাদের আর কেহ গুরু নাই, যদিও ইহা আমাদের সুদৃঢ় মত ও বিশ্বাস, তথাপি ঈদৃশ মতের সহিত যে জ্ঞানকার্কশ্য উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের গুরুসম্বন্ধীয় মতের মধ্যে নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন। জ্ঞানকার্কশ্য কেন নাই যদি প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরসম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্র যে রূপক আশ্রয় করিয়াছেন, সেই রূপক অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইতেছে। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র তাঁহার নয়ন, সহস্র তাঁহার পদ। আমরা এই কথার অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি, কোটি কোটি তাঁহার মুখ, কোটি কোটি তাঁহার বাহু, কোটি কোটি তাঁহার নয়ন। কে না জানে যে, আমরা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তিনি আমাদের প্রাণমন্দিরে বিশ্বমন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজমান। যদি তিনি নিরাকার হইয়া সমুদায়ে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার কোটি কোটি মুখ কোটি কোটি বাহু, কোটি কোটি নয়ন এরূপ রূপক আশ্রয় করিবার প্রয়োজন কি? অবশ্য প্রয়োজন আছে। প্রতিদিন আমরা অন্ন ভোজন করিতেছি, এই অন্ন কোথা হইতে আসিতেছে? ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই শস্য এই অন্নে পরিণত হইয়াছে। ক্ষেত্রে শস্য রোপণ করিল কে, কর্ত্তন করিল কে, নিস্তুষ করিয়া খাদ্যে বা যোগ্য করিল কে, বহন করিয়া আনিল কে? ইহাতে কি শত লোকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় নাই? কেবল মানুষ কেন? সূর্য্যের উত্তাপ, আকাশ হইতে মেঘ বর্ষণ, বায়ুর উপাদানের অন্তঃপ্রবেশ, মৃত্তিকার বক্ষ হইতে পোষণ গ্রহণ ইত্যাদি জ্ঞাত অজ্ঞাত সহস্র উপায় কি শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে নাই? ইহারাই কি তবে আমাদের অন্ন যোগাইল? ইহারা আমাদের অন্নদাতা এ কথা কোনরূপে বলিতে পারি না। যাহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, কি জন্য কি হইতেছে কিছু জানে না, তাহা-

দিগকে আমাদের অন্নদাতা বলিয়া যদি স্থির করি তাহা হইলে আমাদের যে কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান নাই, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

আচ্ছা ঈশ্বরই যদি সকল করিলেন, তবে ইহারা কে? ইহারা তাঁহার কোটি কোটি বাহুর অন্তর্গত। তাঁহার একটিও বাহু নাই, অথচ কোটি কোটি বাহু, সমুদায় বিশ্ব সমুদায় জীব তাঁহার মুখ, বাহু, নয়ন স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। তবে তিনি কি এই সমুদায়ে বদ্ধ? অনন্ত যিনি তিনি বদ্ধ হইবেন কি প্রকারে? ইহারা তাঁহার অন্তর্ভূত। যদি শরীরের অন্ন পান যোগাইবার জন্য ঈশ্বর কোটি কোটি বাহু বিস্তার করিয়া আছেন, ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার অন্নপান যোগাইবার জন্য কোটি কোটি মুখ, কোটি কোটি নয়ন চারিদিকে প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করিব কোন হেতুতে? তিনি কোটি কোটি নয়ন বিস্তার করিয়া আমাদিগের দিকে তাকাইয়া আছেন, কোটি কোটি মুখে কথা কহিয়া আমাদিগকে কত প্রকার শিক্ষা দিতেছেন। তোমরা বলিবে অনন্তকে এরূপ অন্তবৎ দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কি পৌত্তলিকতায় পতন হইতেছে না? অনন্তকে অন্তবৎ করিবার জন্য চেষ্টা কোথায়? তাঁহাকে তো কোথাও আবদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছে না। যদি তাঁহাকে কোন এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত তাহা হইলে পৌত্তলিকতার দোষ আসিত। যদি এক জন মানুষকে গুরু করিয়া সমুদায় বিশ্ব সমুদায় জীব সমাজ গুরুশূন্য করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য পৌত্তলিকতা ঘটিত। আমাদের গুরু আমাদের হৃদয়ে বা কোন এক জন মনুষ্যে বদ্ধ নন, তিনি সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্র বলিয়াই, তাঁহার কোটি কোটি মুখ বলিতেছি, মুখের ইয়ত্তা করিতেছি না। এক এক সময় এক এক মুখে তাঁহার কথা শুনিতেছি শুনিয়া মোহিত হইতেছি, কত নূতন সত্য শিক্ষা করিতেছি, কত নূতন আদেশ পাইতেছি। যে সকল মুখ দিয়া আদেশ, উপদেশ, সত্য বিনিঃসৃত হইতেছে, সে সকল কিছুই নয়, গুরুই সত্য, গুরুর কথাই সত্য। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহার বাহু হইয়া কার্য্য করিতেছে, অথচ তাহারা যেমন কিছুই জানে না, কিছুই তাহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, এখানেও সেই প্রকার। তাঁহার কোন কথা ফুলের ভিতর দিয়া আসিতেছে, কোন কথা ফলের ভিতর দিয়া আসিতেছে। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মনুষ্য সকলেই তাঁহার বাণী উচ্চারণ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সে সকল কে গ্রহণ করিল, কে গ্রহণ করিল না, তাহারা তাহার কিছুই জানে না। গুরু যাহার হৃদয়ে থাকিয়া সেই সকল কথা যাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, সেই সকল কথা শুনিল বুঝিল, বুঝিয়া গ্রহণ করিল। যখন গুরু এই প্রকারে মানুষ, গ্রহ, চন্দ্র সূর্য্যাদি কোটি কোটি মুখ বিস্তারিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন, তখন যে আমরা কোন মানুষকে কোন গ্রন্থকে বা কোন পদার্থকে অসম্মান করিব তাহার সম্ভাবনা কোথায়? যাহাদের গুরু কোন এক স্থানে বদ্ধ, তাহারা সেই স্থান ভিন্ন অন্যত্র গুরুর আবির্ভাব দর্শন করে না, সুতরাং সকলের প্রতি সম্মান দেওয়া তাহাদের পক্ষে বড়ই অসম্ভব।

মানুষ ঘোর অহঙ্কারী কি জানি বা কোথাও তাহার মস্তক অবনত করিতে হয়, এ জন্য সে সমস্ত জগৎ সমস্ত জনসমাজ গুরুশূন্য করিয়া তন্মধ্যে সতত বিচরণ করে। সে আপনার মত আপনার রুচিকেই গুরু করিয়া তাহার অনুসরণ করে। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য অগণ্য মুখে গুরু কথা কহিতেছেন ইহাতে তাহার বিশ্বাস নাই, সুতরাং সে আত্মার কর্ণ খুলিয়া রাখে না। সহস্র প্রকার কথা, সহস্র প্রকার ব্যবহার, সহস্র প্রকার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া যে গুরু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা সে কিছুতেই পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে না। সে কি না আপনার রুচির অনুসরণ করে, তাই সে যেখানে আপনার রুচির বিরুদ্ধে কিছু শুনিল বা দেখিল, অমনি বিরক্ত হইয়া গেল কেবল বিরক্ত হইল তাহা নহে, আপনার মনের মত অর্থ করিয়া অথবা রুচির বিরুদ্ধ বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশের ভাণ করিয়া সে স্থান ছাড়িল, সে সঙ্গ ত্যাগ করিল। সে জানে না যে, সে এরূপ করিয়া ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতেছে। তোমারা বলিবে,কাহারও মতের সঙ্গে বা রুচির সঙ্গে যদি না মেলে তবে তাহাকে পরিত্যাগ করাতে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করা হয় এ কি প্রকার কথা? কেন এতো অতি সহজ। যাহাদিগকে তোমরা পরিত্যাগ করিলে তাহারা সদ্‌গুরুর অসংখ্য কোটি মুখের অন্তর্গত, সে সকল মুখ দিয়া তিনি যাহা বলিবেন, তাহাতো আর তোমরা শুনিতে পাইবে না। সুতরাং এই সকল মুখ পরিত্যাগ করাতে তৎপর তাঁহাকেও পরিত্যাগ করা হইল। তোমরা বলিবে এ সংসারে কত প্রকারে বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, সে সকল গুলিতেও কি ঈশ্বরের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হয়? বিচ্ছেদের কথা বলা হইতেছে না, তাহাতে তোমার কোন হাত নাই, কিন্তু তোমরা যাহাদের মধ্যে বাস করিতেছিলে, তাহাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক মন্দভাবে পরিত্যাগ করিলে ইহাতেই তোমাদের গুরুত্যাগ করা হইল। কেন না গুরু তোমাদিগকে তাঁহাদের মধ্যে কেন রাখিয়াছিলেন জান? তাহাদিগকে আপনার মুখ করিয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের এই জন্য মনে রাখা উচিত, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না, এরূপে পরিত্যাগ করিলে সদ্‌গুরুকে পরিত্যাগ করা হয়।

গুরু যদি কোটি কোটি মুখ বিস্তার করিয়া নিয়ত কথা কহিতেছেন, তবে তাঁহার কথা শুনিতে পাই না কেন? মন যদি অন্য দিকে থাকে, বল তাহা হইলে শুনিবে কি প্রকারে? পৃথিবীর সামান্য শিক্ষার বিষয়ে মন না দিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, তখন শব্দই কাণে প্রবেশ করে না, আর সেই অশব্দ শব্দ যাহা আত্মার কর্ণে কর্ণে ঈশ্বর বলেন, তাহা সমাহিত চিত্ত ভিন্ন শুনিতে পাইবে ইহা কি কখন সম্ভব? ঈশ্বর দর্শন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ প্রথমাবস্থায় একবার সুলভ হয় বলিয়া চির জীবন সেইরূপ

সুলভ থাকিবে এরূপ মনে করিও না। নারদাদি ঋষিগণ প্রথমে এক বার দর্শন করিয়াছিলেন, সুমধুর সুমিষ্ট বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরিশেষে আত্মশোধনে অনেক কাল গত হইলে তার পর তাঁহাদের চিরদর্শনে কৃতার্থতা হইয়াছিল। প্রথম দর্শন প্রথম শ্রবণ সাধকের চিত্তের ঘোর উৎকণ্ঠার সময়ে সংঘটিত হয়। সে দর্শন ও শ্রবণে তাঁহার আত্মজীবন সংশোধনের গুরুতর দায়িত্ব বাড়ে। সেই দায়িত্ব অনুসারে যিনি বৈরাগ্যাদি উপায়ে আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল করিলেন, তিনি ঈশ্বরদর্শনশ্রবণের অধিকারী হন। পূর্ব্বতম ঋষিগণ সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যবাস আশ্রয় করিতেন, সর্ব্বপ্রকারে চিত্তসংযম করিয়া মন অবিচলিত করিতেন, নির্ম্মল হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত কখন ঈশ্বর দর্শনে কৃতকৃত্য হয় না। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ঈশ্বর দর্শনের পক্ষে যেরূপ অন্তরায়, ঈশ্বরের বাণীশ্রবণেও সেইরূপ অন্তরায়। উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্যের কথা দূরে, বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য আবিষ্কারার্থও বিজ্ঞানবিদ্গণকে সকল প্রকারের পূর্ব্ব সংস্কার মন হইতে বিদায় করিয়া দিয়া মনকে একান্ত নির্ম্মল করিতে হয়। এইরূপ মন নির্ম্মল হইলে তবে বিজ্ঞানসম্পর্কীয় সত্য হৃদয়ে অবতরণ করে। নিউটন যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ও অন্যচিন্তাবিবর্হিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে মাধ্যাকর্ষণের সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল। বিজ্ঞানবিদ্গণের চিন্তাবিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্যের অবতরণ হয়, এ সত্য তাঁহারা স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ্গণের ন্যায় সত্যাবতরণ কালে চিত্ত অন্য বিষয় হইতে নিরুদ্ধ রাখিলে সত্য অবতরণ করে সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব সাধন বিনা কি তাহা সম্ভব? যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের মনের অবস্থা যে প্রকার কেন হউক না, তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। যদি ঈশ্বর দর্শন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ এরূপ সহজ হইত তাহা হইলে পূর্ব্বতন ঋষিগণ কখন কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনাদের হৃদয় শুদ্ধ করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইতেন না। আমরা বিধানের লোক, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, এই করুণার জন্য বিনা সাধনে বিনা তপস্যায় আমাদের ঈশ্বর দর্শন হইবে, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যাইবে, আমাদের চিত্ত হইতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ইচ্ছা বিদায় করিয়া দিয়া নির্ম্মল হৃদয় হইবার কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ যদি আমরা মনে করি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের কুমতি ঘটিয়াছে। বিধানে বিশেষ কৃপা সম্ভোগ করিয়া আমাদের চিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত রাখিবার দায়িত্ব বাড়িয়াছে ভিন্ন কমে নাই। আমরা প্রতিনিয়ত যাঁহার বিশেষ করুণা লাভ করিতেছি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছা পোষণ করিব, ইহা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না, ইহাতে ঘোর অপরাধ উপস্থিত হয়। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, পুত্রের বিরুদ্ধে পাপ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু পবিত্রাত্মার বিরোধে যাহারা পাপাচরণ করে তাহাদের ক্ষমা নাই। বিধানে সমুদায় পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়, সুতরাং এ স্থলে যাহারা অপরাধ করে তাহারা পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপাচরণ করে। এরূপ পাপাচরণ করিয়া ঈশ্বরদর্শনশ্রবণে কেহ কৃতার্থ হইবেন, এরূপ আশা করা মিথ্যা কল্পনা। বিধান আগমনের পর যাহাদের পতন হইয়াছে তাহাদিগের জীবনে ভয়ানক শাস্তি উপস্থিত হয়। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

এ দেশে এমন অনেক গুরু আছেন, যাঁহাদের নিকট শিষ্য ধন মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ না করিলে, তাহাকে কখন শিষ্য করেন না। মানুষ মানুষের নিকট সর্ব্বথা আত্মবিক্রয় করিবে, ইহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা, কিন্তু পরমগুরুর নিকটে ধনমন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিতে হইবে; এবং শিষ্য যত ক্ষণ তাঁহাকে সমুদয় আত্মসাৎ করিয়া না দিতেছে, তত ক্ষণ তাঁহাকে চির-জীবনের গুরু বলিয়া বরণ করিতে পারিবে না। এখানে সর্ব্বস্ব সমর্পণে শিষ্যের কোন ভয় নাই, কেন না এখানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিলেই জীবনের পূর্ণতা লাভ হয়। যাহার মন সর্ব্বথা ঈশ্বরের হয় নাই, আধখানা ঈশ্বরের আধখানা সংসারের, সে ব্যক্তির না সংসার হয়, না ধর্ম্ম হয়। সংসারচিন্তায় যাহার মন নিমগ্ন সে কি প্রকারে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিবে? কবি কালিদাস সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা এ দেশে প্রচলিত আছে। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রধানরত্ন ছিলেন। অনেক গুলি লোকের মনে তৎপ্রতি ঈর্ষা উপস্থিত হয়। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া তাঁহার পত্নীকে এই অনুরোধ করেন যে, রাজসভায় গমনকালে কবিবর কালিদাসকে যেন তিনি বলেন, আজ গৃহে অন্ন নাই, ঘরে ফিরিয়া আসিয়া উপবাসে থাকিতে হইবে। কবি সেই চিন্তায় আকুল হইয়া সভায় উপস্থিত, তাঁহার আর কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তি নাই। সে দিন তিনি আর মৌখিক কবিতা দ্বারা রাজসন্তোষ সাধন করিতে পারিলেন না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিবর, আজ এ অবস্থা কেন?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,

অন্নচিন্তাচমৎকারকাতরাঃ কবিতা কুতঃ।

"অন্ন চিন্তাজনিত বিস্ময়ে যে ব্যক্তি আকুল তাহা হইতে কবিতার সম্ভাবনা কোথায়?" কালিদাসের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, সংসারচিন্তায় কাতর প্রত্যেক ব্যক্তিরই সে দুর্দ্দশা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা ঈশ্বরকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সংসারের পদে আত্মবিক্রয় অসম্ভব। যদি তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেরূপ করেন, গুরুর কথা শোনা বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং অধ্যাত্মরাজ্যে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কৃপাময় আশীর্ব্বাদ করুন, যাঁহারা একবার তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যেন তাঁহাদিগের সেরূপ দুর্দ্দশা জীবনে কখন উপস্থিত না হয়।

সংবাদ।

ভাই দীননাথ মজুমদার কয়েক দিন স্বীয় জন্মভূমি জশড়ায় অবস্থান করিয়া বনগাঁ যান। তথায় ২.৩ দিন থাকিয়া খাঁটুরা গমন

করেন। খাঁটুরা মঙ্গলালয় দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। সেখানে বন্ধুদিগকে লইয়া মনের আনন্দে মাতৃপূজা করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিয়া দমদমা কেণ্টনমেণ্ট ২।৩ দিন ছিলেন। সেখানে অবস্থান কালে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ, উপাসনা প্রার্থনা কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় তিনি ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগকে লইয়া উপাসনা করিয়াছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ঢাকা হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে এইরূপ লেখা আছে :—ময়মনসিংহে ৩। ৪ দিন নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, সেই সময় আর এক স্থানে আর একটী বক্তৃতা হয়, এবং আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইতে পারে নাই, হাতের লেখা বিজ্ঞাপন ভালরূপ প্রচার হয় নাই, সুতরাং সে দিন বক্তৃতা স্থগিত রাখিয়া কল্য বক্তৃতা হইবে বলিয়া রীতিমত বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। কাল বক্তৃতার সময়ে ঘোর ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইতে থাকে, ১৫। ২০ জন লোকের সম্মুখে টাউনহলে এক ঘটা দেড় ঘটা বলিতে হইল। পূর্ব্ব দিন শতাধিক লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। আজ প্রাতে বৈদ্যনাথের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। জেলা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণকে লইয়া একটী নীতি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, প্রতি রবিবার ২টার সময় চন্দ্রমোহন তাহার কার্য্য করিবেন। একদিন মহিলাদিগকে লইয়া আলোচনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

ভাই অমৃতলাল বসু কয়েক দিন আরায় থাকিয়া গত ১৮ই মার্চ্চ পগোলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যোৎসব করিয়াছেন। ঐ দিন তিনি শ্রীমান্ ভোলানাথ কুণ্ডুর তৃতীয় পুত্রের নাম শ্রীমান্ অশোক কুমার দিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বাঁকিপুর আছেন। এপ্রিলমাসের প্রথম ভাগেই কলিকাতায় আসিবার কথা।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গাজিপুরে সাংবৎসরিক উৎসব করিয়া সেখানেই অবস্থিতি করিতেছেন; তিনিও শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন শুনিতেছি।

কুচবিহার নববিধান মন্দিরের উপাসনাদির কার্য্যভার পুনরায় শ্রীদরবারের হস্তে অর্পিত হওয়ায়, আপাততঃ ভাই ফকীরদাস রায় তথায় যাইয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিতেছেন। প্রথম দিনে তথাকার মন্দিরে ৫০।৬০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের ভ্রাতারা সাতনায় অতি সুন্দররূপে বিধাতার আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার লোককে সস্তা দরে ২৫।২৬ মণ চাউল বিক্রয় করিতেছেন। প্রায় ৫০ পঞ্চাশটি অনাথ বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের সকল প্রকারের অভাব মোচন করিতেছেন। যাহারা মৃত্যুমুখে পড়িতেছিল, ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছিল, কাঁদিবারও যাহাদের শক্তি ছিল না, তাহারা আজ আনন্দে খাইয়া খেলিয়া হাসিয়া গান করিয়া বেড়াইতেছে। এ সংবাদ কি সুখের! দাতাদিগের টাকার সার্থক হইতেছে, যাঁহারা সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনও ধন্য হইতেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যাইয়া নিতান্ত অসহায় পরিবারদিগকে চাউল পয়সা ও বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া আসিতেছেন। বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? যাহাদের গৃহে এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই তাহারাই আজ দাতাদিগের বিশেষ দয়া গুণে সহস্র সহস্র নর নারীকে অন্ন বস্ত্র বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। সাধু সংকল্প করিয়া যাঁহারা বিধাতার কার্য্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন, স্বয়ং ভগবান তাঁহাদের সহায় হইয়া আশ্চর্য্য কার্য্য সকল লোকদিগকে দেখাইয়া চমকিত করিয়া থাকেন। দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য যে সকল ভ্রাতা ভগ্নী দয়া করিয়া আমাদের নিকট টাকা চাউল এবং পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেছেন, আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদের চরণে বারংবার প্রণাম করি।

"কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন অর্থে?" সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় এই বিষয়ে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া আমাদের কার্য্যালয়ে বিক্রয় হইতেছে। ডিমাই ১২ পেজি সাইজের ৪৭ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত হইয়াছে; মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আচার্য্যদেবের পুত্রগণ নববৃন্দাবন নাটক অভিনয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমরা শুনিতেছি শীঘ্রই উহার প্রকাশ্য অভিনয় হইবে।

প্রেরিত।

আমাদের কি হইল?

আমাদের ভিতরেও এ কি হইল?

হিন্দু পরিবারের বিবাহাদি উৎসবে বহু আড়ম্বর ও অতিব্যয়াদিতে যে সকল অনর্থ সংঘটিত হইতে দেখিয়া এক দিন আমাদের প্রাণে বিষম ব্যথা ও ভীতি প্রদান করিয়াছে, আমাদের মধ্যেও উৎসবাদিতেও তদ্রূপ বিভীষিকা অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অপেক্ষা লজ্জাজনক আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্ম পরিবারে উৎসবাদিতে আড়ম্বর, অতি ব্যয় যে মহাপাপ তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহাদি উৎসবে ব্যয়সম্বন্ধে কিরূপ পথ অবলম্বন করিতে হইবে সাধু অঘোরনাথ তাহা তাঁহার জীবনে বিশদরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের পক্ষে সাধু অঘোরনাথের সাধু উদাহরণ সর্ব্বথা অনুকরণীয়। আমরা দেখিতেছি যে উৎসবাদিতে ব্রাহ্ম পরিবারেও হিন্দু পরিবারপ্রচলিত আড়ম্বরাদি ক্রমে স্থান গ্রহণ করিতেছে। ব্রাহ্ম পরিবারেও হিন্দু পরিবারের ন্যায় বেশ ভূষা পরিচ্ছদাদির আড়ম্বর ও বিলাসিতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এক্ষণে প্রত্যেক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাস্য যে আমাদের পরিবারে এবংবিধ অনুষ্ঠান কি আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বনাশজনক নহে? প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবার দীনতার উপাদানে সংগঠিত, সুতরাং আমাদের পরিবারে প্রত্যেক ব্যাপারে প্রত্যেক

অনুষ্ঠানে কি বিধাতা প্রদত্ত দীনতা সর্ব্বথা অবলম্বনীয় নহে? বিবাহাদিতে হিন্দু সমাজে যে আদান প্রদানের সর্ব্বনাশকারী প্রথা প্রচলিত হইয়া সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি বিনাশ করিয়াছে আমাদের মধ্যে এরূপ আড়ম্বরানুষ্ঠানে সেইরূপ বিভীষিকাকে কি কখন প্রশ্রয় প্রদান করা হইতেছে না? ব্রাহ্মপরিবার যেমন দীনতার উপাদানে সংগঠিত উহাকে চিরকালই সেইরূপ দীনভাব অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি আমাদিগকে দীনতার ভূষণ পরাইয়া এ সংসারে প্রেরণ করিলেন এরূপ অনুষ্ঠানে কি আমাদিগের সে ভূষণকে কলঙ্কিত করা হইবে না? আমাদের মধ্যে এরূপ আড়ম্বর এরূপ অতি ব্যয়, এরূপ আহার ও বেশ ভূষাদির বিলাসিতা যে ভীষণ পাপ অনেক ব্রাহ্ম তাহা কার্য্যতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন? অন্যান্য সমাজে এক জন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি এক জন দরিদ্র অর্থবিহীন ব্যক্তিকে যেরূপ চক্ষে দর্শন করেন; ব্রাহ্মসমাজে যদি সেই পাপ প্রবেশ লাভ করে তাহা হইলে এ ক্ষুদ্র দীনতার ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আমাদের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের পারিবারিক আকাশে পাপের মেঘ দেখা দিয়াছে!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।
সমস্তিপুর।

ওঁ তৎসৎ।

টাঙ্গাইল। ২৮ ফাল্গুন ১৩০৩ সন।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়!

দয়াময় শ্রীহরির কৃপায় টাঙ্গাইল নববিধান ব্রহ্মসমাজের মাঘোৎসব তিন দিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও মণ্ডলীর কয়েকটী বন্ধু কলিকাতার ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য স্থানান্তরে ছিলেন, তথাপি দয়াময়ের কৃপায় আমরা উৎসবে ভগবানের বিশেষ কৃপা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ৯ই মাঘ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত উৎসবের উপাসনাদি কার্য্য হইয়াছিল। ১১ই মাঘ অপরাহ্ণে রমেশচন্দ্র হলে "ভারতে নববিধান" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উৎসবে মা জগজ্জননীর যে করুণা সম্ভোগ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করি।

দয়াময়ের অপার করুণায় বিগত ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন আশা কুটীরের সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বন্ধু মণ্ডলীর অনেকেই স্থানান্তরে থাকায় একজন ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়ের আগমন জন্য প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, হৃদয়দর্শী কাঙ্গালশরণ ভগবান্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ জন্য অতি অলৌকিক ভাবে শ্রীদরবারের প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে টাঙ্গাইলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র আগমনে টাঙ্গাইল উৎসবময় বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল, প্রায় প্রতিদিন দুই বেলা উপাসনা সদালাপ প্রভৃতিতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন আশাকুটীরের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হয়, ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয় প্রতিদিন নব নব ভাবে উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা আমাদিগের নিদ্রিত প্রাণকে জাগরিত করিয়াছেন। তাঁহার আগমন আমাদিগের নিকট বিধাতার বিশেষ দান বলিয়া বিশ্বাস হয়। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় স্থানীয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজে কয়েক রবিবার উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আশাকুটীরে ও শ্রীযুক্ত সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বাসায় উপাসনা করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র হলে "সার্ব্বনৈতিক" সম্বন্ধযোগ ও অন্য একদিন "মানব প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে" দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন, বক্তৃতা স্থলে টাঙ্গাইলের শিক্ষিত সম্প্রদায়গণের মধ্যে প্রায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতা দুইটী অতি সারগর্ভ হইয়াছিল। শেষোক্ত বক্তৃতা শ্রবণে আমাদিগের কোন কোন প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুবন্ধু বিশেষ সন্তোষলাভ করেন এবং স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় যথাযোগ্য ভাষায় বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। দুর্গানাথ বাবু এক জন সারগ্রাহী ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তি এবং ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে।

শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বাবু টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলে ছাত্রদিগের সুনীতি সুরভি সভায় এক দিন নীতিসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলে ও যুবকদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে আর একটী সারবান্ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। উভয় স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ বক্তার প্রতি যে সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয় বয়সে প্রাচীন হইলেও উৎসাহে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত। তাঁহার চরিত্র এমনি সুমিষ্ট যে বক্তৃতা দিতে কখন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে দেখিলাম না। তিনি যে কয়েক দিন আশাকুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সকলেই তাঁহার মধুময় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। দয়াময় শ্রীহরি আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই মহাত্মা আরও দীর্ঘজীবী হইয়া আমাদিগের ন্যায় পাপী তাপীর নিকট নববিধানের পরিত্রাণপ্রদ সুসমাচার প্রদান করিয়া সকলের পরিত্রাণের পথের সহায় হন। ইঁহার যোগে আমরা যে সকল অমূল্য স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য দয়াময় শ্রীহরিকে আমরা উচ্ছ্বসিত হইয়া সকলে ধন্যবাদ প্রদান করি।

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

আমরাগড়ীর পঞ্চদশ সাংবৎসরিক উৎসব বৃত্তান্ত।

মা আনন্দময়ী সন্তাপহারিণীর কৃপায় এবার অজস্র ধারে তাঁর কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। শত সহস্র বাধা বিঘ্ন ও

যন্ত্রণার ভিতর, তিনি তাঁহার আশ্রিত ভৃত্যদিগকে স্বর্গের অমিয় পান করাইলেন, এ শুভ সংবাদ বিদেশস্থ বন্ধুদিগকে না দিয়া থাকিতে পারি না। বিগত ৩রা ফাল্গুন শনিবার সায়ং শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, উপাচার্য্য মহাশয়২। ১টী দরিদ্র বন্ধু ও মহিলা-সহ উৎসব আরম্ভসূচক প্রার্থনা করেন। ৩রা ফাল্গুন রবিবার সায়ং ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা, এই দীন ভৃত্যের উপর উপাসনার ভার অর্পিত হয়। আরাধনার সময় মা স্নেহময়ী জীবন্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া, কয়েকটী আত্মাকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন। অনেক দিন দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়া মাকে দেখিলে সন্তানের যেমন শোকানল জ্বলিয়া উঠে এবং মার কাছে কাতর প্রাণে সব কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করে, আজ আমাদেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। "শোক, দুঃখে, যন্ত্রণা ও তাড়নায় মা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক" এইভাবে প্রার্থনা হয়। ৫ই ফাল্গুন সোমবার ১০টার সময় উপাসনা, উপাসনার প্রথমাঙ্গ শেষ হইলে উপাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নবকুমারের জন্য প্রার্থনা করিলেন, পরিশেষে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আশুতোষ রায় শিশুকে অমৃতানন্দ নাম প্রদান করেন, শিশুর কল্যাণ ও প্রিয় ঈশার ক্রুশ ভার বহন বিষয়ে কাতর প্রার্থনা হয়। (সায়ং) নারী সমাজের উৎসব, ভ্রাতা আশুতোষ রায় উপাসনা ও সঙ্গীত করেন, স্থানীয় ব্রাহ্মিকারা সকলেই যোগদান ও নিজ নিজ অভাবের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করেন। আশুবাবুর উপাসনা ও প্রার্থনা খুব ব্যাকুলতা পূর্ণ হইয়াছিল। ৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। ভ্রাতা নটবর দাস ও কয়েকটী বালকের যত্নে শ্রীমন্দিরটী অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। বেলা ৯টার পর হইতে সঙ্গীত আরম্ভ হয়, কয়েকটী সঙ্গীত হইলে উপাচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে উপাসনা আরম্ভ করেন। ক্রমে আরাধনা গভীর হইতে গভীর হইতে লাগিল, উপাসকবৃন্দ প্রাণারামের জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁর রূপসাগরে ডুবিতে লাগিলেন। "অমরধামের প্রত্যেক যাত্রীকে ঈশার ক্রুশ বহন ও মৃত্যুরূপ মহাযন্ত্রণাকর ব্যাপারের মধ্যদিয়া শান্তিধামে যাইতে হইবে" এই সুন্দর ও হৃদয়ভেদী উপদেশটি প্রদত্ত হয়। বেলা প্রায় ১২টার সময় উপাসনা শেষ হয়। পুনরায় ২॥টার সময় মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা হয়। আমার উপর ঐ উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল।" দুঃখ বিপদে, ঘোর পরীক্ষায় মা তোমার প্রিয় সন্তানদিগের সঙ্গে যাতে ইহ পরকালে বাস করিতে পারি তাহার উপযুক্ততা দাও" এই ভাবে প্রার্থনা হয়। তৎপরে শাস্ত্র পাঠ, শ্রীষ্ট বালিকাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ঈশার অনুকরণ হইতে ২টী বিষয় পাঠ করা হয়। বিগতবারের উৎসব দিবসের উপদেশ ও অদ্যকার উপদেশ সম্বন্ধে প্রায় ১॥ঘণ্টাকাল গভীর আলোচনা হয়। এদেশের মণ্ডলীর বিশেষত্ব দন্তেতৃণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাপন্ন হওয়া, অহঙ্কার অভিমান এ পথের কণ্টক তুল্য, আমরা অবিনীত হইয়া অধোগতির দিকে যাইতেছি, ইত্যাদি ভাবে কথাবার্ত্তা হয়। সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা, ভ্রাতা আশুতোষ রায় সায়ংকালীন উপাসনার কার্য্য করেন; আরাধনা ও প্রার্থনা সময়োচিত ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল। ৭ই ফাল্গুন বেলা ১০টার সময় উপাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনা, উপাসকগণ কাতর ভাবে প্রার্থনা করেন, মা আমরা তোমার ভক্ত দলের প্রতি অবিশ্বাসী, জগাই মাধাই এবং জুডাস অপেক্ষাও বিশ্বাসঘাতক, তবে কেমন করিয়া তোমার গুণ গান করিব কেমন করিয়া তোমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিব, তথাপি তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, আজ তোমার ভক্তবৃন্দের পদরেণু করিয়া তোমার গুণগান করিতে দাও" এই ভাবে প্রার্থনা হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৫টার সময় উপাচার্য্য মহাশয় পৈতৃক বাটীর সদরে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, উপাচার্য্য মহাশয় প্রার্থনা করিলেন, —"ডাকরে দীনবন্ধু বলে সবে মিলে সমতানে। ব্যাকুল অন্তরে ডাক চেয়ে তাঁর মুখ পানে।"

যে ভাবে ভক্ত গৌরাঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সঙ্গ পাঙ্গ, ডাকিতেন তাঁরে কাতর প্রাণে; (দয়াল হরি ব'লে) সে ভাবে না ডাকিলে পাবে না—শান্তি প্রাণে।" এই অমৃত মাখা নামটী উৎসাহের সহিত গান করিতে করিতে প্রমত্ত সাধকগণ সদর রাস্তা দিয়া চলিলেন, সম্মুখে সুকুমারমতি বালকগণ নানাপ্রকারের পতাকা হস্তে লইয়া চলিতে লাগিল, দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর হইল। ক্রমে ক্রমে ভৃত্যদল প্রভুর নাম করিতে করিতে [illegible] দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র হাজরার সদর বাটীতে উপস্থিত হন, তথায় প্রায় ১ ঘণ্টা কাল প্রমত্ততার সহিত কীর্ত্তন হয়। গৃহস্বামী শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন নীচে আসিতে না পারায় দুঃখিত হইয়া সংবাদ দিয়া ছিলেন, বাটীর স্ত্রীলোকেরা ও প্রতিবেশী[illegible] আগ্রহের সহিত মধুর হরিনাম শুনিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কা[illegible] কয়েকটী ভদ্রলোকের আগ্রহে পুনরায় পূর্ব্বপাড়ায় রায় ম[illegible]শয়দিগের সদর বাটীতে কীর্ত্তন হয়। ভগবান্ যেখানে তাঁর বিশ্ব[illegible] ভক্তদিগকে স্বর্গের সুরা পান করাইয়া প্রমত্ত করেন, তার ঠিক পার্শ্বেই পাপ সংসার হিংসা দ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া ভক্তবৃন্দের শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করে, সয়তানের ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ততা স্বচক্ষে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। কীর্ত্তনের দলে বাহিরের ২।৩টী যুবক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বিদ্বেষপরায়ণ লোকদিগের তাহা সহ্য হইল না, তাহারা উক্ত যুবকদিগকে কীর্ত্তনের দলে যোগ দিতে নিষেধ করিল, কেহ কেহ তাহাদের কথা না শুনিয়া কেহ বা ধমক দিয়া পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ দল ছাড়িলেন। একটী যুবককে তাহার খুল্লতাত কীর্ত্তনের দলে যাইতে দিব না বলিয়া হস্ত ধরিলেন, যুবক খুল্লতাতের হাত ছিনাইয়া বেগের সহিত কীর্ত্তনের দলে পূর্ব্বের মত যোগ দিলেন। খুল্লতাত ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "গেলি তো একেবারে যা" পথের মাঝে এইরূপ চক্রান্ত ভেদ করিয়া দলের পরিচালক বন্ধুগণ সহ পূর্ব্ববৎ হরিগুণ গান করিয়া সদর রাস্তা দিয়া উপাচার্য্য মহাশয়েরর ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে আসিয়া উৎসাহের সহিত ঐ দন্তে তৃণ শ্রীগৌরাঙ্গের দলসহ অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইয়া মধু মাখা প্রাণারাম হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া আরও জমাট করিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন হইয়া শেষ হইলে, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আশুতোষ রায় সুললিতস্বরে কয়েকটী সঙ্গীত করেন। পরে চা ও মোহনভোগে ভক্ত সেবা করা হয়। ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার জয়পুর স্কুলগৃহে উদ্যান সম্মিলন, ঐ গৃহটী নির্জ্জন প্রান্তরে অবস্থিত। স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা সমবেত হইলে বেলা প্রায় ১১টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। মা তাঁর লীলাময়ী শান্তিদায়িনীরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁর দাস দাসীদিগকে কৃতার্থ করেন। ইহা এখানকার ব্রাহ্ম সমাজের তীর্থ ভূমি। এক সময় প্রবল ঝটিকা ও বজ্রপাত অতিক্রম করিয়া গভীর নিশীথ সময়ে উপাচার্য্য মহাশয় তাঁর অন্য তিনটি সহযাত্রী বন্ধুসহ ব্রহ্মমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন যদিও প্রকৃতির ঝটিকা ও বজ্রপাত নাই, কিন্তু সংশয়ের কঠোর ব্যবহার, কুচক্রিদিগের বিষাক্ত বাণ সহ্য করিয়া তাঁহাকে ও তাঁর প্রিয়তম বন্ধুদিগকে চলিতে হইতেছে, আজ ঐ ভাবেই প্রার্থনায় প্রকাশ পায়। বেলা ৩টার সময় সাধকবৃন্দ নিজ হস্তে খেচরান্ন রন্ধন করিয়া প্রীতির সহিত একত্র ভোজন করেন।

(ক্রমশঃ)

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফঃস্বলে ঐ

প্রার্থনা।

হে প্রীতবৎসল, চারিদিকের অবস্থা তুমি সকলই দেখিতেছ, সকলই জানিতেছ। তোমার প্রিয় সমাজ কি প্রকার বিপদগ্রস্ত তাহা তোমাকে বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কোন্ পাপে এই ঘোর বিপদ্ উপস্থিত তাহাই বা তোমার নিকটে সুস্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিবার কি প্রয়োজন? তোমার সর্ব্বদর্শী চক্ষুর নিকটে আমাদের পাপ গোপন করিবার আমাদের সাধ্য কি? এখন কি উপায়, কেবল তোমার নিকটে এই জিজ্ঞাস্য। আমরা কিরূপে জীবন যাপন করিলে তোমার বিধানের বিপদ্ নিবারণ হইতে পারে ইহা জানিয়া সেইরূপ জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় না হইলে দেখিতেছি, আর কিছুতেই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন ভোগবাসনা বিষয়ানুরাগ আসিয়া আমাদের মধ্যে বিষম উৎপাত উপস্থিত করিয়াছে, দেখিতেছি এ সময়ে তীব্র বৈরাগ্য ভিন্ন এ পাপ হইতে নিষ্কৃতির কোন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ধর্ম্মার্থ জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, কঠোর তপশ্চরণ তাঁহাদের নিজের জন্য প্রয়োজন ছিল না, কেবল প্রতিবেশীগণের ভোগবাসনাজনিত পাপ তদ্দ্বারা নিবারণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই উপকারের কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে অনেকের বিদ্বেষভাজন হইতে হইয়াছে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত তাঁহারা হারাইয়াছেন। হে প্রভো, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে গিয়া যদি আমাদেরও লোক-বিদ্বিষ্ট হইতে হয়, তাহাতে কি আমাদের পশ্চাৎ-পদ হওয়া সমুচিত? আমরা যদি ভোগবিরত হই, সর্ব্বথা তব প্রদত্ত ব্রত সকল যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, এবং তজ্জন্য যদি আমাদের বহুলোকের বিরাগভাজন হইতে হয়, তাহা হইলে বল আমাদিগের তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা কি ধর্ম্মের পথ, পবিত্রতার পথ, সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া লোকানুরাগ অন্বেষণ করিব? তোমা হইতে যাঁহারা বিশেষ ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো কখন লোকানু-রঞ্জনে রত ছিলেন না। তাঁহাদের আচরণে লোক সকল বিরক্ত হইয়া যাইতেছে, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারা তো কখন ব্রত হইতে একপদ স্খলিত হইতেন না। পৃথিবীর লোক যে কোন উপায়ে পারুক ব্রতধারীগণের ব্রতভঙ্গ করিতে বহুল যত্ন করিয়াছে, এবং যখনই তাঁহারা ব্রত বিষয়ে একটু শিথিল যত্ন হইয়াছেন তখনই তাঁহাদের পতন সাধন করিয়াছে। হে

দেবাদিদেব, আমাদিগের মধ্যেও যে সেই প্রকার ঘটিবে, তাহা আর একটা বিচিত্র কি? এখনকার যত বিপদ্ এই জাতীয় অপরাধ হইতে উত্থিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। হে লোকনাথ, এই জন্য তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগের লোকানুরঞ্জনস্পৃহা নিবৃত্ত করিয়া দাও। আমরা লোকরঞ্জনের জন্য যেন তোমার আদিষ্ট কার্য্য হইতে বিরত না হই, অথবা তোমার প্রদত্ত ব্রত দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিতে, বা অপরে তাহার অনুসরণ করেন তজ্জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে যেন আমরা সঙ্কুচিত না হই। হে সর্ব্বারাধ্যদেব, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, আমরা বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

বিধি ও অনুরাগ।

বিধি নিকৃষ্ট, অনুরাগ শ্রেষ্ঠ, এই কথাই জনসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এ দুইই সমান সমাদরের বিষয়, দুইয়েরই যে একাধারে স্থিতি সম্ভব, ইহা অনেক লোকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে সাধারণের যে ভ্রম আছে, তাহা নিরস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই প্রবন্ধে বিধি ও অনুরাগের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের একতা নির্ণয় করিতে যত্ন করিব।

বিধি কি? সর্ব্বপ্রথমে ইহাই নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। বিধি—বিধান, নিয়োগ, নিয়ম ও শাস্ত্র। বিধান বা নিয়োগ বলিলেই কাহারও বিধান বা নিয়োগ বুঝাইয়া থাকে। যে কোন ব্যক্তির বিধান বা নিয়োগ বিধি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কেন না এই বিধান বা নিয়োগ আমাদিগের পক্ষে শাস্ত্র হওয়া চাই, সকলের অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম হওয়া চাই। শাস্ত্রও অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম হইতে গেলেই স্বয়ং ঈশ্বরপ্রণীত হওয়া প্রয়োজন। বিধি, এজন্যই, স্বয়ং ঈশ্বরপ্রণীত নিত্যকাল মানবমণ্ডলী মধ্যে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিয়াছে। এ বিশ্বাসকে আমরা কিছুতেই অযুক্ত বলিতে পারি না। কোন্‌টি ঈশ্বরপ্রণীত বিধি, কোনটি ঈশ্বরপ্রণীত বিধি নহে, ইহা নির্ণীত হইবে কি প্রকারে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না যিনি বিধি প্রণয়ন করেন তিনি বিধি প্রণয়ন করিয়া তিরোহিত হন নাই, সর্ব্বদা বিদ্যমানই রহিয়াছেন। যখনই জিজ্ঞাসা করিবে, এ বিধি কি তুমি করিয়াছ? তখনই তিনি উত্তর দিবেন। যে বিধিসম্বন্ধে সংশয় জন্মিয়াছে, সে বিধি স্বয়ং বিধি প্রণেতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তদনুসরণ কখন মঙ্গলের জন্য হইতে পারে না। যদি তোমার আত্মিককর্ণের বিকৃতিবশতঃ সেই অশব্দ শব্দ অস্ফুট বলিয়া তোমার নিকটে প্রতীত হয়, সাধকমণ্ডলীর আত্মিককর্ণের সঙ্গে কর্ণ মিশাও আর সে অশব্দ শব্দ অস্ফুট থাকিবে না। বিধি ঈশ্বরের প্রণীত এ কথা শুনিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া যখন জনমণ্ডলীকে নিয়োগ করে, তখনই বিধি প্রণীত হইল। যে কালে যে বিধি স্থাপিত হইয়াছে, সে কালের লোকেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই বিধি তৎপ্রণেতা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। পরসময়বর্ত্তী লোকদিগের সম্বন্ধে ঐ সকল বিধি বিধি কি না, ইহা জানিবার উপায় প্রণেতার নিকটে জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা কোন কালেই অসম্ভব নহে, কেন না নিত্যকাল তিনি সকলের সঙ্গে বিদ্যমান।

বিধি যদি স্বয়ং ঈশ্বরের বিধান হইল, তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ হইল, তাহা হইলে কোন সাধক বিধি অতিক্রম করিয়া সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের হইতে পারেন ইহা কি কখন সম্ভবপর? সকল বিধি সকলের পক্ষে নহে, ইহা বলিলে যে সকল বিধি সর্ব্বসাধারণের জন্য—যেমন নৈতিক বিধি এবং যে সকল বিধি বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্য—যেমন ঈশ্বরের বিধান প্রচারে অর্পিতজীবন ব্যক্তিগণের ধনান্বেষণ ত্যাগ, সে সকল বিধি কোন কালে সেই সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। যদি উপেক্ষিত

বা পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগেও শিথিল হইয়াছে। যাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ আছে, তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে আমি কখনই চলিতে পারি না। যদি বল, এক জন অনুরক্ত ব্যক্তি প্রিয় ব্যক্তির সকল ইচ্ছা প্রতিপালন করিবে এরূপ নাও হইতে পারে, তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, প্রিয় ব্যক্তির কোন কোন ইচ্ছা প্রতিপালন না করা সেই সেই স্থলে অনুরাগ প্রকাশ করে, যে স্থলে সে ইচ্ছা প্রতিপালন করিলে প্রিয় ব্যক্তির অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে এ নিয়ম কোন কালে খাটে না, কেন না তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্য। ঈশ্বর যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার বিধি তেমনি অপরিবর্ত্তনীয়। যে সাধক সম্বন্ধে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা বা বিধি, সে সাধক যদি তাহা প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে, ইহা কোন প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বিধি ও অনুরাগ এ দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা মনে হয় সুস্পষ্ট হইয়াছে। জীবের প্রতি অনন্ত প্রেম বশতঃ স্বয়ং ভগবান বিধি প্রচার করেন। যদি তাঁহার প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতিজনের জীবনের উপযোগী বিধি প্রণয়ন করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে বিধি প্রেমসম্ভূত, সে বিধি প্রতিপালন প্রেম বিনা কি কখন সম্ভব? যাহার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ নাই, সে ব্যক্তি কখন তাঁহার বিধি প্রতিপালন করিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন, এমন সকল বিধিবাদী লোক আছে যাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধি প্রতিপালন করে, অথচ জীবনে প্রীতির লেশ নাই, তাঁহারা বিধি প্রতিপালন বাস্তবিক কি তাহা বুঝিতে পারে না। যাহারা দৃশ্যতঃ বিধি প্রতিপালন করিতেছে অথচ জীবন সম্বন্ধে একটুও অগ্রসর হইতেছে না, জানিতে হইবে তাহারা বিধিপালন করিতেছে না, বিধি ভঙ্গ করিতেছে। এই সকল বিধির সঙ্গে মনগড়া এতগুলি প্রতিপ্রসব তাহারা কল্পনা করিয়া লয় যে, তাহাতে বিধি প্রতিপালিত না হইয়া বিধি ভঙ্গই ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রাচীন বিধিবাদিগণ যথা সময় সন্ধ্যাবন্দনা করিতে না পারিলে দশবার অধিক গায়ত্রী জপ তাহার প্রতিপ্রসব কল্পনা করিয়াছেন। য়িহুদীগণ বিধিবাদী, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে প্রতিপ্রসবের ছড়াছড়ি। প্রতিপ্রসব কল্পনা বিধিপালনে শৈথিল্য দেখাইয়া দেয়, সুতরাং সেখানে বিধির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইল কোথায়? যেখানে বিধির প্রতি অনুরাগ নাই, সেখানে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকিবে কি প্রকারে? প্রেম বিনা যখন বিধি উৎপন্ন হয় না, প্রেম বিনা যখন উহা প্রতিপালিত হইতে পারে না, তখন বিধি ও অনুরাগ যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বিধি ও অনুরাগের সম্বন্ধ নির্ণীত হইল এখন ইহাদের দুয়ের একতা দেখা যাউক।

যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে, বিধি ও অনুরাগ বস্তুতঃ একই সামগ্রী। ঈশ্বরের জীবের প্রতি প্রেম, জীবের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এ দুই যদি বিধিও অনুরাগ নামে আখ্যাত হয়, তাহা হইলে এক প্রেমেতে উভয়ের ঐক্য আমরা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারি। জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম বিধির আকারে প্রকাশ পায়। আবার ঈশ্বরের প্রতি জীবের প্রেম সেই বিধি প্রতিপালনের আকারে ব্যক্ত হয়, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? যিনি আমায় ভালবাসেন তিনি আমার নিকটে আমার কল্যাণের জন্য তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কেবলই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, ইহা বলাও যেমন অযুক্ত, প্রিয়ব্যক্তির কল্যাণকর ইচ্ছা জানিয়া তৎপ্রতিপালনে আমার প্রবৃত্তি নাই, ইহা বলাও তেমনি অযুক্ত। ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধির আকারে প্রেম আমার নিকটে আসিল,

আমার প্রেম তৎপ্রতিপালনাকারে তাঁহার দিকে উত্থিত হইল; জীবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম মিশিয়া এক হইয়া গেল, ইহা অপেক্ষা বিধি ও অনুরাগের একত্ব আর কি হইতে পারে? যাঁহারা আজও মনে করেন বিধি ও অনুরাগ এ উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে, তাঁহারা কেবল প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ তাহা নহে, তাঁহারা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিয়া অপবিত্রতার দ্বার খুলিয়া দেওয়ার সাহায্য করেন। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাতে অনুরাগ ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক হইয়া পড়ে। সম্প্রদায় বিশেষে বিধি ও অনুরাগের পার্থক্য সাধনে কি ঘোর অনিষ্ঠ ঘটিয়াছে তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের আর অভিন্ন সামগ্রী বিধি ও অনুরাগের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করিয়া বর্ত্তমান যুগে ঘোর অকল্যাণের হেতু হওয়া সমুচিত নহে।

পাপীর বিচারে পাপীর কি অধিকার।

সাধু কে, সজ্জন কে, নিষ্পাপ কে? যখন মহর্ষি ঈশা পতিতা নারীর প্রতি অভিযোগকারিগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ তিনি সর্ব্বাগ্রে ইহার বিনাশ সাধনার্থ প্রস্তর নিক্ষেপ করুন, তখন প্রস্তর নিক্ষেপ না করিয়া এক জন এক জন করিয়া সকল লোক পলায়ন করিলেন কেন? তাঁহারা যতই কেন গর্ব্বিত লোক হউন না তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষী বলিয়া দিলেন, তোমরা কেহ নিষ্পাপ নও, তাই তাঁহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিবেন দূরে থাকুক, পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। স্বয়ং ঈশার 'আমি ভাল এ অভিমান ছিল না', সুতরাং অপরের অন্তরের পাপ যে তিনি বুঝিবেন ইহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, এই আখ্যায়িকা আমাদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে আমরা কেহই নিষ্পাপ নহি। যদি আমরা নিষ্পাপই না হইলাম তাহা হইলে পাপী হইয়া অপরের পাপ বিচারে আমাদের প্রবৃত্তি কেন? ইহা কি অনধিক চর্চ্চা নহে? এবং ইহাতে কি আমরা প্রতিপদে অপরাধী হইতেছি না? অপরের পাপসম্বন্ধে বিচার যখন আমাদের মনে নিরন্তর লাগিয়াই রহিয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে নিরপরাধ কি উপায় অবলম্বন করিলে থাকিতে পারা যায়, একবার তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

এ পৃথিবীতে অন্তর্দৃষ্টির বড়ই অভাব। ঈশা যতক্ষণ সমবেত লোকগুলিকে বলেন নাই, 'তোমাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ' ততক্ষণ তাহাদের আত্মপাপের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, সেই পতিতা নারীর গুরুতর পাপের চিন্তায় তাহাদের মস্তিষ্ক পূর্ণ ছিল। এই পৃথিবীতে লোক সকলের আজও এই দশা। তাহারা কেবলই প্রতিবেশীর পাপ চিন্তা করে, এবং সে চিন্তায় আত্মপাপের প্রতি অন্ধতা উপস্থিত হয়। মানুষ যেমন বহির্বিষয়াসক্ত, তেমনি আপনার বাহিরে যে সকল পাপ নিয়ত নয়নগোচর হয়, তৎপ্রতি অধিক মনোযোগী। যত দিন বাহির হইতে গুরুতর আঘাত আসিয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া না দেয়, তত দিন মানুষ আপনার পাপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে ইহা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। বাহিরে অপরের পাপের ঘৃণ্যত্ব যত হৃদয়ঙ্গম হয়, তত পাপ যে কি মারাত্মক সামগ্রী মানুষ বুঝিতে থাকে। একবার এই পাপের ঘৃণ্যত্ব বুদ্ধি লইয়া নিজের হৃদয়মধ্যে মানুষ যদি অবতরণ করিতে পারে, তাহা হইলে আত্ম পাপের কত দূর ঘৃণ্যত্ব তাহা বুঝিতে আর তাহার অবশিষ্ট থাকে না। পরের পাপ দর্শন করিয়া এ ফল লাভ কিছু সামান্য নহে!

পরের পাপ দেখিতে গিয়া আত্মপাপের প্রতি অন্ধতা, ইহা নিতান্ত মারাত্মক। পৃথিবীর প্রায় সকল নর নারী এই মারাত্মক বিকারের অধীন। যত দিন বাহ্য বিষয়াসক্তি প্রবলতর রহিয়াছে, তত দিন পৃথিবীর আত্ম বিষয়ে অন্ধতা নিদূরিত হইবে কি প্রকারে? বাহিরের দিক হইতে অন্তরের দিকে আসা যখন আজও সিদ্ধ হয় নাই, এই

অবস্থার অধীন হইয়া যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিরপরাধী থাকিবার পন্থা বলিয়া দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমার চক্ষু যখন আমার চারিদিকের লোকের নিয়ত পাপ দর্শন করিতেছে, তখন এই দৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, ইহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। যে ব্যক্তি চিররোগী সে স্বাস্থ্য কি তাহা জানিবে কি প্রকারে? তৎসম্বন্ধে তাহার কোন বোধই থাকে না। এ সম্বন্ধে তাহার চিকিৎসকের কথায় প্রত্যয় ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। যখন সকল লোকেই পাপী, তখন আমিও পাপী। এই পাপ বিকারে আমাকে এত দূর পুণ্য বিষয়ে বোধশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে যে, আত্মসম্বন্ধে সে বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছি। আত্মসম্বন্ধে যখন সে বোধ নাই, পাপ পুণ্য পৃথক্ করিতে পারি না, তখন অপর সম্বন্ধে পাপ পুণ্য পৃথক করিবার সামর্থ্য কোথা হইতে উপস্থিত হয়, অবশ্য পাপরোগের যিনি চিকিৎসক তিনি পাপ পুণ্য পৃথক করিয়া আমাকে দেখাইতেছেন, এখনও আমার অন্তরের দিকে দৃষ্টি যায় নাই বলিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পাপ পুণ্যের পৃথগ্‌ভাব আমাতে নিয়োগ না করিয়া আমার বাহিরে অবস্থিত লোকদিগেতে নিয়োগ করিতেছি। যাহা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইবে, পাপীর হৃদয়ে থাকিয়া পাপ পুণ্যের বিচার স্বয়ং ভগবান্ করিতেছেন, সুতরাং একজন পাপীও যে অন্যের পাপের বিষয়ে বিচার করে, তন্মধ্যে সে ব্যক্তি কিছুই নয়, ভগবানই উহার বিচারক।

যাহা বলা হইল তাহাতে মনে হইতে পারে, মহর্ষি ঈশার সঙ্গে আমাদের এ কথার বিরোধ হইতেছে, তিনি বিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং পতিতা নারীকে যাহারা বিচারে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদের পাপ দেখাইয়া তিনি যখন তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন, এবং আপনিও সে নারীর পাপ ক্ষমার নয়নে দেখিলেন, তখন কাহারও পাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহার অভিমত নহে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। কাহারও পাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহার অভিমত কিনা, ইহা তাঁহার আচরণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা উচিত। তিনি কপটাচারী ফিরুসিগণের পাপ তীব্র নয়নে দেখিয়া কঠোর কথায় ভৎ'সনা করিয়াছেন, অন্য দিকে আবার পাপাচারিদিগের পাপ ক্ষমার নয়নে দেখিয়াছেন, এ দুই ব্যবহারের মূল কি একবার অন্বেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। আলোক ও অন্ধকার এ দুই যেমন পৃথক্ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, পাপ ও পুণ্যও (ভগবৎ প্রেরণার জন্য হউক তাহাতে আসে যায় না) তেমনি দৃষ্টিতে পৃথক্ ভাবে প্রতীত হইবেই হইবে। ফিরুসীগণের ও পাপাচারীদিগের পাপ মহর্ষি ঈশার নয়নে সমান ভাবে পড়িত, ফিরুসিগণ পাপসত্ত্বে নিষ্পাপত্বের অভিমানী এজন্য তাহারা তাঁহার কঠোর ভৎ'সনার পাত্র হইয়াছিল; আর পাপাচারীগণ পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া প্রণত এজন্য তাহারা তাঁহার করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুতরাং অপরের পাপদর্শনসম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন ইহা কখন নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। তবে যে তিনি বিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহার অর্থ অন্য প্রকার। পরের পাপ দেখিতে দেখিতে আত্মপাপের প্রতি অন্ধতা বাড়িয়া যায়। এইটি না হয়, তজ্জন্য তিনি পরের বিচার নিষেধ করিয়াছেন। সম্মুখে আদর্শ (আর্শি) থাকিলে আপনার মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি অপরেতে যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখে সে তাহার পাপে আপনার পাপ বুঝিয়া লয়। এইরূপে পরের পাপ দর্শনে যাহাতে আত্মপাপের প্রতি দৃষ্টি পড়ে তাহাই করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি ঈশার উপদেশের ইহাই প্রকৃত ভাব।

যাউক এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। পাপ পুণ্যের দ্রষ্টা ভগবান্ প্রতিজনের হৃদয়ে থাকিয়া পাপ পুণ্য দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন এই সত্য আশ্রয় করিয়া—পাপীর বিচারে

পাপীর কি অধিকার? এ বিষয়ের তথ্য নিরূপিত হইতে পারে। তথ্য নিরূপিত হইলেই বিচার করিয়াও নিরপরাধ কি প্রকারে থাকিতে পারা যায়, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। যখন অপরের পাপ কোন ব্যক্তির চক্ষুর্গোচর হয়, তখন দুই ভাবে তাহা গৃহীত হইতে পারে, এক নির্লিপ্ত ভাবে, আর এক সংশ্লিষ্ট ভাবে। যখন অপরের পাপ দর্শন করিয়া পাপের প্রতি ঘৃণা উদ্রিক্ত হইল, অথচ পাপী সদ্ভাব হইতে বঞ্চিত হইল না, বরং কিরূপে তাহার সে পাপ যায়, তজ্জন্য উপায়ান্বেষণে মন ব্যাকুল হইল, তখন নির্লিপ্ত ভাবে পাপদর্শন ঘটিয়াছে। আর যখন অপরের পাপ দর্শন করিয়া পাপীর প্রতি ঘৃণা উপস্থিত, তৎপ্রতিকূলে মনে বিবিধ নীচ ভাব উদ্রিক্ত, তখন এই সকল নীচভাব মনকে কলুষিত করিল জন্য পাপ দর্শন সংশ্লিষ্ট ভাবে উপস্থিত। প্রথমটিতে ভগবান যে জন্য পাপ দেখাইতেছেন তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে, কেন না পাপ দেখিয়া পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিবে, তাদৃশ পাপে প্রবৃত্তি মুছিয়া গেল, পাপীর প্রতি করুণা উদ্রিক্ত হইল, তাহার যাহাতে সে পাপ যায় তাহার জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত, এ সমুদায়ে উদ্দেশ্য সফল হইতেছে। দ্বিতীয়টিতে তাহার বিপরীত ঘটিতেছে, কেন না অপরের পাপ দেখিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও তাহার আত্মপাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরের পাপ যাহাতে আমরা নির্লিপ্ত ভাবে দর্শন করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। পাপের প্রতি ঘৃণা আমাদিগের চিরদিনই প্রবল থাকিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া পাপী আমাদিগের বিদ্বেষভাজন হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। ভিতরে অসদ্ভাব না থাকিলে পাপীর প্রতি বিদ্বেষ কখন উপস্থিত হইতে পারে না। যখন দেখিবে বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত, তখনই আত্মপাপের জন্য অনুতপ্ত হইবে, তাহা হইলে নির্লিপ্ত ভাব রক্ষা সহজ হইবে। তখন পাপীর পাপ বিচারিত হইয়াও পাপী বিচারিত হইল না, এ পার্থক্য থাকিয়া যাইবে। তুমি পাপী হইয়া পাপীর বিচার করিলে না, কিন্তু পাপের বিচার করিলে, ইহাতে তোমার ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হইল, কেন না অপরের পাপ দর্শনে তোমার আত্ম পাপের জ্ঞান আরও পরিস্ফুট হইল, এখন তুমি আপনার পাপ সহজে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইবে। পাপী হইয়া পাপীর বিচারে অধিকার নাই সত্য, কিন্তু পাপ বিচারে অধিকার আছে, কেন না স্বয়ং ভগবানই তাহা দেখাইয়া থাকেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অস্থিরতা যোগের বিরোধী। যদি কোন কারণে যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলেই ধর্ম্মজীবন বিপদাপন্ন। স্থির প্রশান্ত নির্লিপ্ত ভাব সর্ব্বদা যিনি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি নির্ম্মল থাকিবে কি প্রকারে? যে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রভাব প্রবিষ্ট হইবার অবকাশ পাইল না, সে জ্ঞান ও বুদ্ধি মালিন্য পরিহার করিতে না পারিয়া ভ্রম ও ভ্রান্তির হেতু হইবেই হইবে। যেখানে ভ্রম ও ভ্রান্তির প্রাচুর্য্য সেখানে বিপরীত পথে গমন অপরিহার্য্য। বিপরীত পথে গমন করিলে ধর্ম্মজীবন কেনই বা বিপৎসঙ্কুল হইবে না?

সংগ্রাম পরিহার করিয়া জীবন যাপন করিবার অভিলাষ কখন কল্যাণকর নহে। যে ব্যক্তি সংগ্রাম বিমুখ হইয়া প্রতিক্ষণ পলায়ন করে, তাহার সম্বন্ধে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এ সংসারে পলায়ন করিয়া যদি কেহ বাঁচিতে পারিত, তাহা হইলে পলায়ন করা বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিত। কিন্তু এখানে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে সংগ্রামের নূতন কারণ উপস্থিত হয় না। জীবন ধারণের অর্থই সংগ্রাম, কোন না কোন আকারে প্রতিক্ষণ উহা দেখা দিবেই দিবে। সংগ্রাম যদি অপরিহার্য্য হইল, তাহা হইলে কি সম্বল লইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে তাহাই দেখা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আকুল, তাহার সত্য আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকা নিরাপদ।

জীবনপথে সময়ে সময়ে এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা উপস্থিত হয় যে, দুর্ব্বলচিত্ত অসত্য অবলম্বন করিয়া উপস্থিত অবস্থা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই ব্যগ্রতা আমাদের ধর্ম্মজীবন এমনই কলঙ্কিত করিয়া ফেলে যে, সে কলঙ্কের দাগ সমুদায় জীবনেও পুঁছিয়া ফেলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অব্যগ্রতা এদেশের সাধকগণ একটি মহদ্গুণ বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা অব্যাকুল চিত্ত। সংসারসাগরে ঘোর তুফান উঠি-

য়াছে তাঁহারা প্রশান্তভাবে সেই ঝটিকার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। যখন উহা তাঁহাদিগকে এক পদও বিচলিত করিতে পারিল না, তখন ঝড় আপনি থামিয়া গেল,তাঁহারা নিরাপদে পরীক্ষা অতিক্রম করিলেন। মহৎপ্রাণের ব্যাপার দর্শন করিয়া অব্যগ্রতা যে একটি মহাগুণ ইহা আর কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু অব্যগ্র ভাবে ব্যগ্র হইতে না পারিলে ধর্ম্ম জীবন নিতান্ত শীতল হইয়া যায় অকর্ম্মণ্য, হইয়া যায় ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি, সুতরাং সঙ্কটজনক অবস্থা সম্বন্ধে অব্যগ্র থাকিয়া তৎপ্রতিবিধানার্থ যে উপায় ধর্ম্মসঙ্গত সত্য-সঙ্গত, তদনুসরণে ব্যগ্রতা বা উদ্যম সকলেরই আশ্রয় করা সমুচিত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রাণযোগ।

১২ শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

সাধনের আরম্ভ কোথায়? জীব কোথা হইতে যোগ আরম্ভ করিবে? ইহা দেখা সমুচিত। আমরা সংসারের জীব, সংসারের বিবিধ কার্য্যে আমাদের ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তাই যখনই আমরা সাধনার্থ উপাসনার্থ উদ্যোগ করি তখনই আমাদের উদ্বোধনের প্রয়োজন হয়। উদ্বোধন কেন? আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে ঘুমাইয়া রহিয়াছি, চেতনা হারাইয়াছি, তাই আমাদিগকে উদ্বোধন করিতে হয়। মন বাহিরের নিয়ত সংসারে বিচরণ করিতেছে, তাহারা মনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য উদ্বোধনের সাহায্য অবলম্বন না করিয়া কি করিবে? উদ্বোধনের প্রয়োজন না হয়, সর্ব্বদা চিত্ত উদ্বুদ্ধ থাকে, এরূপ অবস্থা সাধকের নিতান্ত অভিলাষণীয়। উদ্বুদ্ধ চিত্তে উদ্বোধন—সামান্য ভাবে ঈশ্বরেতে অবস্থিত চিত্ত বিশেষ ভাবে ঈশ্বরকে অধিকার করিবে—এজন্য হইতে পারে, কিন্তু সে উদ্বোধন বিশেষ ভাবের উদ্দীপক এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে প্রথম পুরুষে সসম্ভ্রম সম্বোধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা চিত্তের সরসতা সম্পাদন করে, কিন্তু মন হইতে ঈশ্বর কখন অবহৃত না হন, সাধকের পক্ষে ঈদৃশ ধারণায় যত্ন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

যেখানে আমাদের আরাধনার আরম্ভ, সেখানে আমাদের সাধনের আরম্ভ; সেখান হইতে আমাদের যোগের আরম্ভ। সত্যস্বরূপ আরাধনার প্রথম মন্ত্র। সত্য যিনি আছেন। আছেন বলিলেই শক্তির অস্তিত্ব বুঝায়। আমাদের প্রাণশক্তির ক্রিয়া হইতে এই শক্তির অনুভব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং সর্ব্ব প্রথম ধারণার বিষয় প্রাণশক্তি। আমাদের নিজের অস্তিত্ব আছে, প্রাণশক্তি আছে, সেই অস্তিত্বের অস্তিত্ব প্রাণশক্তির প্রাণশক্তি যিনি—সংক্ষেপে প্রাণের প্রাণ যিনি—তাঁহাকে অস্তিত্ব মধ্যে প্রাণের প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে দর্শন করিয়া ধারণ করিতে হইবে। আমরা চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করিতেছি; কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিতেছি; নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছি; রসনা দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, বস্তুর আস্বাদ লইতেছি, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শানুভব করিতেছি, হস্ত দ্বারা বস্তু ধারণ করিতেছি, পদ দ্বারা স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছি, এ সমুদায়ের মধ্যে নিয়ত প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণশক্তি সেই মহাপ্রাণশক্তিনিরপেক্ষ নহে, সুতরাং প্রাণের প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে প্রাণের প্রাণের ক্রিয়া বিদ্যমান। প্রাণের প্রত্যেক ক্রিয়ার ভিতরে সেই প্রাণের প্রাণের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা প্রথম ধারণা, এবং সাধকের সর্ব্ব প্রথম সাধন। আমাদের চেষ্টা নিরপেক্ষ হইয়া এই প্রাণের ক্রিয়া অবিচ্ছেদে চলিতেছে। চক্ষুর নিমেষ উন্মেষ শ্বাস প্রশ্বাস, দেহস্পন্দন, বায়ুপ্রবাহ এবং কিরণরাজির সংস্পর্শ, চারিদিকে জীবগণের দেহচেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে প্রবৃত্তি, ভৌতিক জগতের বিবিধ পরিবর্ত্তন, এ সমুদায়ের মধ্যে সেই মহাপ্রাণেরই খেলা। যিনি প্রথম সাধনায় প্রবৃত্ত, তাঁহার পক্ষে সাধনের বিষয় নিতান্ত অযত্নসুলভ। এখানে কোন প্রয়াসের প্রয়োজন করে না, কঠোর সাধনের আবশ্যকতা নাই. যে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ নিত্যকাল রহিয়াছে, সেই যোগ অন্তশ্চক্ষুর নিকটে সুস্পষ্ট করিয়া লইলেই হইল।

আমাদের মধ্যে আরাধনার যিনি প্রথম প্রবর্ত্তক, যিনি বেদান্ত সমুদ্র মন্থন করিয়া আরাধনা বাক্য সমুদায়ের যোজনা করেন, তিনি সত্য জ্ঞান অনন্তকে অন্তরে দেখিয়া বাহিরে জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আনন্দরূপে অমৃত রূপে তাঁহাকে দর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের এ সাধনের সজাতীয় সম্বন্ধ আছে কি না দেখা উচিত। সাধনে তাঁহার সহিত আমাদের একতা চাই; তাঁহার লব্ধপথ গ্রহণ করিতেছি, অথচ তাঁহার সঙ্গে মিলন নাই, ইহা কখন সাধন রাজ্যের নিয়ম নহে। বালকে প্রাণশক্তির প্রথমোচ্ছ্বাস কেমন অধিক! সে নাচিতেছে, দৌড়িতেছে; মহোৎসব করিতেছে, প্রাণশক্তির স্ফূর্ত্তির সঙ্গে তাহার আপনার কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ। প্রাণশক্তির ক্রিয়াগত আনন্দ প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে বিদ্যমান। উপনিষৎ বলিয়াছেন "এই আনন্দের মাত্রামাত্র লাভ করিয়া জীব সকল জীবিত রহিয়াছে" "কেই বা চেষ্টা করিত, কেই বা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিত, যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।" সুতরাং আরাধনার যিনি প্রথম প্রবর্ত্তক তিনি যে প্রাণশক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে আনন্দের উপলব্ধি করিয়াছেন, সমুদায় জগদ্ব্যাপারের মধ্যে সেই অমৃতময় পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তৎসহ এ সাধনের কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। এ সাধনে প্রাণের প্রাণের সহিত যোগ ঘটিতেছে, সেই যোগে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, সুতরাং প্রাণের প্রাণের ধারণাই এখানে প্রধান।

প্রাণযোগ সাধনে প্রচ্ছন্ন ভাবে আনন্দের প্রকাশ যে প্রকার স্বাভাবিক, পুণ্যের প্রবেশও সেই প্রকার স্বাভাবিক। প্রাণযোগীর চক্ষু দর্শন করিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, হস্ত বস্তু স্পর্শ করিতেছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণের প্রাণের প্রতি দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন বিদ্যমান থাকাতে তিনি যখন

দেখেন ভদ্র দর্শন করেন, যখন শ্রবণ করেন তখন ভদ্র শ্রবণ করেন, যখন স্পর্শ করেন ভদ্র স্পর্শ করেন; কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি অভদ্র ভাবে কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারে না। সাধকের এরূপ অবস্থা সহজ ভাবে উপস্থিত হয়। নিয়ত ব্রহ্ম দর্শন ঘটিতেছে, অথচ পাপাচরণ হইতেছে, ইহা কি কখন সম্ভব? ব্রহ্ম দর্শনের বিচ্ছেদে পাপপ্রবেশের অবকাশ। যে ব্যক্তি দেহ মনের চেষ্টা মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করে, বাহিরে সর্ব্বত্র প্রাণশক্তির ক্রিয়ামধ্যে সেই প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ করে, তাহার অভদ্র দর্শনের বা পাপাচরণের অবকাশ কোথায়? কোন প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া আর এ অবস্থায় নির্ব্বিকার থাকিতে হয় না, নির্ব্বিকারতা তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া যায়। তিনি পুণ্য সাধন করিতেছেন, পুণ্যবান্ হইতেছেন, এ সকল চিন্তা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিমানী করিতে পারে না, কেন না অলক্ষিত ভাবে তাঁহাতে পুণ্য সংক্রামিত হইয়াছে।

প্রাণযোগী অন্তরে বাহিরে সেই প্রাণের প্রাণকে অবিচ্ছেদে দর্শন করেন। ঊর্দ্ধ অধোতে দক্ষিণে বামে চারিদিকে সেই মহা প্রাণ নিয়ত পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। প্রাণের প্রাণের সহিত যোগে গূঢ় ভাবে অনন্তের সহিত যোগ তাঁহার সহজে সংঘটিত হয়। তিনি সেই মহাপ্রাণের ভিতরেই আপনাকে ও সমুদায় জীব ও জগৎকে দেখিতে পান। তিনি এমনি মহাপ্রাণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও বিদ্ধ যে কোন সময়ে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। দেহ মনের প্রত্যেক প্রাণক্রিয়া মধ্যে প্রাণের প্রাণকে দর্শন সহজ হইলেও প্রথমে প্রথমে এতৎপ্রতি অন্তর্দৃষ্টিকে স্থির রাখিতে হয়, এজন্য শারীরিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ মন্দীভূত গতি হইয়া থাকে মনে কর আমি কর্ম্মস্থলে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার হস্ত ও কলমের প্রত্যেক গতির সঙ্গে সেই প্রাণের প্রাণের ক্রিয়া অনুভব করিতে যদি প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে হস্ত ও কলম যত ক্র... কার্য্য করিত, তাহা এই অনুধাবন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া থাকিবে। এমন কি লিখিতে গিয়া চিন্তা অন্যত্র নিবদ্ধ থাকায় ভুল ভ্রান্তিও হইবার সম্ভাবনা। প্রথমে প্রথমে এরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে ইহা এমন অভ্যস্ত ব্যাপার হইয়া যাইবে যে, হস্তের গতি কলমের গতি প্রাণের গতি চিন্তার গতি প্রাণের প্রাণের গতি, এমনই দ্রুতবেগে সমান গতিতে চলিবে যে কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়া যোগের বিচ্ছেদ-কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না। এই যে রসনা বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, এই বায়ু তরঙ্গায়িত হইয়া শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, ইহার ভিতরে প্রাণের ক্রিয়া, তাহাতে আবার প্রাণের প্রাণের শক্তি সঞ্চারণ, এ সকলই যুগপৎ অনুভূত হইতেছে। চলিতে বলিতে খেলিতে কার্য্য করিতে ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদে যোগ সম্ভোগ হইবে, অথচ সে সকলের অবাধগতি কখন অবরুদ্ধ হইবে না।

প্রাণের প্রাণের প্রেরণায় প্রাণের কার্য্য সর্ব্বদা চলিতেছে, অথচ মানুষের দৃষ্টি না প্রাণের প্রাণে না প্রাণশক্তির উপরে স্থাপিত। তাহারা গতিমাত্র অনুভব করিতেছে, কিন্তু সে গতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যিনি কারণরূপে বিদ্যমান তাঁহাকে ভুলিয়াও স্মরণ করে না বা দেখে না। যদি মানুষ কারণ ও কার্য্য উভয়কে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে আর সাধনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কার্য্যে মানুষের মন মগ্ন, কারণের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। এই মিথ্যাদৃষ্টি নিবারণের জন্য সাধন করিতে হইতেছে। মানুষের মন অতি চঞ্চল, স্থির হইয়া সমুদায় বিষয়ের আদ্যন্ত দৃষ্টি করা প্রায় তাহার দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। সে অবিচ্ছেদে চলিতেছে, বলিতেছে, কার্য্য করিতেছে, কিন্তু কোথা হইতে শক্তি আসিতেছে সে শক্তি কোথায়, একবারও সে ভাবিয়া দেখে না। সাধন আর কিছুই নহে, সেই মূলশক্তির উপরে চিত্ত স্থাপন। আমাদের মন ও বুদ্ধি, বাসনা প্রবৃত্তি ও রুচি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এ সমুদায়ের প্রবর্ত্তক, তিনি ইহাদিগের দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। রজোগুণের আধিক্য বশতঃ আমাদের দৃষ্টি কেবল আমাদের চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ উৎসাহের প্রতি, কিন্তু এই সকল চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ উৎসাহের মূল যিনি তাঁহাকে অহঙ্কার বশতঃ একেবারে ভুলিয়া যাই। এই রজোগুণের বিকার ঘুচিয়া গিয়া আমাদের অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যুদয় হয়, ইহারই জন্য প্রাণপণে সাধন করা প্রয়োজন।

আমাদের প্রতিদিন কি ঘোর অপরাধ হইতেছে, তাহা কি আমরা স্মরণ করি না? আমরা সর্ব্বগত সকল ক্রিয়ার মূল প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে সকল স্থান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আপনারা সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছি। মানুষের কি আস্পর্দ্ধা! সে ভগবানকে তাড়াইয়া দিয়া আপনি রাজ্য করিতে চায়। আমরা যদি বিনয়ের সহিত বলি, আমরা কি ভগবানকে তাড়াইতে পারি? আমরা তাড়ালেই কি তিনি আর তাড়িত হন? এ সকল ভাবের কথাতে আমাদের অপরাধ কিছুতেই লঘু হইতেছে না। তিনি আছেন থাকুন, তিনি আর যাইবেন কোথায়? কিন্তু কথা এই, আমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছি কি না? যদি আমরা অস্বীকার করিয়া থাকি, তাহা হইলেই তাঁহাকে তাড়ান হইল। পিতা গৃহে আছেন, খাওয়াইতেছেন, পরাইতেছেন, সকলই করিতেছেন, অথচ সন্তান যদি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল, তাঁহাকে না মানিল, তাহা হইলে পিতা থাকিয়াও কি তাঁহার সম্বন্ধে থাকিলেন? কাহার সাধ্য কে কাহাকে উচ্ছেদ করে, কিন্তু মন হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিলে, সে ব্যক্তি সম্বন্ধে তো তাহার উচ্ছেদ হইল। অতএব বলিতেছি আমরা আমাদের ঈশ্বরকে সকল স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া আমরা আপনারা প্রভুত্ব করিতেছি। আমরা এমনই ভাবে দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, আমরা যেন সকলই; আমাদের সঙ্গে যেন আর কেহ নাই, আমরা একাকী এই সংসার পাথারে পড়িয়া আপনারাই সকল কাজ গুছাইয়া লইতেছি। ইহা কি ভয়ানক নাস্তিকতা নয়, অসত্য নয়, মিথ্যা নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনবিরুদ্ধ কথা নয়? বিজ্ঞান দর্শন ও সত্য

বিরুদ্ধ ভাবের প্রতিবাদ করিয়া সত্য সত্য ও প্রকৃত ভাবের অনুসরণ করিবার জন্য অদ্য প্রাণযোগসাধনের কথা বলা যাইতেছে। আমাদের সমুদায় সাধন সত্য ও ভাবের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে, এ বিধি যদি অখণ্ড বিধি হয় তাহা হইলে এই সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কেহ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারেন না।

এই সাধন করিতে গিয়া কার্য্য ক্ষতির সম্ভাবনা, ইহা যাঁহারা মনে করিবেন, তাঁহারা এ যোগের প্রকৃত গতি বুঝিতে পারেন নাই, সাধনের আরম্ভে কিঞ্চিৎ ক্ষতি ঘটিলেও অল্প দিন মধ্যে বুঝিবেন, যুক্তাবস্থায় কার্য্য কি প্রকারে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই প্রকার যোগ নিষ্পন্ন হইলে সমুদায় শরীর ও মন সুপ্রসন্নতা লাভ করিবে, বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, কার্য্য করিবার সামর্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। যোগগ্রন্থে যে ভাবে যোগের ফল লেখা থাকে সে ভাবে এ কথা বলা হইতেছে না। প্রাণের প্রাণ যিনি তাঁহার সহিত নিয়ত যুক্তাবস্থায় থাকিলে মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই আনন্দেই দেহ মন আত্মা এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, আগ্রহিকতা বিরক্তি অল্পতেই শ্রান্তিবোধ এ সকল আর থাকে না, সুতরাং সুপ্রসন্নতা বুদ্ধির নির্ম্মাল্য এবং কার্য্যসামর্থ্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কি ফল হইবে তাহার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকলে প্রাণযোগ সাধন করুন, এই যোগ বিনা জীবন যাপনের প্রতি মুহূর্ত্ত যে অপরাধ ঘটিতেছে তাহা হইতে সকলে আপনাদিগকে রক্ষা করুন। এই যোগ সাধন করিয়া সকলের জীবন বিশুদ্ধ হউক, জীবনের প্রতি নিমেষে ব্রহ্ম সহ একত্র বাস করিয়া সকলে ধন্য হউন এবং আপনাতে অপরেতে ঊর্দ্ধ অধঃ দক্ষিণ বামে সর্ব্বত্র প্রসারিত সেই প্রাণরূপী পরব্রহ্মে সকলে চিত্ত মগ্ন করিয়া অনন্তের বক্ষে নিয়ত বাস করিয়া কৃতার্থতা লাভ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

অভিন্ন প্রাণযোগ।

১৯ শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিতান্ত গভীর তত্ত্ব; এ তত্ত্ব মানব বুদ্ধির অগোচর। সাধকের নিকটে ব্রহ্ম আপনার তত্ত্ব আপনি প্রকাশ না করিলে, কেহ এ তত্ত্ব বুঝিবেন তাহার সম্ভাবনা কোথায়? জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা এই তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বুঝিতে পারেন, ইহা কত গভীর। ইঁহাদিগের ন্যায় আমাদের জ্ঞান নাই, অথচ আমাদের সেরূপ সাধন সম্পত্তিও নাই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। জ্ঞান ও সাধন উভয়েতে হীন হইয়াও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় আমাদিগের প্রবৃত্তি কি সাহসিকতা নহে? যদি ঈশ্বরের কৃপা এ সম্বন্ধে আমাদের সহায় না থাকিতেন, আমরা এ বিষয়ে কথা কহিতে কখন সাহসী হইতাম না। যাঁহার অনুগ্রহে বালকের রসনায় তত্ত্ব কথা স্ফূর্ত্তি পায় তাঁহারই কৃপা আমাদিগকে অসাধ্য সাধনে সামর্থ্য দান করিবে। এ সময়ে আর ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে নিস্তব্ধ থাকিলে চলিতেছে না। ব্রহ্মতত্ত্ব যোগতত্ত্ব গভীরতত্ত্ব বলিয়া যদি আমরা বিরত থাকি, তাহা হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও যোগতত্ত্বের নামে অনেক প্রকার অসত্য মত আসিয়া লোকদিগের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রচলিত বিষয় সমুদায় লইয়া ব্যস্ত থাকুক, যাহা লোকের প্রতিদিনের জীবন নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন সেই সকল বিষয়ে উপদেশ দান করুক। এ যুক্তির প্রতি আর এ সময়ে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না। চারিদিকে যে প্রকার ভ্রান্ত মত ভ্রান্ত যোগ প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে সত্য মত, সত্যযোগ কি, প্রদর্শন করা সর্ব্বদা প্রয়োজন।

এ সময়ে দিবা রজনী একটী কথা আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, "সাধন কর," "সাধন কর," "সাধন কর।" কি সাধন করিব, তাহাও আমাদের নিকটে দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে। বিগত মাঘোৎসবে উপাসনার প্রাধান্য আমাদের চিত্তে মুদ্রিত হয়। সেই হইতে আমাদের অজ্ঞাতসারে বিবিধ ভাবে সেই উপাসনার তত্ত্বই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। বিগত সংপ্তাহে প্রাণযোগের উপদেশের পর যখন উপদেশানুরূপ সাধনে আমাদের চিত্ত প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এবার যে উপাসনা সাধন চলিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। প্রাণযোগ সাধনের বিষয় বলিতে গিয়া একটি অন্তরায়ের বিষয় উল্লিখিত হয়, সে অন্তরায় কার্য্যকালে প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত। গত সপ্তাহ এই সাধনে কতদূর অন্তরায় ঘটিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যত্ন করা হইয়াছে। এই যত্ন অভিনব বিষয় আমাদের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। এ অভিনব বিষয়ের কিছুরই সঙ্গে তুলনা হয় না, তবে বুঝিবার পক্ষে সাহায্য জন্য বলা যাইতে পারে, ইহা প্রাচীন নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। প্রাণযোগের আরম্ভ কোথা হইতে? আমাদের উপাসনার প্রথম আরাধনার শব্দ হইতে। তিনি আছেন, প্রাণের প্রাণরূপে আছেন, ইহাই আমাদের সাধনের আরম্ভ। এই যে প্রাণের প্রাণ, তিনি কে, তিনি কি, এ সকল প্রশ্ন এখানে আসিতেছে না; তিনি আমাদের প্রাণের সঙ্গে অভিন্নভাবে নিয়তপ্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই আমাদের অনুভূতির বিষয়। এখানে ব্যক্তিত্বের কথা উঠিতেছে না, অভেদ ভাবে একত্র স্থিতির কথা উঠিতেছে। আমি চলিতেছি, বলিতেছি, কার্য্য করিতেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রাণশক্তির স্ফূর্ত্তি নিয়ত অনুভূত হইতেছে। আমা হইতে এ শক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছি না, অথচ আমার অতীত ইহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

কার্য্য করিতেছি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন করিতেছি; এই দুই প্রকারের যত্নে না কার্য্য হইতেছে, না প্রাণের প্রাণ প্রত্যক্ষ হইতেছেন; সাধকের চিত্তে এ সাধনের প্রতি এই সংশয় উপস্থিত। তিনি প্রাণ হইতে প্রাণকে ভিন্ন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এ প্রকার সংশয় উপস্থিত হইবে না তো আর কি হইবে? এইমাত্র পঠিত আচার্য্যের প্রার্থনায় আমরা শুনিলাম, "সাধন করিতে করিতে

যেটা স্থূল ছিল সূক্ষ্ম হয়ে গেল, ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু হয়ে, ব্রহ্মেতে মিশে গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশে গেল। .. সত্যেতে বিলীন হয়ে গেলাম।" এ কি তবে অদ্বৈতবাদ? "দ্বৈতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ নয়।" তবে কি? "প্রবিষ্ঠ আর প্রবেশ।" প্রাণেতে প্রাণের প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি। এ স্থিতির দৃষ্টান্ত কি? "অকুল চিনির পানা।" চিনি জলে মিশে গিয়াছে, আর তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার জন্য যত্ন বৃথা। এখন কেবল স্বাদমাত্রে তাহার স্বতন্ত্রতা বুঝা যায়। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে ক্ষুদ্র প্রাণ অনন্ত প্রাণের সঙ্গে একীভূত হইয়া অভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র প্রাণকে বুঝিবার আর কোন উপায় নাই, কেবল তাহার পূর্ব্বের অবস্থা আর প্রাণসহ যোগের অবস্থা এ দুইয়ের পার্থক্য চিন্তা করিয়া যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাতেই প্রাণ আর তাহার প্রাণ এ দুইয়ের সংযোগ বিয়োগ হৃদয়ঙ্গম হয়।

মনে কর, আমার দেহ মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, তেজ নাই, বল নাই, কেবল নিদ্রার আবল্য, আলস্য ও জড়তা। শরীরের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরিয়াছে, মাথা ঘুরিতেছে, কার্য্যে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই, নামমাত্র আমি জীবিত রহিয়াছি। এই অবস্থায় পড়িয়া আছি ইতোমধ্যে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় আমার প্রাণ প্রাণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইল, নিদ্রা আলস্য জড়তা কোথায় চলিয়া গেল, বিলুপ্ত বল ও তেজ দেহে প্রত্যাগত হইল; অভূতপূর্ব্ব উদ্যম উৎসাহ প্রকাশ পাইল। এরূপ হইল কেন, সাধক বুঝিতে পারিলেন। তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত ছিলেন, এখন জীবিত হইয়া উঠিলেন। সেই প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন বিনা এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ভগ্ন জীর্ণ অবসন্ন বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত শরীরে কখন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। যখন তিনি দেখিলেন বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের স্ফূর্ত্তি, যৌবনের উৎসাহ তেজ বল দেহ মনে সঞ্চারিত সে উৎসাহ বল ও তেজ কিছুতেই হ্রাস হয় না, তখন এই অলৌকিক ব্যাপারে কি তিনি কখন আপনার অন্তর্নিহিত সামর্থের উপরে আরোপ করিতে পারেন? তিনি পূর্ব্বে কি ছিলেন এখন কি হইলেন, ইহা দেখিলে আর প্রাণের প্রাণের সংস্পর্শে তিনি কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি যৌবনে যে পরিশ্রম করিতে অসমর্থ ছিলেন, বার্দ্ধক্যে যদি অকাতরে তাদৃশ পরিশ্রম আনন্দের সহিত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অদ্ভুত যোগের ব্যাপার ভিন্ন আর কি নির্দ্ধারণ করিবেন? তিনি প্রাণের প্রাণের সঙ্গে যে যোগের আকাঙ্ক্ষায় আকুল ছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে, ইহা তিনি এ অবস্থায় স্পষ্ট বুঝিতে সমর্থ হন।

প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ নিত্যযোগ, কিন্তু এ যোগ যদি আত্মাতে অনুভূত না হইল তাহা হইলে ক্রমে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে। হৃদয় মন প্রাণ একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রাণের প্রাণের সহিত যোগ ভিন্ন যাহা করিতে যাই তাহাতেই বিবিধ প্রকার অক্ষমতা অসামর্থ্য পদে পদে প্রকাশ পায়। যদি দশটা কথা বলি, তাহার মধ্যে পাঁচটা কথা ভুল, যদি পাঁচটা কথা লিখিতে যাই, তাহা হইলে তাহার তিনটা কথা ভুল থাকে। প্রাণের প্রাণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাহা বলি লিখি বা কার্য্য করি, তাহা সকলই ভাল হয়, প্রশংসনীয় হয়। আমাদের এ অসিদ্ধাবস্থায় কখন যোগ কখন বিয়োগ ঘটিতেছে, সুতরাং ভ্রম প্রমাদাদি সেই সকলের সঙ্গে থাকিয়া যাইতেছে। এরূপ যোগ ও বিয়োগ ঘটে কেন? আমাদের পাপ ও অপরাধ। আমাদের মন যখন অবিশ্রান্ত প্রাণেতে প্রাণের সংলগ্ন থাকে, তখন আর মনে কোন প্রকার অসৎচিন্তা বা অসৎকামনা উপস্থিত হয় না। অসৎকামনা অসৎচিন্তা উপস্থিত না হইলেই মনের তেজস্বীতা কিছুতেই যায় না। এ তেজস্বীতা আমাদের নিজের নহে কিন্তু প্রাণের প্রাণ হইতে আত্মাতে সংক্রামিত। যাই একটা পাপ করিয়া বসি দেখি তাহার সঙ্গে তেজ বিক্রম ইত্যাদি সকল ক্ষয় পাইয়াছে, আমরা মৃত্যুর মুখে গিয়া পড়িয়াছি।

সাধনের সময়ে প্রাণের প্রাণ বলিয়া আমরা কোথায় অনুভব করি? বাহিরে নহে, আমাদের প্রাণের ভিতরে। যখন প্রাণের ভিতরে তিনি প্রাণরূপে অনুভূত হইলেন, তখন আমাতে যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইল, সেই ক্রিয়া অপরেতে দেখিয়া আমি সেখানেও সেই প্রাণের প্রাণকে উপলব্ধি করিলাম। অগ্রে আমাতে পরে অপরেতে, জগতে ও প্রকৃতিতে। যখন আমাদের প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে সেই প্রাণের প্রাণকে অনুভব করিলাম, তখন মৃতভাব চলিয়া গেল, তেজস্বিতা দেহ মনকে অধিকার করিল, আর কোন চিন্তা রহিল না, আর কোন দিকে মন যাইতে পারিল না, সুতরাং এ অবস্থায় যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, সে কার্য্য বিশৃঙ্খল বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। সেই প্রাণের প্রাণকে আমার প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র চিন্তা করিতে যখন প্রবৃত্ত হই, তখন কার্য্যে ব্যাঘাত তো হইবেই, কিন্তু প্রাণেতে প্রাণের প্রাণের অধিষ্ঠান বশতঃ আমার ভিতরে যে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইয়াছে; সে শক্তি তো আমাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিতেছে না, আমাকে ক্রমাম্বয়ে কার্য্যরত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এ স্থলে কার্য্যের ব্যাঘাতের কোন কথাই উঠিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব বৃত্তান্ত।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু;—

করুণাময়ী বিধান জননীর কৃপায় কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব একরূপ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারকার উৎসবে মার অজস্র কৃপা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এবং তাঁর এই অযাচিত স্নেহ ও কৃপার জন্য বার বার তাঁর শ্রীপদে প্রণিপাত করি। এবারে একদিকে যেমন

বিধানমণ্ডলীমধ্যে নানারূপ গোলযোগও পুনরায় হৃদয়বিদারক ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায়,সকলের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন এখানকার উৎসব কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন হইবার একমাত্র অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, অন্যদিকে তদ্রূপ মা বিধান জননী অবতীর্ণ হইয়া তাঁর নিজ কার্য্য স্বয়ং সুসম্পন্ন করিলেন, ইহা দেখিয়া কার না প্রাণ কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে? উৎসবের সর্ব্বপ্রথম হইতেই শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের নবীন অনুরাগ ও উৎসাহ দেখিয়া কতই প্রাণ না আশ্বস্ত হইয়াছিল! আমরা অতীব আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কোচবিহার রাজ্যে নূতন বিধানের সুসংবাদ যাহাতে সুচারুমতে প্রচারিত হয় এবং সমস্ত প্রজাবৃন্দ বিধানের মর্ম্ম যাহাতে সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারিয়া শ্রীহরিপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মহারাজা বাহাদুর বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের কিছু দিন পর হইতেই বিশিষ্টরূপ যত্নশীল হইয়াছেন। তজ্জন্যই গত চৈত্র মাসে তিনি কোচবিহার ব্রহ্মমন্দির সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যভার শ্রীদরবারের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীদরবারও অত্রস্থ ব্রহ্মমন্দিরসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এখানকার কার্য্যপ্রণালী সুচারুরূপে সংসিদ্ধ হইবার জন্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় ও ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকীরদাস রায় মহাশয়দ্বয়কে এখানে প্রেরণ করেন। উপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত শীঘ্র শীঘ্র করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি ত্বরায় এখানে আসিতে পারিলেন না, এবং এখানকার মন্দিরের রবিবাসরিক উপাসনা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায়, ভক্তিভাজন ফকির বাবু অগ্রেই এখানে আগমন করিয়া অত্র সমাজের কার্য্য প্রণালী সুচারুরূপে চালাইতে আরম্ভ করিলেন কিছুদিন পরেই উৎসবসময় নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় কোচবিহারের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য একবার কলিকাতা হইতে এখানে আগমন করিয়া, মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এবারকার উৎসবে কলিকাতা, হুগলি, রামকৃষ্ণপুর, বাঁটরা, অমরাগড়ী, ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উৎসবের নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ আগমন পূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সমুদয় প্রেরিত প্রচারকবর্গ ও অন্যান্য বিধানবিশ্বাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগমনের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাঁহাদের এবং কোচবিহারেশ্বরী শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী দেবীর অনুপস্থিতি বশতঃ বিধাতৃকৃপানিঃসৃত সর্ব্বশান্তিপ্রদ উৎসবের ভিতরও এক বিশেষ অভাব অনুভূত হইয়াছিল। শ্রীমতী মহারাণী দেবীর সহিত কোচবিহার রাজ্যের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তিনি এই রাজ্যের মাতা। তাঁহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি হেতু এই রাজ্য যেন মাতৃহীন বালকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। বিশেষতঃ কোচবিহার ব্রহ্মমন্দির তাঁহার অতি আদরের। উৎসবের সময় তিনি এই শ্রীমন্দিরকে অতি অপূর্ব্ব সাজেই সজ্জিত করিতেন এবং ভক্তবৃন্দের সেবার জন্য কত যত্নই না লইতেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য সকলের প্রাণে এক বিশেষ দুঃখ রহিয়া গিয়াছে এবং উৎসব উপলক্ষে মন্দির সাজান প্রভৃতি তাঁহার নিজ অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল, তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৩০শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় কোচবিহার রাজ্যের কল্যাণ জন্য ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা হয়। ৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২॥০টার ট্রেণে কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বলদেব নারায়ণ এই চারিজন প্রেরিত প্রচারক এবং আরও বার জন নিমন্ত্রিত বন্ধু উৎসবে আগমন করেন। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য মহারাজা বাহাদুরের পারসোনাল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, এবং একাউণ্টেণ্ট জেনরেল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল সেন মহাশয়দ্বয় ষ্টেসনে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আনয়ন করেন। ঐ দিন ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়। সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনান্তে শ্রীমন্দিরের ভিতর এখানকার কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক ও উপস্থিত অন্যান্য সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের সহিত বিধান তত্ত্ব আলোচনা করা হয়। পরদিবস ৪ঠা শুক্রবার প্রাতে শ্রীমন্দিরে উপাসনা হয়; উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অদ্য মহর্ষি ঈশাদেবের স্বর্গারোহন দিন। তাঁহার স্বার্থ ত্যাগ অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। অদ্য স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপল এবং দেওয়ান বাহাদুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। শুক্রবার অপরাহ্নে ১টা হইতে ৪ঘটিকা পর্য্যন্ত যুবকদিগের স্থানীয় প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তত্ত্বালোচনাদি হয়। বৈকালে বেলা ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে উপাধ্যায় মহাশয় "ধর্ম্ম কি? এ বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমাগত হওয়ায় হলটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তদনুরূপ সুযুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল। যাহা সমস্তকে এক করিয়া দেয় তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা আমাদিগকে সকলের নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহাই কুধর্ম্ম—এই ভাবটি, ভক্তিভাজন বক্তা মহাশয় বৈদিক,বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের যথাযথ মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া স্বাভাবিক নিয়মে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ কিরূপে ঘটিয়াছে তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছিলেন। তৎপরে রাত্রিতে যাত্রীনিবাসে কলেজের কয়েকটি অধ্যাপক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত যাত্রিনিবাসে সৎপ্রসঙ্গাদি হয়। ৫ই শনিবার অতি প্রত্যুষে শ্রদ্ধেয় বাবু আশুতোষ রায় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া "উঠ জাগ সবে, ভারত সন্তান, শুন বিধান কথা অমৃত সমান" গীতটী অবলম্বন করিয়া পাড়ায় পাড়ায় উষাকীর্ত্তন করিয়া সকলের হৃদয় রঞ্জন করেন। তৎপরে বেলা ৭॥০টার সময় শ্রীমন্দিরে

উপাসনা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় অদ্যকার উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি মোসলমান তপস্বিদিগের জীবন অবলম্বন করিয়া উপাসনাতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনা যে মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং উপাসনায় যে বিধাতৃ কৃপা অবতরণ করিয়া মনুষ্যকে ভাগবতীতনু দান করে, তিনি মহম্মদীয় উপাসনা প্রণালী বা নমাজের বিভিন্ন অঙ্গের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা সুন্দররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে কলিকাতা ব্রহ্মমন্দির সংক্রান্ত গোলযোগ শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাজন গৌর বাবু এবং কান্তি বাবু কলিকাতা যাত্রা করেন। বৈকালে বেলা ৬ঘটিকার সময় নরেন্দ্র নারায়ণ পার্ক নামক মহারাজা বাহাদুরের রমণীয় উদ্যানে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা স্থলে প্রায় দুই তিন শত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায়,মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তৎপরে রাত্রিতে যাত্রীনিবাসে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়। পরদিন রবিবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। ভক্তিভাজন ফকিরদাস রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ব্রহ্মাবতরণে বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা ২॥ টার সময় হইতে শাস্ত্র পাঠ, আলোচনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তনান্তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন সায়ংকালীন উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরদিন সোমবার নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। ভক্তিভাজন ফকির বাবু প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। তাঁহার সুগম্ভীর ভাব ও ব্যাকুলতাপূর্ণ উপাসনা অতীব মধুর হইয়াছিল। তৎসঙ্গে বাবু মনোমোহন দে ও বাবু আশুতোষ রায় মহাশয় নূতন অরগ্যান্ যোগে সঙ্গীত করিয়া সকলের প্রাণকে মোহিত করিয়া দিলেন। উপাসনার প্রথমাঙ্গ সমাপন হইলে—"মা আমরা তোমার নাম গাইতে বা নাচিতে কি জানি? তোমার ঐ গোরাচাঁদই কেবল একটু মাত্র জানিতেন। তিনি যে তোমার পায়ের নূপুর হইয়াছিলেন। তুমি ঐ ভক্ত নূপুরটি পরিয়া ভক্তদলের মাঝখানে কেমন নাচিতে থাক! ভক্তবৃন্দেরা তাহা দেখেন আর অবাক্ হইয়া থাকেন!! তোমার ঐ গোরার নূপুরের শব্দে কত লোকই না পাগল হইয়া পড়িল। আহা, মা, আজ তুমি দলবল লইয়া ঐ নূপুরটি পায়ে পরে নগরের পথে পথে নাচিতে থাকিবে,আর আমরা পাপী তাপী সকলে মিলে তোমায় ঘিরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব! এই ভাবে প্রার্থনা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ৪টার সময় শ্রীমন্দিরে সকলে সমবেত হইলে পর ভক্তিভাজন ফকির বাবু প্রার্থনা করিবার পর নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। "এস, এস, এস, বন্ধুগণ! দেরী করোনা করোনা। (শুভ সময় বয়ে যায়) এমন শুভ সময়ে রবে কি নীরবে, বিষাদেতে হইয়া মগন, অনুরাগ ভরে, দ্বারে দ্বারে করি হরি সঙ্কীর্ত্তন। ও ভাই মোহমদ পিয়ে, জেগে ঘুমাইয়ে কতদিন রবে বল,ক্রমে গেল দিন,হলো আয়ুক্ষীণ,শমন নিকট এলো। (একবার ভাবিলে না) এই সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনটি গাইতে গাইতে সাধকগণ নগরের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া রাজবাটীতে উপনীত হইয়া জমাট, সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর, মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং বাহিরে আসিয়া শুনিতে লাগিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তনদল প্রত্যাগমন কালীন অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিলেন। তৎপরে তথা হইতে যাত্রিনিবাসে আগমন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নৃত্য ও কীর্ত্তন হইতে থাকে। সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে মনোমোহন বাবু বেহালাযোগে কয়েকটি সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত ও কয়েকটি অপর সঙ্গীত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের চিত্ত মুগ্ধ করেন। তৎপরে প্রীতি ভোজন হয়। মঙ্গলবার কেশব আশ্রমে উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যার সময় দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। বুধবার প্রাতে যাত্রিনিবাসে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় বলদেব নারায়ণ উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে বেলা তিন ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় চারিশত কাঙ্গালিদিগের প্রত্যেককে তিন চারি সের পরিমাণে তণ্ডুল বিতরণ হয়। তৎপরে ৬ টার সময় ল্যানসডাউন নামক হলে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় "ধর্ম্মের প্রয়োজন কি?" এ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে মহারাজা বাহাদুর ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সমাগত হওয়ায় হলটি পূর্ণ হইয়াছিল। রাত্রিতে স্থানীয় বিধান বিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে প্রীতি ভোজন হয়। বৃহস্পতিবার মহারাজা বাহাদুর কৃপা করিয়া উৎসব উপলক্ষে অবকাশের দিন প্রদান করায়, উক্ত দিনে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছিল। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় দুই বেলাই উপাসনা করেন। সায়ংকালীন উপাসনার প্রথমাঙ্গ শেষ হইলে উৎসবের শান্তি বচন সূচক প্রার্থনা হইয়া উৎসবের কার্য্য সমাপিত হয়। রাত্রিতে রাজভবনে ভক্ত সেবা হয়। ভক্ত সেবার পর মহারাজা বাহাদুর তাঁহার ড্রইং রুমে উপস্থিত সকলের সহিত সমাজ সংক্রান্ত অনেক বিষয় আলোচনা করেন। এখানকার কলেজের কয়েকটি প্রফেসার ও আরো কয়েকটী স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়াআমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। এই সকল মহোদয়গণকে লইয়া এখানে স্বতন্ত্র ভাবে একটী উপাসক মণ্ডলী সংগঠনের সবিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ইতি

১৭ই মে ১৮৯৭সাল। } প্রণত

কুচবিহার নববিধান সমাজ। } শ্রীঃ—

সংবাদ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের মাতৃদেবীর আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও শ্রীমান আশুতোষ রায় ভাই গিরিশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে গমন করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই ফকিরদাস রায় ও ভ্রাতা ব্রজোগোপাল নিয়োগী রঙ্গপুরের নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। গত ২৩শে মে রবিবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আগামীতে এতদুপলক্ষে যে উৎসব হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

অদ্য ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদিগের স্বর্গগত ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভ্রাতার কলুটোলাস্থ গৃহে বিশেষ উপাসনা হইল। ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

গত ২৩শে মে রবিবার বাগবাজারস্থ শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় পুত্রের নাম করণ হইয়াছে। নব শিশু উপাধ্যায় কর্ত্তৃক কমলেন্দ্রনাথ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিধান জননী কমলেন্দ্রনাথকে নিজ মনোমত জীবন দান করুন।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
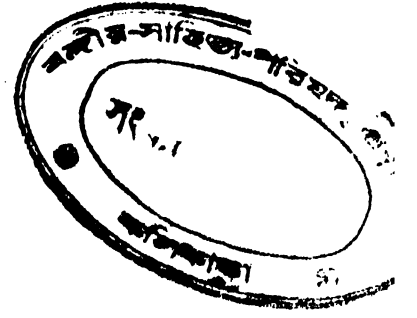
ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১১ সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে [illegible] কল্যাণের প্রস্রবণ, তোমা হইতে নিয়ত কল্যাণ প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে অবিশ্বাস করিয়া কেন আমরা বর্ত্তমান বিধান হইতে পরিভ্রষ্ট হই। কল্যাণ ও অকল্যাণবিমিশ্র এই সংসার, এখানে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ কখন আশা করা যাইতে পারে না, এই ভাবিয়া তোমার কল্যাণমূর্ত্তিদর্শনে যে আমাদের বাধা উপস্থিত হয়, সে বাধা যদি আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে দূরে অপসারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে নামে স্বীকার করি আর না করি তোমার সমকক্ষ এক জন প্রতিপক্ষ থাকতঃ আমাদের স্বীকার করা হইয়াছে। এ প্রতিপক্ষ আর কেহ নহে আমরা স্বয়ং, ইহাতো আমাদিগকে অনেক সময়ে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু আমাদের ছাড়া কোন একটি তোমার ব্যাপক প্রতিপক্ষ আছে, ইহা যদি আমরা ভাবে, চিন্তায় ও ব্যবহারে দেখাই, তাহা হইলে, হে নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বী পরমেশ্বর, আমরা তোমার এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিয়া কি বিষম অপরাধেই না নিপতিত হইলাম? আমরা তোমার ইচ্ছার প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে গিয়া যখন কল্যাণের স্রোত অবরুদ্ধ করিতে সাহসী হই, তখন বাস্তবিকই কি কল্যাণস্রোত অবরুদ্ধ হয়? দুঃখ ক্লেশ কি সুখ শান্তির ন্যায় কল্যাণের অন্তর্গত নহে? যখন আমরা দুঃখ পাই ক্লেশ পাই, তখন মনে করি ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত। আমাদের দুর্ব্বল চিত্তের পক্ষে ঈদৃশ চিন্তা কিছু তত অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বস্তুতই কি তোমার ইচ্ছার প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়া যে দুঃখ ক্লেশ আনয়ন করি, তাহা আমাদের পক্ষে অকল্যাণ? ইহাতো আমরা বলিতে পারিতেছি না। আমাদের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত প্রাকৃতিক নিয়মে যে সকল দুঃখ ক্লেশ উপস্থিত হয় তাহাকেই বা অকল্যাণমধ্যে গণ্য করিব কি প্রকারে? সে সমুদায়ে যখন জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইতেছে, তখন প্রাকৃতিকনিয়মঘটিত দুঃখ ক্লেশকেই বা অকল্যাণ বলিতে আমাদের কি অধিকার? যে সকল বিষয়ের কল্যাণত্ব আজও আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পায় নাই, সেগুলিও যে কল্যাণ ইহা বিশ্বাস করিলেই বা কি অযৌক্তিকতা হয়? দেখিতেছি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে আমরা আমাদের দুঃখ ক্লেশগুলিকে কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। যখন সুখে শান্তিতে দিন কাটাই, তখন তন্মধ্যে কল্যাণ দেখিয়া তোমাকে কত ধন্যবাদ দান করি, যখন দুঃখ ক্লেশে পড়ি, তখন চারিদিকে অকল্যাণ আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়াছে মনে করিয়া আর তজ্জন্য

তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি না। যদি বলি, এ সময়ে মনের অবস্থা এইরূপ হওয়াই শ্রেয়স্কর, অন্যথা অপরাধজন্য তীব্র যাতনা অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হইবার উপায় হইবে কি প্রকারে, তাহা হইলে তাহার উত্তর মনে এই উপস্থিত হয় যে, দুঃখ ক্লেশ আমাদের কল্যাণের জন্য তুমি নিয়োগ করিয়াছ ইহা জানিলে, তুমি আমাদিগকে কত ভালবাস এক দিকে আমরা ইহা বুঝিতে পারি, অন্য দিকে যিনি এত ভাল বাসেন তাঁহার ইচ্ছার প্রতিপক্ষতাচরণ করিতেছি ইহা ভাবিয়া অনুতপ্তচিত্ত হই, অধিকন্তু তুমি কল্যাণ বিনা অকল্যাণ করিতে জান না ইহাতে ধ্রুব বিশ্বাসবশতঃ অত্যন্ত দুঃখ ক্লেশের ভিতরে নিরাশা বা শুষ্কহৃদয়ত্বের সম্ভাবনা থাকে না, ইহা কি আমাদের পক্ষে সামান্য লাভ? হে দেবাদিদেব, হে কল্যাণময় পরমেশ্বর, তাই তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করিতেছি, তোমা হইতে নিয়ত কল্যাণ প্রবাহিত হইতেছে. কোন হেতুতে বা কোন কারণে সে প্রবাহের তিরোধান সম্ভবপর নয়, ইহা বিশ্বাস করিয়া নিত্যকাল আমরা তোমার হইয়া থাকিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

অধ্যাত্মস্বাধীনতা।

"ঈশ্বরের আমরা অধীন এই জন্যই আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন" এ কথার মর্ম্ম যে ব্যক্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাকে আর অধ্যাত্মস্বাধীনতা কি বুঝাইয়া দিতে হয় না। মানুষ অধিকাংশ সময়ে ঈশ্বরকে স্বাধীন প্রমুক্ত ভাবে তাহার জীবনের উপরে কার্য্য করিতে দেয় না, সে যেমন আপনার সহচর অনুচরগণের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া প্রভুত্ব করিবার অভিলাষী, তেমনি ঈশ্বরকে কথায় না হউক কার্য্যতঃ আপনার অধীন করিয়া রাখিবার জন্য যত্নশীল। ইহার ফল এই হয় যে, সে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। একবার সে আত্মকল্পিত রেখার মধ্যে ঈশ্বরকে বদ্ধ রাখিবার জন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করুক, দেখিতে পাইবে, কি পূর্ণ স্বাধীনতার রাজ্যেই সে আসিয়া উপস্থিত!

আমরা কি বলিলাম, ভাল করিয়া বুঝাইতে যত্ন না করিলে, আমাদের উপরি উক্ত কথাগুলি বলা বিফল হইল। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের জীবনোপরি ঈশ্বর প্রমুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারেন এ জন্য আমরা নিত্য সাধনপরায়ণ কি না? আমরা স্বার্থের রজ্জুতে আমাদিগকে বান্ধিয়া রাখিয়াছি; স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিতে আমরা প্রস্তুত নই। আমাদের আচার ব্যবহার সকলই স্বার্থপ্রণোদিত। যেখানে স্বার্থ নাই, আমরা সেখানে নাই। স্বার্থের গন্ধ যেখানে. সেখানে আমরা মধুলোলুপ ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই। যে কার্য্যে স্বার্থসিদ্ধি, সেই কার্য্যে আমাদের প্রবৃত্তি। যত দিন এক জনের সঙ্গে বন্ধুতা, যত দিন তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতার স্বার্থ চরিতার্থ হয়। বন্ধুতা নিশ্চয় ভাঙ্গিবে সেই দিন, যে দিন আর তাঁহা হইতে স্বার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। স্বার্থ যখন আছে, তখন খুঁজিয়া নূতন বন্ধু বাহির করিতেই হইবে। যাঁহারা আমাদের স্বার্থের বাগুরায় সহজে পড়িতে পারে, এমন সকল লোককে যে কোন উপায়ে আমরা বন্ধু করিয়া লই, হস্তগত করিয়া লই। মানুষের সঙ্গে স্বার্থ জন্য যদি সম্বন্ধ হয়, ঈশ্বরের সঙ্গেও সেইরূপ স্বার্থের জন্য সম্বন্ধ হইবে, ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। স্বার্থের সীমার মধ্যে ঈশ্বরের সহিত যত দূর সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, তত দূর তাঁহার সহিত আমরা সম্বন্ধ রাখিতে চাই। যত দিন সুখ সম্পদ্ অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে, অভিলষিত বিষয়সমূহ পাইতেছি, তত দিন ঈশ্বরের করুণার ব্যাখ্যা মুখে লাগিয়া থাকে। যখন উহার একটু ব্যতিক্রম হয়, তখনই তাঁহার প্রতি আমরা বিমুখ হই। কোরাণ ভালই বলিয়াছেন, "কতকগুলি লোক আছে, তাহারা যেন সত্যধর্ম্মের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চঞ্চলভাবে ঈশ্বরের সেবা করে। যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন শুভ ঘটনা হয়, সে তাহাতে

সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু কোন বিপদ্ হইলেই ফিরিয়া বসে, এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ই হারায়।"

এক স্বার্থসম্বন্ধে যাহা বলা হইল প্রত্যেক প্রবৃত্তিসম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে। ক্রোধ দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা প্রভৃতি আমাদের মন নিয়ত কলুষিত করে,এবং সেই কলুষিত মনে ঈশ্বর আপনি যে প্রকার সে প্রকারে আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। কেবল প্রকাশিত করিতে পারেন না তাহা নহে, আমরা আমাদের মনের পরিচ্ছদে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে দেখি! আমরা ভাবি, আমরা যাঁহাদের বিরোধী, ঈশ্বরও তাঁহাদের বিরোধী, তিনি আমাদের মন রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে রোগ শোক বিপদ দুঃখ সকলের ঘরেই আইসে,একথা আমরা এ সময় ভুলিয়া যাই। আমাদের বিরোধিগণের মধ্যে রোগ শোক বিপদ দুঃখ যখন দেখি, তখন আমরা ঈশ্বরকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিই যে, তিনি যথার্থ বিচার করিয়াছেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া আমাদের প্রতি প্রভূত করুণা প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা উচ্চধর্ম্মের ভাণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ঈদৃশ মোহ দেখিয়াও আমরা অবাক্ হই। মানুষ আপনার দুর্ব্বলতা ঈশ্বরের উপরে আরোপ করিয়া তিনি যাহা নন সেইরূপ লোকের সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করে। ইহার ফল এই হয়যে, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সাধারণের মনঃকল্পিত ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া অস্বীকার করাতে নাস্তিক বলিয়া তাহাদিগের নিকটে নিন্দিত, ঘৃণিত এবং অত্যাচরিত হন। মনুষ্য যত দিন সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে না পারিতেছে, তত দিন সে আপনিও পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিতেছে না, ঈশ্বরকেও মনঃকল্পিত রেখার মধ্যে বদ্ধ রাখিবার জন্য প্রয়াস ছাড়িতে সমর্থ হইতেছে না।

স্বার্থাধীনতা, প্রবৃত্তির অধীনতা ছাড়িয়া যিনি সর্ব্বথা ঈশ্বরাধীনতা স্বীকার করিয়াছেন,এ সংসারে এমন কিছু বাধা উপস্থিত হইতে পারে না,যাহাতে তিনি আধ্যাত্মস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারেন। যদি বল, এ পৃথিবী চিরকাল আধ্যাত্মস্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য কত কৌশল বিস্তার করিয়াছে; তাদৃশ ব্যক্তিগণকে কখন প্রলোভনে নিক্ষেপ করিয়া, কখন বা ভয় প্রদর্শন করিয়া কখন বা যন্ত্রণাদান করিয়া আপনার অধীন করিতে যত্ন করিয়াছে, এরূপ স্থলে সাধারণ লোক আধ্যাত্মস্বাধীনতা লাভ করিবে ঈদৃশ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করা কখনই সমুচিত নয়। কয় ব্যক্তি আধ্যাত্মস্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত? সত্য বটে মহর্ষি ঈশার সামান্য শিষ্যগণও আধ্যাত্মস্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু যে সময়ে তাঁহারা প্রাণ দিয়াছিলেন সে সময় অসাধারণ সময় ছিল, অন্যথা বর্ত্তমানকালে আর সে প্রকার আধ্যাত্মস্বাধীনতাসম্পন্ন লোক অতি বিরল হইয়াছে কেন? যাঁহারা ঈশ্বরভিন্ন ধর্ম্মভিন্ন সত্যভিন্ন আর কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, তদ্ভিন্ন অন্য লোকে কি আর আধ্যাত্মস্বাধীনতায় আত্মজীবন কৃতার্থ করিতে পারে? যখন ঈদৃশ লোক জ্ঞানিগণের মধ্যেও বিরল, তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চিরজীবন আধ্যাত্মস্বাধীনতা রক্ষা করিবে, ইহা স্বপ্নকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, স্বপ্নকল্পনাই বল আর যাহা কিছুই বল, স্বাধীনতা আমাদের নবধর্ম্মের প্রাণ। এ ধর্ম্মে যদি আত্মা স্বাধীন না হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মজীবনারম্ভই অসম্ভব! যে ধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রথম সোপান, সে ধর্ম্মে স্বাধীনতা বা প্রবৃত্ত্যাদির অনধীনতা যে প্রয়োজন তাহা কি একমুখে বলিতে পারা যায়? আমি স্বয়ং যদি প্রবৃত্ত্যাদির অধীন রহিলাম, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের অধীন হইব কি প্রকারে? প্রবৃত্ত্যাদি ঈশ্বরকে অধিকার দিবে কেন? তিনি আসিলে যে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব চলিয়া যায়। সম্পূর্ণ নিবৃত্তিপথ যে ব্যক্তি আশ্রয় করে নাই,সে আত্মোপরি ঈশ্বরের

কর্ত্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিবে, এবং তাহাতেই তাহার স্বাধীনতাও খণ্ডিত হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ রক্ষা করিবার যত্ন বৃথা। সমুদায় জীবনের উপরে অধিকার দান না করিলে ঈশ্বর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখেন, ইহা আর কেনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আত্মা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বাসনা বা অন্যবিধ বিষয়ের অধীনতায় অবস্থান না করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিয়া রাখিয়াছে, এরূপ স্থলে যে, সে আপনাকে প্রমুক্ত স্বাধীন সর্ব্বদা উপলব্ধি করিবে ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহই নাই।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে প্রবৃত্ত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরের আমাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব যে প্রকার অবরুদ্ধ হয়, তেমনি বিবিধ সামাজিক কর্ত্তব্যও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অবরোধ করে কি না? পিতা মাতা বন্ধু স্বজন আত্মীয় প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, আমরা মনে করি সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া এমন অনেক কার্য্য করিতে হয়, যাহা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের সঙ্কোচক সমাজে এমন সমুদায় আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে যাহা আত্মার প্রমুক্ত ভাব প্রতিপদে অবরুদ্ধ করে। অধ্যাত্মস্বাধীনতা আশ্রয় করিলে এই সমুদায়ের বিরোধে দণ্ডায়মান হইতে হয়, এবং সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এ স্থলে মনের উত্তেজিত অবস্থা অপরিহার্য্য, কেন না তদ্বিনা সমাজ ও পরিবারের বিপরীত চেষ্টা অবরোধ করা দুঃসাধ্য। ধর্ম্মের জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক উত্তেজিতাবস্থা ঈশ্বরের ক্রিয়ার অবরোধক, কেন না সে সময়ে চিত্ত প্রশান্ত থাকে না, সুতরাং ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়া আত্মার নিকটে যথাযথ প্রকাশ পায় না। যদি বলি ধর্ম্মের জন্য উত্তেজিত হৃদয় যখন ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য দিকে চিত্ত যাইতে দেয় না, তখন উহা ঈশ্বরের ক্রিয়ার অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্ম অতি বিস্তৃত ভূমি অধিকার করিয়া অবস্থিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা যত দূর বিস্তৃত, সে সমুদায়ই যদি ধর্ম্মের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে এমন কোন বিষয় নাই যাহার সহিত ধর্ম্মের যোগ নাই। উত্তেজিত হৃদয় একটি স্থলে চিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, প্রমুক্ত ভাবে প্রশস্ত ভূমিতে উহাকে বিচরণ করিতে দেয় না। ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত নিন্দিত কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা এজন্যই ঘটিয়াছে। আধ্যাত্ম-স্বাধীনতা অবিকারচিত্ত বিনা অন্যত্র সম্ভব নহে, ইহা মনে রাখিলে কোন প্রকার উত্তেজনাই যে উহার পক্ষে অনুকূল নয়, ইহা আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আধ্যাত্মস্বাধীনতা ও যোগযুক্ততা এ দুই একই কথা। যোগযুক্তাবস্থায় যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা এক হইয়া অবস্থান করে, তখন ঈশ্বরের প্রমুক্ত স্বাধীন ভাব আত্মাতে অবতরণ করে, এবং সেই স্বাধীনতার ছায়ায় আত্মাও স্বাধীন ও প্রমুক্ত হয়। যাহা অধ্যাত্মস্বাধীনতা নহে, তাহাকে স্বাধীনতাস্বরূপে দেখাইয়া লোকের নিকটে কোন এক ব্যক্তি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানবহৃদয়জ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন, কোন্ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সে ব্যক্তি তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত। অনেক সময়ে লোকে এ সম্বন্ধে আত্মবঞ্চনাও করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া অধ্যাত্মস্বাধীনতা এ সংসারে অসম্ভব এরূপ মনে করা কাহারও উচিত নয়। যাহারা অন্তর্বাহ্য বিবিধ উত্তেজনা ও প্রলোভনের মধ্যে বিদ্যমান, তাহারা স্বাধীন হইবে কি প্রকারে, এ কথ বলাও যাহা এ জীবনে যোগসম্ভবপর নহে এ কথ বলাও তাহাই। যোগ ও অধ্যাত্মস্বাধীনতা এক সামগ্রী জানিয়া এতৎসম্বন্ধে সাধনে নিযুক্ত থাকা আমাদের সকলের পক্ষেই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

প্রেমপারবশ্য।

প্রেম আপনাকে পরবশ করে, প্রেম আমাদিগকে

আমাদের আপনার থাকিতে দেয় না। প্রেম যদি সমুদায় স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে 'নাথের ভিখারী' করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সংসারে প্রেমের এত আদর কেন? প্রেম কি আমাদের আত্মার গৌরব হরণ করে না? যে আত্মার জন্য আমরা তত্ত্ব আলোচনা করি, বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হই, যে আত্মা নিত্যকাল থাকিবে, তাহাকে নীচ করিয়া ফেলা কি কখন সমুচিত? আত্মা আছে বলিয়া আমার সম্বন্ধে সমুদায় সংসার আছে, যদি সেই আত্মারই গৌরব চলিয়া গেল, তাহা হইলে আর অবশিষ্ট থাকিল কি? জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানিগণ আত্মার আদর জানেন, তাই তাঁহারা হাসি কান্না নাচ গাওয়া প্রভৃতি প্রেমের বিকারকে ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব যায়, চক্ষুষ্মান্ মনুষ্য অন্ধ হয়। কালে কোথায় গিয়া পড়ে তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাঁহারা এরূপ বলিলেও প্রেম উড়াইয়া দিতে পারেন না। একবার প্রেমের অন্তরায় পড়িলে তাঁহাদের জ্ঞানের গর্ব্ব কোথায় উড়িয়া যায়। অসার ধূলির ন্যায় তাঁহারা প্রেমবায়ুতে ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হন। যে চৈতন্য প্রথম বয়সে জ্ঞান গর্ব্বে গর্ব্বী ছিলেন, তাঁহার দর্শন যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের আশ্চর্য্য ক্ষমতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না।

'প্রেমপরবশ করে' ইহা ভাল না মন্দ; পাত্রভেদে ইহা ভাল, পাত্রভেদে ইহা মন্দ। অথচ অন্য কথায় বলিতে হয়, যেখানে অধ্যাত্ম স্বাধীনতার অভাব সেখানে প্রেম আসিতে পারে না। অধ্যাত্মস্বাধীনতার ভূমির উপরে প্রেমের অভ্যুদয় এ কথা বলিলে অনেকে মনে করিবেন কথাটা ঠিক বলা হইল না, কিন্তু তাঁহারা একবার যদি ভাল করিয়া আলোচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন প্রেমবস্তু অধ্যাত্মস্বাধীনতা প্রসূত। মাতা সন্তানকে ভালবাসেন, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেন, তিনি যদি স্বার্থাদির অধীন হইতেন তাহা হইলে কি এরূপ করিতে পারিতেন। প্রেম সকল প্রকার প্রবৃত্তির প্ররোচনা নিরস্ত করিয়া ফেলে, অন্যথা অপরের জন্য আত্মদান কি কখন সম্ভবপর? এতো গেল যে ব্যক্তি প্রেমিক হইবে তাহার কথা। প্রেমের পাত্রকে নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বলিতে হইবে, ঈশ্বর আমাদিগের প্রথম প্রেমের পাত্র। ইঁহাতে চিত্ত স্থাপন না করিলে প্রেম পূর্ণ পরিমাণে চরিতার্থ হয় না, অধ্যাত্ম স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। মাতাতে নিঃস্বার্থ ভাব বিদ্যমান, পুত্রের প্রতি স্নেহ বিনা অন্য কোন প্রবৃত্তি তাঁহার প্ররোচক নহে, ঈদৃশী মাতাকে ভক্তি করিলে আমাদের প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মাতা পুত্রকে লইয়া যখন ব্যস্ত তখন স্বার্থ বা প্রবৃত্তির বিরাম থাকিলেও অন্যত্র তাহার প্রকাশ আছে, সুতরাং তিনি এমন পাত্র নহেন, যাহাতে প্রেম পূর্ণ পরিমাণে চরিতার্থ হইতে পারে। ঈশ্বরকে এই জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথমে প্রেমের আস্পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে।

ঈশ্বরকে আমাদের প্রেমের আস্পদ করিলে প্রেমবশ্যতা কোন প্রকারে নিন্দনীয় হইতে পারে না। জ্ঞানকর্কশ ব্যক্তিগণ ঈশ্বর প্রেমিকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করেন, তাহার মূল কিছু আছে কি না, ইহা পর্য্যালোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমরা জ্ঞানকেও অনাদর করিতে পারি না, প্রেমকেও অনাদর করিতে পারি না। জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই অবিসংবাদি ভাবে আমাদের জীবনে কার্য্য করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিতেছি এই জন্য যে, যে মূল হইতে আমাদের আত্মার উৎপত্তি তাঁহাতে জ্ঞান ও প্রেম ভিন্ন সামগ্রী নহে। যদি জ্ঞান ও প্রেমে বিরোধ নাই, তবে জ্ঞানিগণের নিকটে প্রেমিক, প্রেমিকগণের নিকট জ্ঞানী নিন্দিত হন কেন? অপূর্ণ জ্ঞান ও অপূর্ণ প্রেমজন্য। অপূর্ণ জীবের জ্ঞান বা প্রেম অপূর্ণ হইবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি? জীব অপূর্ণ বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান ও প্রেম যে পূর্ণ হইতে পারে না, তাহার কোন কারণ নাই। অপূর্ণের জ্ঞান ও প্রেম পূর্ণ এ কথা শুনিতে অযৌক্তিক

বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তত্ত্ব আলোচনা করিলে ইহার অযৌক্তিকতা আর থাকে না। জীবের জ্ঞানবশ্যতা ও প্রেমবশ্যতা হইতে জ্ঞান ও প্রেমের অভ্যুদয় হয়। আমাদিগেতে জ্ঞান ও প্রেম তত দিন নিদ্রিত যত দিন অপরের জ্ঞান ও প্রেম আমাদিগকে স্পর্শ না করে। অপূর্ণ জ্ঞান ও অপূর্ণ প্রেম হইতে জ্ঞান ও প্রেমের সম্পূর্ণ জাগ্রদাবস্থা উপস্থিত হয় না; যাই উহা অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের স্পর্শ পায়, অমনি জাগ্রদবস্থা লাভ করে এবং অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে জীবের অপূর্ণ জ্ঞান অপূর্ণ প্রেম মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম প্রবিষ্ট হইয়া উহাদের অপূর্ণতা হরণ করে। জ্ঞানবশ্যতা ও প্রেমবশ্যতার ফল এই যে, অপূর্ণ ও তদ্দ্বারা পূর্ণ হয়।

প্রেমের উপাদান অধীনতা, বিবেকের উপাদান স্বাধীনতা, সুতরাং প্রেম ও বিবেকের একতা নাই, এ কথা বলা সঙ্গত নহে। প্রেম যথার্থ প্রেম বিবেক সহ উপাদানে এক। বিবেক আমাদিগকে ঈশ্বরাধীন করিয়া স্বাধীন করে,প্রেম সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরাধীনতা। অবিবেকী ব্যক্তিতে প্রেম থাকিতে পারে, ইহা মনে করা মহা ভ্রান্তি। যেখানে প্রবৃত্তি বাসনা রুচি প্রভৃতি বিবেকাধীন নহে, সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? যেখানে স্বাধীনতা নাই সেখানে প্রেম সমাগমের সম্ভাবনা পর্য্যন্তের অভাব। প্রবৃত্ত্যাদির অপগমে ঈশ্বরাধীনতা উপস্থিত হইল, ঈশ্বরাধীনতাতে ঈশ্বরের স্বরূপ জীবের নিকটে প্রকাশ পাইল,স্বরূপ প্রকাশে মন তাঁহাতে মুগ্ধ হইল, মুগ্ধ হইয়া একেবারে চির দিনের জন্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এই পূর্ণবশ্যতা হইতে অধ্যাত্ম স্বাধীনতাও পূর্ণ হইল। অধীনতা ও স্বাধীনতায় মিলন প্রেমে এই জন্যই আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি। ঈশ্বরেতে প্রেম স্থাপিত না হইলে, মানবের প্রতি প্রেম অপূর্ণতাদোষে দুষ্ট হয়,ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যৎপ্রতি আমার চিত্ত নিবিষ্ট আমি তৎসদৃশ হইব, তাহা অপেক্ষা কখন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিব না ইহাই সাধারণের নিয়ম। অপূর্ণ মানবে চিত্ত স্থাপন করিয়া অপূর্ণতা দোষ পরিহার কোন কালে সম্ভবপর নহে। ঈশ্বরে স্থাপিত প্রেম যখন নর নারীতে বিস্তৃত হয়,তখন আর উহার পূর্ণতার ছায়া তিরোহিত হয় না, সুতরাং নর নারীর অভ্যন্তরের দেবাংশ অধিকার করিয়া উহা চরিতার্থ হয়। নর নারীতে যাহা কিছু অস্থায়ী বা প্রবৃত্তি বাসনা প্রণোদিত, তৎপ্রতি অনুরাগ স্থাপিত হইলে উহার অস্থায়িতা ও অনিত্যত্ব এবং তজ্জনিত পশ্চাতে অনুতাপ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহা স্থায়ী, নিত্য, বা দেবাংশসম্ভূত তৎপ্রতি স্থাপিত প্রীতি কোনকালে বিনষ্ট হইবার নহে।

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি প্রেমাস্পদ ধর্ম্মমণ্ডলী ও জন সমাজ ইহাদের সকলেরই প্রতি প্রেমবশ্যতা না থাকিলে মানবের পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা নাই, অথচ এ সকল স্থলে প্রেমবশ্যতা অপূর্ণতা দোষদুষ্ট, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতেই প্রতীত হইতেছে। এরূপ স্থলে ঈশ্বর ও মানব উভয়েতে প্রেমের বিস্তার কি প্রকারে সম্ভবপর? পিতা মাতা প্রভৃতি সর্ব্বত্র দেবাংশের প্রকাশ আছে,সেই দেবাংশ ভিন্ন আর কিছু আমাদের প্রেমাস্পদ হইতে পারে না। যে প্রেমদান করিবে সে যদি বিবেকী হয়, স্বাধীন হয়, তাহা হইলে সে দেবাংশ ভিন্ন অন্যত্র চিত্ত স্থাপন করিতেই পারে না, সুতরাং তাহার প্রেমবশ্যতা কখন দোষদুষ্ট হইতে পারেনা। কেহ যদি এরূপ বলেন, এ প্রেমবশ্যতা, প্রেমবশ্যতা হইল কোথায়? এখানে আত্মজ্ঞান বিলক্ষণ জাগ্রৎ রহিয়াছে। আর যাহাদের নিকট প্রেমবশ্যতা স্বীকার করা হইতেছে তাঁহারাও আমাদের প্রতি কিছুতেই তুষ্ট হইতে পারেন না, কেন না তাঁহারা মনে করেন এ ব্যক্তি আমাদিগকে ভাল বাসে না, এ কেবল আপনার বুদ্ধিমতে চলে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "খুব বড় বন্ধু দেখেছিলাম যে, আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু মায়াতে বদ্ধ হইলাম না। এই জন্য আমার বন্ধুরা

বলিয়েন, খুব যে আমাদের ভালবাসে তা নয়, ভিতরে এ ব্যক্তি আবার নিজের বুদ্ধিকে দাঁড় করায়; আমরা যা বলি তা করে না।" এরূপ নিন্দা যদি যথার্থ প্রেমবশ্য ব্যক্তির ঘটে, তাহাতে তাঁহার ক্ষোভ করিবার কোন কারণ নাই। প্রবৃত্ত্যাদির অধীন ব্যক্তি আপনি যখন প্রেম কি পদার্থ জানে না, তাহাতে অপরের যথার্থ প্রেম বুঝিতে সমর্থ হইবে না, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রাচীনকালে দেহশুদ্ধির প্রতি সাধকগণের অত্যধিক দৃষ্টি ছিল। মনের শুদ্ধি মুখ্য, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া দেহশুদ্ধিতে যাঁহারা সময় অতিবাহিত করিতেন, এ দিকে মনের কি হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান লইতেন না, তাঁহাদিগের দেহশুদ্ধির জন্য যত্ন যে নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, দেহশুদ্ধি কিছুই নয়, মনঃশুদ্ধিই সকল, তাঁহারা মনঃশুদ্ধির সহিত দেহশুদ্ধির যোগ অনুভব করেন না বলিয়াই এরূপ মনে করেন। মন শুদ্ধ হইল অথচ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদি শুচিত্বের নিয়ম অনুসরণ করিল না, ইহাতে এই দেখায় যে সে ব্যক্তির আজও মন শুদ্ধ হয় নাই, যদি হইত তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অশুচিত্বের নিদর্শন থাকিত না।

বাহ্যশুচিত্ব কি? ইহাই প্রশ্ন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া উহার মালিন্য দূর করিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন প্রসন্নতা লাভ করিল, ইহাই কি বাহ্য শুচিত্ব? ক্ষণিক প্রসন্নতা বাহ্য শুচিত্ব মধ্যে গণ্য করিলে উহার শুচিত্ব নাম না দেওয়াই ভাল। চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদাদি যদি শুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করে, শুদ্ধতা ভিন্ন অশুদ্ধতার দিকে কদাপি না যায়, অশুদ্ধতার দিকে আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি মনের দৃঢ় লালসা উদ্দীপন করিয়া না দেয়, দেহকে দেবমন্দির জানিয়া সর্ব্বদা উহাকে সর্ব্ব প্রকার মালিন্য হইতে দূরে অপসারিত করিয়া রাখে, ভগবানের ইচ্ছায় বিশুদ্ধভাবে ঐ সকলের নিয়োগে কদাপি প্রবৃত্তি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে অন্তঃশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য শুচিত্ব উপস্থিত হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে।

অন্তঃশুচিত্ব উপস্থিত হইলে বাহ্য শুচিত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়, অতএব বাহ্য শুচিত্বের জন্য প্রয়াসে প্রয়োজন কি? এ কথা আমরা বলিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে আযৌবন যদি ইন্দ্রিয়াদিকে বিশুদ্ধ পথে নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাহ্যশুদ্ধির প্রতি যত্ন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি প্রথমে প্রথমে এই সকলকে অন্যভাবে নিয়োগ করা হইয়া থাকে, সেই নিয়োগ অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনঃশুদ্ধিতে অগ্রসর হইয়াও ইন্দ্রিয়াদির পূর্ব্বাভ্যাস জনিত গতি তখনও নিবৃত্ত হয় না। ইহার ফল এই যে, এই সকলের প্রতি সুদৃঢ় দৃষ্টি না রাখিলে ইহারা অল্পে অল্পে পূর্ব্বপথে চলিতে চলিতে যেটুকু মনঃশুদ্ধি হইয়াছিল তাহার ক্ষতি উপস্থিত করে। অনেক সাধকের প্রাচীনকালে এ জন্য অধ্যাত্মজীবনের ক্ষতি হইয়াছিল, এ কালেও যে কাহার তাহা হয়নাই আমরা বলিতে পারি না। অতএব ইন্দ্রিয়াদির অভ্যস্ত গতি নিবৃত্ত করিয়া সুপথে অনুগমন জন্য প্রযত্ন প্রয়োজন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পাঁচদোনা গ্রামে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন রায় মহাশয় স্বীয় ভক্তিভাজন জননী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার জন্মস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে নিজালয়ে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ২।১ দিন পূর্ব্বে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নিম্নলিখিত মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পাঁচদোনা গ্রামে ও সন্নিহিত ভদ্রগ্রাম সকলে বিতরণ করিয়াছিলেন।

"আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার আমার পরম বন্দনীয়া স্বর্গগতা জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে পাঁচদোনা গ্রামে আমার নিজালয়ে কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে।

"১৩ই বুধবার অপরাহ্ণ আনুমানিক ৬ ঘটিকার সময় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর ধর্ম্মালোচনা।

"১৪ই বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় শ্রাদ্ধক্রিয়া, অপরাহ্ণে ৬ ঘটিকার সময় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "পরলোকতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা, তৎপর সৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্গীত।

"১৫ই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা, অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় দুঃখী কাঙ্গালদিগকে দান।

"এই শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা হইতে নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় এবং নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রভৃতি এবং ঢাকা হইতে নববিধান সমাজের উপাচার্য্য ও প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মবন্ধু পাঁচদোনা গ্রামে উপস্থিত হইবেন এরূপ প্রস্তাব আছে।

"ভদ্রমহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া ক্রিয়া দর্শন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিলে বাধিত হইব।"

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন।

এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতা হইতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং অমরাগড়ী নিবাসী ভ্রাতা আশুতোষ

রায়, ঢাকা হইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, শশিভূষণ মল্লিক, মহিমচন্দ্র সেন, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, রাইচরণ দাস এবং কাওরাদিয়া হইতে স্বর্গগতা জননীর জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় মহাশয় ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচদোনায় উপস্থিত হন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় সেন মহাশয়দিগের ছোট বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হওয়ার পর সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে সকলে স্নান করিয়া চিতাভস্ম লইয়া স্কুল বাড়ী হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ একখণ্ড ভূমিতে উপযোগী প্রার্থনা পাঠান্তে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক ভস্ম রক্ষিত হয়। তৎপর প্রায় এক শত ভদ্রলোক ও অনেকগুলি ভদ্রমহিলা দ্বারা পূর্ণ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানার নিম্নে নানাবিধ তৈজস ভোজ্য বিছানা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত স্থানে নব বস্ত্র ও গৈরিক উত্তরীয় পরিহিত প্রচারকবর্গ উপস্থিত হন। ব্রাহ্ম ও দর্শকবৃন্দ উপবেশন করিলে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় এবং শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র সেন বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা আশুতোষ রায় একটি সময়োপযোগী সঙ্গীত করিলে পর অতি গম্ভীর ভাবে ভাই বঙ্গচন্দ্র উপাসনা করেন। সকলেই উপাসনার মধুর রস নিস্তব্ধে একান্তমনে পান করিতে থাকেন। ধ্যান ও প্রার্থনা ও নাম গানের পর শ্লোক সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত শ্রাদ্ধের উপযোগী শ্লোকগুলি সুমধুর স্বরে পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছিল। পরে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন শোকাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা পাঠ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয় অতি সরল ভাষায় শোকাশ্রুপূর্ণ নেত্রে অর্দ্ধ স্বরে স্বীয় শ্বশ্রূমাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করেন। এই সকল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পল্লীগ্রামবাসী সরলচিত্ত নর নারী এই শ্রাদ্ধে যোগ দান করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে এরূপ করিয়া পিতা মাতার শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। এক জন অতি প্রাচীনা হিন্দু মহিলা গিরীশ বাবুর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তুমি তাঁহার যথার্থ সন্তান ছিলে।" অনেকে এরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধ। আমরা সকলের মুখেই এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সুখ্যাতি শুনিয়াছি। ভাই গিরিশচন্দ্র এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজ্য তৈজস ও কাঙ্গালীদিগের জন্য বস্ত্র চাউল পয়সা প্রভৃতি ব্যতীত নগদ টাকা নিম্নলিখিত মত দান করিয়াছেন।

দানের তালিকা।

পাঁচদোনাস্থ দরিদ্র বিধবাদিগের সাহায্যার্থ ...	২০৲
„ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ	৫৲
„ বালক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগের পুস্তকাদির সাহায্যার্থ ...	৫৲
কলিকাতাস্থ ভিক্টোরিয়া কলেজনামক নারীবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ	১৫৲
„ অনাথপ্রেমের অনাথ বালক বালিকাদিগের সাহায্যার্থ	৫৲
„ দালাপ্রেমের রোগীদিগের সাহায্যার্থ ...	৫৲
দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে	১০৲
একটি চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ	৫৲
একজন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের জন্য	৫৲
„ হিন্দু সাধকের সেবার্থ	৫৲
„ মোসলমান সাধকের সেবার্থ	৫৲
„ বৌদ্ধ সাধকের সেবার্থ	৫৲
„ খ্রীষ্টীয় সাধকের সেবার্থ	৫৲
কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচারভাণ্ডারে	২০৲
ঢাকাস্থ নববিধান প্রচারভাণ্ডারে	১৫৲
অমরাগড়ির নববিধান সমাজে	৫৲
একজন গৃহহীন দরিদ্রের গৃহের জন্য	৮৲
দুইটী চিররুগ্না দরিদ্রা নারীর জন্য	৪৲
দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে পয়সা দান	১০৲
একজন দরিদ্র ভদ্র লোককে দান	৩৲
মোট	১৬০৲

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর দিবস অপরাহ্নে প্রায় দুই শত দীন দুঃখীকে তণ্ডুল ও পয়সা এবং কতিপয় অন্ধ খঞ্জকে বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধক্ষেত্রে সজ্জীকৃত, ঘড়া, গাড়ু, টাগারি, থালা, লোটা, বাটী গ্লাস, আবখোরা প্রভৃতি তৈজসপত্র, আসন, শয্যা, সিনামা ছত্র ইত্যাদি ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রীতে পূর্ণ কতকগুলি ভোজ্যপাত্র এবং নব সংহিতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদ শ্লোকসংগ্রহাদি ধর্ম্মপুস্তক গ্রামস্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করা হইয়াছে। অপিচ নবসংহিতা পুস্তক হইতে সঙ্কলিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, এবং ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত "মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস" নামক পুস্তক যে বিতরণার্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সভাস্থ লোকদিগকে ও অপর আত্মীয় বন্ধুদিগকে দান করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সঙ্কল্প যে স্বীয় মাতৃদেবীর নামে ভদ্র মহিলাদিগের জলকষ্ট নিবারণার্থ নিজালয়ের পার্শ্বে একটি জলাশয় খনন করেন। ভগবান্ তাঁহার শুভ সঙ্কল্প পূর্ণ করুন।

শ্রাদ্ধ দিবসের সায়ংকালে সেই সভাস্থলে উপাধ্যায় পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি সেই সময়ে লিখিত না হওয়ায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় ব্রাহ্মণভোজনের বৈধাবৈধতা বিষয়ে একজন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত উপাধ্যায়ের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এরূপ শ্রাদ্ধের দান বা পাছে কেহ গ্রহণ না করেন আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ছিল, যখন অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যাপার সকলে স্বচক্ষে দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন তখন আর দানের দ্রব্যাদি লইতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে কেন? আমরা গ্রামবাসী লোকদিগের সরল ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া

আসিয়াছি। গ্রামস্থ হিন্দু সমাজের ভদ্র যুবকবর্গ, বিশেষতঃ আমাদের ভাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ উৎসাহের সহিত ২।৩দিন সকল কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমাদের এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে,পল্লীগ্রামে এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া অনেক বিঘ্ন বাধা ও সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধিদাতা বিধাতার কৃপায় তাহার বিপরীত ফল দর্শন করা গেল। দয়াময় ঈশ্বর এই মাতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শুভ ফল আমাদের সকলের মনে প্রদান করিয়া পরলোকের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লউন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন,"মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক এই উপলক্ষে প্রকাশিত করিয়া শ্রাদ্ধসভায় যে পাঠ করিয়াছিলেন এবার স্থানাভাবে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। শ্রীমান্ আশুতোষ একতন্ত্রী সহ দুই দিন বাড়ীতে বাড়ীতে উষা কীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের ন্যায় শোকাত্মক গম্ভীর পারলৌকিক ব্যাপারে ভোজামোদ অস্বাভাবিক ও অনুচিত বলিয়া এই অনুষ্ঠানে ফলারাদির আয়োজন কিছুই হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

অভিন্ন প্রাণযোগ।

১৯ শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আমাদের ভিতরে আলস্য জড়তা দৌর্ব্বল্য অতেজস্বিতা নিরুৎসাহ নিরুদ্যম কোথা হইতে আইসে। পাপ ও অপরাধ জনিত বিয়োগ যদি এই সকলের কারণ, তাহা হইলে প্রাণের প্রাণের সহিত যোগ যে, পাপ অপরাধ অবরুদ্ধ হইবার বিশেষ কারণ তাহাতে কি আমরা কখন সন্দেহ করিতে পারি? এ কথায় যদি এই আপত্তি উপস্থিত হয়, অনেক লোক অসৎ কার্য্যে উৎসাহ উদ্যম তেজ প্রকাশ করিয়া থাকে, সে স্থলে কি যোগের অবস্থা মানিতে হইবে? আমরা বলিব না, বিকারের অবস্থায় যে তেজ ও বল প্রকাশ পায়, তাহা অধিকতর অবসাদ আসিবার জন্য, অক্ষুন্ন ভাবে তেজ বল ও উৎসাহ জীবনে সংক্রামিত করিয়া রাখিবার জন্য নহে। আমাদের দেহের মধ্যে যে বল নিহিত আছে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ পায় না, অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ পায়, কিন্তু সে বল প্রকাশ দেহের দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক। কেননা দেহের সাধারণ বল স্থির না হইলে, সঞ্চিত বল কোনকালে প্রকাশ পায় না। অতএব প্রাণের সহিত প্রাণের প্রাণের সংযোগে যাহা প্রকাশ পায়, তাহার সহিত সে প্রকার বল প্রকাশের কোন তুলনাই হইতে পারে না। যে তেজ বল উদ্যম প্রকাশ পাইলে পাপ বিকার ভ্রম প্রমাদ নিরবকাশ হয়, কোনকালে অন্তে অবসাদের কারণ হয় না, সে তেজ বল ও উদ্যমকে বিকারের সঙ্গে একীভূত মনে করা একেবারে অসম্ভব।

প্রাণের প্রাণের সহিত যোগে লোকাতীত সামর্থ্য উপস্থিত হয়, এই কথা বলিয়া আমরা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে ছি না। প্রাণের ভিতরে প্রাণের প্রাণের আবির্ভাবে সমুদায় দৈহিক যন্ত্র সমুদায় মানসিক বৃত্তি সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে, উহা বিজ্ঞানসিদ্ধ বিষয়। আহত তাড়িত পলায়িত সৈনিকগণ নিরাশা নিরুদ্যমে মৃত প্রায় হইয়া চলিতেছে, পদচালনার শক্তি নাই, পথে কোথায় পড়িয়া যায়, এইরূপ অবস্থা। হঠাৎ সংবাদ আসিল শত্রু পশ্চাতে ধাবিত, প্রাণপণে না দৌড়াইলে আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। অমনি কোথা হইতে দেহে শক্তির সঞ্চার হইল। যাহারা চলিতে পারিতেছিল না, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। এ স্থলে বিজ্ঞানবিদেরা বলিবেন, দেহের ভিতরে বল সঞ্চিত থাকিতেই অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবার প্রকৃতি সে বল লুকাইয়া রাখিয়াছিল, যাই বিপদ্ ভয় উপস্থিত, অমনি সঞ্চিত বল প্রকাশ পাইল, প্রকৃতি আর লুকাইয়া রাখিল না। অধ্যাত্ম রাজ্যে বিজ্ঞানের এই সত্যের অন্য প্রকারে নিয়োগ হয়। শক্তি বল তেজ প্রাণশক্তি হইতে আমাদিগেতে সঞ্চারিত হইতেছে। দৈহিক প্রাণশক্তির এ সম্বন্ধে সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিয়া উহা কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু এই প্রাণশক্তি মূল প্রাণশক্তির সহিত নিত্যযুক্ত রহিয়াছে। প্রাণশক্তিতে মূল প্রাণশক্তির যোগানুভব অন্তরে যখন আর থাকে না, তখন শক্তি বলের ও জোরে আগম ও অপগম থাকে না, ক্রমান্বয়ে সে সকলের প্রকাশ হইতে থাকে।

আমরা প্রাণ ও প্রাণের প্রাণের অচ্ছেদ্য যোগের ভিখারী। আমাদের প্রাণ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া আমরা কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমাদের সমুদায় ক্রিয়ার ভিতরে তাঁহারই ক্রিয়া দেখিব, কোন সময়ে আলস্য, ঔদাসিন্য দৌর্ব্বল্য জড়তা ও অতেজস্বিতা আমাদিগেতে প্রকাশ পাইবে না। আমাদের আশ্চর্য্য কার্য্যক্ষমতাতে লোকাতীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিব, এ সামর্থ্য আমাদের নাই, যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁহারই। পাপ চিন্তা পাপ কামনা পোষণ করিবার আমাদের অল্পমাত্রও অবকাশ থাকিবে না। কেন না প্রাণের প্রাণশক্তি আমাদের মধ্যে যে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সে অগ্নির সন্নিধানে পাপের অগ্রসর হইবার সামর্থ্য কি? ব্রহ্ম যখন যে স্বরূপে আমাদিগের ভিতরে আবির্ভূত হন তখন সেই স্বরূপের ক্রিয়া ও লক্ষণ আমাদের জীবনে প্রকাশ পায়। তিনি যখন প্রাণরূপে প্রাণে প্রকাশ পাইলেন, তখন সর্ব্বত্র প্রাণশক্তির যে প্রকার নিত্যক্রিয়াশালিত্ব তেমনি আমাদিগেতেও তাঁহার নিত্যক্রিয়াশালিত্ব আমরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিব। প্রাণযোগী হইয়া প্রাণের প্রাণের সহিত অভিন্নভাবে স্থিতি নিশ্চেষ্টতার হেতু নহে, কিন্তু নিত্য সচেষ্টতার কারণ, এবং এই নিত্য সচেষ্টতা ও অপূর্ব্ব সামর্থ্য প্রাণের প্রাণের সহিত অভেদ যোগ সপ্রমাণ করে।

সংবাদ।

বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ভিক্টোরিয়া কলেজবাড়ীতে পৌর্ব্বাহ্ণিক উপাসনান্তে শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগীর দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ হইয়াছিল, উপাধ্যায় কন্যাকে বিভাবতী নাম প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বজননী নবকুমারীকে নামানুরূপ জীবন প্রদান করুন।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার বরদাপ্রসাদ দাসের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গগত সুরেশচন্দ্রের শ্রাদ্ধক্রিয়া উক্ত ভ্রাতার জানবাজারস্থ আবাসে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনা প্রার্থনাদি অতি গম্ভীর ভাবে হইয়াছিল। সুরেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশের আত্মাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রব্যঞ্জক অতি শোকপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। উপাসনান্তে সুরেশের পিতা ঈশ্বরগত প্রাণ সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী পাঠ করেন। এক মাস হইল সুরেশচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে মধুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহলোক পরিত্যাগের প্রাক্‌কালে সুরেশ পারলৌকিক গভীর তত্ত্ব সকল আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র আদ্যোপান্ত অতি বিশুদ্ধ ও জীবন ধর্ম্মভাব পূর্ণ ছিল। এরূপ বিশুদ্ধ চরিত্র বিশ্বাসী যুবক বিরল। আমরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তিনি পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুদিগকে আশ্চর্য্য শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর জীবনী ক্রমশঃ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। সেই উপাসনায় কয়েক জন প্রচারক ও সুরেশের পিতা মাতা পিতামহী এবং ভ্রাতা ভগিনীগণ ও অপর কোন কোন আত্মীয় যোগ দান করিয়াছিলেন। বিশ্বজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে রক্ষা করুন, এবং পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির শোকসন্তপ্ত অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ লাহোরনিবাসী আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কাশীরামের সহধর্ম্মিণী একটি পুত্র দুইটি শিশু কন্যা রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী অতিশয় সতীলক্ষ্মী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস, পতিভক্তি ও মধুর প্রকৃতিতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃকুলের নিবাস কাবোলে ছিল। পোস্তনভাষা কাবোলীদিগের মাতৃভাষা, আমাদের সেই স্বর্গগতা ভগিনী পারস্য ভাষায়ও কথোপকথন করিতে পারিতেন। প্রিয় ভ্রাতা কাশীরাম প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী হারাইয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

গত বৃহস্পতিবার ভিক্টোরিয়াকলেজ গৃহে রঙ্গপুরের স্পেশল সবরেজেষ্টর প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিবেক মোহনের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

এরূপ প্রচার হইতেছে যে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রেরিত দরবারের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহার কোন মূল নাই। তিনি পূর্ব্ববৎ সম্পাদক আছেন, কিছু দিন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে ছিলেন মাত্র।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নিজালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ খাটুরাস্থ মঙ্গলালয়ে খুলনা জিলার অন্তর্গত খেঁসেরা নিবাসী প্রীতিভাজন শ্রীমান্ অমৃতলাল ঘোষের মাতৃ শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু উপাচার্য্যও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ধোপাপাড়ানববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল নাথের নিমন্ত্রণানুসারে বহুসংখ্যক আত্মীয় বন্ধু সেই উৎসবে যাইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, উপাসনান্তে সংপ্রসঙ্গাদি হইয়াছিল।

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ লক্ষ্ণৌ নগরস্থ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর সঙ্গে, ফরিদপুর নিবাসী শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ সেনের শুভ বিবাহ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঁকিপুর হইতে ভাই দীননাথ মজুমদার উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ তথায় গিয়াছিলেন। বিশ্বজননী বর কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় এবং সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আহ্বানানুসারে বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ও গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ২০নং পটুয়াটোলা প্রচার কার্য্যালয়ে নববিধানমণ্ডলীর বিশ্বাসী লোকদিগের সভাধিবেশন হইয়াছিল। উভয় দিনে প্রায়৫০জন বিধানবাদী পরিণত বয়স্ক ও যুবক উপস্থিত হইয়া কিসে মণ্ডলীর কল্যাণার্থ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গভীর আলোচনাদি করিয়াছেন। নববিধানের মূল সত্যকে বিশেষতঃ প্রেম পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া যাহাতে মণ্ডলীর সম্মিলন, সুনীতি ও পবিত্রতা রক্ষা পায় তদ্বিষয়ে সকলে সচেষ্ট হইবেন, এরূপ কয়েকটী নির্দ্ধারণ এবং প্রতি রবিবার এ সভার অধিবেশন হইবে এ প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। গত সভায় "প্রেরিতদিগের প্রতি বিধি" পুস্তক হইতে সাধনকাননে আচার্য্যের উপদেশ ও কমলকুটিরে নববর্ষের বিধি পঠিত হইয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয় ও মণ্ডলীর মধ্যে দুর্নীতিও অপবিত্রতা আধিক্য বশতঃ দুঃখ প্রকাশ ও তৎপ্রশমনবিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। পরমেশ্বর এই সভাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত শুক্র, শনি ও রবিবার খাঁটুরাতে মহা সমারোহে ব্রহ্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের নিমন্ত্রণানুসারে ভাই অমৃতলাল বসু, গৌরগোবিন্দ রায়, প্যারীমোহন চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র সেন, কান্তিচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার

দুর্গাদাস রায়, শ্রীমান্ আশুতোষ রায় প্রভৃতি প্রচারক ও বিধানবাদী ব্রাহ্ম ২৫।৩০ জন ও বহুসংখ্যক মহিলা সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ৪০।৪৫ জন খাঁটুরাস্থ মঙ্গলালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুক্রবার অপরাহ্নে ষ্টেশন হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে উক্ত দত্ত মহাশয়ের বহির্ভবনে উপস্থিত হন। তথায় কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনাদি হইলে পর উপাধ্যায় শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে উপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনা হয়। তিনি তাঁহাদিগকে নববিধান তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। পরদিন শনিবার প্রাতঃকালে গ্রামের প্রান্তস্থ বামড়ের তীরে চণ্ডীতলায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। এই স্থানে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্বর্গগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবী পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক বিশেষ উৎপীড়িত হইয়া সেই পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎস্মরণার্থে প্রতি বৎসর খাঁটুরায় ব্রহ্মোৎসবের সময় এখানে পারলৌকিক অনুষ্ঠানসূচক বিশেষ উপাসনা হইয়া থাকে। উপাসনার প্রারম্ভে দত্ত মহাশয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর গুণাবলী স্মরণ করিয়া হৃদয়ভেদী পারলৌকিক উদ্বোধন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দূরে সহস্র সহস্র পদ্ম বিকশিত হইয়া সেই জলাশয়কে আলোকিত করিয়া আছে। যুবকগণ নৌকাযোগে উক্ত পদ্মবনে ভ্রমণ করিয়া সেই দিবস অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে এবং পরদিন রবিবারে ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

গত শনি রবি ও অদ্য হুগলি জিলার অন্তর্গত অমরপুর গ্রামে উৎসব হয়। শনিবার দিন অপরাহ্নে উপাধ্যায় এবং কান্তিচন্দ্র মিত্র ও প্রিয়ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী ও কয়েক জন মহিলা অমরপুর নিবাসী দীন ভক্ত বৃদ্ধ ভ্রাতা হরিদাস রায়ের সাদর আহ্বানে তথায় উপস্থিত হন। পর দিন প্রাতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন যাইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শনিবার দিন সন্ধ্যার পর উদ্বোধন হইয়াছিল। রবিবার পূর্ব্বাহ্নে উপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য করেন। ভ্রাতা হরিদাস রায় একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। ভ্রাতা হরিদাস পতনোন্মুখ পুরাতন ভগ্নকুটীরে সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। গত শনিবারের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প যখন অনেক বড় বড় সুদৃঢ় অট্টালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ হইয়াছে তখন উহা সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ ও অধঃপতিত হইয়া উৎসবে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে আমরা এরূপ ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য যে ভক্তবৎসল ঈশ্বর তাহা রক্ষা করিয়াছেন, তাহার একটী ইষ্টকও স্খলিত হইয়া পড়ে নাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার নিজের উদরান্নের সংস্থান নাই, কিন্তু উৎসবে তিনি শতাধিক নর নারীকে নানা উপাদেয় উপকরণযুক্ত অন্নে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। অদ্য অপরাহ্নে অমরপুরের এক প্রায় ক্রোশ অন্তর সুগন্ধা গ্রামে উপাধ্যায়ের বক্তৃতা হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে।

প্রেরিত।

রঙ্গপুর নববিধান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবিবরণ।

ভগবানের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে রঙ্গপুরস্থ নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১৮৯৭সালের ২২শে মে, শনিবার দিবসে উষা কীর্ত্তন। ভ্রাতা কান্তিমণি দত্তের বাটীতে উহা পূর্ব্বাহ্নে ৫॥টার সময় আরম্ভ হয়, সাতাইশটী বাটীতে এবং পথে পথে হরিনাম করা হইয়াছিল।

এই দিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় কলিকাতা হইতে আগমন করেন। অপরাহ্নে ১॥টায় মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া, সিভিল ষ্টেশন রোড দিয়া নবাবগঞ্জের চৌমাথায় যাওয়া হয়। সেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ মত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য হয়। এই সময়ে পরমা জননীর সাক্ষাৎ আবির্ভাব অনুভূত হইয়াছিল। ব্রজগোপাল বাবু একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, সভ্যতা বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং বাণিজ্যে হিন্দু, মোসলমান, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় একত্রিত করিয়াছে; সুতরাং আমরা পৃথিবীর সমস্ত মহাজনদিগকে সম্মান এবং গ্রহণ করিতে না পারিলে যথার্থ সুখ বা মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। একজন মুসলমান একজন হিন্দুকে 'কাফের' বলিয়া ঘৃণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ঘৃণা এবং অহঙ্কার, হিংসা এবং ক্রোধ, শয়তান রূপে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করে। একজন হিন্দু তাঁহার প্রতিবাসী খৃষ্টান ভ্রাতাকে যখন ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সেই হিন্দুর দশাও ঠিক এই প্রকারই হয়। স্বর্গে প্রাচীর নাই। স্বর্গে যাইবার একমাত্র পথ স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে প্রেম করা, এবং পৃথিবীস্থ তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে প্রেম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্য মাত্রের ভ্রাতৃত্ব জীবনে গ্রহণ করা; কিন্তু পৃথিবীর সকল মহাজনদিগকে সম্মান এবং গ্রহণ করিতে না পারিলে ইহা কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না; যে বিধান এই নীতি জগতে প্রকাশ করিয়াছে তাহাই "নববিধান।" পরে ঠিক সন্ধ্যাকালে সকলে মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভক্তি উৎসাহের সহিত আরতি সম্পন্ন হইল। এই রাত্রিতে কুচবিহার হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই ফকিরদাস রায় বাবু ত্রৈলক্যনাথ দাস এবং আর একটী বাবু আসিয়াছিলেন, এবং ফুলবাড়ী হইতে বাবু কেদারনাথ বসু ও বাবু আনন্দচন্দ্র চৌধুরী আসিয়াছিলেন।

২৩শে মে রবিবার—প্রান্তর ও বিস্তীর্ণ প্রকাশ্য স্থানে পথপার্শ্বে নির্ম্মিত এই নূতন মন্দিরটী, পুষ্পপত্রে সজ্জিত হইয়া রবিবারের প্রাতঃকালে এক গম্ভীর পবিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং স্থানীয় সবজজ বাবু ৮॥ ঘটিকার সময় সমবেত হইলেন। এই সময় নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ দাসের সুমিষ্ট সঙ্গীত সেই সুন্দর প্রভাতের সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতা শতগুণ বৰ্দ্ধিত করিল। সেই সুললিত প্রভাত সঙ্গীতের সুতানে উপস্থিত সকলের মন সেই পরমা জননীর দিকে ধাবিত হইল, এবং ইহা অনুভূত হইল যেন সেই দয়াময়ী পবিত্রা জননী সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার নিজের প্রেমময় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারে যখন সকলের মন তাঁহার পবিত্র ভাবে পূর্ণ হইল তখন ভ্রাতা ব্রজগোপাল উপাসনা আরম্ভ করিলেন। নিয়মিত আরাধনা এবং প্রার্থনার পর তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলেন, এবং স্থানীয় সম্পাদক ঘোষণা পত্র পাঠ করিলেন। এই সময়ের উপদেশে মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের বর্দ্ধিত কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বের বিষয় সুন্দর রূপে বলা হইয়াছিল। কৃপাময়ী জননী কেমন করিয়া তাঁহার এই পূজার স্থানটী যোগাড় করিয়াছিলেন তাহাও বলা হইয়াছিল। তৎপর দুই ঘটিকা হইতে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত, পাঠ, সদালাপ, ধ্যান এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। ৬টার পর উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পুনরায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইল, এবং ৭ঘটিকার সময় শ্রদ্ধেয় ভাই ফকিরদাস রায় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। পরমা জননী তাঁহার ভিতর দিয়া নিজেই কথা বলিতে

লাগিলেন, এবং যখন তিনি কথা বলেন তাঁহার কোন্ সন্তান তাহা শ্রবণ না করিয়া থাকিতে পারে? উপদেশে প্রত্যেকের জীবনে পরিবারে ও মণ্ডলীতে ঈশ্বর দর্শনের বিষয় হৃদয়গ্রাহিরূপে বিবৃত হইয়াছিল। আমাদের পরিবারের ও মণ্ডলীর প্রত্যেকের মুখে স্বর্গীয় জননীর প্রেম পবিত্রতা দর্শন করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে না পারিলে প্রকৃত প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না, ইহা উপদেশে সুন্দর রূপে বলা হইয়াছিল।

সোমবার ২৪শে মে—ইহা উৎসবের শেষ দিন। কিন্তু শেষ বলিয়া স্বর্গীয় দয়ার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। প্রাতঃকালের উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভাই ফকিরদাস কর্তৃক সম্পন্ন হইল। প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ধর্ম্মালাপ হইল। সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় ভাই ফকিরদাস মন্দিরে প্রায় এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই কয়েকটীর সামঞ্জস্যভাবে সাধন করা নববিধানের বিবিধ নবীনত্বের মধ্যে একটী প্রধান ব্যাপার। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর কার্য্য শেষ হইল।

ফুলবাড়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠাবিবরণ।

বিধানজননীর আশীর্ব্বাদে ফুলবাড়ী নববিধানসমাজের ষোড়শ বার্ষিক উৎসব ও নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য অতি গম্ভীর ভাবে নিম্নলিখিত প্রণালী মতে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে কোচবিহার হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও ঢাকা হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় ও কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও দিনাজপুর হইতে ময়মনসিংহস্থ সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও দিনাজপুরস্থ শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন।

৩১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার, প্রাতে ৯টার সময় মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু ৮টার পরেই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ন্যূনাধিক ১ ঘণ্টা কাল প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি হইতে থাকে। আমাদিগের মনে নূতন মন্দিরজনিত কতকটা অহঙ্কার ছিল, তাহা চূর্ণ করিবার জন্যই যেন ভগবান্ প্রবল বাত্যা প্রেরণ করিয়া মন্দিরের কার্ণিশের কতকটা ও পতকাদি উড়াইয়া লইয়া যান এবং আমাদিগের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই, যাঁহার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তের মধ্যে অত্যুচ্চ হিমালয়শৃঙ্গ ধূলিতে এবং অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভ পর্ব্বতে পরিণত হইয়া থাকে, মন্দিরও তাঁহার ইচ্ছার জলন্ত নিদর্শন, আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। এই বিষয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। সাড়ে নয়টার পর গর্ব্বিত মস্তক নত করিয়া ভ্রাতা কেদারনাথ বসুর বাড়ী হইতে সকলে একত্র উপাধ্যায় মহাশয়কে অগ্রে করিয়া "ভ্রাতা ভগিনী সবে মিলি যাই পিতার ভবনে" গানটী গাইতে গাইতে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হন "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে গানটি গীত হইলে, উপধ্যায় মহাশয় কর্তৃক হৃদয়ভেদী প্রার্থনা হওয়ার পর, মন্দিরে প্রবেশ করা হয় ও উপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরসম্বন্ধে নববিধানের বিধিমতে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। বিধান জননীর প্রকাশে উপাসনা ও প্রার্থনাদি অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। বৈকালে স্থানীয় মুনসেফ বাবু ও অন্যান্য উকিল ও বাজারের মহাজনগণ আগমন করেন এবং তাহাদের সহিত নানা প্রকার সৎ প্রসঙ্গ হয়। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনায় "নাম মাহাত্ম্য" বিষয় সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়।

১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। প্রাতে ৮॥টার সময় মন্দিরে উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। "নাম ও নামী সম্বন্ধে ভেদাভেদ ও নববিধান তত্ত্ব" উপাসনায় সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস কর্তৃক প্রশ্ন হইয়া ঐ বিষয়ে আরো বিস্তৃত ভাবে গভীর তত্ত্ব সকল উপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বর্ণিত হয়। বৈকালে স্থানীয় হাটে কীর্ত্তন ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ভ্রাতা কেদারনাথ বসু কর্তৃক হাটুরিয়াগণের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সুজাপুর গ্রামনিবাসী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে সদলবলে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন ও সৎ প্রসঙ্গ করা যায়। প্রসঙ্গে উক্ত স্থানীয় একজন জমিদার নিতান্ত উপকৃত হইয়া উপাধ্যায় মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর নৃসিংহ বাবুর যত্নে নানা প্রকার সামগ্রীতে উদর পরিতোষ করিয়া সকলে প্রত্যাগমন করেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার। প্রাতে ৮টার সময় ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদ্যারম্ভ উপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পন্ন হইলে তথায় নানা প্রকার মিষ্টান্ন সামগ্রীতে জলযোগ করিয়া সকলে মন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনায় "ভগবানকে প্রত্যক্ষ না করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তৎ সকলই বিফল,অহঙ্কার নাশ করিয়া ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই জীবনের সার কার্য্য" এই বিষয় প্রকাশিত হয়। তৎপর নগর সঙ্কীর্ত্তনের প্রস্তুতিসম্বন্ধে গভীর প্রার্থনা হইয়া উপাসনা শেষ হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৩টা হইতে মেয়েদের উৎসব হয়। সাড়ে পাঁচটার সময় মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়া স্থানীয় বাজার ও পল্লীর ভিতর দিয়া কীর্ত্তনের দল মুনসেফ বাবু ও উকিল ও আমলা বাবুদের বাসায় বাসায় কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সেই স্থানে কতকক্ষণ প্রমত্ত কীর্ত্তন ও নৃত্য হওয়ায় পর উপাধ্যায় মহাশয় চিত্তাকর্ষক গভীর প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করিয়াছেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার। সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮॥টার সময় উপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনায় "বিধানের বিধি সকল সম্যক্‌রূপে পালন না করিলে বিধান পালন করা হয় না" এই বিষয় পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ বিধি পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৈকালে ন্যূনাধিক ২০০ শত লোককে চাউল বিতরণ করা হয়। ৫॥টার সময় উপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় কতক সময় ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে কথোপকথন হয়। ৬॥টার সময় শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা হইয়াছিল। রাত্রিতে উপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক মন্দিরে উপাসনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হইয়া শান্তিবাচন হয়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। উৎসব শেষ হইলেও শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয়ের মুখে ধ্রুবচরিত্র কথকতা শুনিবার জন্য সকলেই অবস্থান করেন। সন্ধ্যার সময় কথকতা ও তৎসম্বন্ধে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়। শ্রবণে সকলে মোহিত হইয়াছিলেন্।

চিরদাস
শ্রীআনন্দনাথ চৌধুরী
ফুলবাড়ী।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৮১৯ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পুণ্যময় পরমেশ্বর, তোমার সঙ্গে যোগ যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পুণ্য বিনা, বল, আমরা তৎসাধনে কি প্রকারে কৃতার্থ হইব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণ পুণ্যসঞ্চয় জন্য তীব্র তপস্যা অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা অনেক সময়ে অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিয়া অকৃতার্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পুণ্যলাভের জন্য যে তাঁহাদের একান্ত যত্ন ছিল, এ কথা তো আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহাদের যোগজীবন পুণ্যের ফল জ্ঞানের ফল নহে। জ্ঞানে যোগানুভব পরীক্ষাকালে ভঙ্গ হইয়া যায়, পুণ্যে যোগ অটল ও স্থায়ী হয়। হে দেবাদিদেব, আমাদের জ্ঞান অতি সুপরিষ্কৃত হউক, সুপরিষ্কৃত জ্ঞানে আমরা তোমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি,কিন্তু কেবল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তো আমাদের কৃতকৃত্য হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি তোমার সঙ্গে চরিত্রে আমাদিগের পার্থক্য থাকিয়া যায়। আত্মায় আত্মায় মিলন চরিত্র বিনা কোন্ কালে সাধিত হইয়া থাকে? আত্মা ও চরিত্র একই সামগ্রী। তুমি যখন আত্মা পদার্থ, তখন চরিত্রই তুমি। সেই চরিত্র যদি আমরা লাভ না করিলাম, তাহা হইলে তোমাকে লাভ করিলাম কোথায়? তোমার চরিত্র কি! আর আমাদের চরিত্র কি! এ দুই যখন তুলনা করিয়া দেখি, তখন তোমার সঙ্গে যোগ যে আমাদের হইতে কত দূরে, আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। নব ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞান আমাদিগকে তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছে। তোমাকে আমরা দেখি, ইহা আমরা কি প্রকারে অস্বীকার করিব? কিন্তু দেখি বলিয়াই কি বলিব, তোমার সঙ্গে আমাদের যোগ হইয়াছে? দেখা আর যোগ, এ দুই তো কিছুতেই এক নয়। তোমায় দেখি, তোমার কথা শুনি, এত দূর অগ্রসর হইয়াও আমাদিগকে মানিতে হইতেছে এখনও যোগ ঘটে নাই। দেখা ও শুনাতে দূরতা যায় না, মেশামেশি হয় না, মেশামেশি হয় কেবল চরিত্রের একত্বে। আমরা যদি আজও ক্রোধ, লোভ, হিংসা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমাদের যোগ হইয়াছে কি প্রকারে বলিব? যাই ক্রোধ লোভ হিংসা বিন্দুমাত্র হৃদয়ে উদ্রিক্ত হয়, অমনি তোমার সঙ্গে বিয়োগ ঘটে, ইহা আমরা প্রতিনিমেষ উপলব্ধি করিতেছি। এ উপলব্ধি কি মিথ্যা উপলব্ধি বলিব? নীচ বাসনার উদ্রেক হইলেই তুমি সরিয়া পড়, লুক্কায়িত হও, একবার নয়, দুইবার নয়, শত

বার দেখিয়াছি। আমাদের যদি তোমার সঙ্গে যোগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে ক্রোধ লোভ হিংসা আমরা ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে রাখিতে পারি না। অপবিত্র বাসনা থাকিবে, অথচ, হে পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ, তুমি আমাদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিবে, ইহা কোন কালে হয় নাই, হইবে না। তাই, হে দেব, আমরা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, নবধর্ম্মবিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যেন পুণ্যসঞ্চয়ে কখন উদাসীন না হন। পুণ্য তোমার সঙ্গে আমাদিগকে অভিন্ন যোগে নিবদ্ধ করিবে। যখন তোমার সঙ্গে অভিন্ন যোগে আমরা বদ্ধ হইব, তখন তোমার চরিত্রের প্রভা আমাদের জীবন হইতে বিনিঃসৃত হইবে, আমাদিগকে দেখিয়া লোকে তোমাকে বুঝিতে পারিবে। সন্তানগণেতে যদি পিতৃগুণ প্রতিফলিত না হয় তাহা হইলে তাহারা পিতৃজাত, ইহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে? আমরা তোমার নববিধানের নব সন্তান ইহা যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে আমাদের জন্ম বিফল হইল। আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের জীবন যেন সফল হয়। তোমার কৃপায় আমাদের জীবন সফল হইবে, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে আমরা প্রণাম করি।

ব্রহ্মচর্য্যান্তে সংসার।

আমরা গতবারে নবীন সন্ন্যাসধর্ম্মের বিষয় লিখিয়াছি। নরনারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইয়া সংসার করিবেন, এ কথা বলিয়া আমরা ঊনবিংশ শতাব্দী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি আদিম কালে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সকলেই মনে করিবেন। কাল সহকারে প্রাচীন ব্যবস্থার বাহ্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু উহার মূল ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই, ইহা স্বীকার করিলে আমাদের যে পশ্চাদ্গমন হয় নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস এ দুই এক না হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের পরিণতি যখন সন্ন্যাস, তখন ব্রহ্মচর্য্য ও সংসার এ দুইয়ের যোগস্থল সন্ন্যাস আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ জন্যই উদ্বাহান্তে উপদেশকালে যাঁহারা সংসারের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতেছেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই প্রবচনটী তাঁহাদের জীবনের নিয়ামকরূপে উপস্থিত করিয়াছেন,

> ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
> যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

"ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন এবং যে যে কর্ম্ম করেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।" ইহাকেই কর্ম্মসন্ন্যাস বলে। তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনকালে ব্রহ্মচর্য্য। সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যখন ইন্দ্রিয়জয় বাসনানির্ব্বাণ হইল, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আর বিরোধ রহিল না। এই বিরোধের পরিহার হইলেই সন্ন্যাস উপস্থিত হয়, কেন না তখন ব্রহ্মচারীর কার্য্যের প্রেরক আর প্রবৃত্তি ও বাসনা রহিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্য্যের প্রেরক হইল। এই প্রেরণায় কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মসন্ন্যাস ঘটিল; ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম ন্যস্ত হইল। সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে ন্যস্ত না হইলে সংসারে প্রবেশ উচিত নহে, ঋষিগণের আচরিত ধর্ম্ম ইহাই প্রদর্শন করে।"

নরনারীর প্রথম বয়স জ্ঞানার্জ্জনের জন্য। এই জ্ঞানার্জ্জন কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। বাসনা, প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণের নিরঙ্কুশ গতি জ্ঞানার্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। জ্ঞান দ্বিবিধ;—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। যে জ্ঞান অপরের মুখে শুনিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অর্জ্জন করা যায় উহা পরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গিয়া অর্জ্জনকালভিন্ন অন্য সময়ে বাসনাদির নিরঙ্কুশ গতি নিবারণে তত প্রয়োজন হয় না। কেন না যে সময় জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছি, সে সময় যথোচিত মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। এ জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক চরিত্রহীন যুবক পাঠমন্দিরে প্রশংসিত ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অপ-

রোক্ষ জ্ঞানসম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। পরোক্ষ জ্ঞান জীবনের উপরে কার্য্য প্রকাশ করে না, জীবনের উপরে কার্য্য না করিয়া অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হয় না। পূর্ব্ব কালে এ দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী ছিল তাহাতে অপরা বিদ্যা বা পরোক্ষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আচার্য্যগণ সন্তুষ্ট থাকিতেন না। যত দিন পর্য্যন্ত ছাত্রগণ পরা বিদ্যা বা অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত না হইতেন, তত দিন তাঁহাদিগকে সংসারধর্ম্মপ্রতিপালনার্থ তাঁহারা অনুমতি দিতেন না। পরা বিদ্যা বা অপরোক্ষ জ্ঞান—অন্য কথায় তত্ত্বসাক্ষাৎকার। পরের মুখে শুনিয়া বা অধ্যয়ন করিয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বাসনা প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় জিত হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সমুদায় তত্ত্বের মূলতত্ত্ব পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম নির্ম্মল বিবেকে প্রত্যক্ষ হন।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥
বিষ্ণু পু, ৬ অং, ৫ অ, ৬১ শ্লো।

"জ্ঞান দুই প্রকারের কথিত হইয়া থাকে,—আগমসমুত্থিত, এবং বিবেকসমুত্থিত। শব্দব্রহ্ম (বেদাদি) আগমময়, পরব্রহ্ম বিবেকজন্য।"

ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও ঋগ্ যজু প্রভৃতি বেদ অধ্যয়ন করিলেন। আগমসমুত্থিত জ্ঞান তাঁহার অর্জ্জিত হইল, কিন্তু এখনও বিবেকসমুত্থিত জ্ঞান তাঁহার অর্জ্জিত হয় নাই। ইন্দ্রিয়সংযম বাসনাবিকার অবরোধ প্রথম হইতে তিনি যে অভ্যাস করিতেছিলেন তাহার পরিণামে হৃদয় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইল, বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবার যে সকল অন্তরায় ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল, এখন ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ বিবেকাধীন হইলেন। বিবেক হইতে যে জ্ঞান তিনি লাভ করিতে লাগিলেন, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরব্রহ্ম হইতে সমাগত। সুতরাং এ সময়ে তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উপস্থিত। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি, বাসনা ও ইন্দ্রিয়বিকারের কর্ত্তৃত্ব চলিয়া গেল; এখন তিনি ব্রহ্মের ইচ্ছানুগত হইয়া জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে সংসারধর্ম্মপ্রতিপালনে অনুমতি লাভ করিলেন, ইতঃপূর্ব্বে বিবিধ সেবা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াও অনুমতি পান নাই। এই প্রাচীন ব্যবস্থার স্থায়ী কোন মূল আছে কি না, এবং বর্ত্তমান কালে নবধর্ম্মে উহা গৃহীত হইবার যোগ্য কি না, ইহাই এখন বিবেচ্য।

অনেক ধর্ম্মাচার্য্য সংসারকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সংসার যথেচ্ছ ভোগের স্থান, এই মনে থাকাতেই তাঁহাদের মনে ঈদৃশ ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়। সংসার ভোগের স্থান অথবা ভোগসঙ্কোচের স্থান, এইটি বিচার করিয়া দেখিলে আর এ ঘৃণা তিষ্ঠিতে পারে না। স্বামী স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসার। সংসার করিতে গেলেই ইহাদিগের জন্য আপনার ভোগ সঙ্কোচ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভোগকামী হইয়া যে সকল ব্যক্তি সংসার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে পায়, তাহাদের এ সম্বন্ধে বিষম ভ্রম ঘটিয়াছিল। সংসারে প্রবেশের কয়েক দিন পর হইতেই তাহারা বুঝিতে পারে, সংসারধর্ম্ম ত্যাগীর ধর্ম্ম ভোগীর ধর্ম্ম নহে। ভোগে যদি কাহাকেও জীবনাবসান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সংসার না করা ভাল। অনেক উচ্ছৃঙ্খলাচার ব্যক্তি এই জন্যই সংসারে প্রবেশ করিয়া যাই দেখিতে পায় ইহাতে ক্রমিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অমনি সংসারধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া অধর্ম্মের পথ আশ্রয় করে। ইহাতে তাহার হস্তে নিপতিত ব্যক্তিগণের ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণার আর পরিসীমা থাকে না। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যাহাদের জিতেন্দ্রিয়তা উপস্থিত হয় নাই, বিবেকিত্ব লাভ হয় নাই, তাহারা যে সংসারধর্ম্মের নিতান্ত অনুপযুক্ত, এই সকল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণের দৈনিক জীবন তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। যদিও বা কেহ আসক্তিনিবন্ধন

কুপথ আশ্রয় না করে, তথাপি সংসারধর্ম্ম যে সুখের ধর্ম্ম, এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, তাহা তাঁহারা কখন অনুভব করিতে পারে না। সর্ব্বদা মন বিরক্ত হইতেছে, 'ছাই সংসারে সুখ নাই,' পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, অথচ কেবল আসক্তিনিবন্ধন সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না, এ অবস্থা অতি শোচনীয় অবশ্য মানিতে হইবে।

নরনারীর জীবন যখন বৈরাগ্যপরিপুষ্ট এবং বিবেকপরিচালিত হয়, তখন তাঁহাদের সংসার সুখের সংসার হয়,কেন না যে দিন তাঁহারা সংসারধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দিন তাঁহারা প্রেমের পথ ধরিয়াছেন। প্রেম পরের জন্য আপনাকে ভোলে, প্রেমে আত্মবিক্রয় উপস্থিত হয়। যে দিন নরনারী বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন, সেই দিন এক জন আর এক জনের জন্য আত্মত্যাগ করিলেন। বৈরাগ্যবিবেকপরিশোধিত হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র প্রেমের উদয় হইতে পারে না। সংসারধর্ম্ম যদি প্রেমমূলক হয়, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে বৈরাগ্য ও বিবেক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আর্য্যঋষিগণ এই তত্ত্ব বুঝিয়াই যাহাদের জীবনে বৈরাগ্য ও বিবেক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহাদিগকে সংসারধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুমতি দান করিতেন না। তাঁহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার্থিগণের জীবনে বৈরাগ্য ও বিবেক প্রতিষ্ঠিত করিতেন, আমরা সে প্রণালী অবলম্বন করিতে না পারি, কিন্তু বিবেকবৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তিগণকে যে আমরা সংসারধর্ম্ম আশ্রয় করিতে দিতে পারি না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পারি না বলিয়াই অগ্রে আমরা দীক্ষা দিই, তৎপর বিবাহকালে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম' বলিয়া বরকে স্বীকার করি, এবং সমুদায় কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া সমাধান করিতে হইবে এই উপদেশদ্বারা সন্ন্যাসধর্ম্ম সংসারধর্ম্মের মূল বর ও কন্যাকে বুঝাইয়া থাকি। এ সমুদায় যে কেবল কথার কথা নয়। সংসারধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ হয়।

নরনারী যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা জানেন না তাঁহাদের জীবন কি কি পরীক্ষার অধীন হইবে। এ সংসারে ধনীও দরিদ্র হয়, দরিদ্রও ধনী হয়। সুতরাং এ উভয় অবস্থাসম্ভূত বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা আছে; তাহার উপরে আবার রোগ-শোক-বিপদ্-ঘটিত কখন কি পরীক্ষা উপস্থিত হইবে কেহই জানেন না। যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা এ সকল গণনা না করিয়া যদি সংসারে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে গুরুতর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন তদুপযোগী জ্ঞানে একান্ত বিমূঢ় ইহাই সপ্রমাণ হয়। এই সমুদায় পরীক্ষা অতিক্রম করিবার উপায় যাঁহাদের হস্তগত হয় নাই, তাঁহাদের সংসারে প্রবেশ পাপ ও দুঃখের মূল হইবে, ইহা আর কে না বুঝিতে পারে? আপনাকে ভুলিয়া যাহারা ঈশ্বরের হয় নাই, তাহারা কি প্রকারে পরীক্ষা অতিক্রম করিবে? ঈশ্বরে সর্ব্বথা আত্মসমর্পণ ভিন্ন যে কোন ব্যবস্থা তিনি করেন তাহাতেই প্রসন্নচিত্ততা, কখন হইতে পারে না। এই আত্মসমর্পণই সন্ন্যাসধর্ম্ম। সুতরাং নরনারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া সংসার করিবেন ইহা বলিলে যিনি মনে করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর অবমাননা হইল, পশ্চাদ্গমন হইল, তাঁহার তাহাতে মূর্খতা প্রকাশ পায়। সংসারকে সুখের সংসার করা, নিরবচ্ছিন্ন সুখের আধার করা, সন্ন্যাসধর্ম্ম বিনা কখনই সম্ভবপর নহে। নবধর্ম্ম যখন সংসারকে সন্ন্যাসধর্ম্মমূলক করিয়াছেন, তখন তিনি তদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে,সংসার আনন্দস্বরূপের লীলাভূমি, সে স্থান হইতে কদাপি কোন কারণে আনন্দের তিরোধান যেন না হয়।

ব্যক্তিত্ববিলোপ।

প্রেমের অন্যতর নাম ব্যক্তিত্ববিলোপ। 'প্রেম' এ কথা শুনিবামাত্র সকল লোকের তৎপ্রতি আদর উপস্থিত হয়, কিন্তু ব্যক্তিত্ববিলোপের কথা বলিলে এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি ভয়ে

আড়ষ্ট না হন। দুই পদার্থ এক, অথচ একের প্রতি আদর অপরের প্রতি ভয়, ইহার বিশেষ কারণ কি? যদি বল অপব্যবহার; অপব্যবহার তো দুইয়েরই আছে। যদি বল, এক স্থলে কোমলতা অপর স্থলে অত্যাচার, এজন্যই এই দুই বিপরীত ভাবের উদয় হয়; তাহাও বলিতে পার না, কেন না যেখানে অপব্যবহার হয়, সেখানে প্রেমের অত্যাচারও কিছু সামান্য নয়। অগ্রে কোমল ব্যবহারের দ্বারা মন কাড়িয়া লইয়া যখন সে দেখিল যে, এ ব্যক্তি হস্তগত হইয়াছে তখন তাহার উপরে অত্যাচার আরম্ভ হইল। আসক্তির রজ্জু যখন গলায় পড়িয়াছে, তখন শত অত্যাচারেও চেতনা হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এখানে অত্যাচারের পর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে; জীবনান্ত না হইয়া আর ইহার অবসান হয় না। যাউক, প্রেম ও ব্যক্তিত্ববিলোপ দুই এক পদার্থ হইলে সর্ব্বত্র তাহাদের ক্রিয়া যে একই প্রকার হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? একের নামে আদর অপরের নামে ভয় কেন হয়? তাহার অবশ্য অন্যতর কারণ আছে।

'প্রেম' এই শব্দের প্রতি আকর্ষণের কারণ কি? প্রেম আপনি অপরের আত্মসাৎ হইয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চায়। আপনি অপরের আত্মসাৎ হইতে গিয়া সুমিষ্ট সুকোমল ব্যবহার উপস্থিত হয়। এই ব্যবহারে চিত্ত একান্ত আকৃষ্ট হয়। হৃদয় কোন প্রকারে এ আকর্ষণ পরিহার করিতে পারে না। এই প্রকারে আকৃষ্ট হইয়া সে ব্যক্তি যে অপরেতে আত্মসাৎ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারে না, অজ্ঞাতসারে আপনাকে অপরেতে হারাইয়া ফেলে। যদি সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিত, সে আপনি আপনাকে হারাইতেছে, তাহা হইলে তাহার ভয় হইত। ভয় করিবার তাহার অবসর নাই। সে এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, মনে তাহার ভয় প্রবেশও করে না। মধুর স্বরে বিমুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় সে প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছে। যেখানে আত্মসাৎ হইবার অভিলাষ নাই, কেবল স্বার্থ আছে, দুরভিসন্ধি আছে, সেখানে কপটাচারী লোক প্রেমের বাহ্য বিকাশ সকল অতিমাত্রায় প্রদর্শন করিয়া অচতুর ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। যাহারা প্রেমের সঙ্গে পবিত্রতার কি ঘনিষ্ঠ যোগ তাহা অবগত নহে, তাহারাই এই কপট বাহ্যিক প্রেমের নিদর্শনে ভুলিয়া আপনাদিগকে আসক্তি-জালে বদ্ধ করিয়া ফেলে এবং পরিণামে অশেষ কদর্থনার আস্পদ হয়। যদি বল, ধার্ম্মিকতা বা বিশুদ্ধচরিত্রতার ভাণ করিয়াও তো লোকে মুগ্ধ করিতে পারে। হাঁ পারে বটে, কিন্তু ঈদৃশ ভাণ দীর্ঘকালের পরীক্ষা অতিক্রম করিতে পারে না। দীর্ঘকাল পরীক্ষা না করিয়া বিশুদ্ধচরিত্রতায় বিশ্বাস স্থাপন কখন সমুচিত নয়। যেখানে বাস্তবিক বিশুদ্ধচরিত্রতা নাই, সেখানে সত্যাদিতে স্খলন প্রকাশ পাইবেই পাইবে।

'প্রেম' এই শব্দ মধ্যে ব্যক্তিত্বলোপ থাকিলেও শব্দে তাহা প্রকাশ পায় না; কার্য্যতঃ যখন হইতে থাকে, তখনও উহা অনেক সময়ে বোধের বিষয় হয় না। বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যক্তিত্ব লোপ কেহ করিতে পারে কি না সন্দেহ, তবে যদি অপরে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার আশা দিয়া আমাদিগের ব্যক্তিত্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন, এবং তাঁহার প্ররোচনায় আমাদের তাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যক্তিত্ববিলোপ-যত্ন উপস্থিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ স্থলেও সে ব্যক্তির প্রতি পূর্ণবিশ্বাস ও অনুরাগ না থাকিলে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে কখন মনের আস্থা উপস্থিত হয় না। পূর্ব্বকালে অনেকে আধ্যাত্মিক উচ্চতালাভের প্রত্যাশায় এরূপ ভাবে ব্যক্তিত্ব বিলোপ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেন, এখন কিন্তু সেরূপ ভাব বিরল। কোন মনুষ্যের প্রতি সমুদায় ভার দিয়া ব্যক্তিত্ববিলোপ পরাশ্রিতত্ব (parasitism) জ্ঞানে এ কালে সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন। এ ঘৃণা যে নিন্দনীয় তাহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর বিনা

অধ্যাত্ম বিষয়ে মানুষ অন্য মানুষের মুখাপেক্ষী হইবে, ইহা সত্যসঙ্গত নহে। ঈশ্বরের মধ্য দিয়া এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন,কিন্তু এ প্রভাববিস্তারে ঈশ্বরই মূল, মানুষ নহে। এ স্থলে সেই প্রভাববিস্তার জন্য মানুষকে সর্ব্বে সর্ব্বা মনে করা অতীব অসত্য। ব্যক্তিত্ব বিলোপ করিতে হইলে সত্য আশ্রয় করিয়া উহা করা সমুচিত। এতদ্ঘটিত সত্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা যাউক।

প্রেম যখন অতি আদরের সামগ্রী. প্রেম যখন সমুদায় মানবজীবনের মূল, তখন ব্যক্তিত্ববিলোপের প্রতি আমরা কখন বিষদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। সংসারের সমুদায় সম্বন্ধের মূলে যদি প্রেম থাকে, তবে সেখানে ব্যক্তিত্ববিলোপও আছে মানিতে হইবে। জনসমাজে প্রেমের আধিপত্য। যদি আমরা তৎপ্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন না করি, তবে ব্যক্তিত্ববিলোপসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবার কারণ কি, ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। প্রেম ও ব্যক্তিত্ববিলোপমধ্যে আমরা এই একটু বিশেষত্ব দেখাইয়াছি যে, প্রেমে ব্যক্তিত্ববিলোপ হইলেও উহা প্রেমাধীন ব্যক্তির বোধের বিষয় হয় না; 'ব্যক্তিত্ববিলোপ' এই কথা উঠিলেই, উহা বোধের বিষয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। যখন বোধের বিষয় হইল, তখন উহার মূলে যে সত্য আছে তাহা অপরিস্ফুট রাখা কখন শ্রেয়স্কর নহে। ব্যক্তিত্ববিলোপের মূল কি অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব আছে, সেই দেবত্ব আমাদের আদরের বিষয়। মানুষের ভিতরে যে বিশুদ্ধ প্রেম, উহা সেই দেবত্ব, কিন্তু সাধারণ লোকে দেবত্ব মনে না করিয়া উহাকে মানবীয় ভাববিশেষজ্ঞানে গ্রহণ করে; সুতরাং এস্থলে প্রেমাধীনতায় দেবত্বলাভ না হইয়া ব্যক্তিবিশেষের অধীনতা উপস্থিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের অধীনতায় তাহার অভ্যন্তরে যে মলিনাংশ আছে, তাহাও অন্যত্র সংক্রামিত হয়। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই দোষ প্রতিভাত হয়, তখন অপরেতে আত্মব্যক্তিত্ববিলোপ যে সমুচিত নয়, ইহা সে বুঝিতে পারে এবং তাহাতে মন সঙ্কুচিত হয়।

উপরে যাহা নির্দ্ধারিত হইল তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে দেবত্বে ব্যক্তিত্ববিলোপ ঈশ্বরাভিপ্রেত। মানবে জ্ঞান প্রেম পুণ্য দেবত্ব। সেই জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যেতে ব্যক্তিত্ব বিলোপ করিয়া এক অভিন্ন হইয়া যাওয়া প্রকৃষ্ট একাত্মতা। মানবে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য যেমন আছে, তেমনই অজ্ঞান, অপ্রেম ও অপুণ্যও আছে। এ সমুদায় পাপ, বিরোধ ও বিচ্ছেদের মূল। এখানে দেবতা নাই, দেবতার সঙ্গে বিয়োগ, সুতরাং এ সমুদায়েতে আত্মসাৎ করা পাপ ও বিনাশের হেতু। পৃথিবীতে অনেক লোকে মোহবশতঃ জ্ঞান অজ্ঞান, প্রেম অপ্রেম, পুণ্য অপুণ্য, ইহার কোন প্রভেদ করিতে পারে না, সুতরাং ভাল মন্দ উভয়ই সমান ভাবে অপর হইতে আপনাতে সংক্রামিত করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, একের অপরেতে আত্মসাৎ করার ভাব যখন স্বভাবের মূলে অবস্থান করিতেছে, তখন দেবত্ববিরোধী ভাবগুলি দূরে পরিহার করিয়া দেবত্বে আত্মসাৎ কি প্রকারে করিতে পারা যায় তাহার উপায়নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক। এ উপায় কোন বাহ্য উপায় নহে। আলোক ও অন্ধকার দেখিবামাত্রই যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, তেমনই যদি জ্ঞান ও অজ্ঞান, পুণ্য ও অপুণ্য, প্রেম ও অপ্রেম দেখিবামাত্র বিবিক্ত হয়, তাহা হইলে একটিতে অনুরক্ত অপরটিতে বিরক্ত হইয়া যুগপৎ জীবনে একটি গ্রহণ অপরটি পরিত্যাগ সহজ হয়। বিবেক উজ্জ্বল না থাকিলে কখন এ অদ্ভুত সামর্থ্য জীবনে প্রকাশ পায় না। বিবেকে ব্যক্তিত্ব এবং প্রেমে ব্যক্তিত্ববিলোপ প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যেখানে অজ্ঞান অপুণ্য অপ্রেম সেখানে বিবেক স্বতন্ত্র করিয়া ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে, যেখানে জ্ঞান পুণ্য প্রেম সেখানে তদধীন করিয়া প্রেম ব্যক্তিত্ব বিলোপ করিয়া ফেলে। এইরূপে

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ববিলোপ এ উভয়ের সামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। যদি বল ইহাতে আত্মায় আত্মায় পূর্ণ একত্ব হইল কোথায়? তুমি কি মনে করিতেছ আত্মার পাপস্বভাব? যদি উহার পাপস্বভাব না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাদিতে একতাই আত্মার সহিত পূর্ণ একতা। অন্য কথায় পাপস্থলে পার্থক্য থাকিলেও জ্ঞানাদিতে আত্মায় আত্মায় ব্যক্তিত্ববিলোপ হইয়া একাত্মতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তুমি কি মনে করিতেছ, সংসারে যাহার সঙ্গে যে ভাবে তুমি এখন মিলিত আছ, সেই ভাবই চিরদিন থাকিয়া যাইবে? যদি স্থায়ী কোন ভাব মিলনের মূলে থাকে এরূপ আশা করা তোমার পক্ষে অযুক্ত নয়; কিন্তু চঞ্চল অস্থায়ী ভাবের উপরে সম্মিলন কোন কালে নিরাপদ নহে, উহা বালির বাঁধ, সামান্য প্রতিকূল স্রোতে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরেতে নিশ্চল হইয়া অবস্থিত, তাঁহার সহিত মিলন বিশ্বাসযোগ্য, তদ্ভিন্ন অন্যত্র মিলন, এই আছে এই নাই বুঝিয়া লইও।

মানবচিত্তের চঞ্চলতা দেখিয়া বিরক্ত হইও না। বল, তোমার বিরক্তির কারণ কি? তুমি পূর্ব্বে যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলে, এখন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল দেখিয়া তোমার বিরক্তি? তুমি কি জানিতে না, মানুষ জ্ঞানাদিতে অপূর্ণ। সে যখন অপূর্ণ, তখন তাহার চঞ্চলতা প্রকাশ পাইবে, ইহা কি আর অসম্ভব? তাহার জ্ঞান যদি পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয় কখন না ছাড়িত, তাহা হইলে সে আশ্রয়গুণে অচঞ্চল হইতে পারিত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন তুমি জান যে, সংসারবাসনায় তাহার চিত্ত আকৃষ্ট, তখন সেই চঞ্চলভূমির গুণে উহা আরও চঞ্চলতা প্রকাশ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? বিরক্ত হইও না, তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হও এবং যত দূর সাধ্য সেই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য তাহার সহায়তা কর।

প্রেম সুকোমল, বিধি কঠোর। বিধির কঠোর ভূমির উপরে সুকোমল প্রেম সংস্থাপিত না হইলে উহা সংসারের উত্তাপে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। সংসারোত্থিত তীব্র উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কত প্রেমিক লোক কালে প্রেমশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। ঈশ্বরের বিধি যদি তাঁহাদের জীবনের মূলে থাকিত, তাহা হইলে উহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রেম স্থায়িত্ব লাভ করিত। ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই বিধি। সংসার মরুভূমিতে কি প্রকারে চলিলে প্রেম নিরাপদ থাকিবে, ইহা কেবল ঈশ্বরই বলিয়া দিতে পারেন। যখনই প্রেমের স্খলন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তখনই তাহা হইতে রক্ষার জন্য নূতন পথ সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথে চলিলে প্রেম অক্ষুন্ন থাকে, মন কখন সরস ভাব পরিত্যাগ করে না। যেখানে কেবল বিধি সেখানে কেবল কঠোরতা, প্রেমবিমিশ্রিত বিধি যেমন সুখের তেমনি মনোহর।

ব্রাহ্মসমাজে ভূমিকম্পের উৎপাত।

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠের ভূমিকম্পে বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে এক প্রকার যুগপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ভূমিকম্পজনিত হৃৎকম্পজনক অপর ভয়ঙ্কর ব্যাপার সকল এ স্থলে আমরা উল্লেখ না করিয়া কেবল ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত কয়েকটী দুর্ঘটনার বিবরণ ও ঈশ্বরকৃপায় যে কয়েক জন নরনারীর জীবন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছে তদ্বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি।

কুচবিহারস্থ সমুচ্চ রমণীয় নববিধান মন্দির অব্যবহার্য্য হইয়াছে। উপাচার্য্যের ভবনে আপাততঃ সামাজিক উপাসনার কার্য্য চলিতেছে। তত্রত্য অন্যতর ব্রহ্মমন্দির চূর্ণ হইয়াছে। ঘোরতর ভূকম্পের সময় মহারাজ প্রাসাদে ছিলেন, উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম দেখিয়া তিনি দ্রুতগতি নিম্নে নামিয়া আসিতে সমুদ্যত হন, তখন তাঁহার সম্মুখে প্রাসাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাতে তিনি চকিত হইয়া দণ্ডায়মান হন। এক জন চাপরাশি আসন্ন বিপদ ভাবিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে সবলে করস্পর্শ দ্বারা অগ্রসর করিয়া দেয়, তাড়াতাড়ি তিনি নামিয়া আইসেন। তিনি বাহির হইবামাত্র সুবিশাল সুরম্য প্রাসাদের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর এক মিনিট বিলম্ব হইলে মহারাজের জীবন রক্ষা হইত না। মহারাজের এডি কং বসন্তকুমার দেব বক্সি পশ্চাতে ছিলেন,প্রাসাদ চাপা পড়াতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনটি রাজকুমার প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ছিলেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ধর্ম্মমাতা হইয়া স্নেহপূর্ব্বক যে রাজকুমারকে ভিক্টর নাম প্রদান করিয়াছেন, সেই কুমার ভিক্টর বিলিয়ার্ড রুমে টেবিলের নীচে থাকিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। কুচবিহার হইতে ভাই ফকিরদাস রায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "ভিক্টরকে লইয়া মহারাজের বড় দাদা উপরে বিলিয়ার্ড প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লন। তিন দিক্ সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে, যে স্থানটিতে তাঁহারা ছিলেন, সে স্থানটি কেবল পড়িতে বাকি ছিল, পরে কম্পন থামিবা মাত্র কুমার সাহেব রাজকুমারটীকে কোলে করিয়া নীচে দৌড়িয়া সরিয়া আসেন।" রাজকুমারী দার্জ্জিলিংএ ছিলেন, তিনি ভাগ্যক্রমে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মহারাজ কয়েক দিন টিনের ঘরে বাস করিয়া দার্জ্জিলিংএ চলিয়া গিয়াছেন। কুচবিহার

নগর এক প্রকার ধ্বংস,অন্য অনেক সুরম্য প্রাসাদ ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। ভূমিকম্পে মহারাজ ন্যূনাধিক ৭৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি টিনের ঘরে বাস করিবেন এই সংকল্প করিয়া তন্নির্ম্মাণার্থ ৫০ সহস্র টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই বিপদের সময়ও সহৃদয় প্রজাবৎসল মহারাজ জুবিলি উপলক্ষে দরিদ্র প্রজাদিগের লক্ষ টাকা দেয় কর ক্ষমা করিয়াছেন। মহারাজ ও রাজকুমারগণ আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরকৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া বিগত ৯ই আষাঢ় কুচবিহারে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল। উপাচার্য্য ভাই ফকিরদাস রায় উপাসনার কার্য্য ও দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত রায় বাহাদুর প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদান ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কাকিনাস্থ ব্রহ্মমন্দির অব্যবহার্য্য এবং তত্রত্য রাজা শ্রীযুক্ত মহিমরঞ্জন রায় বাহাদুরের প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়াছে। তিনি ভগবানের কৃপায় আশ্চর্য্যরূপে প্রাণে বাঁচিয়াছেন। কাকিনা হইতে বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ বিষয়ে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"রাজা বাহাদুর বৈঠকখানায় যাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, গিয়া দেখেন তাহার বাহির হইতে কে শিকল বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তখন অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানেও ভগবানের বিশেষ কৃপা ; কারণ তাঁহার বৈঠকখানাও পড়িয়া গিয়াছে, জীবন রক্ষা হইবে বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়াছিল। ক্রমেই কম্পন বেগে আরম্ভ হয়, তখন আর উপায় নাই দেখিয়া তিনি একটা বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেস দিয়া পার্শ্বেই একটা পিলার ছিল তাহা এক হস্তে আশ্রয় করিয়া কেবল মনে মনে মা বলিতে থাকেন। ক্রমে পায়ের নীচের ছাদ সমস্ত ও মাথার উপরের ছাদ সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। এমন কি পায়ের আশ্রয় স্থানও প্রায় ভাঙ্গিয়া যায়। বোধ হয় পায়ের অনেক অংশ চৌকাটের উপর আশ্রয় লইয়া থাকে,এবং মাথার উপরের পাছের ছাদ ও চৌকাঠের উপরের ভীতাদি ও ছাদের অর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ঘোর অন্ধকার হইয়া যায়। চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না। কেবল সুরকী ইত্যাদি চূর্ণের রঙ্গ দেখা যায়। পরে বরগা ইট ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া যে পুস্তকখানা দেখিতেছিলেন সেইখানা মাথার উপরে ধরিয়া রাখেন। কারণ কিছু পড়িলে অনেকটা আঘাত কম লাগিবে। যখন উপর ও নীচের ছাদ প্রভৃতি পড়িয়া গিয়া রাজা বাহাদুর যে কপাট আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা সমেত রাজা বাহাদুরকে দোলাইতে থাকে, তখন আর রক্ষা নাই চিন্তা করিয়া একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, মা এইবার বোধ হয় জীবনের শেষ হইল। তৎপরেই কম্পন নিবৃত্তি হয়, এবং কয়েকটী লোকে ইটের স্তূপের উপর উঠিয়া তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামায়। সেই সময় ইটের ঘেসে পায়ের একটা আঙ্গুলে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল, অন্য আর কোনরূপ কিছু আঘাত লাগে নাই।"

ময়মনসিংহস্থ নববিধান মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছে ; তথা হইতে প্রিয় ভ্রাতা চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার আমাদিগকে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"মন্দিরটি একেবারে ভূমিসাৎ। জিনিষ পত্রও প্রায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আর মাথা রাখিবার স্থান রহিল না।" আর একবার ভূকম্পে উহা ভগ্ন হইয়াছিল। প্রিয় ভ্রাতা দীননাথ কর্ম্মকার ও তাঁহার কনিষ্ঠ চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার কয়েক বৎসর নানা স্থানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বহু কষ্টে সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক মন্দিরসংস্কার করিয়াছিলেন। এবার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে তাহা যে পুনর্নির্ম্মিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। তথাকার অন্যতর ব্রহ্মমন্দিরও বিশেষরূপে ক্ষতি-

রংপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত নববিধান মন্দিরের সম্মুখভাগ ২ ফুট মৃত্তিকার নিম্নে বসিয়া গিয়াছে, উহার স্থায়িত্বে আশঙ্কা আছে। কলিকাতা ও ঢাকা নগরস্থ ব্রহ্মমন্দির সকলের কোন কোন অংশ এরূপ ভগ্নদশাপন্ন হইয়াছে যে, তাহা সংস্করণে ৩।৪ সহস্র টাকার প্রয়োজন অনুমিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট নগরের প্রকৃত-প্রায় নব মন্দির বিনষ্ট হইয়াছে। চেরাপুঞ্জি হইতে শিলং পর্য্যন্ত খসিয়া পর্ব্বতে ৬টি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ ছিল, সে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

পাঁচদোনা গ্রামে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ২।৩টি আত্মীয়া মহিলা সহ উপরের ঘরের এক প্রকোষ্ঠে ছিলেন। সেই ঘরের অপরাংশ ভূকম্পে পড়িয়া যায়, এবং নিকটস্থ অনেক গুলি দ্বিতল পাকা ঘর মহাশব্দে ভূমিসাৎ হয়। উক্ত মহিলাগণ যে প্রকোষ্ঠ আশ্রয় করিয়া ছিলেন তাহা হেলিতে দুলিতে ও তাহা হইতে ইষ্টক সকল খসিয়া পড়িতে থাকে। তাঁহারা আতঙ্কে দুইটি দ্বার আশ্রয় করিয়া "ঠাকুর, অপমৃত্যু হইতে বাঁচাও" বলিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ঈশ্বর কৃপায় উক্ত বৃদ্ধা ও অন্য ২।৩টি মহিলা রক্ষা পাইয়াছেন। সেই কুঠরী পতনোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ভূকম্পে আমাদের ভাইয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঘর সকল ভগ্ন হইয়া একেবারে অব্যবহার্য্য হওয়াতে তাঁহার পরিবারস্থ মহিলারা প্রতি-বেশী অপর আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন। আমাদের ভাইয়ের পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মা দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকা, মন্দির ও পঞ্চরত্ন ইত্যাদি বৃহৎ কীর্ত্তি সকল চূর্ণ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় পঞ্চরত্ন ও আর একটি মন্দির চাপা পড়িয়া তিনজন লোক প্রাণ হারাইয়াছে। আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে, আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় ডাক্তর দুর্গা-দাস রায়ের খুড়তত কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীহট্ট নগরে কোঠা চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এ স্থানে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে নিজ ভবনে

উপরের ঘরে ছিলেন, ভূমিকম্পের সময় তিনি তথা হইতে আতঙ্কে দৌড়িয়া নীচে নামিবামাত্র ঘরের কতক অংশ পড়িয়া যায়। ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। ফুলবাড়ীস্থ নবপ্রতিষ্ঠিত নববিধান মন্দিরের সম্মুখের বারান্দা ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ভ্রমণ ও প্রচারবৃত্তান্ত।

উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষ।

(ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে প্রাপ্ত।)

বিগত মার্চ্চ মাসে আমি বালেশ্বর হইতে কটকে উপনীত হই, এবং মাসাবধিকাল সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া মন্দিরে ও বন্ধুদিগের বাটীতে উপাসনাদি করিয়াছি। সম্প্রতি ইষ্টকোষ্ট রেল পথ কটক হইতে ৩ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হওয়ায় সাধারণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আমরা এখন রেলে মান্দ্রাজ ও ভারতের সকল স্থানে যাইতে পারি। কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত রেল খুলিলে উড়িষ্যার লোকেদের গমনাগমনের আর কোন কষ্ট হইবে না। ২৪শে মার্চ্চ কটক হইতে উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমে রেলে বারঙ্গ ষ্টেশন দিয়া জাটনিতে উপনীত হই। আমার বন্ধু সিদ্ধেশ্বর বসু তথায় অবস্থিতি করিতেছেন জানিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হই, এবং সাদরে গৃহীত হইয়া রাত্রিতে একত্র উপাসনা ও ভোজনাদি করিয়া প্রাতে গোশকটে খোরধার অভিমুখে যাত্রা করি। বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে তত্রত্য স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করি। সেই দিন অপরাহ্ণে স্কুল গৃহে 'পরমৈকান্ত সম্ভব' বিষয়ে এক বক্তৃতা দান করিয়াছি। স্কুলের বালক শিক্ষক ও অপরাপর ভদ্র ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতেই গাড়ী করিয়া নয়াগড় নামক রাজ্যাভিমুখে গমন করি। ২৭শে রাজধানী নয়াগড় যাইয়া পৌঁছি, এবং মহারাজের দ্বারা আদরে গৃহীত হইয়া তাঁহার স্কুলভবনে অবস্থিতি করি। মহারাজ আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীত বড় ভালবাসেন, একদিবস একতারা যোগে তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাই, এবং তিনি পারিষদবর্গের সহিত ভক্তির সহিত হরিনাম শ্রবণ করেন। স্কুলে অবস্থিতি কালে স্থানীয় ভদ্রলোকেদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতাম, তাহাতে অনেকে প্রীত হইতেন।

৩১শে মার্চ্চ নয়াগড় হইতে মহারাজ ও অপর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া খণ্ডপাড়ায় যাত্রা করি। পথ বড়ই বন্ধুর, নাই বলিলেও হয়। শকটচালক স্বেচ্ছামতে যেমন তেমন করিয়া চলিয়াছে, কখন উর্দ্ধে কখন বা নীচে, আমি আমার শরীর ও দ্রব্যাদি লইয়া ব্যস্ত। যাহা হউক কোন প্রকারে অরণ্যপথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়াছি। ৩রা এপ্রেল প্রাতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হই, এবং তথাকার দেওয়ান বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি, তথায় এক দিবস মাত্র থাকিয়া দশপাল্লায় যাই। পথে জগন্নাথপ্রসাদপুরে রাত্রি যাপন করিবার কালে গ্রামে সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হইলে সেই দলে যাইয়া "মন একবার হরি বল" সঙ্কীর্ত্তনটি গান করি। তাহাতে সকলে যোগ দেয়, এবং পরে একটু সত্য পরমেশ্বর কি তাহা বলি। পর দিবস প্রাতে বেলা প্রায় ১১টার সময় সেই রাজ্যের ম্যানেজার ভ্রাতা আতাহর সাহেবের নিকট উপনীত হই। শ্রুত আছি যে, সৈন্য চালনা করিবার সময়ে পথপ্রস্তুতকারী একদল সৈন্য অগ্রে অগ্রে পথ প্রস্তুত করিয়া যায়, তৎপশ্চাতে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ অনুসরণ করে। তদ্রূপ আমার গাড়ীচালক কুঠারী দ্বারা পথ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। সে সে দেশের লোক, তাহার সমস্তই জানা আছে, আসিতে পথে কোন বিঘ্ন হইল না। সেই দিবস রাত্রিতে স্কুলগৃহে "চৈতন্য স্বরূপের পূজা ভজন ও ভক্তির দ্বারা সাধিত হয়" বিষয়ে বক্তৃতা দিই। পরদিন উপাসনা ও উপদেশ দান করি। উপদেশের বিষয় "ঈশ্বর পিতা আমরা সকলে ভ্রাতা ও ভগ্নী" তৃতীয় দিবস স্কুল গৃহে বক্তৃতা দান করি, বিষয়—"মানুষের সুখের ভবিষ্যৎ।"

(ক্রমশঃ)

মিথ্যাসংস্কার নিরসন।

আমাদের অভিপ্রায় থাকিলেও ভাষায় যদি তাহা প্রকাশ না পায়, বিরোধ বিসংবাদের সময়ে সেই অভিপ্রায় মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু যথোপযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত হইলেও যদি উহাতে বক্তার অনভিপ্রেত অভিপ্রায় আরোপিত হয়, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহার অনভিপ্রেত অভিপ্রায় আরোপ করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ে তাহা করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে মনে হইতে পারে। একখানি পত্রে অনভিপ্রেত অভিপ্রায় আরোপিত হইয়াছে, তাই আমাদিগকে এই কথাগুলি বলিতে হইল। মিথ্যাসংস্কার অপনয়নার্থ আমরা বিগত ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে সংবাদ স্তম্ভে লিখিয়াছিলাম, "এরূপ প্রচার হইতেছে যে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রেরিত দরবারের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোন মূল নাই। তিনি পূর্ব্ববৎ সম্পাদক আছেন, কিছু দিন হইল কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে ছিলেন মাত্র।" আমাদের এরূপ লিখায় কোন বিশেষ ফল হইয়াছে বোধ হয় না। তিনি (গৌঃগোবিন্দ রায়) কুচবিহার হইতে দরবারের একজন সভ্যের পত্রোত্তরে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দরবারে কার্য্য চালাইবার জন্য যথারীতি একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিগত ২৮এ এপ্রিল যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের অবিকল প্রতিলিপি এস্থলে প্রদত্ত হইল। সেই পত্র দরবারকে লক্ষ্য করিয়া লিখা হয় নাই, তাহাতে সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করার ভাবও ব্যক্ত নহে। সেই পত্র এই;—

"শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত নমস্কারানন্তর নিবেদন।—"

"শ্রীদরবারের সম্পাদকের নামীয় পত্র আমার নিকটে আসিয়াছে। আমি যে কার্য্যভারের জন্য বদ্ধ ছিলাম, তাহা যখন নাই,

তখন আর সম্পাদকত্বের জন্য বদ্ধ থাকিতে পারি না। কেন না চির দিন এই রীতি আছে, সম্পাদক অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে অন্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। আপনারা সদ্ভাবে মিলিত হইয়া আর এক জন সম্পাদক নিযুক্ত করুন; অন্যথা আকাঙ্ক্ষণীয় বিচারাদি কার্য্য কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে। যদি সম্পাদক নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত সদ্ভাবই না থাকে তবে আমার উপস্থিতি নিষ্ফল।"

* * * * * *

উপাচার্য্যের কার্য্যে যে প্রকার বদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন আছে, সম্পাদকের কার্য্যের জন্য সে প্রকার বদ্ধ থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে, রোগ বা অন্যত্র গমন-জন্য সম্পাদক অনুপস্থিত থাকিলে শ্রীদরবারে উপস্থিত সভ্যগণ কার্য্যপরিচালনজন্য সম্পাদকের অনুপস্থিতি সময়ের নিমিত্ত এক জন সাময়িক সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই পত্র লিখিত হইয়াছে। সম্পাদক দরবারে স্পষ্ট বাক্যে নিজ কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে যিনি কাজ করিবেন তিনি সম্পাদক উপস্থিত হইবা মাত্র অবসর গ্রহণ করেন, ইহা পূর্ব্বাপর রীতি। উপরি উদিত পত্রে 'কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি' সম্পাদকভাবে দরবারকে লক্ষ্য করিয়া এ প্রকার কোন কথাই লিখিত হয় নাই। অথচ এইরূপ সংস্কার সাধারণের মনে উৎপাদন করিবার জন্য কেহ কেহ যত্ন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কোন কোন লোকের মনে তাহাতে মিথ্যা সংস্কারউৎপাদনে যদি তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন তবে পত্রের যথার্থ অভিপ্রায় কি ইহা জ্ঞাপন করা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি। আমরা এই অভিপ্রায়ে সংক্ষেপে গুটি কয়েক কথা লিখিলাম, ফল যাহা হয় তাহাই হউক।

প্রাপ্ত।

স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র দাস *।

"Invisibilia non dicipiunt"
The unseen things do not deceive us"
(Young)

ভগবানের মহিমা প্রকাণ্ড চন্দ্র সূর্য্যের ভিতরে যেমন প্রকাশিত, একটি খদ্যোতের ভিতরেও তেমনি প্রকাশিত; জ্ঞানবিভূষিত মনুষ্যের ভিতরে যেমন প্রকাশিত, পদতলদলিত ক্ষুদ্রতম কীটানুকীটের ভিতরেও তেমনি প্রকাশিত; ধর্ম্মবীরের অন্তরে যেমন প্রকাশিত, আবার ক্ষুদ্র বিশ্বাসীর অন্তরেও তেমনি প্রকাশিত।

যাঁহার মৃত্যু স্মরণ করিয়া শোকসন্তাপহারী ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই যুবক আমার ৮ আট পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র। গত ২৭শে ডিসেম্বর শনিবার কতিপয় বন্ধুর দ্বারা আহূত হইয়া সুরেশচন্দ্র শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে নগরকীর্ত্তন করিবার জন্য ভোর ৪ চারিটার সময় সকলের সঙ্গে রাজপথে বহির্গত হন, ইহাতেই রোগের সূত্রপাত। পরে তিনি রবিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় বাটী প্রত্যাগমন করেন, এবং অপরাহ্নে তাঁহার কম্পজ্বর ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে বেদনা আরম্ভ হয়। সুরেশচন্দ্র চারি মাস চতুর্দ্দশ দিবস এই রোগ ভোগ করিয়া ১০ই মে প্রত্যূষে মধুপুরে স্বর্গলাভ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর, তিন মাস বার দিন হইয়াছিল।

এই বালক অতি নিরীহ ও অল্পভাষী ছিলেন, সুতরাং মনের গম্ভীর ভাব সকল সহজে প্রকাশ পাইত না। দৈনিক উপাসনা তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত ছিল। সুরেশ প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিয়মিতরূপে পালন করিতেন। ইহার মধ্যে কনিষ্ঠদিগের পাঠের সহায়তা করা একটি তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ইদানীং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লিখিত শ্রীমদাচার্য্য কেশবের জীবন তাঁহার পাঠ্য পুস্তক ছিল। সুরেশ গবর্ণমেণ্ট ইলেক্ট্রিক্ ষ্টোর ইয়ার্ড আফিসে কেরাণিগিরী কর্ম্ম করিতেন। বেতনের টাকার প্রায় সমস্তই সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যয় করিতেন, নিজ প্রয়োজনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা রাখিতেন তাহার একটি পয়সা পর্য্যন্তও হিসাব তাহার পিতামহীর নিকট দিতেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে মরণ পর্য্যন্ত কি আহারে, কি পরিচ্ছদে কোন বিষয়েই তাঁহার বিলাসিতা পরিলক্ষিত হয় নাই। ইন্দ্রিয়দমনসাধন বিষয়ে যে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখনই তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করিয়াছি, যদিও তিনি আমার সম্মুখে কিছু বলিতেন না, তাঁহার পিতামহীর দ্বারা অসম্মতি প্রকাশ করিতেন। সপ্তবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কুমারব্রত এমন ভাবে পালন করিয়াছিলেন যে, কখনও কাহার মুখে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের কথা আমাদের কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। (ক্রমশ)

* সুরেশচন্দ্রের পিতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার বরদাপ্রসাদ দাস মহাশয় এই জীবন বৃত্তান্ত সুরেশচন্দ্রের শ্রাদ্ধক্রিয়ান্তে পাঠ করিয়াছিলেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।

কয়েক মাস হইল আমরা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ঘোষালের প্রণীত "পুণ্যদা প্রসাদ" "চরিতরত্নাবলী" "পুণ্য কাহিনী" এবং "চরিত মুক্তাবলী" এই চারি খানা পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে প্রথমোক্ত দুই খানা পুস্তকের সমালোচনা হইয়াছে। সময়াভাবে ও নানা কারণে শেষোক্ত পুস্তক দুই খানা পড়িয়া উঠিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে উহার সমালোচনা করা যাইতেছে।

১। "পুণ্যকাহিনী" এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি, ইহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন অতি উন্নতমনা মহাত্মা লোকের জীবনের পুণ্য কীর্ত্তি বিবৃত, কয়েকটী সতী নারীরও পুণ্য প্রভা এই পুস্তকে বিকীর্ণ। ফলতঃ এই গ্রন্থের "পুণ্যকাহিনী" নাম উপযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার

করিতে হইবে। লেখা সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। মানসিক উৎসাহ, বীর্য্য, বিক্রম, পরহিতৈষণা, স্বদেশানুরাগ ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি উচ্চভাবের উন্নতি সাধনবিষয়ে এই পুস্তক বিশেষ সহায় হইতে পারে। এ জন্য আমরা সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। স্মলপাইকা অক্ষরে ১২ পেজি ১২০ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

চরিত মুক্তাবলী ;—প্রকৃত পক্ষে পুস্তক নামানুরূপ হইয়াছে। ইহাতে অশোক, মণিকা, থিয়োডোসিয়স ও কনষ্টান্সিয়া, তুকারাম, দয়ানন্দ সরস্বতী, সক্রেটিস, তেগ বাহাদুর, টেলিমেকাস, বলরাম হাড়ি, এই নয়জন মহাত্মার পবিত্র জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত। এই কয়েক জনের অধিকাংশই জগদ্বিখ্যাত ঈশ্বরগতপ্রাণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মপ্রচারক। এ সকল স্বর্গীয় অমূল্য জীবন আলোচনায় যে জীবনে মহোপকার সাধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। এতন্মধ্যে "মণিকা" ও "কনষ্টান্সিয়া" দুইটী পরমা সাধ্বী খ্রীষ্টীয় কন্যার পবিত্র চরিত্র বিবৃত। আমরা আগামীতে এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিব। পুস্তক ১২ পেজি ১৪৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ।।০ মাত্র।

৩। কাঙ্গাল সঙ্গীত ;—কাঙ্গাল নামে পরিচিত স্বদেশসেবক পরহিতৈষী স্বর্গগত সাধু হরিনাথ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবন এবং তাঁহার রচিত সর্ব্বজনাদৃত সঙ্গীতাবলী এই পুস্তকে প্রকাশিত। স্বর্গগত হরিনাথ মজুমদারকে চিনেন না বঙ্গদেশে এমন লোক বিরল। তাঁহার রচিত বাউলে সুরের বৈরাগ্যোদ্দীপক সরল মধুর সঙ্গীত সকল সর্ব্বজনপ্রিয়। কৃষক নাবিক আদি সকল শ্রেণীর সামান্য লোকেরা পর্য্যন্ত উহা অনুরাগের সহিত গাইয়া থাকে। কুমারখালি হরিনাথ মজুমদারের জন্মস্থান। তিনি একান্ত শৈশব কালে মাতৃহীন হন, পিতার নিতান্ত দারিদ্র্যাবস্থা ছিল। তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন নাই, সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। হরিনাথ পিতৃস্নেহবাৎসল্যলাভেও বঞ্চিত ছিলেন, খুল্লপিতামহী তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যে তাঁহার জীবন আরম্ভ দারিদ্র্যে সমাপ্ত হয়। দরিদ্রতা ও নিরাশ্রয়তাবশতঃ তিনি রীতিমত বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতে আশ্চর্য্য প্রতিভা ও স্বাধীন ভাব ও সত্যানুরাগ এবং পরসেবাস্পৃহা তাঁহার জীবনে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তিনি এক জন স্বভাবকবি ও অসাধারণ লোক ছিলেন; তাঁহার রচিত বিজয় বসন্ত এবং আর কয়েক খানা গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ এ দেশে প্রসিদ্ধ। হরিনাথ মজুমদার বিদ্যালয়ের নিয়মিতরূপে শিক্ষা না পাইয়াও কেবল নিজের উৎসাহ ও প্রতিভাবলে, বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা জয় করিয়া নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই স্বদেশের সেবায় প্রাণ মন উৎসর্গ করেন। তখন দেশস্থ নরনারী অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন। হরিনাথ নিজে নিঃস্ব হইয়াও নিজগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বালিকাবিদ্যালয় ও বালকদিগের শিক্ষার্থ বালকবিদ্যালয় স্থাপন করেন। উভয় বিদ্যালয় এক্ষণও বিদ্যমান। এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য নিজে ঋণজালে জড়িত ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের দুঃখী প্রজার প্রতি নীলকর ও জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণ এবং সাধারণে জ্ঞানোন্নতির জন্য তিনি "গ্রামবার্ত্তা" পত্রিকা ১৮৭০ সালে ১লা বৈশাখ প্রকাশ করেন। গ্রামবার্ত্তা দীর্ঘজীবী হইয়া দুষ্ট দমন ও শিষ্টের হিতসাধন পূর্ব্বক দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছে। পরে উহা ৫ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। অন্যায়াচারী বিচারক হইতে অত্যাচারী নীলকর ও জমীদার পর্য্যন্ত সকলেই হরিনাথের তীব্র লেখনীকে ভয় করিয়া চলিয়াছে। তিনি 'গ্রামবার্ত্তার' জন্য কুমারখালিতে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাণপণে নানা উপায়ে দয়ার্দ্র হৃদয়ে দুঃখীর দুঃখহরণ ও রোগীর সেবা করা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। তিনি ভগবৎপ্রেমে প্রমত্ত ছিলেন। শেষ জীবনে হরিনাথ উদাসীন ফকিরের ন্যায় হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে পরে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় না দিলেও তাঁহার মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মের মত ও বিশ্বাস হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। ব্রহ্মাণ্ড বেদ নামক সুবৃহৎ মাসিক পত্রিকায় তিনি উদার ভাবে সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি প্রকাশ করিতেছিলেন। এই পুরুষরত্ন হরিনাথ ৬৩ বৎসর বয়সে ক্ষয় রোগে গত ২২শে চৈত্র স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা সাধারণকে হরিনাথের জীবনচরিত সম্বলিত কাঙ্গালসঙ্গীত পুস্তকখানা ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তাঁহার স্বর্গীয় জীবনের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিবরণ তাঁহারা অবগত হইয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য ।০ আনা মাত্র।

জুবিলী সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

সুখে রাখ মহারাণীরে দেব মিনতি তব চরণে।
পতিব্রতা সতী, দয়া মূর্ত্তিমতী, ভিক্টোরিয়া প্রজাপালনে॥
রেজিনা প্রতাপে কাঁপে ধরণী, বিচিত্র অদ্ভুত শক্তিশালিনী;
প্রজাসুখে সুখী, প্রজা হলে দুঃখী, বারি ঝরে দু নয়নে। (যাঁর)
যাঁর রাজ্যে রবি অস্ত নাহি যান, সর্ব্বত্র যাঁহার বিজয়নিশান;
হস্তে ন্যায়দণ্ড, কোমল পরাণ, কত সুখী তাঁর শাসনে। (সবে)
জুবিলী উৎসবে যাচিছে আজ, রাজভক্ত প্রজা ওহে বিশ্বরাজ,
শান্তি দাও তাঁরে, যাঁর রাজ্যকালে, পাঠালে নববিধানে। (তুমি)

রাগিণী ইমন্। তাল একতালা।

কর আশীর্ব্বাদ তাঁয়, এত গুণ দিয়াছ যাঁহায়।
দীর্ঘজীবী করে রাখ তব চরণ ছায়ায়। (কর আশীর্ব্বাদ তাঁয়)
প্রেমে বিগলিত সদা যাঁর প্রাণ, যেন সকলের জননীসমান,
শুনিলে পরের দুঃখের কাহিনী, কাঁদে যাঁহার হৃদয়। (কর আশী-
(র্ব্বাদ তাঁয়)
হয়ে রাজ্যেশ্বরী নাহি অভিমান, সমভাবে করেন প্রীতি দান;
দরিদ্র কি ধনী, মূর্খ কিংবা জ্ঞানী, যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়।
(কর আশীর্ব্বাদ তাঁয়)
এ প্রেমের ফল হীরক জুবিলী, করিতেছে আজ ইংরাজ বাঙ্গালী; আরও নানা জাতি, এক প্রেমে মাতি, আনন্দে তাঁহার গুণ গায়। (কর আশীর্ব্বাদ তাঁয়)

কি করিয়া মাতঃ করিলে গঠন, এমন সুন্দর অমূল্য রতন, ধন্ত ধন্ত দেবী, ধন্ত গো তুমি, আমরা প্রণমি তোমার পায়। (কর আশীর্ব্বাদ তাঁয়)

আমরা সকলে ভাই বোন্ মিলে, মাগি গো আশীষ তব পদতলে; তোমার মহান্ সিংহাসনতলে, যেন সদা তাঁর স্থান হয়। (কর আশীর্ব্বাদ তাঁয়।)

সংবাদ।

বিগত ৬ই আষাঢ় ঢাকা নগরে বিধানপল্লীতে প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুখদা সুন্দরীর সঙ্গে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সাকরাইলনিবাসীশ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিয়োগীর পুত্র শ্রীমান্ অমলপ্রসাদের নবসংহিতানুসারে শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ১৬ বৎসর, পাত্রের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিশ্বজননী নব দম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

প্রীতিভাজন শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সম্ভবতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন। গত ৯ই জুলাই তিনি কালিডোনিয়ানামক অর্ণবপোতে লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবেন। নগেন্দ্রচন্দ্র নিঃসম্বল হইয়াও অল্প সময়ের মধ্যে নিজের যত্ন পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়বলে পুস্তকাদি রচনা করিয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছিলেন ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নগেন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Mental and Moral Sciences পড়িয়া ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং বারিষ্টার হইয়াছেন। কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফার্ষ্ট আর্টের শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে, রীতিমত অধ্যয়নাদি করিয়াও যুবক নগেন্দ্র ইংলণ্ডের নানা স্থানে বিধানধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার প্রচারবৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি তিনি কেম্ব্রিজে এক খ্রীষ্টীয় মন্দিরে ঈশ্বরের পিতৃত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্ব্বে লণ্ডন নগরে ইয়ুনেটেরিয়াণ খ্রীষ্টানদিগের এক মন্দিরে ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিবেন ও ব্রাহ্মসমাজবিষয়ে বক্তৃতা দিবেন এরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বারিষ্টারী কার্য্য করিয়াও তিনি স্বদেশে বিধানমণ্ডলীর সেবা করিতে পারিবেন এরূপ আশা অন্তরে পোষণ করেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে তিনি সুস্থশরীরে মঙ্গলমত জন্মভূমিতে উপনীত হইয়া স্বদেশের সেবায় ব্যবহৃত হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নওয়াখালি হইতে প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিগত ৮ই আষাঢ় সোমবার তত্রত্য নববিধানসমাজগৃহে হীরক-জুবিলী উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা এবং মহারাণী ও তাঁহার সন্তান সন্ততির জন্য কুশল প্রার্থনা হইয়াছিল

অমরাগড়ি হইতে শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে, বিগত ৩রা আষাঢ় শ্রীমান্ শরৎ কুমার দাসের নব কুমারীর জাত কর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনিই উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কুমারী ভাই ফকিরদাস রায়ের দৌহিত্রী।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যা ও মধ্যভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে কিছু দিন অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র বালেশ্বরে পুনর্ব্বার গিয়াছেন সেখানে সাংবৎসরিক উৎসব হইতেছে, উৎসবান্তে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা রাখেন।

গত সোমবার প্রাতে প্রচারকার্য্যালয়ে শ্রীমান্ অমৃতানন্দের গর্ভধারিণীর (উপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণীর) স্বর্গগমনদিনস্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ছাত্রনিবাসের ছাত্রবর্গ ও প্রচারকগণ তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশান্তে ছাত্রনিবাসে ৩সপ্তাহ হইতে পূর্ব্ববৎ প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের জন্য সামাজিক ভাবে উপাসনা হইতেছে।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনের সংশোধিতরূপে তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। মূল্য ৵০ মাত্র।

বিগত ৪ঠা আষাঢ় প্রাতে ভাই অমৃতলাল বসুর স্বর্গগত প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপালচন্দ্র বসুর স্বর্গগমনদিনস্মরণার্থ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অনেক প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধু যাইয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে সেখানে হবিষ্যান্ন ভোজন হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বিধানবাদী যুবকমণ্ডলী তথায় যাইয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর সরকারের পিতার স্বর্গগমনদিন উপলক্ষে তাঁহার আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রচারক ও কয়েক জন যুবক ব্রাহ্ম তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, প্রীতিভাজন শ্রীমান্ নিমাইচন্দ্র ঘোষের এক মাত্র শিশু পুত্র ঝান্সি নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই শিশু সাধু অঘোরনাথের দৌহিত্র ছিল। বিশ্বজননী শিশুর শোকার্ত্ত পিতামাতার অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ভাই অমৃতলাল বসুর পৌত্র, শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসুর শিশু পুত্র লক্ষ্ণৌ নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বিধানজননী শিশুর জনক ও আত্মীয়দিগের অন্তরে শান্তি দান করুন।

বিগত ১৮ই আষাঢ় শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ মিত্রের নবকুমারীর নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কন্যাকে ইন্দুপ্রভা নাম প্রদান করিয়াছেন। এই কুমারী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত শক্তিচন্দ্রের পৌত্রী। বিধানজননী নব কুমারীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ২১শে আষাঢ় ব্যাটরা গ্রামে শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার দাসের নবকুমারীর নবসংহিতানুসারে নামকরণ হইয়াছে। উপাধ্যায় কুমারীকে লাবণ্যবতী নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রেমময়ী জননী নবকুমারীর কল্যাণ বর্দ্ধন করুন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মজঃফরপুরনিবাসী ভাগলপুরের ডেপুটী কলেক্টর প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেবনারায়ণ সম্প্রতি মাতৃবিয়োগশোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার গোরখপুরে গিয়াছেন।

প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমদ্ ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রতি বুধবারে রসাতে সব ডিপুটী শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদারের আবাসে ও প্রতি শুক্রবারে মেটেব্রুজে শ্রীযুক্ত মিহিরলাল রক্ষিতের আলয়ে পারিবারিক উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে সাধুজননী, তোমার সাধুসন্তানগণের সঙ্গে যদি আমাদের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হইল, তাহা হইলে তাঁহারা পৃথিবীতে নরনারীর জন্য এত ক্লেশ বহন করিলেন কেন? তাঁহারা যাহাদিগের হিতের জন্য প্রাণ দিলেন, তাহারা তাঁহাদিগের প্রতি আর কত দিন অকৃতজ্ঞ থাকিবে? আমাদের তাঁহারা জ্যেষ্ঠ, এ বলিয়া তাঁহাদিগকে যদি কেবল শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। তাঁহারা চান যে, আমরা একেবারে তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাই। যখন তাঁহারা পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তাঁহারা তাহাদিগকে আপনাদের অনুযায়ী বলিয়া স্বীকার করিতেন না, যাহারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে অধিক ভাল বাসিত। তুমি যাহা মানবগণের নিকটে চাও, তাঁহারাও তাহাই তাহাদিগের নিকটে চান। এ চাওয়াতে তোমার সঙ্গে তাঁহাদের কোন বিরোধ ঘটে না, কেন না তাঁহারা এই জন্য ভাল বাসা চান যে, আমরা খুব ভাল বাসিয়া একেবারে তাঁহাদের মত হইয়া যাইব। তাঁহাদের হইলেই তোমার, তোমার হইলেই তাঁহাদের, এ যদি না হইত, তাহা হইলে, স্ত্রীপুত্র পরিবারের মত. তোমা হইতে ব্যবধান করিবার হেতু জানিয়া তাঁহাদিগকেও হৃদয় দিতে কুণ্ঠিত হইতাম। যোগে পরিপক্ক হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিগকে স্বচ্ছ করিয়া লইলে তবে তাহারা অনুকূল হয়, অন্যথা তোমার দর্শনের প্রতিবন্ধক। সাধুগণ নিয়ত স্বচ্ছ, তাঁহারা তোমাকে ব্যবধানে রাখিবেন কি প্রকারে? পৃথিবীতে অনেক লোকে সাধুগণকে সর্ব্বস্ব করিয়া তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে, এ ভয় আমাদের নাই। আমরা তাঁহাদিগকে ঋষিকুলজাত ঋষিসন্তান বলিয়া জানি। তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে গেলে, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ঋষিকুলের ধর্ম্ম তোমায় সাক্ষাৎ দর্শন। যদি তাহা না হইল তাহা হইলে সাধুগণের কুলের অগৌরব করা হইল; তাঁহারা আর আমাদের ভাল বাসা গ্রহণ করিবেনই বা কেন? তুমি এ জন্যই, মাতঃ, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে ঋষিগণের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ। আমরা অগ্রে তোমাকেই দেখিতে ও তোমার কথা শুনিতে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহার পর তোমার সাধু সন্তানগণকে আমাদিগের নিকটে তুমি আপনি পরিচিত করিয়া দিয়াছ। অন্য লোকের সাধুপ্রেমে মুগ্ধ হওয়া ভয়ের কারণ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাহা তো

কখনই হইতে পারে না। তুমি যখন আমাদের কোন আপত্তি রাখ নাই, তখন আমাদের জ্যেষ্ঠগণ যে একান্ত ভালবাসা আমাদের নিকট চান তাহা হইতে কিছুতেই তো আমরা তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারি না। তোমার গৌতমের নির্ব্বাণ, গৌরাঙ্গের প্রেম, ঈশার বাধ্যতা যদি আমাদের হয়, তাহা হইলে বুঝিলাম তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের কিঞ্চিৎ অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। হে দীনজন বৎসল, তুমি কৃপা করিয়া দেখিতে চাও যে, তাঁহাদিগের ভাবে আমাদের আত্মা দিন দিন গঠিত হইতেছে। আমরা তাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের মত হইয়া যাই, এই তব চরণে আমাদের বিনীত ভিক্ষা।

সংসার তপোবন।

বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন ;—

গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ॥

যোগবা, ২৪।২০।

"সুসমাহিত চিত্ত এবং অহঙ্কারদোষবিবর্জ্জিত গৃহস্থের গৃহই বিজন বনভূমি।" তিনি এরূপ বলিলেন কেন? এই জন্য কি নয় যে, গৃহ তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করে না, বিঘ্ন উৎপাদন করে আমাদিগের অসমাহিত চিত্ত, আমাদের 'আমি আমার ভাব'। শিহ্লন ভালই বলিয়াছেন,

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

"বনে গেলেও আসক্ত ব্যক্তিগণের বিবিধ দোষ তাহাদিগের উপরে আধিপত্য করে; গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা। যে ব্যক্তি অকুৎসিত কার্য্যে রত থাকে, তাহার আসক্তি নিবৃত্ত হইয়া গৃহই তপোবন হয়।" ফলতঃ বনে গেলেই বনচারী তপস্বী কেহ হয় না, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল জাতি জন্ম হইতে বনে বাস করে, তাহারা তপস্বিগণের জীবনের অনুরূপ জীবন ধারণ করিত। যাহাদিগের পশুভাব নির্জ্জিত হয় নাই, বরং তাদৃশ ভাবই জীবনের উপরে আধিপত্য করিতেছে, তাহারা বনেই থাকুক আর গৃহেই থাকুক, তপস্যাই করুক আর বিষয়সেবীই হউক, সর্ব্বত্র তাহাদের সমান দুর্দ্দশা। বশিষ্ঠ ইহা আর কিছু অন্যায় বলেন নাই,

অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং মুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটম্।
সক্তন্তু দীর্ঘতপসা মুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ॥

যোগ ২৬৩।

"বাহিরে সংসারী হইলেও চিত্ত যদি নির্ম্মল ও অনাসক্ত হয়, তাহা হইলে উহা মুক্ত। দীর্ঘ তপস্যা দ্বারা মুক্ত হইলেও যদি আসক্ত হয় তাহা হইলে উহা উৎকট বন্ধনস্বরূপ।" এ সকল গেল তো প্রাচীনকালের কথা। আমরা সংসারকে তপোবন বলি কেন? উহার তপোবন হইবার উপযোগিতা আছে কি না? কিরূপ হইলে উহা তপোবন হইতে পারে? এই সকল আমাদের বিবেচ্য।

আমরা যখনই এমন কোন একটি বিষয়ের আলোচনা করি যাহার সম্বন্ধে সাধারণের মনে বিপরীত বিশ্বাস আছে, তখনই আমরা দেখাইয়া থাকি, আমরা যাহা বলিতেছি স্বভাবের নিয়মে বাধ্য হইয়া সকলকেই তাহা করিতে হইতেছে, তবে ঠিক ভাবে করিলে তাঁহাদের যে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইত, কেবল তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইতেছেন এই মাত্র। গৃহ—তপোবন, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। এই নিয়মে বাধ্য হইয়া সকলকেই সহস্র প্রকার ক্লেশ বহন করিতে হইতেছে, অথচ তপশ্চরণের ফললাভ কেহই করিতেছেন না। শিহ্লন খেদ করিয়া বলিয়াছেন,

সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপনক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।

"সেই দুঃসহ শীত- বাত- ও তপনজনিত বিবিধ ক্লেশ সহিতে হইল অথচ তপস্যা করা হইল না।" কোন্ সংসারীকে দুঃখের সহিত এ কথা বলিতে না হয়? যে সংসারে আমরা স্থাপিত

হইয়াছি, ইহা ভোগভূমি তত নয়, যত তপস্যাভূমি। কঠোরব্রতধারী তপস্বিগণ আপনাদিগের ইন্দ্রিয়নিগ্রহজন্য প্রবল শীতে জলে বাস, প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অনলে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান, ইত্যাদি যে সকল অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, গৃহিগণ স্ত্রীপুত্রপরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া তদপেক্ষা কঠোর ক্লেশকর বিষয় দ্বারা নিপীড়িত হন, ইহা আর কে না প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কঠোর তপোনিরত তপস্বিগণ লোকের নিকটে প্রশংসিত হইতেছেন, স্তুতি বন্দনা লাভ করিতেছেন, এ দিকে গৃহী ব্যক্তি নিন্দা ঘৃণা অবমাননার আস্পদ হইতেছেন, তাঁহাদিগের বিবিধক্লেশবহনে সহানুভূতি করে এরূপ লোকও অতি বিরল। লোকের প্রশংসা স্তুতি বন্দনার যে কত দূর আকর্ষণ কথায় বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। ইহার জন্য অনলে ঝাঁপ দিতেও অনেকে প্রস্তুত ; তাহার উপরে যখন আবার পরলোকে সুখলাভের আশা আছে, তখন সে লোভে অগ্নিকেও ক্ষণকালের জন্য শীতল বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মার্থনিহত ব্যক্তিগণের এইরূপে জীবন দান, সতীর পতির চিতানলে প্রবেশ, আমাদের কথার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। গৃহিগণের ইহলোকেও ক্লেশ, পরলোকেও সে ক্লেশের বিনিময়ে সুখলাভ হইবে তাহার আশা নাই, সুতরাং সেই সকল ক্লেশ বহন করা হইল, অথচ তপস্যাজন্য ফললাভ হইল না, শিহ্লনকবির এই আক্ষেপই প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে সত্য। কেহ অট্টালিকাতেই বাস করুন, আর পর্ণকুটীরবাসী হউন, সংসারে কঠোর তপস্বিগণের তপোজনিত ক্লেশাপেক্ষা তাঁহাকে ক্লেশ বহন বহন করিতে হইবে না, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় না ; কেন না তাঁহাদের ক্লেশ শারীরিক, ইঁহাদের শরীর ও মন উভয়েরই ক্লেশ।

আচ্ছা মানা গেল সংসার ভোগভূমি তত নয় যত তপোভূমি, কিন্তু যিনি সংসারবন্ধনে তাঁহার সন্তানগণকে বান্ধিলেন তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিলেন কেন ? তিনি আপনি সুখ হইয়া সন্তানগণকে ক্লেশ দিয়া কি সুখী হন ? তাঁহাকে ক্লেশ স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ সন্তানগণের জীবন নিরন্তর ক্লেশের আস্পদ। এ কিরূপ ব্যবস্থা ! জীবকে আত্মসুখ দিয়া সুখী করিবার জন্য যদি জীবসৃষ্টি হয়, তবে তাহার বিপরীত কেন নিরন্তর প্রকৃতিতে দৃষ্ট হয় ? দুইটি বিপরীত বিষয় যুগপৎ অনুভব করিতে না পারিলে উভয়ের পার্থক্য বোধ হয় না, যেমন যদি কেবল উষ্ণতা থাকিত বা শৈত্য থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণ, শীত, এ প্রকার ভিন্নতা উপলব্ধি কোন কালে হইত না ; কেবল তাহাই নহে, কোন একটি বোধই জন্মিত না। সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখ, দুঃখ বোধ থাকাতেই সুখ বোধ আছে, সুখ বোধ থাকাতেই দুঃখ বোধ আছে। পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বরে কোন বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, চিরদিনই জ্ঞান সমান আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে জীবের সঙ্গে তাঁহার কোন তুলনাই হয় না। সে যাহা হউক, এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, সংসারে ক্লেশের অস্তিত্ব কেন ? যদি অধিক পরিমাণ সুখানুভবের একটি উপায়স্বরূপ এই সামান্য ক্লেশ হয়, তাহা হইলে এই ক্লেশকে আমরা সুখেরই অন্তঃপাতিরূপে গ্রহণ করিতে পারি এবং তজ্জন্য পরমকৌশলী বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতেও আমাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সংসারিগণের জীবন দেখিলে সুখ অধিক, কি দুঃখ অধিক, নির্ব্বাচন করা বড় সুকঠিন। যদি দুঃখ সুখে আচ্ছন্ন হইয়া না পড়িল, তবে আর দুঃখ সুখের অন্তঃপাতী বলিয়া কি প্রকারে পরিগণিত হইবে ? সংসারকে যাহারা তপোবন করিয়া লইতে পারে নাই, তাহাদের ভাগ্যে যে দুঃখাধিক্য এবং সুখের অল্পতা ঘটিবে, ইহা আর একটা বিচিত্র কি ? দুঃখের দিন দীর্ঘ হয়, সুখের মুহূর্ত্ত দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হয়, সাংসারিক সুখদুঃখসম্বন্ধে ইহা যে বিলক্ষণ সত্য, ইহা আর কে না জানে ? দুঃখ চিত্তনিগ্রহের জন্য তপ, সুখ উহার অবশ্যম্ভাবী ফল, কেন না

তদ্দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্ত সুখস্বরূপ ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, কেহ যদি এরূপ কথা সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে সংসার যে তাঁহার সম্বন্ধে তপোবন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহাদের জীবন ও হৃদয় সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে ন্যস্ত হয় নাই, অন্য কথায় যাঁহারা সন্ন্যাসব্রতে ব্রতী নহেন, তাঁহারা দুঃখের মধ্যে সুখস্বরূপের বিদ্যমানতা অনুভব করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

এখানে আবার আমরা সাধারণে যাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, এরূপ একটী কথা বলিলাম। সুখের ভিতরে সুখস্বরূপের বিদ্যমানতা অনুভব, অন্য কথায় সুখানুভব, ইহা অত্যন্ত বিপরীত। যদি একটি এমন কোন দৃষ্টান্ত আমরা না দিতে পারি, যদ্দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, স্থলবিশেষে উহা স্বাভাবিক, তাহা হইলে আমাদের এ কথা কোনরূপে কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই মনে হয়, আমরা কি বলিতেছি, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। মনে কর, একজন দয়ার্দ্র-হৃদয় চিকিৎসক রোগীর ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি যত্নের সহিত সর্ব্ববিষয়ে ব্যবস্থা করিতেছেন। রোগীর ক্লেশে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত, অথচ এই ব্যথার ভিতরে রোগীর দুঃখাপনয়নযত্নজনিত একটি গূঢ় সুখ নিরন্তর তাঁহাকে উদ্যমপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারাই অপরের বিষম ক্লেশের সময় সেবা করেন, তাঁহাদিগেরই ক্লেশানুভবের মূলদেশে সুখ বিদ্যমান থাকে, ইহা সংশয়িগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে আমাদিগের সঙ্গে ইহাঁদের মতভেদ এই যে, ইহাঁরা বলেন, এ সুখ 'আমি আপনি নিরাপদ আছি' এই অনুভূতি মূলক, আমরা বলি, হিতৈষণাসম্ভূত আত্মপ্রসাদমূলক। প্রভেদ যাহাই হউক, এরূপ অনুভূতি যে স্বাভাবিক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই সুখের মূলে সর্ব্বসুখদাতাকে দেখিতে পান, তাঁহারা সুখের বিদ্যমানতা অনুভব করিতেছেন, এ কথা বলা আর কিছু অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, দৃষ্টান্তটি একটি বিষয়ে অপূর্ণ হইল, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। চিকিৎসক বা শুশ্রূষক আতুর ব্যক্তির পিতা মাতা, পুত্র কন্যা বা পতি পত্নী নহেন, সুতরাং তাঁহারা যত্ন ও সেবায় সুখানুভব করিতে পারেন, কিন্তু পিতা মাতা প্রভৃতি তাঁহাদের মত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে, কেন না রোগীর দুঃখে তাঁহারা এমনই দুঃখাভিভূত যে, কণামাত্র সুখ তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। এস্থলে তপঃসদৃশ ক্লেশানুভব তাঁহাদের সম্বন্ধে সুখের প্রসূতি হইল কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এই কথার উত্তরেই সংসার তপোবন কি না, এ সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য আমরা দেখিতে পাইব।

পাঠকগণের স্মরণে রাখা উচিত যে, সংসারধর্ম্ম সন্ন্যাসব্রতোপরি স্থাপিত আমরা বিশ্বাস করি। যেখানে সন্ন্যাস নাই, সেখানে আস্থায়ী সংসার থাকিতে পারে, কিন্তু যাহাকে সংসারধর্ম্ম বলে তাহা সেখানে নাই। যে সংসার ঈশ্বরের সংসার নহে, যে সংসারের পরিজনবর্গ ঈশ্বরের পরিজনবর্গ নহে, সে সংসারে বাস সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। ঈশ্বরের চরণে যেখানে সংসারের সমুদায় সমর্পিত হয় নাই, সে সংসারে সন্ন্যাসী বাস করিবেন কি প্রকারে? ঈশ্বরের চরণে সমুদায় সমর্পণ, এ কিন্তু মুখে বলিলেই হয় না। সমুদায় সমর্পণ করিলাম, অথচ 'আমি আমার' অনুভব সকলই পূর্ব্ববৎ রহিল, ইহা সন্ন্যাস, নহে সন্ন্যাসের ভাণমাত্র। দেহ গেহ বিত্ত পরিজনবর্গ সমুদায় যদি ঈশ্বরের হইল, তাহা হইলে আমরা উপরে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, গৃহস্থ তাহারই স্থলবর্ত্তী হইলেন। গৃহস্থ ও গৃহিণী সেবক ও সেবিকা; সেবা করিয়াই তাঁহাদের সুখ; দুঃখানুভব কেবল সেই সেবাতে তাঁহাদিগকে অধিকতররূপে আরও নিয়োগ করিবে ইহারই জন্য। যদি কেহ এরূপে সেবাকে অস্বাভাবিক বলিতে চান, আমরা তাহা মানিব না, কেন না যাঁহাদের মতে স্বার্থাভিসন্ধান সংসারের মূল তাঁহারাই এ কথা বলিবেন, সংসার প্রেমমূলক ইহা যাঁহাদের অভিমত, তাঁহারা ইহা কখনই

বলিবেন না। আপনার ভাবী ক্লেশ দুঃখাদি সমুদায় বিস্মৃত হইয়া প্রেমাস্পদের সেবায় স্বর্গসুখ অনুভব করা প্রেমিকমাত্রের সাক্ষাৎ অনুভূতি। যাঁহারা প্রেমিক তাঁহাদের নিকট সংসার তপোবন; কেন না এখানে যে সকল ক্লেশ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার ফল অনন্ত সুখের সহিত যোগ; সুতরাং তাঁহারা এ সকলকে তপশ্চরণরূপে সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এইরূপে সংসার ও তপোবনকে এক অভিন্ন পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কর্ম্মসাধন দেহ।

দেহ ও আত্মা এতদুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই,আত্মা আপনার ক্রিয়া দেহ আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন করে; হস্ত পদ চক্ষুরাদি সমুদায় তাহার কার্য্যের সাধন। এই কার্য্যসাধন দেহ যদি সর্ব্বস্ব হয়, ইহারই চিন্তাতে যদি আত্মা নিয়ত ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে আত্মার অধোগতি হয়। ধন ব্যয় করিয়া উপকারসাধন ধনের সদ্ব্যবহার। সেই ধন ব্যয় না করিয়া ক্রমান্বয়ে সঞ্চয় করিলে যে প্রকার নিন্দিত কার্পণ্য দোষ উপস্থিত হয়, সেই প্রকার যে দেহ ইচ্ছার নিদেশপ্রতিপালনজন্য নিয়ত পরিশ্রম করিবে, সেই দেহ যদি ভোগ ও বিলাসের আধার হয়, সমগ্র চেষ্টা ও যত্ন তজ্জন্য নিঃশেষ হয়, তাহা হইলে আত্মা সেই প্রকার নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। ঈশা এই জন্যই শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "কি আহার করিব, কি পান করিব, ইহা বলিয়া আপনার জীবনের জন্য ভাবিত হইও না, এবং কি পরিধান করিব বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিত হইও না, অন্ন অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর নহে?" তিনি ভাবিত হইতে নিষেধ করিলেন কেন? এই জন্য যে 'এই সকল অভাব আছে, স্বর্গীয় পিতা জানেন।' তিনি তো সকলই জানেন। জানেন বলিয়া তাঁহার নিকট যাওয়া হইবে না, ইহা বলিলে তো কোন বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিকটে জ্ঞাপন করা উচিত নহে। "ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে," এই কথাগুলির মধ্যে তিনি দেহের জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, তাহা তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন।

মানুষ কি করিবে? ঈশ্বরের রাজ্য এবং ধর্ম্ম অন্বেষণ করিবে। এরূপ করিলেই অন্ন পান সহজে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং তজ্জন্য চিন্তা ভাবনাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়? অন্তরে। অন্তরের অন্তরতম ঈশ্বরকে সর্ব্বোপরি প্রভু করিয়া সর্ব্বথা তাঁহার অনুগত হইলে, তাঁহার নিদেশসমুদায় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত প্রতিপালন করিলে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হওয়া হইল; ধর্ম্ম সঞ্চয় করা হইল। মানুষের এই পর্য্যন্ত করিবার অধিকার; তাহার পর যাহা করিবার ঈশ্বর স্বয়ং করিবেন, তজ্জন্য চিন্তা মানুষের পক্ষে অপরাধের ব্যাপার। ঈশ্বরের আদেশে কার্য্য করার অবশ্যম্ভাবী ফল অন্নপানাদির আগম, অন্নপানাদির জন্য চিন্তা অন্ন পানাদির উপস্থিতির কারণ নহে। "তোমাদের মধ্যে ভাবিত হইয়াই বা কে শরীরের দীর্ঘতা এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে?" ঈশার এই কথা আমরা যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তুমি বলিবে, মানুষ যখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়, তখন অন্নপানাদির জন্য আকুল না হইয়া থাকিতে পারে না। আকুল হইও না,এরূপ উপদেশ দিলেই কি আকুলতা নিবৃত্ত হয়? অল্প বিশ্বাসিগণের আকুলতা নিবৃত্ত হইবে কখন সম্ভবপর নহে, কিন্তু আকুলতা হইতে অন্ন পান আইসে না, অন্ন পান আইসে কর্ম্মসাধন হইতে। আকুলতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে সত্য,কিন্তু ইহা পশুসমুচিত ব্যাপার মনুষ্যোচিত নহে। মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, আহারাদি চিন্তা হইতে হইবে না, ঈশ্বরের নিদেশপালনেচ্ছা হইতে হইবে। 'ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্ম্ম অন্বেষণ' কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া অন্য কিছু যদি তাহার কার্য্যের

প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে সে দেবত্ব লাভ করিবে কি প্রকারে? দেবত্বলাভোচিত কার্য্য করিয়া যাও, তোমার কি কি অভাব আছে, ঈশ্বর জানেন, তিনি আপনি তাহা সম্পন্ন করিবেন।

ঈশা শরীরের জন্য চিন্তা নিষেধ করিয়াও "অদ্যকার আহার আজ দাও" এরূপ প্রার্থনা করিতে কেন শিখাইলেন? তিনি এক স্থলে উন্নত মত ব্যক্ত করিয়া অন্য স্থলে তাহার বিপরীত শিক্ষা দিলেন, এ কিরূপ কথা? তাঁহার উন্নত মতের কথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, অন্ন পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া এরূপ প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা নহে, ঈশ্বর যাহা তাঁহার দাসের জন্য অবশ্য করিবেন,তাহাই প্রার্থনাবাক্যে প্রার্থনা মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। অন্যথা বলিতে হয়, ঈশা যে কালে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেকালে এরূপ প্রার্থনা করা জনসাধারণের রীতি ছিল; সেই রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া, প্রার্থনা মধ্যে তাদৃশ গুটি কয়েক কথা সন্নিবেশ করা কিছু অস্বাভাবিক নহে। এখন যখন সে কালের প্রভাব আর আমাদের উপরে নাই, তখন ঈদৃশ প্রার্থনা আমাদের করিবার কি প্রয়োজন? দেহ যখন কর্ম্মসাধনার্থ, ভোগবিলাসের আস্পদ হইবার জন্য নহে,তখন যে জন্য উহা প্রদত্ত হইয়াছে উহাকে তাহাতে নিযুক্ত রাখিয়া অন্ন পানাদির চিন্তাবিবর্জ্জিত হওয়াই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়। আমরা যখন নিশ্চয় জানি, দেহের জন্য ব্যাকুলতা হইতে নহে, কিন্তু কর্ম্মোদ্যম হইতে উহার প্রয়োজনীয় বিষয় আইসে, তখন যে ভাবের কার্য্যোদ্যম হইতে আত্মা উন্নত ও মহৎ হয়, তাহাই আমাদিগের করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্মসাধন দেহ আত্মার অনুবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকুক, পরমাত্মা আত্মার প্রেরক হউন, ইহাই দেহের যথার্থ সদ্ব্যবহার, তজ্জন্য ভাবিত হওয়া সদ্ব্যবহার নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

'অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না,' পৃথিবী এ উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপহাস করে আর বলে, ইহা নিতান্ত দুর্ব্বল কাপুরুষের কথা। 'দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত' ইহা পুরুষের বাণী,ভীরুরাই এ বাণীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথার অনুসরণ করিয়া থাকে। পৃথিবী যাহা বলিতেছে, তাহা ঠিক, না ঈশা যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। আজ প্রায় উনিশ শত বৎসরে কাহার কথা ঠিক প্রমাণিত হইয়াছে, ইতিহাস দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অত্যাচারী য়িহুদী জাতি আজ দেশচ্যুত, সর্ব্বত্র ঘৃণিত। যিনি প্রতিরোধ না করিয়া ক্রুশে নিহত হইলেন, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম প্রবল পরাক্রান্ত জাতিমধ্যে রাজত্ব করিতেছেন, ক্রমান্বয়ে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। যে বাণী শুনিতে নিতান্ত দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষোচিত বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যে এত বল নিহিত রহিয়াছে, আগে কে জানিত?

'অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না' এ কথার মধ্যে এমন কি আছে, যাহার এমন অদ্ভুত অলৌকিক বল! ঈশার জীবনের সার এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে প্রবিষ্ট, অন্যথা উহার সারবত্তা সহস্র বাধা প্রতিকূলতার মধ্যে কি প্রকারে সপ্রমাণিত হইল? সারান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেই এখানে সার কি অবশ্য অন্বেষণ করিবেন। এখানে সার 'ভ্রাতৃপ্রেম'। আমার যদি প্রগাঢ় প্রেম থাকে, আমি কি আমার ভ্রাতা আমায় আঘাত করিলেন বলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে পারি? তিনি চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার করিলেন, আমি তাই বলিয়া কি চণ্ডাল হইব? যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলনের চিন্তা প্রেম যদি অবরুদ্ধ না করিল, তাহা হইলে সে প্রেম কি কখন প্রেম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? ঈশ্বরের প্রেম যদি সর্ব্বাবস্থায় উদারভাবে সকলকে আলিঙ্গন করে, তবে তাঁহার সন্তানের প্রেম যদি তদনুরূপ না হইল তবে আর সন্তানত্ব কিসে?

তুমি বলিতেছ, ঈশার মধ্যে 'ভ্রাতৃপ্রেম'মাত্র সারভূত; ভ্রাতৃশাসন কি আর একটি তাঁহার জীবনের মূল উপাদান নহে? তিনি কি প্রেম ও শাসন উভয়েরই অবতার নহেন? যদি তাঁহার প্রেম তাঁহার জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে শাসনও কেন সেই প্রকারে গ্রহণ করা হইবে না? যাহার প্রতি কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে,সে ব্যক্তি অপরাধীর নিকটে গিয়া প্রথমে অপরাধ শোধনের জন্য বলিবে। যদি তাহাতে সে না শুনে,দুই তিন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া শোধনে যত্ন করিবে; তাহাতেও যদি না হয় মণ্ডলীকে নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, সে যদি তাহাতেও সংশোধিত না হয়, মণ্ডলীবহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি শাসনের ঈদৃশ বিস্তৃত ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং আপনিও মুখে অনেক সময়ে তীব্র শাসন বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন

তাঁহার এ দিকটা কি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে?" ঈশা নিজে শাসন করিতেন, এবং শাসনপ্রণালীও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সপ্ত গুণ সপ্তবার ক্ষমা করিতেও বলিয়াছেন; এ দুইয়ের সামঞ্জস্য হওয়া চাই, অন্যথা এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ কথা ও জীবন কি প্রকারে ব্যক্তিমাত্রের গ্রহণীয়তা হইতে পারে? ঈশার জীবনই এ দুইয়ের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে। যাহারা তাঁহার প্রাণহত্যা করিল, তাহাদিগকে তিনি আপনি ক্ষমা করিলেন, এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু যে সকল লোক আপনাদের গর্হিত ব্যবহার কপটাচার দ্বারা প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে পরের সর্ব্বনাশ করিতেছিল, তাহাদিগকে তিনি তীব্র বাক্যে শাসন করিলেন, এবং ঈশ্বরের শাস্তি প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধ হইতেছে যে, যদ্দ্বারা জনসমাজ কলুষিত হয় তাহা শাসনযোগ্য, এবং যদ্দ্বারা সাধক আপনি নিপীড়িত হন তাহা ক্ষম্য। এ দুই প্রেমেরই কার্য্য, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে যে কেহ বুঝিতে পারেন।

প্রাপ্ত।

নববিধানপ্রচারকদিগের উপজীবিকা ও আয়ব্যয়বিবরণ।

নববিধানপ্রচারকদিগের উপজীবিকাদিবিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব বিবৃত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের বৈরাগ্য ও অর্থের আদান প্রদানাদিসম্বন্ধে কিরূপ বিধি নিষেধ আছে, নবসংহিতা হইতে ও প্রেরিতদিগের প্রতি বিধি পুস্তিকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে তাহার কিছু এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

প্রচারকব্রত—নবসংহিতা। প্রচারব্রতে ব্রতীর অঙ্গীকার;—

"আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, কল্যকার জন্য ভাবিব না। মনুষ্য আত্মা সকলকে ঈশ্বরের নিকটে আনা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। আমার যাবতীয় বিষয় কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে, এবং আমার সকল অভাব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য ও পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে অর্থসম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। দারিদ্র্য বিনয় আত্মসমর্পণের সহিত আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

তপোবন। ৪ঠা চৈত্র ১৭৯৬ সাল।

"অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না, ধনস্পর্শ যত দূর সম্ভব পরিহার; সংসারসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; দারিদ্র্যমধ্যে প্রফুল্ল থাকা; অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান।"

*   *   *   ০   *

"আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচার কার্য্যালয়ে অর্পণ করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা।" নববিধান প্রেরিতদিগের প্রতি বিধি পুস্তক ১ম পৃষ্ঠা।

প্রেরিত নিয়োগ—(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।)

তদনন্তর প্রভু পুনরায় নব নির্ব্বাচিত প্রেরিতগণকে অনুশাসন করিলেন;—"তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না। তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় কার্য্য করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবে না। আমার প্রেরিত হইয়া তোমরা যে সকল কার্য্য সম্পাদন কর, তাহার জন্য বিনিময়স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের অঙ্গুলি অপবিত্র করিবে না।

"অবিশ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন তোমরা সেরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয় তোমরা সে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, আমি তোমাদিগের আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না তাহা তোমরা স্পর্শ করিতে পার না।" ন, প্রে, বি, পুস্তিকা ২১ পৃঃ।

নববিধান প্রেরিত দলের প্রতি সেবকের নিবেদন।

১৮০২, ৩রা চৈত্র।

"পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ কামনা করিবে না। ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পরসুখে সুখী হইবে, পর দুঃখে দুঃখী হইবে। * *

"প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিকারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা বস্ত্র চিন্তা করে সে অল্প বিশ্বাসী।" * *

"একান্ত মনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে। তিনি যে অন্ন দিবেন তাহাই খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না। তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনে পাপ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়া অন্নে মন মলিন হয়।" * * * "ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়সুখের ইচ্ছাকে স্থান দিবে না। কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিনীত মস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে।" * * * * "লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে আপনি টাকা আসিবে। পূর্ণ ব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য করিবে। যে কার্য্য করে না সে পুরস্কার পায় না।" ন, প্রে. বি পুস্তক, ১১ পৃষ্ঠা।

নব বর্ষের প্রথম দিনে প্রেরিতদিগের প্রতি সেবকের নিবেদন।

কমলকুটীর ১৮০৫ শক।

"বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার ও পরিধানসম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে। এত দিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচারভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয়

সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্যব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের পত্নীরা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ করিবে না, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনি অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পত্নীদিগকে বৈরাগ্যপথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারকপরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিবার হইবে। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্ন অর্থ স্পর্শও করিবেন না। বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসক্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। একজন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবেন, অন্য জন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা করা হইতেছে, আমাদের প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটী পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে (দেবালয়ে) অথবা প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উঁহারা দিবেন না ইঁহারা লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্য দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাণ্ডারে ধন আসুক, আরও আসুক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে বিতরণ করেন। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণী সহ বৈরাগ্য ব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন দুইজনে একত্র হইয়া অর্থপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র জানিয়া, পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া পতিপত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস কর। নব বর্ষের এই নব নিয়ম।" ন, প্রে, বি, পুস্তক ২৬—২৯ পৃষ্ঠা।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচারকদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থ প্রচার-ভাণ্ডার যথানিয়মে স্থাপিত ছিলনা, তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য নির্দ্ধারিত আয়ও ছিল না, প্রচারকপরিবারপ্রতিপালনার্থ অভিভাবকস্বরূপ কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট ছিলেন না। তখন ৫।৬ জন ভ্রাতা শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীনে প্রচারব্রতে ব্রতী ছিলেন। প্রচারকপরিবারের সংখ্যা অধিক ছিল না, তাঁহাদের সন্তানাদিও বেশি হয়নাই। সেই অবস্থায় প্রচারকগণ দীনভাবে অতি কষ্টে দীনযাপন করিতেন। অর্থাভাবে অনেক দিন তাঁহাদের আহার হইত না, হয় তো কোন দিন দিনান্তে মুড়ি ভক্ষণ করিয়া দিবা রাত্রি কাটাইয়াছেন। এমন কোন দিন হইয়াছে যে, তাঁহাদের অন্ন জুটিয়াছে, কিন্তু অন্নের উপকরণের সংস্থান হয় নাই। পঞ্চানন-তলায় একটি পুরাতন সামান্য ভাড়াটীয়া বাড়ীতে তাঁহারা কয়েক জন অবস্থিতি করিতেন, কলুটোলায় আচার্য্য ভবন হইতে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা করিয়া উক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় আচার্য্যের বাক্স খুঁজিয়া তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন তাহা আহারের সম্বল করিয়া লইয়া আসিতেন। যে দিন বাক্সে কিছু না থাকিত, সেই দিন উপবাসই ব্যবস্থা ছিল। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সামান্য আয় ছিল, তিনি ব্যাঙ্ক হইতে মাসিক অনুমান ৫০৲ গচ্ছিত পৈতৃক টাকার সুদস্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্ভিন্ন পৈতৃক সম্পত্তি হইতে প্রতিদিনের ভোজন চলিত। সেই সময় তাঁহার ৩টি সন্তান জন্মিয়াছিল, সেই অর্থ দ্বারা কোনরূপে সামান্য ভাবে তাঁহার পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়া শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অন্য প্রচারকদিগের সঙ্গে একত্র বাস করেন নাই। তিনি কলুটোলায় নিজ ভবনে সপরিবারে স্থিতি করিতেন। তাঁহারও অতি সামান্য ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মাণিক বসুর ষ্ট্রীটে তাঁহার পৈতৃক ভবনে বাস করিতেন। ভাড়াটীয়া বাড়ীতে প্রচারকগণ নিজেরা রন্ধন করিতেন। পরে রামপ্রসাদ নামক একজন ভৃত্য রন্ধন করিয়া শালপত্রে প্রচারকদিগকে অন্ন পরিবেশন করিয়া দিত, কোন দিন কাঁচকলা ভাতে কোন দিন বা কড়াইয়ের ডাল মাত্র উপকরণ হইত, কোন দিন তাহাও জুটিত না। প্রচারকগণ মাটীর ভাঁড়ে জল খাইতেন। এরূপ বৈরাগ্য ও অন্নকষ্টের মধ্যেও তাঁহাদের মনে উৎসাহানল প্রজ্বলিত ছিল, মুখমণ্ডলে স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতার চিহ্ন প্রকাশ পাইত। আপনাদের ধন মান জীবন সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ উৎসর্গ করিতে সকলে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করিতেন না; সকল প্রকার কষ্টভার মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কোন বিষয়ে তাঁহাদের আপনার বলিয়া দাবি দাওয়া ছিল না। সেই সময়ে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, বিবাহে ৫৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। ছোবান কাপড়ে ছিম পাতার রসের রংএ পাড় করিয়া, তাহা পাত্রীকে পরাইয়া পাত্রস্থ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ৪৫৲ টাকা বেতনে হাবড়া রেলওয়ে সংক্রান্ত একটি বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই প্রচারকদিগের সেবা করিবার নিমিত্ত মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তোলেন। নিজের ও পরিবারের নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রাপ্ত বেতন হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাঁচিত, তিনি তাহা প্রচারকদিগের সেবায় উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচন করিতেন। শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্রের একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় ছিল, অনেক সময় তিনি সেই অঙ্গুরীয় বন্ধক দিয়া ধার করিয়া টাকা আনিয়া প্রচারক পরি-বারের সেবাতে উৎসর্গ করিতেন। প্রচারকদিগের অর্থ কষ্টের কথা শুনিলে হস্তে টাকা না থাকিলেই সেই অঙ্গুরীয় বন্ধক রাখিয়া তাঁহাদের জন্য খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতেন,

১৮৬৭ সনের অক্টোবর মাসে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের পত্নীবিয়োগ হয়, তখন তিনি আফিসে ছুটী চাহিয়া ছুটী না পাওয়াতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি বিধাতার ইঙ্গিতে প্রচারকমণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দেন। তখন তাঁহার ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম, ধর্ম্ম প্রচার করা ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের কখন জীবনের লক্ষ্য ছিল না, ধর্ম্মার্থ যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সেবা করাই তাঁহার জীবনের নিত্য ব্রত। ভাই কান্তিচন্দ্র প্রচারকমণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দান করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অন্ন বস্ত্রের অংশী হন নাই। তিনি কেবল প্রচারক পরিবারের সেবা করিতেন, তাঁহার নিজের জীবনোপায়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। যোড়পুকুর-নিবাসী তাঁহার পরম বন্ধু স্বর্গগত প্রসন্নকুমার ঘোষ অনেক সময় তাঁহার সাহায্য করিতেন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া সাদরে স্বীকার করিয়া লন। ১৮৬৮ সালে আচার্য্য সমভিব্যাহারে ভাই কান্তিচন্দ্র সিমলা শৈলে চলিয়া যান। সেখানে আচার্য্য নিজের পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি তিনি বিশেষ ভাবে আচার্য্যপরিবারের সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যের পৈতৃক নগদ সম্পত্তি ইত্যাদি হইতে যে মাসিক সামান্য আয় হইত, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র তাহা দ্বারা আচার্য্য-পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতেন। পরে অপর প্রচারকপরিবারসকলের ভারও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে স্বদেশ বিদেশের অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু প্রচারকপরিবারের সাহায্যার্থে নিয়মিতরূপে দান করিতে থাকেন। পরিশেষে এইরূপে প্রচারভাণ্ডার স্থাপিত হয়,ভাই কান্তিচন্দ্রই সেই ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার হস্তেই আয় ব্যয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। তিনি প্রচারকপরিবারের সেবক ও অভিভাবকরূপে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিতে থাকেন। প্রচারকগণ নিশ্চিন্ত মনে দেশ দেশান্তরে প্রচার করেন। শ্রীমদাচার্য্য প্রচারভাণ্ডার হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না, বরং প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে প্রচারভাণ্ডারে নিজের অর্থ হইতে কিছু কিছু দান করিতেন। পরে তাঁহার সন্তানাদির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। তিনি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাহা হইতে ও মুদ্রাযন্ত্র হইতে কিছু আয় হইতে ছিল. তাহা দ্বারা ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত পৈতৃক টাকার সুদ দ্বারা ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র আচার্য্যপরিবারের সকল অভাব মোচন করিতে থাকেন। আচার্য্য অর্থ চিন্তা করিতেন না, স্বহস্তে অর্থ গ্রহণ ও ব্যয় করিতেন না। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহার সংসার চালাইতেন, অর্থের অপ্রতুলতায় অনেক সময়ে আচার্য্যপরিবারকে অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। আচার্য্য সামান্য নিরামিষ আহার করিতেন, সামান্য স্থূল বস্ত্র পরিধান, সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন, ছিন্ন মশারি স্বহস্তে শেলাই করিয়াছেন। এ সকল স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে তিনি সপরিবারে পশ্চিমাঞ্চলে গমনাগমন করিয়াছেন, প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছেন, ইহা কে না দর্শন করিয়াছে? অপর প্রচারকদিগের প্রচারভাণ্ডারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। প্রচারভাণ্ডারের আয় অনুসারে ভাই কান্তিচন্দ্র যত দূর সম্ভব অভাব মোচন করিতেন। দীর্ঘকাল অন্য কোনরূপ আয়ের পথ মুক্ত হয় নাই। অর্থের অপ্রতুলতাবশতঃ প্রচারক-পরিবার সকলকে অনেক সময় অনেক প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু তখন প্রচারকদিগের সাধারণতঃ বৈরাগ্যপ্রধান জীবন ছিল, তাঁহারা কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন নাই, অসুবিধা ও কষ্টে পড়িয়া তাঁহাদের ঈশ্বরে নির্ভর বৃদ্ধি ও পুণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রচারভাণ্ডারের আয়ের একান্ত হ্রাস হইলে কেশবচন্দ্র তজ্জন্য ভিক্ষা করিতেন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন, এবং কলিকাতায় স্থিতি না করিয়া বিদেশে যাইয়া প্রচার করিতে প্রচারকদিগকে উপদেশ দান করিতেন। একত্র বাসাদি জন্য প্রচারকদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় নাই, এমন দূর দেশস্থ কোন ব্রাহ্মযুবক সেই সময় প্রচারকপরিবারের সেবার জন্য ব্যাকুল হন। তিনি আপনার নির্দ্ধারিত মাসিক আয় ২০৲ হইতে একটী টাকা প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। প্রচারকার্য্যালয়ের পুস্তকাদি আনাইয়া বিক্রয় করিয়া এবং অন্য ভদ্রলোকের নিকটে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক প্রচারভাণ্ডারে প্রেরণ করিতেন। এক সময় তিনি একজন ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া দুই শত টাকা লইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নিজে পুস্তক রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া প্রচারভাণ্ডারের আয় বৃদ্ধির জন্য সেই পুস্তকের সমগ্র স্বত্ব ভাণ্ডারাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণ যে সকল যুবক প্রচারকপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে সম্বদ্ধ, প্রচার-কার্য্যালয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া নানাপ্রকারে উপকৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত, উপার্জ্জনশীল হইয়া অন্ততঃ তাঁহাদেরও যদি কিঞ্চিন্মাত্র কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবোধ থাকিত, তবে কতকগুলি বৃহৎ প্রচারকপরিবার—বিধবা ও পিতৃহীন বালক বালিকাদিগের ভরণ পোষণের জন্য ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে সময়ে সময়ে এত কষ্টে পড়িতে হইত না। বর্ত্তমান প্রচারভাণ্ডারের আয় কিরূপ, এবং এক্ষণ প্রচারক-পরিবারের অন্তর্গত পোষ্যের সংখ্যা কত পরে প্রদর্শন করিব। তাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ ক্ষুদ্র আয় দ্বারা কিরূপে এতগুলি লোকের অন্ন বস্ত্রাদির সংস্থান হয়। প্রেরিত প্রচারকেরা মণ্ডলীর ভৃত্য, তাঁহারা নিয়ত মণ্ডলীর সেবা করিবেন। মণ্ডলী অভিভাবকস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদিগের পরিবার-বর্গের অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন করিবেন, এই বিধি। মণ্ডলীস্থ অধিকাংশ লোকের প্রচারকদিগের সঙ্গে সম্পর্ক বোধই নাই, ধর্ম্মের বন্ধন নাই; ইহা বড় পরিতাপের বিষয়। প্রচারকগণ উপযুক্ত পরিশ্রম করিবেন, অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না, যিনি প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন;—"আমার যাবতীয় বিষয়কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে, এবং আমার সকল অভাব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে।

সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য ও পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে অর্থসম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।" ধর্ম্মার্থে দান ব্রাহ্মদিগের নাই বলিলেই হয়। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করিলে তাঁহারা এ বিষয়ে যে কত হীন তাহা বলিয়া উঠা যায় না। অনেক নব্য ব্রাহ্ম নিজ নিজ পরিবারের ভাবী উপজীবিকার সংস্থানের জন্য ফণ্ডে রাশি রাশি টাকা গচ্ছিত রাখিতে ব্যস্ত, তাঁহারা বার্ষিক সামান্য মূল্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানা পত্রিকা গ্রহণ করিয়া প্রচারভাণ্ডারের সাহায্য করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত, তাঁহারা উহা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। বিচিত্র ব্যাপার! যাহা হউক এ সকল দুঃখের কথা আর বলিতে চাহি না। তবে এ স্থলে মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক হৃদয়বান্ উদার দাতা আছেন যে, তাঁহাদের নিকটে প্রচারকপরিবার চিরঋণী। অপিচ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বর্দ্ধমান জিলাস্থ একটি ধর্ম্মানুরাগী বিনীত ও বিশ্বাসী যুবক ১৪। ১৫ টাকা বেতনে এক গ্রামে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া প্রতি মাসে ৬৲ বা ৮৲ টাকা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিয়া থাকেন। নিজের সামান্য অন্নবস্ত্রাদির জন্য ব্যয় করিয়া যাহা কিছু বাঁচে সমুদায় শ্রদ্ধার সহিত ভাণ্ডারে উৎসর্গ করেন। যদি অনেক প্রচারক অবিশ্বাসনিবন্ধন পরে ব্রত ভঙ্গ না করিতেন, নিজে অর্থ গ্রহণ ও সঞ্চয় না করিয়া ভাণ্ডারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেন, নিঃসন্দেহ ভাণ্ডারপতি পরমেশ্বর তাঁহাদের সকল অভাব মোচন করিতেন ক্রমে প্রচারকপরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া উঠে, তদনুরূপ আয় বৃদ্ধি হয় না। কালক্রমে অনেক প্রচারকের ক্লেশ সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস বৈরাগ্যের হ্রাস হয়, অনেকে সুখপ্রিয় হইয়া উঠেন। প্রচারব্রত গ্রহণ করিলে নিজের বলিতে আর কিছু থাকে না তাহা ভুলিয়া যান, তাঁহারা কতক প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করেন, কতক অন্য উপায়ে নিজে অর্থ গ্রহণ ও সংস্থান করিতে থাকেন, অনেক বিষয়ে 'আমার' বলিয়া দাবি দাওয়া করেন। আচার্য্যের স্বর্গারোহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ অবৈধ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। তাহাতে তিনি মর্ম্মাহত হন। ১৮৭০ সালে আচার্য্য দেব প্রচারার্থ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তিনি সেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভারত সংস্কারসভা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার অন্তর্গত সুলভ সমাচার পত্রিকা প্রচার ও নারীবিদ্যালয়াদি স্থাপন করেন। তখন এই সকল কার্য্যে অনেক প্রচারক ব্যাপৃত হন, তাহাতে বিলক্ষণ আয় হইতে থাকে; উহা প্রচারভাণ্ডারে অর্পিত হয়। সেই সময় কিছুকাল প্রচারভাণ্ডারের বেশ স্বচ্ছলতা ছিল। কয়েক বৎসর পরে সেই আয় রহিত হয়, আবার অস্বচ্ছল অবস্থা হইয়া উঠে। তবে এরূপ বলা যাইতে পারে, কেহ কখন উপবাসী ছিলেন না, দীনভাবে প্রচারকদিগের সংসার চলিয়াছে, তাঁহাদের অন্ন বস্ত্র জুটিয়াছে।

১৮৭৭ সালে অপর সারকুলার রোডে আচার্য্যকর্ত্তৃক কমলকুটীর ভবন ক্রীত হয়, তিনি কলুটোলাস্থ পৈতৃক ভবনহইতে সপরিবারে কমলকুটীরে যাইয়া বাস করেন। অনেক প্রচারকও কমলকুটীরের পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে স্থিতি করিতে থাকেন। কমলকুটীরক্রয়ে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আচার্য্যের পৈতৃক নগদ টাকা সমুদায় নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং তাঁহার অংশের পৈতৃক ভূমি ও গৃহ বিক্রীত হয়। এই সকল ক্রয়বিক্রয় ও আদানপ্রদানের পরিষ্কার হিসাব ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দৈনিক ইণ্ডিয়ান মিরর ও ভারতাশ্রমের জন্য আচার্য্য কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন শুদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র ও ট্রাক্ট সোসাইটীর সাহায্যে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র আচার্য্যপরিবার প্রতিপালন করিতে থাকেন। যত্নপূর্ব্বক মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন ও ট্রাক্টসোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত আচার্য্যের গ্রন্থাদি বিক্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রচারক ও আত্মীয় ব্রাহ্মগণ অর্থাগমের পথ কতক মুক্ত করেন বটে, কিন্তু কমলকুটীরে অবস্থিতির পর নানা কারণে আচার্য্যপরিবারের অত্যন্ত ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী। সম্বন্ধানুষ্ঠান হওয়ার পর দীর্ঘ কাল পিতৃগৃহে স্থিতি করেন। রাজভাণ্ডার হইতে নানা বিষয়ে তাঁহার নিজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল। বিশেষ ভাবে মহারাণীরই জন্য দ্বারবান্ ও গ্যাসের আলোতে ব্যয়াধিক্য হয় বলিয়া, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র চাহিয়াছিলেন যে, সেই ব্যয় রাণীর অর্থ হইতেই নির্ব্বাহ করেন, আচার্য্য তাহাতে সম্মতি দান করেন নাই, রাণীর আহারাদির জন্যও রাজভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হয় নাই। কমলকুটীরে আগমনের কয়েক বৎসর পর বিশেষ ব্রতের অনুরোধে আচার্য্য ভিক্ষান্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সঙ্কল্প করেন। স্বর্গগত যদুনাথ ঘোষ ও কালিদাস সরকার প্রভৃতি কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তখন সাধারণ ভাবে জ্ঞাপন করা হয় যে, তিনি এক্ষণ হইতে ভিক্ষান্ন ভোজন করিবেন, তাঁহারা এক এক জন অনুগ্রহ করিয়া এক এক দিন তাঁহাকে ডাল চাউল প্রদান করিতে পারেন। তদনুসারে এক এক জন বন্ধু ক্রমাগত এক এক দিন ডাল চাউল তরকারি ইত্যাদির সিদা প্রেরণ করিতে থাকেন। তাহা কমলকুটীরের উপাসনাগৃহে উপাসনার সময় রক্ষিত হইত। অনেকে প্রচুর উপকরণযুক্ত বৃহৎ সিদা দিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আচার্য্য অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইলে অন্ন ভোজন এক প্রকার বন্ধ হয়, দুগ্ধই তাঁহার প্রধান আহার্য্য হইয়া উঠে। তখন আর সিদা গ্রহণ না করিয়া দুগ্ধের মূল্যস্বরূপ কিছু অর্থ বিশেষ বিশেষ বন্ধু হইতে গ্রহণ করা হইত। ইন্দোরাধিপতি মহারাজ হোল্কারের নিকটে মাসিক ৫৲ ভিক্ষা করা হইয়াছিল। মহারাজ টুকাজি রাও হোল্কার কেশবচন্দ্রের জন্য সামান্য দান পাঁচ টাকা প্রেরণে অতিশয় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য সেই টাকা ভোগ করিতে পারেন নাই, কিছুকাল পরেই স্বর্গারোহণ করেন। পূর্ব্বে যখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইন্দোর ও জয়পুর রাজধানীতে গিয়াছিলেন, তখন রাজপ্রথানুসারে রাজভাণ্ডার হইতে ব্যক্তিগত খেলাত আচার্য্য দেবকে ও তাঁহার সহচর ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে প্রদান করা হইয়াছিল, ইন্দোরে আচার্য্যকে দেয়

কোন, কোন খেলাতের পরিবর্ত্তে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবানুসারে কিছু নগদ টাকা তাঁহার (কান্তি বাবুর) হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তাহা দ্বারা আচার্য্যপরিবারের অনেক বিষয়ের অভাব মোচন করেন। অন্য কোন সময়েও মহারাজ হোল্‌কার আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া অর্থ দান করিয়াছিলেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তেই উহা আসিয়াছে, তাঁহার হস্তেই ব্যয়িত হইয়াছে।

শেষবারে শিমলা পর্ব্বতে আচার্য্য দেবের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে ডাক্তারের উপদেশানুসারে তাঁহাকে সপরিবারে কলিকাতা লইয়া আসিতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র অর্থাভাবে অতিশয় সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, পাথেয়স্বরূপ একটী পয়সাও তাঁহার হস্তে ছিল না। আচার্য্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্রাহ্মবন্ধু প্রচারকদিগের জন্য ব্যয়বাহুল্য করিয় থাকেন, তাঁহাদিগের হইতে যেন কিছু গ্রহণ করা না হয়। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ধার করিয়া কিছু টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় বন্ধুদিগকে পত্র লিখেন। আচার্য্যের এরূপ ইঙ্গিত ছিল, ধার করিতে হইলে তাঁহার কতকগুলি পুস্তক বন্ধক রাখিয়া যেন ধার করা হয়। তখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও স্বর্গগত লক্ষ্মণচন্দ্র আশ ২৫০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। সে টাকা পরে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলে তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। শিমলা হইতে আচার্য্য কাণপুরে আসিয়া হাকিমী চিকিৎসার জন্য কিছু দিন স্থিতি করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মবন্ধু স্বর্গগত ক্ষেত্রনাথ ঘোষ প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। আচার্য্য ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে বিশেষ সাবধান করিয়া দেন যে, ক্ষেত্রনাথ ঋণজালে জড়িত, তাঁহা হইতে যেন একটী পয়সাও গ্রহণ করা না হয়। ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হন। কাণপুর হইতে আচার্য্যের কলিকাতায় চলিয়া আসিবার সময় ক্ষেত্রনাথ অনেক কান্না ও স্তুতি মিনতি করিয়া "আমার পিতা পীড়িত হইলেও চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করিতে আমি বাধ্য" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসাব্যয়াদির সাহায্য জন্য ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে ৫০৲ টাকা দেন। পরে উহা পরিশোধ করা হয়। তাহাতে ক্ষেত্রনাথ মর্ম্মাহত হন।

অপার সারকুলার রোডে আগমনের কিয়ৎকাল পর হইতেই ২।৩ জন প্রচারক ভাণ্ডারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজেরা নানা উপায়ে অর্থ গ্রহণ ও অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বিধাতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত ভাণ্ডারীর দানে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, পরস্পরের মধ্যে অপ্রেম ও অনৈক্যবিষ বিস্তার করিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া আচার্য্যের অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়। সেই সময় কেহ আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, অমুকের জন্য অতিরিক্ত এত টাকা ব্যবস্থা করা গিয়াছে। তাহাতে তিনি বলেন, উহাতে কি হইবে, অনেক দূর যে গড়াইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি অনুতাপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রচারকদিগকে বিশেষ ব্রত পালনে বাধ্য করেন। তাহাতে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া নির্জ্জনে বিশেষ বিশেষ ভাইয়ের বিনামার নিকট মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করার বিধি ছিল। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং অপর ২।৩ জন প্রচারক আচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক প্রচারকের গৃহে যাইয়া তাঁহাদের পার্থিব সম্পত্তির তালিকা করেন। উঁহা তাঁহাদের কাহারও আর নিজের রহিল না, ভাণ্ডারী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে অর্পিত হইল, এরূপ বিধি হয়। সেই সময় আচার্য্য এ প্রকার ব্যক্ত করেন যে, কান্তিচন্দ্র প্রচারকদিগের পিতৃস্থানীয় অভিভাবক, "কান্তি আমার বাবা।" কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক জন প্রেরিত এই পবিত্র বিধির আনুগত্যস্বীকারে কিছুতেই বাধ্য হন নাই। ভাই গিরিশচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই সাধারণের দান গ্রহণ করিতেন না, তাঁহার উপজীবিকার জন্য তদীয় পৈতৃক সম্পত্তি হইতে সামান্য অর্থ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাঠাইয়া থাকেন। এই সময় হইতে এই বিধি হয় যে, ভাই কান্তিচন্দ্রের ব্যবস্থানুসারে সেই অর্থ ব্যয়িত হইবে। তদবধি উক্ত ব্যবস্থা মত ভাই গিরিশচন্দ্রের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। তিনি স্বীয় রচিত গ্রন্থপুঞ্জের অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ প্রচারভাণ্ডারের আয় বৃদ্ধির জন্য ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে উৎসর্গ করিয়াছেন। যে কয়েকখানা পুস্তক নিজের হস্তে রাখিয়াছেন, তাহার উপস্বত্ব নিজে ভোগ করেন না। কখন কিছু উপস্বত্ব হইলে অন্য পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয়নির্ব্বাহ এবং প্রয়োজনীয় নূতন পুস্তকাদি ক্রয় জন্য তাহা ব্যয়িত হয়।

যখন কয়েক জন প্রচারক ও কোন কোন প্রচারক পত্নী প্রচারভাণ্ডারের প্রতি পূর্ণ নির্ভর না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সুযোগমতে অর্থোপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ভাই কান্তিচন্দ্র ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে পূর্ণ সাহায্য করা বিবেকের অনুমোদন প্রাপ্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে পূর্ণ সাহায্য দানে হস্ত সঙ্কুচিত করিলে পর নানা অসন্তোষ ও গোলযোগ উপস্থিত হইতে থাকে। আচার্য্যদেব অনুরূপ ব্যবস্থা করেন;—যথা প্রতি দিন বাজার খরচের জন্য নিয়মিতরূপে ভাণ্ডার হইতে গৃহে গৃহে যে পয়সা দেওয়া হয় এক্ষণ হইতে আর তাহা দেওয়া হইবে না। প্রচারকপরিবারকে নির্দ্ধারিত পয়সা দান তাঁহাদিগকে বেতনদানস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, এই রীতি দূষণীয়। অতএব প্রতিদিন বাজার খরচের পয়সা না দিয়া এক এক জন প্রচারক নিজের বাজার না করিয়া অন্য প্রচারক ভাইয়ের বাজার করিয়া দিবেন, এইরূপে এক জন অপর জনের সেবা করিবেন, এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। ভাই কান্তিচন্দ্র আচার্য্যপরিবারের বাজার করিবার ভার গ্রহণ করেন। অপর কেহ কেহ এই ব্যবস্থানুসারে চলেন, কিন্তু কয়েক জন প্রচারক দ্বারা এই বিধি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। পরে সাধারণতঃ উহা আর কার্য্যে পরিণত থাকে না। অবশেষে আচার্য্য দেব অনন্যোপায় হইয়া ১৮০৫ শকের ১লা বৈশাখ বৈরাগ্য ব্রত, উদারতা ব্রত, প্রেমব্রত, পুণ্য ব্রত এই চারিটি ব্রতের বিধি ভগবানের ইঙ্গিতে কমলকুটীরের উপাসনালয়ে প্রচারকদিগের প্রতি প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ব্রত প্রচারকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া পরে উহা উপেক্ষিত হইলে আচার্য্য একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া আমার হস্তে আর কোন উপায় নাই বলিয়া শিমলা শৈলে চলিয়া যান। সেখান হইতে আমি উঁহাদের মুখ দেখিব না আমার দলের লোকেরা যেন বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে ইত্যাদি অত্যন্ত দুঃখজনক কথা পত্রে বন্ধুদিগকে লিখেন। তাঁহার সেই সকল মর্ম্মবেদনার পত্র ক্রমশঃ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে নানা দুঃখে আচার্য্য দীর্ঘকাল প্রচারকদিগের সঙ্গে দৈনিক উপাসনার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে উপাসনা করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি কোন কোন প্রচারকের প্রসন্নতালাভের জন্য তাঁহাদের বিনামা মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন. আচার্য্য দেব রোগ শয্যায় থাকিয়া একবার দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মমন্দির

বৈরাগ্যাদি উচ্চ তত্ত্ব বলিবার স্থান নয়, উহা আলুপটল বেচিবার স্থান। নববর্ষের প্রথম বিধি বৈরাগ্যবিধি উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার এক স্থানে এরূপ লিখা আছে ;—"এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী ও দাতাদিগকে ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটী পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে (দেবালয়ে) অথবা প্রচার-ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইঁহারা দিবেন না, তাঁহারা লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। * * * প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না, কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন ইত্যাদি।"

(অবশিষ্ট আগামীতে প্রকাশ্য।)

স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র দাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এত বিশুদ্ধচারী যে, কোন সময়ে কোনও দুগ্ধব্যবসায়ী বেশ্যার নিকট হইতে পরিবারমধ্যে দুগ্ধ ক্রয় করিবার প্রস্তাব হয়, তাহাতে তাহার আপত্তিতে সকলকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রত্যহ পিতামহী সম্মুখে না বসিলে আহারে পরিতৃপ্তি হইত না, পিতামহীর শয্যা ব্যতীত স্থানান্তরে শয়ন করিত না। তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি ছিল। সুরেশ ভ্রাতৃপ্রেমের ও পিতৃমাতৃভক্তির আদর্শ ছিল। আমার যত দূর স্মরণ হয় তাহাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, কখনও কোন আদেশ অপালনদোষে তাহাকে আমি অপরাধী করিতে পারি নাই, কখনও নয়। আজ সুরেশ স্বর্গীয় হইয়াছে বলিয়া তাহার পক্ষপাতী হইয়াছি, এবং তাহার দোষ বিস্মৃত হইয়া যেন তাহার গুণ কীর্ত্তন করিতেই আমি বাধ্য, সে ভাবে আমি বলি না। যাহা বাস্তবিক তাহাই বলিতেছি। আমি কখনও তাহার প্রতি কর্কশ হইলেও এই সুদীর্ঘ সপ্তবিংশতি বৎসর মধ্যে আমার সম্মুখে সে উত্তর করে নাই, তাহার সাধ্যানুসারে আমার সমুদায় আজ্ঞা পালন করিয়াছে। শ্রীমান্ সুরেশ! তুমি আজ স্বর্গীয়, তোমার শোকার্ত্ত পিতা মর্ত্ত লোকে, এই ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে তোমার সদ্‌গুণের সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাতে তুমি ধন্য হইলে, স্বর্গে দেবতারা তোমায় প্রেমালিঙ্গন করিবেন, আশা করি বিশ্বজননী তোমায় ক্রোড়ে লইয়া বলিবেন, বাছা যতদিন সংসারে ছিলি, তোর কাজ ভাল করে, করে এসেছিস্। আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করি। আমার মাতৃদেবী এখনও বর্ত্তমান, শ্রীহরি আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন আমি সুরেশের কাছে যেমন সুমিষ্টব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি সেই রূপ সুমিষ্ট ব্যবহার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। সুরেশ অতি মৃদু ও মিষ্টভাষী ছিল। কি পরিবারমধ্যে, কি বাহিরে কটু বাক্য দূরে থাকুক, কাহারও প্রতি কখনও কর্কশ স্বরে কথা কওয়া বা অপ্রীতিকর ব্যবহার করিতে শুনা বা দেখা যায় নাই। অনেক স্মরণ করিয়া দেখিলাম, একটি বার ব্যতীত ক্রোধ করিতে দেখি নাই। সেও অল্পকাল স্থায়ী, আমার দুএকটি কথাতেই শীঘ্র জল হইয়া গেল। অভিমান বা মাৎসর্য্যের লক্ষণ স্বভাবে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু সে যে খুব একটা প্রশংসার কথা তাহা বলা যায় না। কারণ অহঙ্কার করিবার কিছুই ছিল না সে নিজে দরিদ্র, তাহাতে আবার দরিদ্রের সন্তান। অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে সে যে বিলক্ষণ বিরোধী তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের কোনও এক আত্মীয়ের একটি ব্যবসায় আছে, তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহার কারবারটি কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়ের হস্তে অর্পণ করিতে মানস করেন। আমার নিকট এই প্রস্তাব আসাতে আমি সুরেশকে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য মনন করিলাম, আজ্ঞাবহ সুরেশ আমার কথায় রাজি হইল বটে, কিন্তু সে সেই আত্মীয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, ব্যবসায়টা যথেষ্ট লাভজনক বটে, কিন্তু ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া সে লাভ অসম্ভব, এই জানিয়া তাহার মন্তব্য আমার নিকট এমন ভাবে জ্ঞাপন করিল, যাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, সুরেশ সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নারাজ। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

গত বৃহস্পতি বার প্রচারকার্য্যালয়ে যশোহর জিলার অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া নিবাসী শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের সঙ্গে স্বর্গগত নলিনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুবালার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এইটি অসবর্ণ বিধবাবিবাহ হইয়াছে। ৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পাত্রীর প্রথম বিবাহ হয়, ছয় মাস অন্তেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। এক্ষণ তাঁহার ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। তিনি জননীর একমাত্র সন্তান। হিন্দু পরিবারের দুঃখিনী মাতা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্নেহের কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছেন। এই পাত্রী স্বর্গগত যাদবচন্দ্র রায়ের দৌহিত্রী এবং আমাদের আচার্য্য দেবের ভাগিনেয়ীর কন্যা। জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও এই দ্বিতীয় পরিণয়। পাত্রের বয়স অনুমান ৩০ বৎসর। বিধানজননী এই নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ছাপরা নগরে প্রীতিভাজন শ্রীমান্ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের নবকুমারীর নামকরণ নব সংহিতানুসারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কুমারীর মাতামহ ভাই দীননাথ মজুমদার কুমারীকে সুপর্ণা নাম প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বজননী নব কুমারীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই দীননাথ মজুমদার গোরখপুর নগরে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ চৌধুরীর ভবনে বক্তৃতা ও প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। "ব্রহ্মভক্তি ভারতের মহত্ত্বের হেতু" বক্তৃতার বিষয় ছিল। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীতে ৬০।৬৫ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তৎপর দিন হিন্দুস্থানী লোকদিগকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করিয়া আমাদের ভাই সুরাপান ও উৎকোচ গ্রহণাদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গোরখপুরে তাঁহার প্রাত্যহিক উপাসনায় ৪।৫ জন মহিলা যোগ দান করিয়াছিলেন।

ভাই বলদেব নারায়ণ বিহার প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে স্থিতি করিতেছেন।

বিগত বুধবার কাশীপুরস্থ ডাক্তার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের নবজাত কুমারীর জাতকর্ম্ম নব সংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

৭ মাস অতীত হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বর্ষের ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য অধিকাংশ অনাদায় রহিয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্বস্ব দেয় অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
কার্য্যাধ্যক্ষ

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১৫ সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে পুণ্যময় পরমেশ্বর, উপাসনা, সাধন, ভজন সকলই বিফল যদি জীবনে পুণ্যসঞ্চয় না হইল। কে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, যদি তপস্যায় পাপতনু ক্ষয় না করে? কায়, মন, বাক্য ও বুদ্ধিতে যদি আমরা পাপাচরণ না করি, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, আমরা তপস্যা করিতেছি। তোমার সঙ্গে যোগ না হইলে কি কখন আমাদিগের জীবনের এরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা আছে? পুণ্য বিনা তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ হয় না; তপস্যা বিনা পুণ্য হয় না, কায়, মন, বাক্য ও বুদ্ধিতে পাপাচরণ না করা তপস্যা, এ গুলির কোনটিই তো আমাদের সম্বন্ধে সহজ নহে। এমন কোন সহজ পথ আমাদিগকে বলিয়া দাও যে, সেই পথ ধরিলে এ সকলই আমাদের জীবনে সিদ্ধ হইবে। আমাদের এ জীবন কি নিরর্থক? প্রতিদিন আমাদের জীবনে যাহা ঘটিতেছে, তাহার মধ্যে কি তোমার কোন অভিপ্রায় নিগূঢ় নাই? তোমার সৃষ্টির এককণা বালুকাও অভিপ্রায়শূন্য নহে, আর আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি একেবারে অভিপ্রায়শূন্য! বল ইহা অপেক্ষা অবিশ্বাস আর কত দূর হইতে পারে? আমাদের জীবনের ঘটনাগুলির ভিতর দিয়া আমাদের প্রতি তোমার ইচ্ছা যদি প্রকাশ না পায়, তবে আর কোথায় তোমার ইচ্ছা জানিবার জন্য আমরা যাইব। কতকগুলি ঘটনা আমাদের প্রিয়, কতকগুলি ঘটনা আমাদের অপ্রিয়। এই প্রিয়, অপ্রিয় ঘটনা প্রতিদিনই জীবনে ঘটিতেছে। একটীতে আমাদের সুখ অপরটীতে আমাদের দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। যেটীতে সুখ সেটী আমরা ভালবাসি, যেটীতে দুঃখ সেটীকে আমরা ঘৃণা করি। অনেক স্থলে যেটীকে প্রথম প্রথম সুখ মনে করি, তাহা হইতেই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত হয়। যে সুখ দুঃখে পরিণত হইল, সে সুখ আর সুখ বলিয়া মনে হয় না। অনুচিত প্রবৃত্তি বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া যে সুখ হয়, সে সুখ পরিশেষে দুঃখ আনে। সুখ ভাবিয়া সেবা করিতে গিয়া দুঃখ হয়, তখন জীবনে দুঃখেরই প্রাধান্য সিদ্ধান্ত করি। যত দিন তোমাতে মন স্থিরনিষ্ঠ না হইতেছে, তত দিন সুখও তো দুঃখ হইবেই। এখন বলিয়া দাও এই দুঃখগুলি আমাদের জীবনের কোন উপকার সাধন করিবার জন্য তোমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে কি না? দুঃখ জানিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রাণগত যত্ন তপস্যা কি না? যদি ইহাকেই তুমি তপস্যা বল, তাহা হইলে তো তপস্যা আমাদের পক্ষে আর কঠিন রহিল না। অনুচিত

প্রবৃত্তি বাসনা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কে না নিষেধবাণী শ্রবণ করে? যদি নিষেধ না শুনিয়া কেহ বাসনা চরিতার্থ করে, তাহা হইলে আত্মার ভিতর গূঢ় বিষাদ উপস্থিত হয়। এই বিষাদে সচেতন হইয়া যে ব্যক্তি আর সেরূপ না করে, কায়, মন, বাক্য ও বুদ্ধিতে পাপাচরণ না করারূপ তপস্যা তাহার সিদ্ধ হয়। এই তপস্যা হইতে পুণ্য হয়, পুণ্যজন্য তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটে। তবে, কৃপানিধান, এই সহজ পথ আমাদিগকে বিশ্বাসের সহিত ধরিতে দাও। এই পথে চলিয়া আমরা সিদ্ধমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

নবীন তপস্যা।

সংসার ভোগভূমি তত নয় যত তপোভূমি, গতবারে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এবার সংসারে থাকিয়া তপশ্চরণ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, দেখান প্রয়োজন। রাজা প্রিয়ব্রত পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মুক্ত হইয়াও কেন সংসারে ছিলেন, এই সংশয় নিরসনার্থ হিরণ্যগর্ভের নিকটে তিনি কি উপদেশ পাইয়াছিলেন ভাগবতে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই উপদেশ হইতে আমরা দুইটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিন্নু করোত্যবদ্যম্‌॥
যঃ ষট্‌ সপত্নান্‌ বিজিগীষমাণো গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্‌।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্‌ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥

ভাগবত ৫ স্কন্ধ, ১ অ, ১৭। ১৮ শ্লোক।

"প্রমত্ত ব্যক্তির বনেতেও ভয় আছে, কেন না সে ছয়জন শত্রু লইয়া বাস করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মরতি, গৃহাশ্রম তাঁহার কি অনিষ্ট করিয়া থাকে? যে ব্যক্তি ছয়টি শত্রুকে জয় করিবার অভিলাষী, সে পূর্ব্বে গৃহে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। কেন না দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকেও জয় করা যায়। যখন অরিগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।" যে কালে সাধকমাত্রের গৃহে বাসের প্রতি কুটিলদৃষ্টিপাত ছিল, সে কালে গৃহকে রিপুপরাভববিষয়ে দুর্গস্বরূপ গণনা করা কি অত্যাশ্চর্য্য নয়? অবশ্য অনেক পরীক্ষার পর সাধকগণ এই কথা বলিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রাদি-পরিজনবর্গ-পরিবেষ্টিত ব্যক্তিগণ বাহিরের অনেক প্রকার প্রলোভন হইতে রক্ষা পান, আর একা যাঁহারা সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের রক্ষক ও সহায় না থাকাতে তাঁহারা যে পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হন, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অন্যথা তাঁহারা কখন গৃহকে দুর্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এ স্থলে ভাগবত নিরাপদত্বের আর একটি প্রবলতর কারণ দিয়াছেন, সেই কারণটিকেই আমরা গৃহাশ্রমের মূল করিয়াছি।

ত্বমব্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোষদুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্ক্ষ্বেহ ভোগান্‌ পুরুষাতিদিষ্টান্‌ বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব॥

ভাগবত ৫ স্কন্ধ, ১ অ, ১৯ শ্লোক।

গৃহদুর্গ অপেক্ষা দৃঢ়তর দুর্গ প্রদর্শন জন্য হিরণ্যগর্ভ রাজা প্রিয়ব্রতকে বলিতেছেন, "তুমি কিন্তু ভগবানের চরণপদ্মকোষরূপ দুর্গের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছ, তোমার রিপুগণ পরাজিত হইয়াছে। যে ভোগে তোমার আপনার স্পৃহা নাই, ঈশ্বরের আদেশে সেই ভোগ ভোগ কর এবং আসক্তিশূন্য হইয়া আপনার প্রকৃতি লাভ কর।" এতদপেক্ষা আর গৃহী ব্যক্তির চিত্তের উৎকৃষ্ট অবস্থা কি হইতে পারে, এবং তৎপ্রতি উৎকৃষ্ট উপদেশই বা কি সম্ভব? সে যাহা হউক, আমরা যে নবীন তপস্যার উল্লেখ করিতেছি, উহা এই অবস্থারই উপযোগী, কেন না যে ব্যক্তি সম্যক্‌ প্রকারে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহার এ তপস্যায় অধিকার জন্মা কখন সম্ভবপর নহে। আপনার স্পৃহা নাই, কেবল ঈশ্বরের আদেশে ভোগ, গৃহী ব্যক্তির এতদপেক্ষা নিরাপদের অবস্থা আর কিছুই নাই।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "প্রত্যেক দিনের কষ্ট তাহার পক্ষে যথেষ্ট।" এই কথার মধ্যে নবীন তপস্যার মূল নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রবল প্রবৃত্তি ও অন্ধ পশুভাবসমূহকে জয় না করিয়া কেহ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিনা কষ্টে এই সমুদায় জয় করা দুঃসাধ্য, সুতরাং অনেক সাধক অনাহারে শরীর শোষণ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হন। ঈশার শিষ্যগণও যে প্রাচীন কৃচ্ছ্রসাধনের পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রত্যেক দিনের কষ্টটুক যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা পৃথিবীতে প্রায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, প্রতিদিনের কষ্ট যে তপস্যার উপাদানরূপে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়, ইহা কেহই বোঝেন না। বিনা তপস্যায় ঈশ্বরলাভ হয় না, ধর্ম্মলাভ হয় না, ইহা লোকে জানে, অথচ প্রতিদিনের কষ্টই যে সেই তপস্যার উপাদান এ জ্ঞানের অভাব। এই জ্ঞানাভাব কিছু সামান্য অনিষ্টের কারণ নহে। আমাদের আত্মাকে সংশোধিত করিবার জন্য যে সকল কষ্ট ঈশ্বর প্রেরণ করিতেছেন, সে সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া যখন তপস্যার জন্য নিজকৃত কষ্ট উদ্ভাবন করি, তখন তাহাতে শরীর মন অতিমাত্রায় কর্ষিত হয়। ইহাতে প্রবল শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারা দূরে থাকুক, শরীর ও মনের ক্ষীণতা আশ্রয় করিয়া উহারা দুর্জ্জয় বল প্রকাশ করে। শরীর ও মনের দৌর্ব্বল্যাবস্থায় রিপুর যে আবেগ উপস্থিত হয়, উহা তখন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, সুতরাং অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিয়া তপঃসিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তপস্যা হইতে স্খলনই ঘটিয়া থাকে।

তুমি বলিবে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির জীবনে প্রতিদিন যে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট তপস্যার উপাদান নহে, এজন্যই কষ্টের মাত্রা স্বয়ং কল্পনা করিয়া বাড়াইয়া লইতে হয়। 'প্রতি দিনের কষ্ট' এই বাক্যটি বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করিলে এ আপত্তি দাঁড়ায় না। কষ্ট শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক কষ্ট নিতান্ত তীব্র। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহার মানসিক কষ্ট যদি তপস্যার উপাদান না হয়, তাহা হইলে তত্তুল্য উপাদান আর কোথায় পাওয়া যাইবে? অনাহারাদি দ্বারা কৃচ্ছ্রসাধন কি অনুতাপজনিত ক্লেশের সমকক্ষ? ভাল খাওয়া, ভাল পরা, আমোদ প্রমোদ করা অনুতাপ জন্য ভাল না লাগা স্বাভাবিক, এ জন্য আহারাদিতে সংযম 'প্রতি দিনের কষ্টের' অঙ্গীভূতরূপে গ্রহণ করা অযুক্ত নহে, কিন্তু তাই বলিয়া পাপের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ নাই, কেবল দেহাদিকর্ষণে প্রবৃত্তি আছে, ইহা নিতান্ত গর্হিত। প্রাচীন তপশ্চরণপ্রণালীর ভিতরে এই দোষ ছিল বলিয়াই তাহা আর নবীন তপস্যার অঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

শরীর ও মন উভয়ের কষ্ট যদি তপস্যার উপাদান হয়, তাহা হইলে সংসারে বসিয়া তপস্যা যে প্রতিদিন সিদ্ধ হয়, তাহা আর কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মহাভারত যখন বলিলেন,

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্‌॥

মহাভারত, বন, ১৯৯। ৯৮।

"যাঁহারা মন, বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না", তখনই নবীন তপস্যার পথ খুলিল। কোন প্রকার পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র মনে নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং এই ক্লেশ হইতে পাপের প্রতি বীতরাগ হইয়া চিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এই ক্লেশ—তপ, এই নিবৃত্তি সেই তপের ফল। কি গিরিগুহা, কি নদীতট, কি গভীর অরণ্যানী, সর্ব্বত্র পাপচিন্তা ও পাপকামনার অবকাশ আছে, সুতরাং পরিবারপরিবেষ্টিত গৃহদুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়া কি লাভ? বরং দুর্গের বাহিরে থাকিলে শত্রুগণ আরও নিপীড়ন করিতে অধিক-

তর অবকাশ পায়। গৃহী ঈশ্বরের চরণাশ্রিত না হইলে গৃহদুর্গও তাহাকে শত্রুকুল হইতে রক্ষা করিতে পারে না, কারণ উহারা ছলে কৌশলে দুর্গভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বনাশ করে। অতএব ঈশ্বরচরণাশ্রয়রূপ অভেদ্য দুর্গ মধ্যে গৃহদুর্গ স্থাপন করিয়া গৃহী সর্ব্বদা প্রতি দিনের দুঃখ ক্লেশাবলম্বনে তপস্যায় নিরত থাকিবেন, ইহাই নবীন ব্যবস্থা।

প্রেমের বিঘ্ন- ও কণ্টকোন্মোচন।

নববিধানের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। প্রেমশূন্য নববিধান ক্ষণকালের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না। যে প্রেম সমুদায় নরনারীকে আত্মার সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া লয়, সে প্রেম কত উদার সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, কিন্তু এ প্রেম বিঘ্নশূন্য নহে, কণ্টকশূন্য নহে, ইহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যদি প্রেম সাধন করিতে গিয়া বিপৎসঙ্কুল পথে গিয়া পড়িয়া থাকেন, কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই প্রেম যাহাতে বিঘ্ন ও কণ্টকশূন্য হয়, তজ্জন্য যত্ন করা আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। কিরূপে সেই বিঘ্ন ও কণ্টক উন্মোচিত হইবে একবার তাহাই দেখা যাউক। উপায় অবশ্য জীবনে পরীক্ষিত হওয়া চাই; অন্যথা অপরের জীবনে উহা কার্য্যকর হইবে, কি প্রকারে আশা করা যাইবে?

প্রেমে বিঘ্ন, স্বার্থ। দেহ ও মনের বিকার হইতে স্বার্থের জন্ম হয়। যেখানে স্বার্থের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেখানে সাধারণ লোকে প্রেম স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। যত দিন স্বার্থের যোগ, তত দিন ভালবাসা, পার্থিব ভালবাসার এই অবস্থা; এখানে বিনিময়প্রথা প্রবলতর। স্বার্থব্যাঘাতে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি নীচভাবের উদয় হয়। এ সকলই প্রেমের বিরোধী। এতদ্ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মানসিক প্রবৃত্তি মলিন বাসনা উদ্রেক করিলে সেখানে প্রেম ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার মালিন্যের অপনয়ন দ্বারা প্রেমের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রেমিকমাত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এক জন মনে করিতে পারেন, তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, প্রেমাস্পদের সুখসন্তোষবর্দ্ধনের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন। পৃথিবীতে এরূপ সর্ব্বস্বত্যাগ অনেক সময়ে সাধারণ প্রেমিকের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে, ইহা আমরা দেখিতে পাই সত্য; কিন্তু সে স্থলে স্বার্থরূপ বিঘ্ন ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া থাকিলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি সমুদায় যে শুদ্ধতার অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, ইহা কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ ভোগাপেক্ষা দর্শনাদির তৃপ্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং উহা অনেককে সাক্ষাদ্ভোগনিরপেক্ষ করিয়া তুলে, ইহা যাঁহাদিগের জানা আছে, তাঁহারা আর—যে প্রেমাস্পদে তাদৃশ তৃপ্তি সংযুক্ত আছে, তাহার জন্য কাহারও সর্ব্বস্বত্যাগে স্বার্থলেশ নাই—ইহা বলিয়া কাহাকেও প্রশংসা করিতে পারেন না।

প্রেমাস্পদে ভোগ বিনা সার্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ইহা প্রেমের একটি লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু লক্ষণ দেখিয়াই সকল সময়ে যথার্থ প্রেম সেখানে আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। কোন্ মূল হইতে ঈদৃশ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, আপাততঃ ইহা জানিবার উপায় নাই। যদি মূলে মালিন্য থাকে, কয়েক দিন পরে নিশ্চয় উহা প্রেমের অস্থায়িতা প্রকাশ করিয়া দিবে। যত দিন উহা প্রকাশ না পাইতেছে, তত দিন এখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। স্বার্থ ও মলিন বাসনা এই দুইটিকে আমরা প্রেমের বিঘ্নরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। এ দুইয়ের একটিকে আর একটির অন্তর্ভূত করিয়া লইতে পারিলে ভিন্নভাবে গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নাই। পরসুখনিরপেক্ষ হইয়া আত্মসুখ অন্বেষণ আমরা স্বার্থ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ইহা পশুসাধারণ বৃত্তি। বাসনাসমূহ মানুষ

ভিন্ন পশুতে আছে, ইহা আমরা নাও স্বীকার করিতে পারি, কেন না বাসনার সঙ্গে পাপের যোগ, পশুতে পাপ ঘটিতে পারে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। স্বার্থ ও মলিন বাসনা যদি আমাদের হৃদয়ে থাকে, তবে প্রেম হয় না, প্রেমাভাস আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। আমরা এতদ্দ্বারা নিজেরও সর্ব্বনাশ করি, যাহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করি, তাহারও সর্ব্বনাশ করি। একের স্বার্থ ও মলিন বাসনা অপরেতে সংক্রামিত হইয়া দুয়েরই জীবনের মূল কলুষিত হইয়া যায়। এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার প্রধান উপায় নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তি। বুদ্ধ গৌতম যে নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তিতে সিদ্ধ হইয়া জগতের ক্লেশনিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন, সেই নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তি বিনা প্রেম কখন অকলুষিত থাকিতে পারে না। প্রেমিক চৈতন্য তীব্র বৈরাগ্য কেন অবলম্বন করিলেন? প্রেম বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য। যাঁহারা প্রেমিক হইবেন, তাঁহারা গৌতম ও গৌরাঙ্গের একাধারে সন্নিবেশ যদি সম্ভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রেমিক হই. গিয়া কলুষিত-চিত্ত হইবেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তির উপরে স্থাপিত প্রেম নির্ব্বিঘ্ন হইল, কিন্তু ইহা নিষ্কণ্টক হইল না। বিশুদ্ধ প্রেম হৃদয়ে স্থান পাইলেই যে আমরা বিবিধ প্রকারের পরীক্ষার হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম তাহা নহে। বরং প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার বাহুল্যই সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সমগ্র নর নারীকে বিশুদ্ধ প্রেমে বান্ধিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ শোণিত অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রেমিক হোসেন মনসুর যখন প্রেমোন্মত্ততার জন্য ছিন্নহস্ত ছিন্নপদ হইয়াছিলেন, তখন শোণিতে মুখ লেপন করিয়া বলিয়াছিলেন, শোণিত ভিন্ন প্রিয়তমের পূজার আচমন (অজু) হয় না। এই কথাই ঠিক প্রেমের জন্য প্রাণদান, ইহাই প্রেমের চরম আহুতি। যেখানে প্রাণদান আছে, সেখানে তৎপূর্ব্বে বিবিধ প্রকারের ক্লেশবহন অবশ্যম্ভাবী। মহর্ষি ঈশার জীবন স্বীকারপূর্ব্বক যে ব্যক্তি বাধ্যতা শিক্ষা করে নাই, সে ঘোর পরীক্ষার মধ্যে প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিবে কি প্রকারে? প্রেমকুসুমের নিম্নে বিবিধ পরীক্ষারূপ যে সকল কণ্টক আছে, সে সকলকে শিরোভূষণে পরিণত করা ঈশার সহিত একপ্রাণ না হইলে কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রেমব্রতে ব্রতী হইলে গৌতম, গৌরাঙ্গ ও ঈশা এই তিন ভাইকে এক করিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ইঁহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া যে কেহ প্রেমে দীক্ষিত ও কৃতকৃত্য হইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যে নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে এ তিন জনের একতা, একই সময়ে তিন জনকে হৃদয়ে কার্য্য করিতে দেওয়া সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কোন নববিধানবাদী এই গুরু-কর্ত্তব্যবিমুখ ও বিধানভ্রষ্ট না হন, ইহাই আমাদিগের হৃদ্গত কামনা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যাহারা তোষামোদপ্রিয় তাহারা দল বান্ধে, এই ভ্রম কাহারও কাহারও মনে প্রবেশ করিতেছে। যে ব্যক্তি আমার মতে সায় দেয়, তাহার সঙ্গে আমি এক দলের লোক হই, ইহার অর্থ যদি ইহাই করা হয় যে, সে ব্যক্তি আমার মতে সায় দিয়া আমাকে তোষামোদ করিল, আর আমি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দলস্থ করিয়া লইলাম, অন্য কথায় তাহাকে শিষ্য করিলাম, তাহা হইলে মনুষ্যপ্রকৃতিকে নিতান্ত নীচ করিয়া ফেলা হয়। অন্য দিকে, আমার যাহা স্বাধীন মত, অপরের যদি তাহা স্বাধীন মত হয়, তাহা হইলে দুইয়ের একতায় দল বান্ধা কখন তোষামোদ বলা যাইতে পারে না। দুই স্বাধীন জীবের স্বাধীনতার ফলস্বরূপ ঐক্য ঘটিয়াছে, ইহাই এ স্থলে বলিতে হইবে। যেখানে এ ভাবে দল বান্ধা হয় না, সে দল নিন্দনীয়, অস্থায়ী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বাধীন হইলে দল ছাড়া হইতে হয়, ইহার অর্থ কি? যে দলে স্বাধীনতার আদর নাই, সে দল নিতান্ত নিন্দার আস্পদ, সে দলের গুণগান মৃত্যুর হেতু। স্বাধীনতার অর্থ বিবেকিত্ব। বিবেক যে দলের মূলে নাই, সে দল বিষবৎ পরিত্যাজ্য। যেখানে বিবেকিত্ব

নাই, সেখানে প্রেমও নাই, সুতরাং দলবন্ধনের মূল উপাদানের একান্ত অভাব। স্বার্থানুরোধে যদি কতকগুলি লোক একত্র মিলিত হয়, স্বার্থ যদি তাহাদিগকে একত্র বান্ধিয়া রাখে, তাহা হইলে দলে পাপ প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবে। যাঁহারা স্বাধীন পুরুষ, বিবেকী, তাঁহারা পাপের সংস্রবে থাকিতে পারেন না; এজন্য স্বার্থবন্ধনে বদ্ধ দলের নিকট হইতে তাঁহারা যখন বিবেকের অনুরোধে বিদায় লন, তখন তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন, 'স্বাধীন হইলে দল ছাড়িতে হয়'; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত দল হইতে কোন কালে পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন না, কেন না উহার মূল, বিবেক ও প্রেম।

দলের নিকটে মাথা হেঁট করিতে হইবে, এ শাস্ত্র তখনই খাটে যখন দল বিবেকিদল। যেখানে বিবেকের অভাব, সেখানে যদি সহস্র লোক এক যোগে এক কথা বলে, তথাপি সে কথা গ্রাহ্য নহে। 'বহু লোকের কথা দৈববাণী' বিজ্ঞানবিদেরা উপহাস করিয়া এ কথা উড়াইয়া দেন, কেন না বহু লোকে কোন নূতন সত্যে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারে না। যদি তাহাদের মতে সায় দিয়া বিজ্ঞানবিদ্দিগকে চলিতে হয়, তাহা হইলে নূতন সত্য আবিষ্কারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। দলসম্বন্ধেও উহা সত্য। উত্তরোত্তর বিবেক হইতে যে সকল জীবননিয়ামক নূতন পন্থা বা নূতন সত্য প্রকাশিত হয়, সাধারণ লোকের নিকটে তাহা নিতান্ত অপরিচিত, সুতরাং যাঁহারা ঐ পথে চলেন, বা ঐ সত্য দ্বারা জীবন নিয়মিত করেন, তাঁহারা সাধারণ লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত ও ঘৃণিত হন। এ স্থলে সাধারণের দলে মিশিয়া নূতন পন্থা পরিহার, বা নূতন সত্যের অবমাননা, কোন বিবেকী ব্যক্তিই করিতে পারেন না। সুতরাং 'দলের নিকটে মাথা হেঁট করিতে হইবে' এ স্থলে এ শাস্ত্র খাটে না। মাথা হেঁট করিব কোথায়? বিবেকিদলের নিকটে।

প্রাপ্ত।

নববিধান প্রচারক দিগের উপজীবিকা ও আয় ব্যয় বিবরণ।

২য়।

১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার স্বর্গগমনের অব্যবহিত পরে ক্রমে ২।৩ দরবারে কোন কোন প্রেরিত এরূপ প্রস্তাব করেন যে, নববর্ষের ব্রতবিধি কতিপয় প্রেরিত প্রতিপালন না করাতে আচার্য্য মনে বড় কষ্ট পাইয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই মানসিক ক্লেশ তাঁহার রোগযাতনার বৃদ্ধি ও আয়ুঃক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। চলুন, আমরা সকলে সমবেত ভাবে এক্ষণ সেই বৈরাগ্যাদি ব্রতচতুষ্টয় যথারীতি পুনর্গ্রহণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। এই প্রস্তাবে দুই তিন জন প্রচারক কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়া ইহা নিষ্ফল হইল। এবিষয়ে দরবারে কোন রূপেই নির্দ্ধারণ হইতে পারিল না। তাহাতে ব্রতের পক্ষপাতী কয়েক জন প্রচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের এক মাস অন্তে ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধীয় গোলযোগে ভাই বলদেবনারায়ণের প্রতি অত্যাচার হইলে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র অতিশয় শোকসন্তপ্ত হন। পরদিন প্রাতঃ কালে তিনি লিপিযোগে আপনার কার্য্যভার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীদরবারের সম্পাদক ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের হস্তে আলমারী ইত্যাদির চাবি প্রদান করেন। সম্পাদক পত্রদ্বারা ভাণ্ডারাধ্যক্ষ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই কথা তৎক্ষণাৎ সমুদায় প্রচারককে জ্ঞাপন করিলেন। সেই সময়ে কতিপয় প্রচারক সম্মিলিতভাবে কমলকুটীরস্থ সরোবরের পার্শ্বে তরুতলে মধ্যাহ্নে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। সেই দিন আহারের কোন সংস্থান ছিল না, বিশেষতঃ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের প্রদত্ত অন্ন ভিন্ন ভোজন করিবেন না, তাঁহাদের এরূপ দৃঢ় সংকল্প ছিল। তজ্জন্য তাঁহারা সকলে সমুদায় দিন অনশন রহিলেন। প্রচারভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইতেন এমন কয়েক জন প্রচারক মন্দিরের গোলযোগে সংসৃষ্ট ছিলেন, কোন কোন বিষয়ী ব্রাহ্ম আসিয়া তাঁহাদিগকে চাউল ডাল ইত্যাদি ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করেন। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার পর কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে অভুক্ত প্রচারকগণ সম্মিলিত হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র অন্ন প্রদান না করিলে তাঁহারা অন্য কাহারও হস্তপ্রদত্ত অন্ন ভোজন করিবেন না। কেহ বলিলেন, অনাহারে বরং প্রাণদান করিব তথাপি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্যের দান গ্রহণ করিব না। প্রচারকদের এরূপ প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ সংকল্প হয় যে, তিনি কাহারও নিকটে স্বয়ং অর্থ যাচ্ঞা করিবেন না, যাচ্ঞা ব্যতীত যে কিছু দান পাওয়া যাইবে তাহাদ্বারা যতদূর সম্ভব প্রচারকদিগের ভরণপোষণ করিবেন। কতিপয় প্রচারক অভুক্ত আছেন শুনিয়া একজন বন্ধু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য দশটাকায় এক খানা করেন্সি নোট ভাই কান্তিচন্দ্রের হস্তে প্রদান করেন। তাঁহা দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়। বৃক্ষতলে যে সকল প্রচারক রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন রাত্রিতে তাঁহাদের রন্ধন ও ভোজন হয়। অন্য প্রচারকদিগের গৃহে সিধা পাঠাইয়া দেওয়া যায়। দুই তিন জন প্রচারক কোন কোন বিষয়ী ব্রাহ্মের হস্ত হইতে দান গ্রহণ করিয়া দিবাভাগে ভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্রের প্রদত্ত সিধা গ্রহণ না করিয়া অভিমান করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দেন। তদবধি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অন্য উপায়ে সপরিবারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

ইহার পরবর্ত্তী ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবারে শ্রীদরবারে এক আবেদন-

পত্র অর্পণ করিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। সেই আবেদনের ও দরবারের নির্দ্ধারণের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

* * * * * *

"যেহেতু আমি বিশ্বাস করিতাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রেরিতদরবারের অধীন, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দরবারের বিরোধী হইয়াছেন। অতএব এই সকল কারণে আমি বিনীতভাবে দরবারের নিকটে বিদিত করিতেছি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ প্রচারকার্য্যালয়ের ভার যাহা অনেক দিন হইতে আমার উপর দরবার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় আমি এতদিন কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম, গত রবিবার হইতে সেই ভার পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোন প্রকার বিষয় কার্য্যের যোগ রাখিতে পারি না। অতএব দরবার আমার নিকট হইতে সমস্ত বুঝিয়া লইয়া এই কার্য্যভার হইতে আমাকে অব্যাহতি প্রদান করুন।"

"পত্র পাঠ অন্তে উপরিলিখিত আবেদন গ্রাহ্য হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইল, কিন্তু দরবারের সভ্যগণের সম্বন্ধে তাঁহার ভার পূর্ব্ববৎ রহিল।"

* * * * * *

"যে হেতু তাঁহারা ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ভারত্যাগসম্বন্ধে বিজ্ঞাপন পাইয়াও তৎসম্বন্ধে কোন মীমাংসা না করিয়া আপনারাই তাঁহার সেবা গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব দরবারও কারণ উপস্থিত না হইলে তাঁহাদিগের সেবার ভার বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।"

তদবধি ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। তিনি শ্রীদরবারের অধীনে সেবার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যতঃ অস্তিত্বও বিলোপ হইয়াছে।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে দরবারস্থিত প্রেরিতদিগের উপর আর একটি ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। যাঁহার যোগে মাসিক বৃহৎ দান আসিতেছিল, দরবারানুগত প্রচারকগণ তাঁহার বাধ্য ও অনুগত না হওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া উহা বন্ধ করেন। তাহাতে প্রচারভাণ্ডারের আয় নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া উঠে। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি কয়েক জন প্রেরিত একবেলা ভোজন করিতে থাকেন। সমগ্র দিন উপাসনা ও কাজ কর্ম্মাদি করিয়া দিনান্তে তাঁহারা বৃক্ষতলে রন্ধনপূর্ব্বক অতি সামান্যরূপে ভোজন করিতেন। নিয়মিত দান বেতনস্বরূপ ভাবিয়া অনিয়মিত দানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন তখন অনেকের এরূপ সংকল্প হয়। ইহার কিয়দ্দিন অন্তর ব্রহ্মমন্দির, দরবারের বাক্স ও খাতাপত্র এবং ধর্ম্মতত্ত্বের খাতা ইত্যাদি দরবারস্থিত প্রেরিতদিগের হস্তচ্যুত হয়। তদ্বিবরণ তৎকালীন ধর্ম্মতত্ত্বে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। তখন এরূপ উৎপাত হয় যে, ভাই কান্তিচন্দ্র নিরুপায় হইয়া পথে দণ্ডায়মান হন। ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পত্নী দয়া করিয়া তাঁহাকে নিজের আবাসে ডাকিয়া লইয়া গিয়া আশ্রয় দান করেন, এবং অপর দুই তিন জন উৎপীড়িত প্রচারককেও তিনি আশ্রয় দেন। সেই সময় নানা প্রকার উপদ্রবে প্রচারভাণ্ডার এক প্রকার শূন্য হইয়া পড়ে। কয়েকটি প্রচারক পত্নী ও কতকগুলি বালক বালিকা এবং পাঁচ ছয় জন প্রচারক আহার করেন এরূপ কোন সংস্থান ছিল না প্রচারকপত্নী ও পিতৃহীন বালক বালিকাদিগকে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কোনরূপে অন্ন যোগাইতেছিলেন, প্রচারকদিগকে এক এক বেলা এক এক জন বন্ধু স্বীয় আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গত হয়। পরে বীডনষ্ট্রীটে কেশব একেডামি স্কুল গৃহের এক প্রান্তে কয়েকজন উৎপীড়িত প্রচারক আশ্রয় লন। সেই গৃহের এক প্রকোষ্ঠে তাঁহারা রবিবার দিন কয়েক জন বন্ধুকে লইয়া সামাজিক উপাসনা করিতেন, সেখানে সমগ্র দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া যাহা হইত তৎসাহায্যে তাঁহারা সন্ধ্যাকালে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। কেশব একেডামিতে আশ্রয় লইয়া উক্ত প্রচারকগণ ন্যূনাধিক দুই বৎসরকাল দুঃখে কষ্টে কালযাপন করেন। তখন তাঁহাদেরকর্ত্তৃক প্রচারিত পত্রিকাদি ভাই প্রসন্নকুমার সেনের দেবপ্রেসে মুদ্রিত হইত। ইতিপূর্ব্বে Liberal and the New Dispensation পত্রিকায় New Dispensation অংশ যে দরবার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল, অপার সারকুলার রোড হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির চলিয়া আসিবার পূর্ব্বেই উহা দরবারের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কেশবএকেডামিতে অবস্থান কালে উক্ত পত্রিকার পরিবর্ত্তে দরবার হইতে Unity and the Minister নামক সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। দুই বৎসর পরে দুঃখের দিন এক প্রকার কাটিয়া যায়। হেরিসন রোডের পার্শ্বে পটুয়াটোলা লেনে প্রচারকার্য্যালয়ের জন্য ২০ নং বৃহৎ বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। সেখানে প্রচারআফিস ও ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস স্থাপিত হয়। দরবারস্থিত কয়েক জন প্রচারক এই বাড়ীতে আসিয়া স্থিতি করেন, ১৫।২০ জন ব্রাহ্ম ছাত্র এখানে আশ্রয় লন। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে পুস্তক পত্রিকাদি অপরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিতে অসুবিধা হইতেছিল। স্বর্গগত লক্ষ্মণচন্দ্র আশ তাঁহার মঙ্গলগঞ্জমিশন যন্ত্র অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। তখন নানা উপায়ে প্রচারভাণ্ডারে অর্থাগম হইতে থাকে। পূর্ব্ববৎ আর ভাণ্ডারের অসচ্ছলতা থাকে না। ব্রহ্মমন্দির দরবারের হস্তচ্যুত হওয়ার পর ২।৩ জন বিষয়ী ব্রাহ্ম তথায় উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে ছিলেন। পরে তাঁহারা মন্দির চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ব্রহ্মমন্দির পুনর্ব্বার দরবারের হস্তগত হয়, দরবার কর্ত্তৃক নিয়োজিত উপাচার্য্য তথায় কার্য্য করিতে থাকেন। দরবারের সাপ্তাহিক নিয়মিত অধিবেশনও ব্রহ্মমন্দিরে হইতে থাকে। দুই বৎসরের অধিক কাল হইল নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতির জন্য পটলডাঙ্গা লেনে ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক

নারীবিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হয়, এবং বঙ্গীয় মহিলা-দিগের জন্ত "মহিলা" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ঈশ্বরকৃপায় সকল দিক্ অনুকূল হইয়া উঠে। প্রতিমাসে প্রায় সহস্র টাকা আয় ব্যয় হয়। চারি মাস হইল ব্রহ্মমন্দির পুনর্ব্বার দরবারের হস্তবহির্ভূত হইয়াছে। তদবধি ৩নং রমানাথ মজুমদারের লেনে দরবারানুগত প্রচারকগণ বর্ত্তমান অবস্থায় মন্দিরে উপাসনা করিতে প্রতিবন্ধক বোধ করেন,এমন ৪০।৪২জন ব্রাহ্মবন্ধু ও কতিপয় ব্রাহ্মিকা সহ সাং্রিক উপাসনার কার্য্য করেন, এবং তথায় প্রতি মঙ্গলবার দরবারের অধিবেশন ও প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হয়।

কিয়ৎকাল হইতে প্রচারভাণ্ডার ও প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের সম্বন্ধে তিনি প্রচারভাণ্ডারাদির অর্থের অপব্যবহার ও নানা অন্যায়াচরণ করিতেছেন বলিয়া একজন ভাই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, পত্রিকাতে তাঁহার নামে নানাপ্রকার কুৎসিত অপবাদ রটনা করিতেছেন। এই অপবাদরটনাকারী লোকটি কে, এ স্থলে আর তাঁহার পরিচয়দানের প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ গত ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে সম্পাদকীয় স্তম্ভে "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-সম্বন্ধীয় গোলযোগ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। কি কারণে তিনি উত্তেজিত হইয়া অকথ্য কথা সকল বলিতেছেন ও লিখিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহাও ব্যক্ত। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের সেবাকার্য্যাদিতে যে দোষ দুর্ব্বলতা কখন হয় নাই, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না,কিন্তু সেই অভিযোগ ও অপবাদ সকলের তিনি যোগ্য হইয়াছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহার নামে যে সকল অপবাদ ও অভিযোগ রটিত হইয়াছে কর্ত্তব্যবোধে তাহার এক একটির প্রতিবাদ করিতেছি, সেই সকল অভিযোগের যে কোন মূল নাই তাহাতে ব্যক্ত হইবে ;—

১। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারভাণ্ডার হইতে অধিকাংশ প্রচারক ও প্রচারকপরিবারের অভাব উপযুক্তরূপে মোচন করিতেছেন না, তজ্জন্য তাঁহাদের কষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে তিনি পক্ষপাত করিয়া থাকেন। আমাদের অন্নবন্ধ করা হইয়াছে।

প্রচারভাণ্ডারের অর্থের অস্বচ্ছল অবস্থায় প্রচারকপরিবারের উপজীবিকাবিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ হইয়া থাকে, চিরকাল এরূপ হইয়াছে। অনেক দিন বহু প্রচারক তদবস্থায় এক বেলা আহার করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে চাউলের ও প্রায় সমুদায় খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতে সমস্ত প্রচারকপরিবারের জন্য ন্যূনাধিক মাসিক ৩০৲ অধিক ব্যয় হইতেছে, সুতরাং সংবৎসরে ৩৬০৲ অতিরিক্ত ব্যয় হয়। আয় বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। সেই ব্যয় পূরণ করিবার জন্য অভিযোগকারী কি কোন চেষ্টা করিয়াছেন? এক্ষণ অতিরিক্ত মাসিক ৩০৲ টাকা কোথা হইতে আইসে? ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ও রামচন্দ্র সিংহ এই দুই জন প্রচারকের গৃহে প্রতি মাসে ।।০ সের করিয়া এক মণ চাউল দেওয়া হইত। ২।৩ মাস হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের গৃহে নিয়মিতরূপে কয়লা ও প্রতি দিনের বাজার খরচের পয়সা বিশেষতঃ ভাই মহেন্দ্রনাথকে দুগ্ধের পয়সা প্রদত্ত হইতেছে, চাউল দেওয়া হয় নাই। চাউল এজন্য দেওয়া হয় নাই যে, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ২৬শে এপ্রিল প্রচারকার্য্যালয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইয়ুনিটী মিনিষ্টার পত্রিকা ছাপিবার ব্যয় ৬০৲ টাকার মধ্যে ৪০৲ তাহার বিজ্ঞাপন হইতে প্রতিমাসে প্রদত্ত হইত। তিনি বিজ্ঞাপনদাতাদিগের নিকট হইতে এপ্রিল মাসে সেই টাকা আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছেন,ছাপাখানার প্রাপ্য প্রদান করেন নাই। প্রচারভাণ্ডার হইতে হউক বা ধার করিয়া হউক ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে যথাসময়ে সেই টাকা পরিশোধ করিতে হইয়াছে। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উক্ত ৪০৲ ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রাপ্য ৮ মাসের চাউলের মূল্য বাবতে বরাত দিয়াছেন। যিনি প্রতিদিন বাজারখরচের পয়সা বিলি করিয়া থাকেন তাঁহার যোগে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুকে এ কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। এমন অবস্থায় আমাদের অন্ন বন্ধ করা হইয়াছে এরূপ রটনা করা কি সত্য হইয়াছে? পরন্তু তাঁহারা যখন প্রচারকার্য্যালয়াদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না, বিশেষতঃ এমন সকল কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে মণ্ডলী বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, প্রচারভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং দরবারের বিরুদ্ধে অনেক নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, বা তদ্বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ প্রকার অবস্থায় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা কি তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত? যে সকল প্রচারক ও প্রচারকপত্নী স্বয়ং অন্যের দান গ্রহণ ও অন্যান্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করেন এবং গচ্ছিত টাকার সুদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কোন্ বিবেকের অনুমোদনে প্রচারভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে পূর্ণ সাহায্য করিতে পারেন? এ বিষয়ে অনেক সময়ে দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ভাই কান্তি-চন্দ্র মিত্র দরবার অনুমোদন করিলে যেরূপে হউক পূর্ণ সাহায্যদানে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে দরবার অনুমোদন করেন নাই। 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিব না' যাঁহারা এই সংকল্প করিয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, প্রাণ দিতে আসিয়াছেন, ভাণ্ডারের উপর পূর্ণ নির্ভর না করিয়া ওগো। আমি খেতে পাই না, আমাকে খাও-য়ার পয়সা দাও বলিয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ান ও নানা কথা বলিয়া লোকের দয়া উদ্দীপন করা কি তাঁহাদের কার্য্য? তাহাতে কি পবিত্র প্রচারব্রত হইতে স্খলিত হইতে হয় না? লোকে খাইতে পরিতে দিবে, পীড়া হইলে ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিবেন, প্রচারব্রতে ব্রতীর এরূপ প্রত্যাশা ও দাবী দাওয়া করার কি অধিকার আছে? যে সকল প্রচারকপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রচারকার্য্যালয়ে বা অন্য কোথায়ও কাজ কর্ম্ম না করিয়া অলস হইয়া বসিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে

কাল যাপন করেন প্রচারভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের খাওয়া পরা-যোগান অধর্ম্ম ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দান।

২। প্রচারভাণ্ডারের অর্থের অপব্যবহার করা হয়। অনেক প্রচারকের অর্থকষ্ট ও নানা অসুবিধাসত্ত্বে ভাই কান্তিচন্দ্র অপর লোককে খাইতে দেন, এবং মাঘোৎসবের সময় অভ্যাগত লোকদিগকে লুচি ইত্যাদি খাওয়াইয়া অনুচিত ব্যয় করেন, তাহাতে তিনি ঋণগ্রস্ত হন।

সময়ে সময়ে প্রচারকার্য্যালয়ে অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতি বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ বশতঃ অতিথিরূপে উপস্থিত হন। কেহ কেহ কার্য্যানুরোধে ২।৪ দিন স্থিতিও করেন। সেই সকল অতিথি ব্রাহ্ম বন্ধুকে খাইতে না দিয়া ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র কি বিদায় করিয়া দিতে পারেন? আচার্য্যদেবের দেহে স্থিতিকালে প্রচারকসভার কার্য্যবিভাগ হইতে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে আহারাদি যোগাইবার জন্য ভাই কান্তি চন্দ্রমিত্রের প্রতি আদেশ হইয়াছিল। সেই আদেশানুসারে তিনি এখনও কার্য্য করিতেছেন। নিজেরা আহার করিবেন, অভ্যাগত বন্ধুদিগকে আহার করিতে দিবেন না, কিভয়ানক কথা! সামান্য বিষয়ী গৃহস্থও নিজে না খাইয়া অভ্যাগত বন্ধুদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান পরমধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। প্রচারকার্য্যালয়ে যে সকল ব্রাহ্ম অতিথিরূপে ২।৪ দিন স্থিতি করেন, সচরাচর তাঁহারা চলিয়া যাইবার সময় প্রচারভাণ্ডারে ২।৪ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক সময় প্রচারক দিগের পরমোপকারী পিতৃস্থানীয় প্রতিপালক বন্ধুগণও অতিথিরূপে উপস্থিত হন। এরূপ অতিথিগণ পদধূলি প্রদান করেন বলিয়া কোথায় প্রচারকগণ কৃতজ্ঞ হইবেন ও আপনাদিগের পরম সৌভাগ্য মনে করিবেন, না তাঁহাদিগকে এক মুষ্টি শাকান্ন খাইতে দেওয়া আর কুকুরকে খাইতে দেওয়া তুল্য, এরূপ প্রচার করা কি ভয়ানক দুঃখের কথা! মাঘোৎসব উপলক্ষে বিদেশ হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া প্রচারকার্য্যালয়ে আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক ২।৪ দিন স্থিতি করেন। অনেকে ৩।৪ বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল পরে উৎসব উপলক্ষে কিয়দ্দিনের জন্য আসিয়া থাকেন। প্রচারকগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন। এক দিন কি দুই দিন তাঁহাদিগের জন্য এবং সমস্ত দিন উৎসবে যে সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা দূরতাদি কারণে নিজ নিজ আবাসে যাইতে না পারিয়া মন্দিরে স্থিতি করেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত সামান্য লুচি ও জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের উপর দোষারোপ করা কি ভয়ঙ্কর কথা! সেই সকল বন্ধুর নিকটে প্রচারকবর্গ ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ নানা প্রকারে ঋণী, কতরূপে তাঁহাদের সেবা তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিদেশে যাইয়া এক এক সময় প্রচার বা পীড়া উপলক্ষে এক এক জন বন্ধুর আবাসে সপরিবারে বাস করিয়া তাঁহাদের কত প্রকার সেবা শুশ্রূষা পাইয়া থাকেন। তজ্জন্য হৃদয়ে কি এক বিন্দু কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না? উৎসব উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে যে সেবা করা হয় তাহা কিছুই নয়। সমুচিত সেবা করিতে পারা যায় না বলিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া উচিত। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সেবার কার্য্যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখিত হইয়া থাকিলে দুই চারি টাকা দানসংগ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্য করা কি কর্ত্তব্য ছিল না? সেই শুভ কার্য্যে একটী পয়সাও কি কেহ দান সংগ্রহ করিয়াছেন? দেনা পরিশোধের উপায় না থাকিলে দেনা করা পাপ, ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু পরিশোধ করিবার সঙ্গতি থাকিলে দেনা করা পাপ নয়। আচার্য্যেরও অনেক বার সহস্র সহস্র টাকা ঋণ হইয়াছিল, ক্রমে তাহা পরিশোধ হইয়াগিয়াছে। "কর্জ্জ করিয়া সঙ্গতির অতিরিক্ত ধন ব্যয়ে চেষ্টা" ইহাই নিষেধ বলিয়া নববিধান প্রেরিতদিগেরপ্রতি বিধি পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সঙ্গতিসত্ত্বে আবশ্যক হইলে কর্জ্জ করা পাপ নয়। "যে ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম সেরূপ ঋণে আবদ্ধ হইবে না।" নব সংহিতা পুস্তকে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রচারকার্য্যালয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ ধার হইয়াছে, পরে পরিশোধ ও হইয়া গিয়াছে।

এস্থানে প্রচারভাণ্ডারের আয় ব্যয়ের একটি মোটা মুটি তালিকা ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্রের খাতা পত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া প্রদান করা যাইতেছে। গত ১৮৯৬ সালে নিয়মিত মাসিক দান ১৮৸০ মাত্র ছিল। উক্ত সালের ডিসেম্বর মাসে মাসিক ও একদা দানে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০৷৴০ আনা আদায় হইয়াছে। গড়ে প্রতি মাসে এরূপ দান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইত প্রচারভাণ্ডারে দাতাদিগের দান। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষ দান আছে, যথা শ্রীযুক্ত ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাই গৌর গোবিন্দ রায়ের দুগ্ধের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা দান করিয়া থাকেন। এরূপ আরও তিন চারি টাকা ব্যক্তিগত বিশেষ দান আছে। এক্ষণ মাসিক নিয়মিত দান ১৮৸০ হইতে ৮৲ টাকা বাদ দিলে সাধারণ প্রচারভাণ্ডারে ১০৸০মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এখন ব্যয় কত একবার দেখা আবশ্যক। গত বৎসর প্রচারকপরিবারভুক্ত পোষ্য গড়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ জন ছিল। প্রত্যেকের মাসিক খোরাকির জন্য ৪৲ টাকা করিয়াধরিলে শুদ্ধ খোরাকিতে ১৬০৲ টাকা ব্যয়হয়। তদ্ব্যতীত ছেলেদের স্কুলবেতন ৫৲ টাকা এবং আফিসও স্কুলবাড়ী ভাড়া ব্যতীত একটি পরিবারের বাড়ী ভাড়ার জন্য মাসিক ১০৲ টাকা দিতে হইয়াছে। এই হিসাবানুসারে ১৭৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট মাসিক ব্যয়। ইহা ভিন্ন বস্ত্র, বিনামা, পাঠ্য পুস্তকাদি এবং রোগীদিগের ঔষধাদির জন্য সাময়িক ব্যয় আছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় ভাণ্ডারাধ্যক্ষ ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র কিরূপে পূরণ করেন? পুস্তক ও ধর্ম্মতত্ত্ব এবং মহিলা পত্রিকা ইত্যাদিতে অনিয়মিত রূপে কিছু কিছু আয় হয়। বার্ণারপুর চা বাগিচার অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীননাথদত্তমহাশয় যে বাগিচার কিয়দংশ প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন, তাহা হইতে গত ৯৬ সনে ৫০৲টাকা পাওয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ বশত গত বৎসর প্রচারকপরিবারের আহারের জন্য ৩০০৲ টাকা ঋণ হইয়াছে। বহুকাল হইতে পূর্ব্ব দেনা ৭০০ আন্দাজ ছিল। দুই চারি জন প্রচারক প্রাণপণে পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য বিধাতার কৃপায় প্রচারভাণ্ডারে কিছু কিছু অর্থাগমের সাহায্য হইয়া থাকে। এক্ষণ প্রচারকার্য্যালয়ের ঋণ সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০৲ বার শত টাকা

হইবে। সেই ঋণ পরিশোধের উপায়ও আছে। গত শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "মহিলা" পত্রিকার প্রাপ্য মূল্য প্রায় ৯০০৲ নয় শত টাকা হইবে। পত্রাদি লিখিয়া চেষ্টা করিলে অন্ততঃ ৭০০৲ সাত শত টাকা নিশ্চয় পাইবার কথা। Unity and the Ministerএর বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য অধিকাংশই পাওয়া যায় নাই। আচার্য্যজীবন, শ্রীকৃষ্ণের জীবন, তাপসমালা, সঙ্গীত পুস্তক ইত্যাদি বহুসংখ্যক প্রচারের পুস্তক আছে। সেই সকলের মূল্য ৩। ৪ সহস্র টাকা হইবে। ঋণ পরিশোধের যখন উপযুক্ত সঙ্গতি রহিয়াছে তখন ঋণ করাতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র অপরাধী হইতে পারেন না। নববৃন্দাবন নাটকের জন্য ৭০০৲ টাকা ঋণ হইয়াছিল, ক্রমে ভাই কান্তিচন্দ্র তাহা শোধ করিয়াছেন। সম্প্রতি বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানির হস্ত হইতে উক্ত নাটককে উদ্ধার করিবার জন্য ১০০৲ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। এলবার্টহল ও ব্রহ্মমন্দিরনির্ম্মাণে বহু সহস্র টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল, সমুদায় পরিশোধ হইয়াছে। এইরূপ ঋণ গ্রহণ ও তৎপর পরিশোধ করা ৩০ বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। ইহা নূতন নহে। ৩০ বৎসরের মধ্যে অনুমান আড়াই লক্ষ টাকা সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে।

৩। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে দুর্ভিক্ষ, স্কুল, দাতব্য ইত্যাদি নানা বিভাগের তহবিল থাকে। তিনি এক বিভাগের টাকা অন্য বিভাগের ধার করেন, এবং অনাথাশ্রমের তহবিলের টাকা ভাঙ্গিয়াছেন।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে প্রচারকপরিবারপ্রতিপালনের ভার ব্যতীত অর্থসম্বন্ধীয় অন্য সমুদায় কার্য্যের ভার ন্যস্ত। সকল বিষয়ের আয় ব্যয় তাঁহার হস্তেই হইয়া থাকে। ছাপাখানার লোকদিগকে বেতনদানের নির্দ্দিষ্ট দিনে ছাপাখানার হিসাবে তহবিলে উপযুক্ত অর্থ না থাকিলে তিনি পুস্তকের তহবিল বা বাড়ী ভাড়ার তহবিল কিংবা বিশেষ বিশেষ বন্ধুর আমানতি টাকার তহবিল হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিয়া থাকেন। পরে ছাপাখানার টাকা আদায় হইলে যে তহবিল হইতে ধার করা হইয়াছিল তাহা পূরণ করেন। প্রতিদিন প্রাতঃ কালে বাজার খরচ ইত্যাদির জন্য ৫। ৬ টাকার প্রয়োজন হয়। তাহা না হইলে অনেক পরিবার, অনাথা স্ত্রী ও বালক বালিকাকে উপবাস করিতে হয়। তখন উপজীবিকার হিসাবে টাকা না থাকিলে তিনি অন্য তহবিল হইতে উহা পূরণ করিতে বাধ্য হন। ছাত্রনিবাস ও ছাত্রীনিবাসের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের উপজীবিকার টাকা তাঁহাদের অভিভাবক গণ হইতে যথাসময়ে পাওয়া যায় না। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে যেরূপে হউক উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের অভাব মোচন করিতে হয়। এক তহবিলের টাকার অভাব হইলে আবশ্যকমতে অন্য তহবিল হইতে টাকা হাওলাত করিয়া কার্য্য চালান চিরকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছে যখন যে তহবিলের টাকার প্রয়োজন হইয়াছে.তখনই ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র তাহা পূরণ করিতে পারিয়াছেন। আবশ্যক মতে অপর তহবিল হইতে প্রাত্যহিক উপজীবিকাদির জন্য টাকা লইতে হইবে না এরূপ নিয়ম হইলে প্রচারকার্য্যালয়ের অন্তর্গত কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। এ বিষয়ে ভগবানের নিগূঢ় হস্ত না দেখিয়া ও অর্থাগমাদিসম্বন্ধে ভগবানের লীলার হস্ত বুঝিতে না পারিয়া অনেকে দোষারোপ করেন, কিন্তু বিশ্বাসী ঈশ্বরের গূঢ় কৌশল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র অনাথাশ্রমের তহবিলের টাকা ভাঙ্গিয়াছেন, এই ভয়ানক অপবাদ পত্রিকায় রটনা করা হইয়াছে। মাসাধিক কাল হইল দিনাজপুর ফুলবাড়ীর উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বসু অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কি অনাথাশ্রমের তহবিল তস্রুফ্ করিয়াছেন? ভাই প্রাণকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন, তাহা নয়। তিনি অনাথাশ্রমের ফণ্ড হইতে ৬০৲ টাকা ধার লইয়াছিলেন। তাহার ১০৲ টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। তখন কেদার বাবু বলিলেন, এই গুরুতর মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। ভাই প্রাণকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে,প্রতিবাদ করিয়া তাহা খণ্ডন করা উচিত। কিন্তু অপবাদ রটনাকারীর সঙ্গে গাঢ় বন্ধুতার অনুরোধে হউক বা অন্য যে কারণে হউক এ পর্য্যন্ত তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। অনাথাশ্রমের টাকা সেভিংস বেঙ্কে গচ্ছিত ছিল। কোন মাহোৎসব উপলক্ষে ভাই প্রাণ কৃষ্ণ দত্ত হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উহা ধার করিয়াছিলেন।

৪। ভিক্টোরিয়া কলেজ ও Unity and the Minister পত্রিকা রক্ষা করিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র ব্যয় বহুল্য করিতেছেন। ব্যয়ের অনুরূপ আয় নাই, তাহাতে তিনি ঋণজালে জড়িত হইতেছেন। লেখকই Unity and the Minister পত্রিকার সম্পাদক ও মেনেজার। তাঁহার হস্ত হইতে পত্রিকা অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। গালি কটূক্তি গুলি বাদ দিলে এই কয়টি মূল অভিযোগ থাকে।

বিদ্যালয়ে পুরুষদিগের অনুরূপ নারীদিগকে শিক্ষাদান আমরা গর্হিত কার্য্য মনে করিয়া থাকি। চিরকাল সেইরূপ শিক্ষাদানের প্রতিবাদ করিয়া আসা গিয়াছে। পুরুষ ও নারীজাতির মধ্যে প্রকৃতিগত যেমন বিলক্ষণ প্রভেদ রহিয়াছে, তদ্রূপ উভয়ের জীবনের কার্য্য ও কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন; সুতরং উভয়ের শিক্ষাদানে ভিন্নতা থাকিবে ইহা স্বাভাবিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত। উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা না হইলে নারীহৃদয় উচ্চধর্ম্মগ্রহণের কখনও অধিকারী হইতে পারে না। এজন্য তাঁহাদের যথা বিধি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা নব বিধান প্রচারকদিগের পক্ষে একটি গুরুতর কর্ত্তব্য। কন্যাদিগের শরীররক্ষা ও শারীরিক উন্নতির জন্য যেমন অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইতে হইবে, তদ্রূপ জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইবে। নারীদিগকে তাঁহার প্রকৃতি অনুযায়িনী শিক্ষাদানের জন্য আচার্য্যদেব ১৮৭১ সনে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তৎপরিবর্ত্তে ভিক্টোরিয়া কালেজ তাঁহা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। নানা কারণে ভিক্টোরিয়া কালেজের কার্য্য বহু বৎসর স্থগিত থাকে। সেই বিদ্যালয়ের অভাবে আমাদের ও আমাদিগের অনেক আত্মীয় বন্ধুর কন্যাগণের লেখা পড়া শিক্ষার বিষম ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ পুনঃ স্থাপন করা দরবারাশ্রিত প্রেরিতগণ একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করেন। তদনুসারে বিগত ১৮৯৫ সালের ১১ই মে শ্রীদরবারে ভিক্টোরিয়া কালেজ পুনঃ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া নির্দ্ধারণ হয়। কলেজে বিভাগের ম্যানেজার ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু হন, কালেজ অন্তর্গত স্কুল বিভাগের ভাই সেই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত গ্রহণ করেন, উক্ত কলেজের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রীনিবাসের ম্যানেজার ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র হন। পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে ৫০৲ টাকা ভাড়ায় একটি উপযুক্ত বাড়ী লওয়া যায়। উক্ত সনের জুন মাসে ভিক্টোরিয়া কালেজের কার্য্য পুনরারম্ভ হয়। সামান্য ব্যয় একবৎসরের শিক্ষার ফল অতিশয় আশাপ্রদ হইয়াছে। বিগত পৌষমাসে ছাত্রীদিগকে মহা সমারোহে পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছিল। কুচবিহারের মহারাণী স্বহস্তে পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন। কলেজের ফল দেখিয়া সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ ও স্কুলাদির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহের ভার ভাই মহেন্দ্রনাথ

বসু প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দেড় বৎসরের অধিক কাল ম্যানেজার থাকিয়া অর্থ সংগ্রহে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন স্কুলাদির জন্য মাসিক ১৫০।২০০ টাকা ব্যয় হইত। ভাই মহেন্দ্রনাথ কিয়ৎপরিমাণ অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিবেন পুনঃ পুনঃ এরূপ আশা দিয়াছিলেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া ধার করিয়া ভিক্টোরিয়া কলেজ সংক্রান্ত কতক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় ৪ মাস কাল হইতে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ কারণে উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিপক্ষ হইয়াছেন। এত কাল সেই বিদ্যালয়ের একান্ত পক্ষপাতী থাকিয়া এক্ষণ হঠাৎ এরূপ তাহার বিষম বিপক্ষ হওয়ার কারণ কি পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। কতক গুলি টাকার ঋণের ভার ভাই কান্তিচন্দ্রমিত্রের মস্তকে চাপাইয়া দিয়া তাঁহার ও উক্ত বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তিনি কেন নানা কথা রটনা করিতেছেন? ইহা কি সঙ্গত? এক জন বড়লোক ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্য বিশেষ সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন, কোন কারণে তাঁহার নিকটে আর দান চাওয়া যাইতে পারিতেছে না। নতুবা অর্থের জন্য অধিক অভাবগ্রস্ত হওয়া যাইত না। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ছাত্রীনিবাসের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় একটী উপযুক্ত বাড়ী লওয়া গিয়াছে, নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। অচিরেই গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার আশা আছে। এক জন উৎসাহী উপযুক্ত লোক তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সেক্রেটারী হইয়াছেন। যাহাতে অল্প ব্যয়ে উক্ত বিদ্যালয় উপযুক্তরূপে চলিতে পারে, এবং পূর্ব্ব ঋণ শোধ হয়, তজ্জন্য যত্ন চেষ্টা হইতেছে। নববিধান প্রেরিতগণ যখন যে কোন নূতন কার্য্য প্রবর্ত্তিত করা ঈশ্বরাভিপ্রেত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, তখন প্রথমে টাকার বিষয় না ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; তৎপর যথোপযুক্ত অর্থসংগ্রহের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই নারীবিদ্যালয়স্থাপনে তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উহা সহজে উঠাইয়া দিতে পারেন না। ভিক্টোরিয়া কলেজসংক্রান্ত ছাত্রীনিবাসে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী ও শিক্ষক শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগী সপরিবারে স্থিতি করিতেছেন। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ বিনা বেতনে বা সামান্য বেতনে কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রচারকদিগের কেহ কেহ নিয়মিত রূপে শিক্ষা দান করেন। স্কুল বিভাগে ভদ্রপরিবারের ২৫।২৬টী বালিকা পড়ে, ৫।৬টি বয়স্থা ছাত্রী আছেন। নানা প্রকার বিরুদ্ধাচরণে ছাত্রীসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, এক্ষণ আবার নূতন ছাত্রী ২।১টী করিয়া ভর্ত্তি হইতেছে। ছাত্রীনিবাসে ৫।৬টী ছাত্রী ও দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিয়মিতরূপে স্থিতি করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সন্তানপালন, গৃহকর্ম্ম, স্বাস্থ্যরক্ষা, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে বিশেষ বিশেষ উপযুক্ত লোক কর্ত্তৃক উপদেশ দান হইয়াছে। ৪০।৫০ জন বা ততোধিক ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন। নিজে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তৎকার্য্যে শৈথিল্য করাতে দেনা হইল, সেই দেনার ভার ভাই কান্তিচন্দ্রের মস্তকে চাপাইয়া দিয়া, পুরস্কারবিতরণের জন্য নিজের দায়িত্বে মূল্যবান্ পুস্তক সকল ধারে আনিয়া সেই দেনাও তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়া চলিয়া গিয়া তাঁহাকেই গালি তিরস্কার, আশ্চর্য্য ব্যাপার! যাহা হউক, ভিক্টোরিয়া কলেজের অর্থসম্বন্ধীয় অভাবমোচনে যত্ন হইতেছে, অন্যের দোষে যে দেনা হইয়াছে ক্রমে তাহা পরিশোধেরও চেষ্টা হইতেছে। প্রচারকদিগের কোন কার্য্যে প্রথমে দেনা হয় নাই বলা যাইতে পারে না। পরিশেষে দেনা পরিশোধ হইয়াছে; আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাঠ করিলেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইয়ুনিটী মিনিষ্টার দরবারের পত্রিকা,কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি তাহার সম্পাদক বা স্থায়ী ম্যানেজার, এবং স্বত্বাধিকারী নহে; ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধীয় বর্ত্তমান গোলযোগশীর্ষক প্রবন্ধে দরবারের নির্দ্ধারণ সকল যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। এ বিষয়ে আর পিষ্টপেষণ করিতে চাহি না।

আচার্য্য প্রার্থনায় বলিয়াছেন;—"স্ত্রী খেতে পান নাই, ছেলের কাপড় নাই, ৩৬৫ দিনের এক দিনের কষ্টে অকৃতজ্ঞ হই, আর ৩৬৪ দিন যিনি দয়া করিলেন, তাহা বিস্মৃত হই। যদি বৎসরের মধ্যে আমাকে কেহ কিছু দিয়া থাকেন, চিরস্মরণীয়। আমার বন্ধু কয় দিন আমাকে খাওয়াইয়াছেন, আমি তাহার হিসাব নিব, আর যে খাওয়াইলেন না, সে হিসাব তুমি নিবে। আমাকে খাওয়াবে কেন? যদি এক দিন না খেলাম তা বলিয়া যে ১৭ দিন খেয়েছি তা ভুলিব?" * * * * * আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনেক দিন প্রচারকদিগের ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছেন, সকলে তাঁর দোষ দেখে গুণ আলোচনা করে না। ইহা ছোট মনের ভাব। অন্যেরা বিচার করে আমি তাতে নাই। আমি কেবল নমস্কার করিব।" মাঘোৎসব পুস্তক—উপকারিগণ।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারকদিগের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসর যাবৎ নিজের আহার পরিচ্ছদাদি বিষয়ে কিরূপ দীনতা অবলম্বন করিয়া আছেন সকলেই তাহা জানেন। তাঁহার নিজের জন্য স্বতন্ত্র বসিবার থাকিবার স্থান নাই। নিম্নতল আপিস ঘরে সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন। তিনি ৩০ বৎসরের মধ্যে সময়ে সময়ে পীড়িত হইয়া প্রচারভাণ্ডারের একটী পয়সাও নিজের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করেন নাই। একবার রোগের সময় কোন বন্ধু দুগ্ধ খাইবার জন্য কিছু অর্থ দান করিয়াছিলেন, তিনি দুগ্ধ না খাইয়া উক্ত দাতাকে জানাইয়া সেই অর্থ প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আপনার বলিতে কিছুই নাই, পৃথিবীতে পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র সহোদর ভাই ভগিনী নাই। নববিধানমণ্ডলী তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সর্ব্বস্ব। তাঁহার জীবনের কথা অধিক লিখিতে পারিতেছি না,কেন না তিনি বিশেষ রূপে বারণ করিয়াছেন। ২।১টী কথা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও কর্ত্তব্য বোধে লিখা গেল।

কোন কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন উপদেষ্টা ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে এরূপ উপদেশ দান করেন যে, তোমরা এক্ষণ সমুদায় কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া ও সকল পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে বা কাননে যাইয়া ধ্যান করিতে থাক। আচ্ছা, তাহাই করা যাইতে পারে। অগ্রে উপদেষ্টৃগণ প্রচারকদিগের পরিবার সকলের—কতকগুলি পিতৃহীন বালক বালিকার ও কয়েকটী বিধবার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করুন; নিজেদের যে টাকা সঞ্চিত আছে তাহা তাঁহাদের অন্ন বস্ত্রাদির জন্য গচ্ছিত রাখুন, জীবনে এ কার্য্যটি করিয়া পরে উপদেশ দান করুন। তাঁহারা এরূপ করিলে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সমুদায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। এক দিনও কি এই সকল উপায়হীন পরিবারের জন্য, মণ্ডলীর যথার্থ হিত কিসে হয় তাহার জন্য তাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন? দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া দূর হইতে উপদেশ দান সহজ ব্যাপার।

সংবাদ।

আগামী ৭ই ভাদ্র রবিবার ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব হইবে। প্রাতঃ কালে ৭টা হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে। আশা করি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

বিগত ২১শে শ্রাবণ ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর দাসের কন্যা শ্রীমতী সুবোধিনীর সঙ্গে কালীঘাটনিবাসী শ্রীমান্ শ্যামাচরণ রায়ের শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, এবং বিগত ২৬শে শ্রাবণ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা শ্রীমতীমৃণালিনীর সঙ্গে স্বর্গগত শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী সেনের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ কুমুদবিহারী সেনের পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। অপিচ গত ২৩শে শ্রাবণ শ্রীযুক্ত হরিদাস স্বর্ণকারের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদায়িনীর সঙ্গে শ্রীমান্ রামকুমার দাসের নবসংহিতানুসারে শুভবিবাহ হইয়াছে। এই তিন বিবাহে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

গত ১০ই শ্রাবণ নববিধানমণ্ডলীভুক্ত যুবকদিগের প্রার্থনা-সমাজের সমস্ত দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা, অপরাহ্ণে শাস্ত্রাদি পাঠ, ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

আমরা বিপাকে পড়িয়াছি, আমাদের নানাশ্রেণীর নানা-প্রকৃতির বন্ধু। কতকগুলি বন্ধু দুঃখের সহিত অনুযোগ করিয়া বলেন, "তোমরা বর্ত্তমান গোলযোগে অসত্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেছ না, তোমাদের চরিত্রে যে সকল দোষারোপ হইতেছে, তাহার খণ্ডন হইতেছে না। তোমরা নিস্তব্ধ আছ, তজ্জন্য লোকে তোমাদিগকে সেই সকল দোষে দোষী সাব্যস্ত করিতেছে।" আর এক শ্রেণীর বন্ধু বলিতেছেন, "তোমরা ঝগড়া করিতেছ, কবি গাইতেছ। চুপ করিয়া বসিয়া থাক।" আমাদের ইয়ুনিটী মিনিষ্টার পত্রিকায় ব্রহ্মমন্দির কিরূপে দরবারের হস্তচ্যুত হইল, এবং ভাই গৌরগোবিন্দ রায় দরবারের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করেন নাই, এই দুই বিষয়ের সংবাদমাত্র প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর গোলযোগসম্বন্ধে কোন বাদ প্রতিবাদ বা কোন কথা লিখিত হয় নাই। আমাদের চরিত্রের প্রতি যে সকল মিথ্যা দোষারোপ হইয়াছে, দুঃখের সহিত সে সকলের প্রতিবাদ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ৩। ৪ জন বন্ধু ৩। ৪ খানা পত্র ইয়ুনিটী মিনিষ্টারে প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক খানিও প্রকাশ করা হয় নাই,কাহার২ পত্র ফেরত পাঠান হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে কিছু লিখিব না, কোন পত্র প্রকাশ করিব না, এরূপ স্পষ্ট লিখা গিয়াছে। তথাপি কেহ কেহ লিখিতেছেন ও বলিতেছেন তোমরা ঝগড়া করিতেছ, আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিয়ৎ কাল হইল ঐতিহাসিক তত্ত্ব রক্ষার জন্য ও অনেকের জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্বে ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত যথারীতি ইতিহাসের ন্যায় বিবৃত হইয়াছে, এবং এবার কোন বন্ধু আমাদের চরিত্রে আরোপিত কতিপয় গুরুতর দোষের প্রতিবাদ করিয়াছেন মাত্র। তোমরা ঝগড়া করিতেছ, ইত্যাদি যাঁহারা লিখেন ও বলেন, আমাদের পত্রিকা পড়িয়া কি তাঁহারা উহা লিখিয়া থাকেন বা বলিয়া থাকেন, না উহা তাঁহাদের কল্পিত বাক্য। কেহ কেহ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যসকলের তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে না বলিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত, আবার অনেক শীতলপ্রকৃতি শান্তিপ্রিয় বন্ধু অবিধি ও অনীতিসত্ত্বেও যাইয়া মিল করিতে অনুরোধ করেন, বিষম সমস্যা। অসত্য ও অনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিধানের যুগে অনিবার্য্য, ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পাঠে শান্তিপ্রিয় বন্ধুগণ কি অবগত হন নাই? সম্মিলনও অস্বাতন্ত্র্যের উচ্চ দৃষ্টান্ত জীবনে প্রদর্শন করিয়া যিনি উপদেশ দান করিতে পারেন তিনি ধন্য।

নববিধানবিশ্বাসী ও গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সুশিক্ষা লাভ ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তিন বৎসরান্তে ইংলণ্ড হইতে গত ৩০শে শ্রাবণ বুধবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব দিন সায়ংকালে হাবড়া ষ্টেশনে পঁহছিবেন এরূপ স্থির ছিল, সেই দিন তাঁহার শ্বশুরদেব ভাই অমৃতলাল বসু ও তাঁহার পিতা ঠাকুর, এবং ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কতিপয় পরিণত বয়স্ক গুরুজন এবং প্রার্থনাসমাজের যুবকবর্গ প্রায় ৪০। ৫০ জন বন্ধু তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য যথাসময়ে প্লেট ফরমে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসেন, নগেন্দ্রচন্দ্র বম্বে ২ দিন স্থিতি করিয়া আসিতেছিলেন, তথাকার মহামারির সংস্রব দোষে সংক্রান্ত বলিয়া ডাক্তার কান্সুজংশনে" তাঁহাকে ধরিয়া রাখেন। বর্দ্ধমানের সেশন জজ শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ সেনের যত্ন চেষ্টায় মুক্ত হইয়া পর দিন তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। ২২শে শুক্রবার সন্ধ্যাকালে মাণিক বসুর ষ্ট্রীটে ভাই অমৃতলাল বসুর গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রানুসারে নগেন্দ্রচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম। ক্রমে ৩০। ৪০ জন ব্রাহ্মবন্ধু সেখানে আগমন করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান ও প্রার্থনা করেন, নগেন্দ্রচন্দ্র সংক্ষেপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ২৩শে শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে ভাই অমৃতলাল বসু ও নগেন্দ্রচন্দ্র সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের ছাত্রীনিবাসে উপাসনায় যোগদান ও ভোজনাদি করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রচন্দ্র অপরাহ্ণে ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজদিগের পারিবারিক বৃত্তান্ত বিষয়ে অতি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণার্থ ৪০। ৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাপটিষ্ট মিসন কর্ত্তৃক নবপ্রচারিত বাঙ্গলা বাইবেল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সময়ান্তরে তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া নিজেদের দেয় ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী বুধবার ১৮ই আগষ্ট, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ৯২ নং হ্যারিসন রোড ভবনে, নববিধানবিশ্বাসী যুবক মণ্ডলীর উপাসনা সমাজের গৃহে, বিধানবিশ্বাসী বন্ধুদিগের একটী বিশেষ আলোচনাসভা হইবে। তাহাতে উপাধ্যায় পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় "শ্রীমদ্ভাগবত" সম্বন্ধে আলোচনার সূচনা করিবেন, এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আলোচনায় যোগদান করিবেন। এই সভায় সকলের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে প্রার্থনীয়।

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ২রা ভাদ্র কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য [illegible]
মফঃস্বলে [illegible]
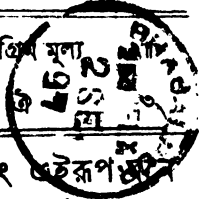
প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, তোমার বিশেষ কৃপা আমাদের উপরে নিয়ত বর্ত্তমান, ইহার প্রমাণ আর তুমি কত বার আমাদিগকে দিবে? বাহিরে আমাদের অবস্থা ঘোর অন্ধকারে আবৃত, সে অবস্থা দেখিয়া কখন মনে আশা হয় না যে, অন্তরে বাহিরে তোমার বিশেষ কৃপার নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। জীবনের বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে অনেক বার আমরা উৎসব সম্ভোগ করিলাম, কিন্তু কোন বার এ কথা বলিতে পারিলাম না যে, এবার উৎসবের সম্ভোগ পূর্ব্বাপেক্ষা কোন প্রকারে ন্যূন হইল। বরং যত বৎসর যাইতেছে, ততই আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইতেছে যে, আমরা কোন কালে তোমার বিশেষ কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না। তুমি তো, নাথ, সর্ব্বদা করুণা দেখাইতেছ, এ করুণাসমুচিত আমাদের কি কিছু করিবার নাই? আমরা কি তোমার এমনই আদরের পাত্র হইয়াছি যে, আমরা যা কেন করি না, তুমি এইরূপই অন্তরে বাহিরে তোমার করুণা প্রদর্শন করিবে। তোমার করুণার ভিতরে শাসন ও আদর দুইই সমান ভাবে আছে। তুমি আদরও কর, শাসনও কর। তোমার আদর মিষ্ট, শাসন তিক্ত, ইহা যে মনে করিল, এবং এইরূপ মনে করিয়া প্রথমটিতে প্রোৎসাহিত, দ্বিতীয়টিতে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার মত কৃপাপাত্র কে আছে? নিরাশা ও অবসাদ তাহার হৃদয়কে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, পরিশেষে তাহার আর তোমার আদর বুঝিবার যোগ্যতা থাকে না। করুণা আসে আর চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে উহা যে কখন আসিয়াছিল এরূপ আর কখন তাহার মনে হয় না। পৃথিবীর সহস্র সহস্র লোকের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আমাদের দুরাত্মতা উপস্থিত হইলে আমাদেরও যে সে দশা হইবে না কিরূপে বলিব? আমাদের জন্য একরূপ ব্যবস্থা, অপরের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা, ইহা তো আমরা কখন বলিতে পারি না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা যখন আমাদের অন্তঃকরণ কলুষিত হয়, তখন তোমার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে দশা আমাদেরও সেই দশা হইবে। আমরা আর তখন তোমার উপরে আস্থা স্থাপন করিতে তো পারি না। তুমি কখন কি করিবে এই ভয়ে আমাদের মন অবসন্ন হয়। পরিশেষে সেই অবসাদ ঘুচাইবার জন্য তোমায় চিন্তা করা ছাড়িয়া দিয়া সংসারের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। হে প্রভো, আমাদের মধ্যে কত ব্যক্তির এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে,

আমাদের সেরূপ হইবে না কে বলিল? যদি কখন মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের হৃদয়ে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন ভাব স্থান পায়, তখনই আমাদের ভীত হওয়া সমুচিত। বিবেক ও বিশ্বাস, এ দুই যাহাতে আমরা সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের যত্ন নিতান্ত প্রয়োজন। তোমার কৃপা বিনা উহা কখন হইতে পারে না; এজন্য তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করি যে, আমাদের বিবেক ও বিশ্বাস যেন সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে। হে দেবাদিদেব, তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব জানিয়া আমরা বিবেকী ও বিশ্বাসী হইব আশা করিয়া তব চরণে বার বার প্রণাম করি।

ঊনত্রিংশ ভাদ্রোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হস্তচ্যুত; ভাদ্রোৎসবে প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিধানপতির প্রসাদলাভ। যাহারা তাঁহার প্রসাদের ভিখারী, তাহারা কোন দিন তাঁহা হইতে বঞ্চিত হয় না, ইহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াই তল্লাভে আমাদের প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে। তাঁহার প্রসন্নতা স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে, সুতরাং স্থানবিশেষের মুখাপেক্ষা করিয়া তদ্গ্রহণে নিবৃত্ত থাকা কোন সাধকের পক্ষেই শ্রেয়স্কর নহে। স্থানবিশেষনিরপেক্ষ হইয়া কালবিশেষের মুখাপেক্ষিতা কেন? স্থান আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, কাল আমাদের আয়ত্তাধীন। কালের সদ্ব্যবহার অসদ্ব্যবহার আমাদের জীবনের সদ্ব্যয় ও অসদ্ব্যয়, অন্য কথায় কালই আমাদের জীবনপ্রবাহ, সুতরাং কালবিভাগসহকারে জীবনবিভাগের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। এই যোগানুসারে ঈশ্বরের প্রসাদ আত্মাতে অবতরণ করে। স্থানসম্বন্ধ জীবনসম্বন্ধে অস্থায়ী, কালসম্বন্ধ স্থায়ী। ভাদ্রোৎসবসম্বন্ধে এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া আমরা স্থানচ্যুত হইয়াও যথাকালে উৎসব করিয়া আসিতেছি এবং প্রতি উৎসবে নব অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এবারও যে বিশেষ কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

বিগত ৭ই ভাদ্র রবিবার ৩ সংখ্যক রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে উপাসনাশ্রমে উৎসব সম্পন্ন হয়। উপাসনাগৃহ লতা পত্রাদিতে অতি মনোহররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। গৃহ ও তৎসংলগ্ন বারাণ্ডায় উপাসক উপাসিকার জন্য উপবেশন স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। উৎসব সম্ভোগ জন্য এত গুলি বিধানবিশ্বাসী নরনারী সমবেত হইবেন, ইহা আমরা প্রথমে মনে করিতে পারি নাই। বিধানপতির কৃপাবায়ু অসম্ভব সম্ভব করে, ইহা আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, এবার তাহা কেনই বা হইবে না? প্রাতঃকালে ৭॥টার সময়ে সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ এবং ১২ টার সময়ে ভঙ্গ হয়। এই দীর্ঘ সময় কোথা দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, অনেকে তাহা হৃদয়ঙ্গমও করিতে পারেন নাই। উপাসনার প্রথমাংশ পরিসমাপ্ত হইলে ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রচারব্রত যথানিয়ম নবসংহিতানুসারে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারব্রতগ্রহণানন্তর নিম্নোদ্ধৃত আচার্য্যের প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া উপদেশ হয়।

হে দয়াবান্, বাজারে লাঠালাঠি, দোকানদারের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। আমি বলিতেছি ঠাকুর, ও সকল জিনিষ এখানে বেচিতে পাবে না, ইঁহারা বলিতেছেন অবশ্য বেচিব। আমি বলিতেছি, ঝুঁটো জরি এখানে বিক্রয় করিতে দিব না, এ অতি পবিত্র বাজার, খাঁটি জিনিষ দেখাও; ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র, বিক্রেতাগণ খাঁটি বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। জলো দুধ, পচাদুধ বিক্রয় করেন। দেখ একবার ঠাকুর, তোমার কাছে নালিশ কচ্চি, তোমার বাজারে পচা জিনিষ বিক্রয় করিতেছে আমি ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি, আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছে। ঠাকুর, তোমার আজ্ঞা এখানে, এই নূতন বাজারে কেবল খাঁটি জিনিষ বিক্রয় হইবে। দামও খুব চড়া হবে, যে পারিবে, যার ইচ্ছা হবে লইবে। কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হইতে পারিবে না। মিশাল জিনিষ এখানে থাকিবে না। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা শান্তি, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকিবে, ষোল আনা খাঁটি থাকিবে। কোন ধর্ম্মভাব খাট হবে না। ষোল আনা প্রেম দিতেই হবে। পৃথিবীর দীন দুঃখীরা তোমার এই নূতন বাজারে আসিয়া যে জিনিষ কিনিবে তাতে কেহ ঠকিবে না। ভেঁজাল মিশাল কৃত্রিম জিনিষ কেউ দিতে পারিবে

না। ষোল আনা ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এই নূতন বাজার স্থাপন করিয়াছ। এখানে একজন প্রবঞ্চক দোকানদারও স্থান পাবে না। স্বর্গের খাঁটি অমৃত তুমি তৈয়ার করে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব। প্রস্তুত আমরা করিব না। তবে সকলকে খাঁটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে বল। দেশ দেশান্তর থেকে লোকে জিনিষ কিনিতে আসিবে। সকলে প্রতীক্ষা করে আশা নয়নে তাকিয়ে আছে, কবে নূতন বাজারের হাট বসিবে। সকলে তাকিয়ে আছে, কবে নববিধানের উৎসবের নূতন বাজারে মঙ্গল হাট বসিবে। আমার ভয় হয়; পাছে দোকানদারেরা ঠকায়। জেয়াদা বিশ্বাসী পেয়ে পাছে দোকানীরা প্রবঞ্চনা করে, যে জিনিষের দুই পয়সা দাম আছে, দুইটাকা লইয়া বিক্রয় করে। পিতা, তোমার বাজারে এমন যেন না হয়। দয়াসিন্ধু, রাজা, হুকুম জারি করে দাও, যেন এ রকম না হয়। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা ক্ষমা বিক্রয় হইবে। প্রবঞ্চক দোকানদার, আর খারাপ জিনিষ দূরকর। সকলে বলিবে, রাজার নূতন বাজারের মত আর বাজার নাই। সকলে বাজারের প্রশংসা করিবে। রাজার নাম হইবে। রাজার বাজারের মত সৎদোকানদার আর কোথাও নাই। সকলে বলিবে আহা এমন উপাসনা! এমন ভক্তি!' এমন বিনয়! এমন বৈরাগ্য!' এমন পবিত্রতা!' কেবল খাঁটি জিনিষ। নব বাজারের আনন্দ বাজারের খাঁটি জিনিষ দেখে, ক্রয় করে, যাত্রীরা আনন্দে মত্ত হইবে। হে দয়াসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশির্ব্বাদ কর, আমরা যেন প্রবঞ্চনা আর না করি, কিন্তু তোমার বাজারে খাঁটি জিনিষ, স্বর্গের খাঁটি ধর্ম্মভাব বিক্রয় করিয়া আপনারাও পরিত্রাণ পাই এবং সকল যাত্রীদিগকে সুখী করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—

ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহার নববাজারে এক জন বিক্রেতার সংখ্যা বাড়িল। সকলেরই মনে আশা এই, তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সে কার্য্য অতি সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিবেন। স্বর্গ হইতে যে সকল খাঁটি জিনিষ তাঁহার নিকটে আমদানি হইবে, সে সকলেতে তিনি কোন প্রকার ভেঁজাল না দিয়া উচিত মুল্যে বিক্রয় করিবেন। লোকদিগকে সরল বিশ্বাসী দেখিয়া জলো দুধ ভেঁজাল জিনিষ তাঁহাদের নিকটে অধিক মূল্য লইয়া বিক্রয় করিবেন না, সর্ব্ব প্রকারের শঠতা ও বঞ্চনা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবেন, এজন্য তিনি এই বাজারে বিক্রেতা শ্রেণীতে গৃহীত হইলেন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি অদ্য বিক্রেতার ব্রত গ্রহণ করিলেন, সে প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি কি ভ্রষ্ট হইবেন? ঈশ্বর করুন এ প্রকার যেন কখন না হয়। এই যে আচার্য্যের প্রার্থনা পঠিত হইল তাহাতে আমরা কি শুনিলাম? "কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হইতে পারিবে না। মিশাল জিনিষ এখানে থাকিবে না। ষোল আনা পুণ্য ষোল আনা শাস্ত্র, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকিবে।...ষোল আনা প্রেম দিতেই হইবে।...ষোল আনা ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করিতেই হইবে।...এখানে এক জন প্রবঞ্চক দোকানদারও স্থান পাবে না। স্বর্গের খাঁটি অমৃত তুমি (ঈশ্বর) তৈয়ার করে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব।" 'কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হইতে পারিবে না' এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বর স্থাপিত নববাজারে তবে কি বিক্রেতারা অখাঁটি জিনিষ বিক্রয় করেন? হাঁ করেন দেখিয়াই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বাজারে লাঠালাঠী, দোকানদারদের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। আমি বলিতেছি...ও সকল জিনিষ এখানে বেচিতে পাবে না, ইঁহারা বলিতেছেন অবশ্য বেচিব। আমি বলিতেছি ঝুঁটো জরি এখানে বিক্রয় করিতে দিব না, এ অতি পবিত্র বাজার, খাঁটি জিনিষ দেখাও, ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র, বিক্রেতাগণ খাঁটি বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। জলো দুধ, পচা দুধ বিক্রয় কচ্চেন।...আমি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলি আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছে।" এ গুলি সামান্য আক্ষেপের কথা নয়। এ আক্ষেপ অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন নাই। তাঁহার বন্ধুদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। ইহা কি আমাদের সম্বন্ধে ঘোর লজ্জার কথা নয়? আমরা কি না ক্রেতাদিগকে বঞ্চনা করি। স্বর্গের খাঁটি সামগ্রী না দিয়া ভেঁজাল জিনিষ তাহাদিগকে দি। এ অভিযোগ কি মিথ্যা? আমাদের জীবনে কি ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা প্রেম ও ষোল আনা ক্ষমা আছে? আমরা কি ষোল আনা সত্য রক্ষা করিয়া থাকি? ভগবান্ আমাদিগের নিকটে যে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন করিতেছেন, সে শাস্ত্র কি আমরা ষোল আনা মানি? এ সকল যাহাদের জীবনে ষোল আনা নাই, তাহারা যদি ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য চালায়, তাহা হইলে তাহারা খাঁটি জিনিষ ক্রেতাদিগকে দিবে কি প্রকারে? যদি বল, এমন লোক কোথায় আছে, যে বলিতে পারে, এ সকল তাহার ষোল আনা আছে; তাহা হইলে তাহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, বিক্রেতারা অন্ততঃ ভক্তি প্রেম পুণ্য সত্য ষোল আনা ধারণ ও রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন, কখন জ্ঞানপূর্ব্বক একটু কমাইবেন না, তাহা হইলে বিক্রেতাদিগের নিকটে স্বয়ং ঈশ্বর 'স্বর্গের খাঁটি অমৃত তৈয়ার করিয়া পাঠাবেন' আর ইঁহারা তাহা বিক্রয় করিবেন। প্রেম পুণ্য ক্ষমা সত্যে কোন ত্রুটি না হয়, ইহাই ভগবান্ চান, অন্যথা কে আর ওজন করিয়া বলিবে এই ষোল আনা হইল, এখন আমি এ সকলের বিক্রয়ে অধিকার পাইলাম। আরও কথা এই, প্রেম পুণ্যাদির কোন পরিমাণ নাই। এ সকল অনন্ত, তবে প্রতি মানুষ যতটুকু ধারণ করিতে পারে ততটুকু গ্রহণ করা, বর্দ্ধিত করা, রক্ষা করা, ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহার না করা, তাহার পক্ষে সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য। ইহা না হইলে ঈশ্বরের

রাজ্যে স্বর্গের সামগ্রী বিক্রয় করিবার ভার কাহারও গ্রহণ করা উচিত নয়। কে আমাদিগকে ঈশ্বরের বাজারে বিক্রেতা করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন? স্বয়ং ঈশ্বর কি পাঠান নাই? তাঁহার লোক নিয়োগ করাতে কি তবে ভুল হইয়াছে? কে বলিবে তিনি ভুল করিতে পারেন? কিন্তু তিনি নিয়োগ করিলেই কি তাঁহাদের পাপ করিবার সামর্থ্য চলিয়া যায়। তাঁহাদের জীবনে কি পরীক্ষারূপে সাংসারিকতা আসক্তি প্রভৃতি আসিতে পারে না? যদি তিনি আপনা কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোকদিগকে এইরূপ প্রথম হইতে স্বভাব দান করিতেন যে, তাঁহারা একেবারে সর্ব্ব প্রকার প্রলোভনের অতীত, তাহা হইলে তাঁহারা মানুষ না হইয়া দেবতা হইতেন, এবং দেবতা হইলে তাঁহারা কখন মানুষের পক্ষে দৃষ্টান্ত হইতেন না, মানুষের দৃষ্টান্ত না হইলে তাঁহাদিগকে তবে নিয়োগ করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? সুতরাং নববিধানে যাঁহারা 'স্বর্গের খাঁটি অমৃত' বিক্রয় করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতা নহেন মানুষ। তাঁহারা সর্ব্ববিধ প্রলোভনের অতীত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, অন্য দশ জন লোকেরও সাংসারিক প্রলোভনে যেমন বিপদ্, ইঁহাদেরও তেমনি বিপদ্। তবে ইঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা অনুভব করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সেই আত্মসমর্পণের বলে প্রলোভন উপস্থিত হইলে ইঁহারা উহা দূরে অপসারণ করিতে পারেন, অন্য লোকে আত্মসমর্পণও করিতে পারে না, এরূপ সামর্থ্যও তাহাদের জন্মে না, এই বিশেষ। যাঁহারা একবার আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই আত্মসমর্পণের ভাব রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত সাধন ভজন উপাসনা প্রার্থনা চাই; অন্যথা সংসার আস্তে আস্তে আসিয়া অজ্ঞাতসারে মন হরণ করে, পরিশেষে প্রবল প্রলোভন আসিয়া তাঁহাদিগকে বিধির বিরুদ্ধাচারী করিয়া ফেলে।

এখন জিজ্ঞাসা এই, রাজার নূতন বাজারে যাঁহারা বিক্রেতা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে কি না? যদি এ দুর্দ্দশা না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য এ কথা বলিলেন কেন, "আমার ভয় হয়...জেয়াদা বিশ্বাসী পেয়ে পাছে দোকানীরা প্রবঞ্চনা করে; যে জিনিষের দু পয়সা দাম আছে, দুই টাকা লইয়া বিক্রয় করে।" তিনি প্রার্থনা করিতেছেন"......ষোল আনা পুণ্য ষোল আনা ক্ষমা বিক্রয় হইবে। প্রবঞ্চক দোকানদার, আর খারাপ জিনিষ দূর কর।" এ প্রার্থনা কি তাঁহার ব্যর্থ প্রার্থনা। ধর্ম্মরাজ্যে যেখানেই অখাঁটি জিনিষ লইয়া কারবার হয়, সেখানেই বাহিরের আড়ম্বর, ধুমধাম, লোককে বঞ্চিত করিবার জন্য ঝুঁটো জিনিষের চাকচিক্য বাড়ান, দিন দিন বাড়িতে থাকে। নববিধানের দেবতা জলন্ত জাগ্রৎ, এ মৃত বিধান নয় যে, এখানে বঞ্চনা দাঁড়াইতে পারিবে। এখানে যদি কেহ বঞ্চনা করেন তিনি পৃথিবীর নিকটে নিন্দিত ও তাড়িত হইবেন, স্বর্গে দেবগণের নিকটে ঘৃণিত হইবেন। কেবল এই পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ হইবে তাহা নহে, তাঁহাকে বিধানের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এবং তাঁহার জীবনে লাঞ্ছনার আর পরিসীমা থাকিবে না। 'প্রবঞ্চক দোকানদার আর খারাপ জিনিষ দূর কর' এ প্রার্থনা কি কখন অপূর্ণ থাকিতে পারে? আমরা যে মনে করিব, আমাদের চরিত্র যেরূপই কেন হউক না, আমরা অখাঁটি জিনিষ দিয়া লোকের আদর সম্মানরূপ মূল্য নেব, ইহা চিরদিন খাটিবে না। আমাদের সম্বন্ধে সকলে বলিবে, 'আহা এমন উপাসনা, এমন ভক্তি, এমন বিনয়, এমন বৈরাগ্য, এমন পবিত্রতা', তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে কত দিন আর প্রবঞ্চনাজালে ফেলিয়া লোকদিগকে ধরিয়া রাখিব। লোকে যদি দেখে আমরা ব্রত ভঙ্গ করিয়াছি, প্রেরিত প্রচারকের জীবন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, অন্য দশ জন সংসারীর ন্যায় আমরা সংসারী হইয়া পড়িয়াছি, স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না এ প্রতিজ্ঞা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, এখন আমরা অন্ন বস্ত্রের জন্য ধনীগণের দ্বারস্থ, কেবলই চীৎকার করিতেছি ওগো আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, আমরা উপবাসে মরিতেছি, তোমরা সকলে দয়া না করিলে আমাদের প্রাণ সংশয়; তাহা হইলে কে আর আমাদিগকে প্রেরিত প্রচারক বলিয়া গণনা করিবে? পৃথিবীর ভিক্ষুকেরা তো এইরূপ করিয়া সাধারণের মনে দয়া উদ্দীপন করিয়া থাকে। "লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে আপনি টাকা আসিবে। পূর্ণব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য করিবে। যে কর্ম্ম করে না সে পুরস্কার পায় না।" প্রেরিত ঘোষণার সময়ে যে এই কথা বলা হইয়াছিল, তাহা কি আর লোকের এখন মনে নাই। যে ভূমির উপরে আমাদের প্রেরিতত্ব তাহা যদি না থাকিল তাহা হইলে আর আমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া লোকে স্বীকার করিবে কেন? "ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্যও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন।...... প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না; কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাণ্ডারে ধন আসুক, আরও ধন আসুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে বিচরণ করেন।" এ সকল কথা কি মিথ্যা? এ সকল কথার অনুযায়ী আমাদের জীবন না হইলে আমরা যে প্রবঞ্চক দোকানদার হইব, আর সরল বিশ্বাসীদিগকে ভুলাইয়া উচ্চ সম্মানরূপ মূল্য ঝুঁটো জিনিষের জন্য লইব, তাহাতে কি আর কোন সংশয় আছে। কিন্তু কথা এই, আমরা কি আর অধিক দিন আমাদের মণ্ডলীর লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিব? মণ্ডলীর মধ্যে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা চরিত্রাদিতে প্রেরিতগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অনেকের পূর্ব্ব জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা

করিলে তাঁহাদের চরণধূলি লওয়া সমুচিত। আমরা তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রতি দিন বিচারিত হইতেছি। তাঁহারা আর কত দিন মনে মনে বিচার করিবেন? তাঁহাদের বিচার নিষ্পত্তি এক দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। যে দিন তাঁহাদের বিচার আর অপ্রকাশিত থাকিবে না, সে দিন আমাদের যে কি দশা হইবে কিছুই বলিতে পারি না।

আজ যিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এত গুলিকথা বলা হইল। প্রচারক ব্যতীত যাঁহারা উপস্থিত তাঁহাদের এসকল কথায় প্রয়োজন কি? উৎসবের দিনে উপস্থিত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েক ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা কি শোভা পায়? যাঁহারা মণ্ডলীমধ্যে উচ্চতম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে ব্রত যথাযথ রক্ষিত হইলে সমগ্র মণ্ডলীর কল্যাণ; অন্যথা উহার আধ্যাত্মজীবনে পদে পদে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় মণ্ডলী যাহাতে এবিষয় অবহিত হন তজ্জন্য যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। এতদিন মণ্ডলী এ সম্বন্ধে যে প্রকার উদাসীন আছেন, সে প্রকার উদাসীন থাকিলে আর চলিতেছে না। "জেয়াদা বিশ্বাসী পেয়ে পাছে দোকানিরা প্রবঞ্চনা করে" এ কথার লক্ষ্য স্থল তাঁহারা হইয়া আছেন কিনা, এ বিষয় তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইতেছে। তাঁহারা খাঁটি বস্তু পরীক্ষা করিয়া লইতে শিখিয়াছেন কি না? নববিধানের ধর্ম্ম তো ইহা নয় যে, যে যাহা দিল তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। জহরী রত্ন পরীক্ষা করিয়া লইয়া থাকে, ঝুঁটো রত্ন কেহ ঠকাইয়া তাহাকে দিতে পারেন না। প্রত্যেক নববিধানবাদী জহরী হইবেন, খাঁটি রত্ন পরীক্ষা করিয়া লইবেন, ইহাই তো তাঁহাদের জীবনের বিশেষ লক্ষণ, যখন নববিধানের শাস্ত্র এই, পবিত্রাত্মা সত্যাসত্য খাঁটি অখাঁটি সমুদায় নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তাঁহার নির্ব্বাচনে অসত্য অখাঁটি বস্তু সাধককে অন্ধের ন্যায় গ্রহণ করিতে হয় না, তখন যে অন্ধের ন্যায় যাহা তাহা গ্রহণ করিবেন, ইহা কিরূপে তাঁহাদের পক্ষে শোভা পায়। তাঁহাদের বিশ্বাস থাকুক আরও থাকুক, কিন্তু বিশ্বাস আছে বলিয়া তাঁহারা প্রবঞ্চিত হইবেন কেন? বরং বিশ্বাসে তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু নির্ম্মল হইবে, তাঁহারা পবিত্রাত্মার আবাসস্থল হইবেন। তাঁহাদের নিকট অসত্য অখাঁটি বস্তু উপস্থিত করিয়া কে পার পাইবে,তাঁহারা যদি সাধারণ লোকের ন্যায় বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া উহাকেই আসল জিনিষ বলিয়া ভুলিয়া যান,তাহা হইলে তাঁহাদের বিধানের লোক না হওয়াই ভাল ছিল। কেবল এই পর্য্যন্ত নয়, প্রচারকদের যিটি উচ্চব্রত,নববিধান-বিশ্বাসীগণের কি তদনুরূপ ব্রত নয়? ঈশা 'বলিলেন কল্যকার জন্য চিন্তা করিওনা' ইহা কি কেবল প্রচারব্রতধারী কয়েকটি ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থা। খ্রীষ্টসমাজ এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আমরা নববিধানবিশ্বাসিগণ কখন এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। নবসংহিতা গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত বিধিবদ্ধ করিলেন, তাঁহারা ধন উপার্জ্জন করেন, অথচ ধন মণ্ডলীর নিয়োগে ব্যয়িত হয়, এব্যবস্থা কি প্রচারকগণের জীবনের অনুরূপ ব্যবস্থা নয়? প্রচারকগণও কদাপি পরিশ্রমবিমুখ অলস হইতে পারেন না। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই, নাই থাকুক, কিন্তু তাঁহাদের পরিশ্রমোৎপন্ন ধন কি মণ্ডলীর হস্তগত হয় না? ঈশ্বরের বিশ্বাসিমাত্রেরই নির্ভর ধনাদির উপরে নহে, ঈশ্বরের উপরে, সুতরাং খাঁটি জীবনসম্বন্ধে সকলেরই সমান ব্যবস্থা, বাহিরে কেবল প্রকারভেদ মাত্র। যাঁহারা প্রচারক নহেন, তাঁহাদের প্রেম পুণ্য ক্ষমা সত্যে প্রয়োজন নাই এ কথা কে বলিবে? অতএব যদি কেহ মনে করেন, অদ্য যাহা কিছু বলা হইতেছে,তাহা প্রেরিত প্রচারকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, তাঁহাদের এ সকলেতে মনোনিবেশ করিয়া জীবনে সাধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাহাহইলে তাঁহাদের বিলক্ষণ ভ্রম উপস্থিত। তাঁহাদিগের প্রতি আজ উৎসবের দিনে এই বিশেষ অনুরোধ যে, তাঁহারা আপনারা খাঁটি হইয়া খাঁটি বস্তু অন্বেষণ করুন, অখাঁটি অসৎ বস্তু চির দিনের জন্য রাজার নূতন বাজারে প্রবেশ করিতে না পারে, সেখানে বিক্রেতারা কাহাকেও বঞ্চনা করিতে না পারে তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

ক্লেশ দুঃখ আক্ষেপের কথাই তো অনেক বলা গেল, আশার কথা কি আর আজ কিছু নাই? ইতিহাসে ভূতকালে কোথায় কি ঘটিয়া ছিল তাহা বলিয়া মনে আশার সঞ্চার করিয়া বর্ত্তমানে কিছু ফল নাই। যদি বর্ত্তমান প্রচারকজীবন আশা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিতে পারে, তাহা হইলেই হিতসাধন হইবে, এই বিশ্বাসে আত্মগরিমার মত কথাগুলি প্রতীত হইলেও ঈশ্বরের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে প্রচারক জীবন হইতে গুটিকয়েক কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আজ ৩০ বৎসরের অধিক কাল হইতে প্রচারকজীবন দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংসারীগণের অপেক্ষা প্রচারক জীবন সর্ব্ববিষয়ে সুখকর। প্রচারকদের মধ্যে কেহ যখন পীড়িত হন, কলিকাতার ভাল ভাল ডাক্তার আসিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা করেন। কেবল চিকিৎসা করেন তাহা নহে, পথ্য না থাকিলে পথ্য পর্য্যন্ত যোগান। যদি তাঁহাদের দূষিত দুর্গন্ধময় ক্ষত হয়, তাহা হইলে তাহা ধৌত করিয়া ঔষধ দ্বারা পটী বান্ধিয়া দেওয়া সামান্য ব্যক্তির হাতে ডাক্তারগণ ভার দেন না, নিজ হস্তে তাঁহারা সেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বড় বড় রাজা জমীদারের প্রচুর অর্থ পাইয়াও যাঁহারা ঈদৃশ নীচ কার্য্য করেন না, তাঁহারা স্বহস্তে প্রচারকদিগের সম্বন্ধে উহা নিষ্পাদন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। বড় বড় গৃহস্থেরা যে সকল ডাক্তারকে ডাকিয়া পান না, বা অর্থাভাবে ডাকিতে পারেন না, প্রচারকেরা পীড়িত হইলে তাঁহারা বিনা পয়সায় আসিয়া সকল ভার আপনারা গ্রহণ করেন। এমন কি এরূপ ভার গ্রহণ করিতে পাইলে যেন যথেষ্ট লাভ হইল ভাবেন। প্রচারকগণের প্রতি বড় বড় চিকিৎসকের এরূপ অনুগ্রহ কেন? তাঁহারা কি তাঁহাদের বিশেষ ভাবে সেবা করেন? অনেক স্থলে সেবানিরপেক্ষ চিকিৎসকেরাও

সাহায্য দানে সত্বর, যাঁহারাও বা সেবা পান, সে সেবা অতি যথা কথঞ্চিৎ। প্রচারকগণ একাকী নহেন, তাঁহাদের বিস্তীর্ণ স্ত্রী পুত্র পরিবার। এত বৎসর হইল কোন দিন কি তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রের অন্ন বস্ত্রের অভাব হইয়াছে? প্রচারকগণের আমিও একজন, আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারিতেছি না, স্ত্রী পুত্রগণকে ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া আমার কখন পশ্চাত্তাপ করিতে হইয়াছে। যদি সময়ে সময়ে কাহারও পরিবারের কথঞ্চিৎ ক্লেশ হয়, তাহা সংসারের কোন্ পরিবারে না হইয়া থাকে? তিন শত চৌষট্টি দিন যাহা কিছু প্রয়োজনীয় পাইয়া এক দিনের কষ্টের জন্য যদি বিধাতার ব্যবস্থার প্রতি কেহ দোষারোপ করিতে পারেন, তাঁহার তুল্য নীচ হৃদয় আর কে হইতে পারে? ঈশ্বর প্রতিদিন অন্ন পান দিতেছেন, এ আর একটি বিশেষ ব্যাপার কি? তিনি কি পতিত ভ্রষ্টদিগেরও উদরের অন্ন যোগান না? শ্রদ্ধেয় পরমহংস ঈশ্বরকে দয়াময় বলিলে তিনি এই বলিয়া প্রতিবাদ করিতেন, "তিনি খাইতে পরিতে দিতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে দয়াময় বলিতেছ এতে আর একটা কি বড় দয়া হইল? যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন আহার দিবেন না কেন?" আমরা এ কথা যদিও না বলি, তথাপি আত্মাকে তিনি যে সকল বিশেষ দান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার নিকটে শরীরের অন্নবস্ত্র যৎসামান্য। আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবেন না। নববিধানবিশ্বাসীমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বিধানজননী প্রতি জনের আত্মার সম্বন্ধে কত হিত করিয়াছেন করিতেছেন। যাঁহারা প্রতি দিন বিশেষ কৃপার দান সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহারা জীবিত সাক্ষী থাকিতে নববিধান নাই, উহা অন্তর্হিত হইয়াছে, এ কথা কাহাকেও বলিতে দিব না অহঙ্কার প্রকাশ হয় হউক, তাহাতে ভয় করিয়া কি করিব, আমার স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এ ব্যক্তির দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে আট্‌কাইয়া যাইত আর বাহির হইত না। যখন দেখিল যে সেই ব্যক্তি অনর্গল যতক্ষণ ইচ্ছ বলিয়া যাইতে পারে, তখন তাহাকে স্বীকার করিতে হইল ;—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

স্বামী এই যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত সত্য। এ কথাও সামান্য! ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে সকল সত্য বলা হইয়াছে, বা লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে ভ্রান্তি অতি বিরল। এ কথা স্পষ্ট বলাতে অহঙ্কারী এই অপবাদগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু এ অপবাদে কোন ভয় করি না, কেন না এখন না হউক, ভবিষ্যতে বিচারের দিন আসিতেছে, যে দিন তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া উহার প্রাপ্য স্থান উহা লাভ করিবে। এ কথা বলিয়াও বলিতেছি, আমি আমাকে কখন নিরাপদ মনে করি না। যদি আমাতে সাংসারিকতা প্রবেশ করে, আমি যদি ব্রতহীন হই, আমার চরিত্রে মালিন্য স্পর্শ করে, আমি এখন যেখানে আছি সেখানে কদাপি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না, আমাকে বাহির হইয়া যাইতে হইবেই হইবে। যদি আমি বা আমরা আমাদের পাপে বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে কি আর নববিধান থাকিবে না? নববিধানমণ্ডলী মধ্যে অনেক লোক আছেন, অনেক লোক আসিতেছেন, যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এখনও বলিব, নববিধানমণ্ডলী মরে নাই, কখনও মরিবে না। আজ যিনি প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন তিনি বৃদ্ধ ও যুবকগণের মধ্যে যোগশৃঙ্খল হইলেন। তিনি আজ একা আসিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার সঙ্গে আরো অনেকে সংযুক্ত আছেন, যাঁহারা পশ্চাতে আসিতেতেছেন। সুতরাং নববিধানের বংশ নির্ব্বংশ হইবে, ইহা কিরূপে বলিব?

প্রচারকগণ, নববিধানবিশ্বাসীগণ সকলেই যদি খাঁটি বস্তু ক্রয় বিক্রয় করেন, রাজার নূতন বাজারের খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে দলে দলে লোক সকল ক্রয় করিতে আসিবে। আজ যিনি প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন, তিনি আপনার দায়িত্ব ভাল করিয়া স্মরণ করুন। তিনি সমুদার ভার ঈশ্বরের চরণে দিয়া যে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহা ভাল করিয়া সম্পাদন করিলে তাঁহারও পরিত্রাণ, জগতেরও পরিত্রাণ। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, তিনি সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবেন, যাহা তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে লাভ করিয়াছেন,ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা আপনি তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া তাহা যেন জগতের লোককে দিতে না যান। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে অনুমানের ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বিতরণ করিবার সময়। সংসারের মান সম্ভ্রম খ্যাতি ধন সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া অদ্য তিনি যে ব্রতে ব্রতী হইলেন, সে ব্রত হইতে সংসারাসক্তি প্রভৃতির জন্য যাহাতে তাঁহার স্খলন না হয়, তিনি যেন সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে অবহিত থাকেন। সর্ব্ব প্রকার বিলাসবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত দীনভাবে তিনি যেন সকলের সেবা করেন। তিনি ধনীরও হইবেন না, গরিবেরও হইবেন না, যখন প্রভু যাঁহার সেবায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন, তখন যেন তাঁহারই সেবা করেন। কেহ যেন তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে না পারে, ধনীর ভক্ষ্য ভোজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তথায় যাইতে তিনি ভাল বাসেন, গরিবের শাকান্নের প্রতি তাঁহার অনাদর। যদি তাঁহার সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি ধূর্ত্ত শঠদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কৃপানিধান পরমেশ্বর আজ প্রচারকগণকে, নববিধানবিশ্বাসী সকল নরনারীকে আশীর্ব্বাদ করুন যে, তাঁহারা কেহ আত্মবঞ্চিত না হন। ধন মান প্রভৃতি পৃথিবীর অস্থায়ী সামগ্রী যেন কখন তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ না করে। এ সকলেতে কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে হয়, অপরকে বঞ্চিত করিবার জন্য বঞ্চনা জাল বিস্তার করিতে হয়। জ্ঞান পুণ্য প্রেম সত্য প্রভৃতি স্বর্গীয় সামগ্রীতে তাঁহাদিগের সকলের

হৃদয় পূর্ণ হউক। তাঁহারা সকলেই পৃথিবীতে এই সকলের বিস্তারের জন্য সহায় হউন। অসার ধনাদিতে যেন তাঁহাদিগের কাহারও হৃদয় আবদ্ধ না হয়। পৃথিবীতে লোকে যে পরম বস্তুর আদর করে না, সেই পরম বস্তুর আদর করিয়া তাঁহারা সংসারের ধনাদি তুচ্ছ করিবেন, আপনারা শান্তি আনন্দ সম্ভোগ করিবেন, অপরেও যাহাতে তাহার সমাংশী হইতে পারে তজ্জন্য যত্ন করিবেন, এইরূপে তাঁহাদের পৃথিবীর জীবন শেষ হউক। অদ্য উৎসবের দিনে সমুদায় অর্থাটি জিনিষ বিদায় দিয়া স্বর্গের খাঁটি বস্তু লাভ করিবার আশয়ে এখানে আমরা সমবেত হইয়াছি, ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদের সে আশা পূর্ণ করুন।

মধ্যাহ্ন কালে ভাই বলদেবনারায়ণ উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। উপাসনান্তে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন একা মধুর আধ্যাত্মিক অনেকগুলি বিষয় পাঠ করেন। পাঠকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সপত্নীক উৎসবে যোগদান জন্য আগমন করেন। সৎপ্রসঙ্গ তাঁহারই কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। প্রাতঃকালে যাহা উপদেশের বিষয় ছিল, সৎপ্রসঙ্গের মূল অজ্ঞাতসারে তাহাই হইয়াছিল। সৎপ্রসঙ্গান্তে ভাই দীননাথ কর্ম্মকার ধ্যানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। এই প্রার্থনায় প্রাচীন সাধকগণের যে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বথা আশাপ্রদ। প্রার্থনার পর প্রমত্ত সংকীর্ত্তন শ্রীমান্ আশুতোষ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। সংকীর্ত্তনান্তর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সায়ঙ্কালীন উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার অভিলাষ রহিল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯॥টা পর্য্যন্ত অজস্র কৃপা সম্ভোগ করিয়া উৎসববৃত্তান্তনিবন্ধনকালে উৎসবদাতা ঈশ্বরকে আমরা সকৃতজ্ঞ প্রণাম করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তুমি লোকের ধর্ম্মাদিতে ত্রুটি দেখিয়া কেন তাহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হও। এ নিরাশায় যে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিতেছ না? তোমার স্মরণ করিয়া দেখা উচিত, তুমি যাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতেছ, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ নিরাশ কি না? যদি তিনি নিরাশ না হন, তোমার নিরাশ হইবার অধিকার কি? সকল বিষয়ে তুমি তোমার ঈশ্বরের অনুসরণ করিবে, তাঁহার ভাবে ভাবুক হইবে, এই তোমার জীবনের লক্ষ্য। যদি তাহাই ভুলিলে, তাহা হইলে যাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতেছ, তাহার সমান দশা কি তোমার হইল না?

মানুষ ভাবে, চিন্তা করে, উদ্বিগ্ন হয়, ইহা তাহার স্বভাব। স্বভাব তাহাকে কখন অলস থাকিতে দেয় না। যদি এরূপই হইল তবে ভাবনা চিন্তা করা নিষিদ্ধ কেন? ভাবিয়াও না ভাবা, চিন্তা করিয়াও চিন্তা না করা, উদ্বিগ্ন হইয়াও উদ্বিগ্ন না হওয়া, এটি যদি তাহার জীবনে আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে স্বভাব ও নিষেধ বিধি জীবনে একই সময়ে পূর্ণ হইল। যে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা বা উদ্বেগ উপস্থিত, সে বিষয়ে যদি সম্পূর্ণ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর থাকে, কদাপি মন তজ্জন্য অবসন্ন বা নিরাশ না হয়, তাহা হইলে তুমি ভাবিয়াও ভাবিলে না, চিন্তা করিয়াও চিন্তা করিলে না, উদ্বেগ তোমায় বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন করিয়া দিল, ইহাতে তোমার লাভ বিনা ক্ষতি হইল না; স্বভাব ও নিষেধ যুগপৎ মিলিত হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিল।

ঈশা কি ধনীর বিরোধী ছিলেন? যদি বিরোধী না হইবেন তবে এরূপ কেন বলিলেন, সূচীর রন্ধ্র দিয়া উষ্ট্র যাইতে পারে কিন্তু ধনী ব্যক্তি স্বর্গধামে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি আপনি দরিদ্র ছিলেন, মাথা রাখিবার স্থান ছিল না, তাই কি ধনীদের উপরে তিনি এত বিরক্ত? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরপুত্রত্বের উপরে দোষ পড়ে। তিনি এই কথার মত আরও অনেক কথা বলিয়াছেন ইহাতে কোন এক দল বা কোন এক জাতির তিনি পক্ষপাতী এইরূপ মনে হয়। তাঁহার এরূপ বলিবার ভাব কি? ধন মান প্রভৃতি সংসারের বস্তুর প্রতি যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহাই যাহারা সর্ব্বস্ব মনে করে, আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, ইত্যাদিরূপ যাহাদের অভিমান, তাহাদের সেই অভিমান যে স্বর্গরাজ্যের অর্গল স্বরূপ ইহা কে না স্বীকার করিবে? তিনি বিধর্ম্মী জাতিকে কুক্কুর বলিয়াছেন, ইহা শুনিতে নিতান্ত কটু, কিন্তু সংসারসর্ব্বস্ব লোকদিগকে চেতনা দান করিবার জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ কুক্কুর বা শূকরের সহিত তাহাদিগকে এক করিয়াছেন। জানিতে হইবে তাঁহারা দয়ার্দ্র হৃদয়ে এরূপ বলিয়াছেন, ক্রোধ বা ঘৃণায় তাঁহারা এরূপ তুলনা করেন নাই।

দরবারের প্রতি আচার্য্যদেবের নিষ্ঠা।

আচার্য্যদেব দরবারের প্রতি নিজের অতিশয় উচ্চভাব ও উচ্চ বিশ্বাস অনেক প্রার্থনায় প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি দরবারকে-

"ঈশ্বর" পর্য্যন্তও প্রার্থনায় বলিয়াছেন। সেই সকল প্রার্থনা মুদ্রিত হইয়াছে, অনেকে তাহা পাঠ করিয়াছেন। তিনি দরবার অনুমোদন ব্যতীত নিজে কোন কার্য্য করিতেন না। যখন বিদেশে থাকিতেন,তখন বিধানসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহা প্রস্তাবনাকারে লিখিয়া দরবারের অনুমোদনের জন্য কলিকাতায় তৎসম্পাদক ভাই গৌররোবিন্দ রায়ের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। দরবারে যে তিন চারি জন সভ্য থাকিতেন তাঁহাদের সকলের সেই প্রস্তাবে মত হইলে তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে শেষ জীবনে যখন প্রবল রোগে আক্রান্ত হইয়া দরবারে উপস্থিত হইতে পারিতে ছিলেন না, তখন উৎসব ও দেবালয়াদির কার্য্য প্রণালী স্থির করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব লিখিয়া দরবারের অনুমোদনের জন্য দরবারের সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজে কিছুই করেন নাই। দরবারে যাহা নির্দ্ধারণ হইয়াছে তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার স্বহস্ত লিখিত কয়েক খানা পত্রের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশ করা গেল;

Apostolic Durbar
C/o Bhai Gour Govind Rai
Lily Cottage
72 Upper Circular Road.
Calcutta.

হিমালয়।
১৮ই জুন ১৮৮৩।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ,

এই পত্রখানি ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান সভাতে প্রেরণ করিতে হইবে। শুক্রবারে দরবারসভাতে ইহা অনুমোদন করিয়া শনিবার ডাকে সম্পাদক দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইলে বাধিত হইব। নববিধান পত্রিকাতেও ইহা প্রকাশিত হইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

অদ্য কিয়দংশ পাঠাইলাম।

Babu Gour Govind Rai
Lily Cottage.
72 Upper Circular Road
Calcutta.

হিমালয়
১৭ই জুলাই ১৮৮৩।

শুভাশীর্ব্বাদ।

শীঘ্র একটী দরবারের সভা ডাকিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় স্থিরীকৃত করিয়া লইলে ভাল হয়।

১। শ্রীজয়কৃষ্ণ সেনের প্রতি আগামী উৎসবের জন্য নববিধানের কার্য্য বিবরণ পুস্তকাকারে লিখিবার ভার অর্পিত হয়।

২। শ্রীলালাকাশীরামকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ও নববিধানের কার্য্যবিবরণ সংগ্রহের জন্য Statistical Secretary, New Dispensation এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

স্থির হইলে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

দরবারে স্থির করিয়া লইতে হইবে। ডিসেম্বর মাস ১-৩১ পর্য্যন্ত।

উপাসনা আরম্ভ	ঠিক ৯
আহারাদি	১১
কার্য্য আরম্ভ	১২
নূতন দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি	ঠিক ৬ (কবিরাজ)

উপাসনার সময় উপাধ্যায় প্রত্যহ দুইটী নূতন শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য অধ্যক্ষ সভা নিযুক্ত হয়। যথা

BAZAR COMMITTEE.

Jadu Nath Dey. Amrito Lall Bose.
Ram Lall Bhur. Jadu Nath Ghose.
Koonjo Lall Dey.

PUBLICATION COMMITTEE.

Kanti Chandra Mitter.
Mohendra Nath Bose.
Rameswar Dass.
Gour Govind Rai.
Karuna Chander Sen.

REPORT COMMITTEE.

Krishna Behari Sen.
Joykissen Sen.
Lalla Kashi Ram.

সমস্ত মাস নবসংহিতা পাঠ ও উহার নিয়মাদি পালন জন্য বিশেষ চেষ্টা ও সাধন।

বুধবার

Gour Govind Rai.

শ্রীদরবার—

মহাশয়গণ,

যাঁহাদিগকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাঁহারা ৫।৬ দিনে কার্য্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। অতএব নিবেদন যে অদ্য দরবারের সভাতে নিম্নলিখিত নূতন অধ্যক্ষ মণ্ডলী নিযুক্ত করা হয়।

বাজার।

শ্রীরাজমোহন
" ভগবানচন্দ্র

„ কালীদাস সরকার
„ লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ

পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কণ।

শ্রীঅভিমুক্তেশ্বর
„ প্রসন্নকুমার সেন
„ উপেন্দ্র
„ কেদারনাথ

ইঁহারা এই সপ্তাহ মধ্যে যথোচিত কার্য্য করিবেন

শ্রীকে

Gour Govind বৃহস্পতিবার
গৌরগোবিন্দ,

অদ্য সন্ধ্যার পর দরবার হইবে, সংবাদ দিবে।

কে।

আচার্য্যের প্রাত্যাহিক প্রার্থনার সার।

বিধানে নিয়োজিত ব্যক্তি।

বৃহস্পতিবার, ৫ই পৌষ, ১৮০০ শক।

মঙ্গলময় বিধাতা, যাঁহারা তোমার নিয়োগপত্র পাইয়া তোমার বিধানে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা আমার মস্তকের উপরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমি যেন তাঁহাদের এক জনকেও অস্বীকার না করি। তুমি স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ। যাঁহাকে তুমি গরিব প্রচারকদিগকে অন্ন বস্ত্র দিতে নিযুক্ত করিয়াছ, তাঁহার মধ্যে তুমিই দেবতা হইয়া কার্য্য করিতেছ। তোমার বিধির বিরুদ্ধে আমাদিগের রসনা কোন অভিযোগ করিলে সেই রসনাকে দগ্ধ করিও। তোমার প্রেরিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তুমি এক একটি নিয়োগপত্র দিয়াছ, পরস্পরের নিদর্শন পত্র দেখিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করি এই আশীর্ব্বাদ কর।

বিধানভুক্ত লোক।

শুক্রবার ৬ই পৌষ ১৮০০ শক।

হে ঈশ্বর, কিজন্য এভবে আমাদিগের অবতরণ? আমরা কি যোগী সন্ন্যাসী কিম্বা ধার্ম্মিক হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? না সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া খুব গভীর মিষ্টপ্রেম বলে আদ্র হইয়া তোমাতে মগ্ন হইতে আসিয়াছি? প্রভু আমরা পবিত্র কিংবা প্রেমিক হইতে আসি নাই, কিন্তু তোমার বিধিপূর্ণ করিতে আসিয়াছি। তোমার বিধিপালন করিলেই তুমি পরিত্রাণ দিবে, পবিত্রতা প্রেম দিবে, কিন্তু দেখ পিতা, আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা মনে করি আমরা আগে শুদ্ধ হইব পরে তুমি পরিত্রাণ দিবে। তোমার আজ্ঞা পালন করিলেই আমরা পবিত্র হইব। যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুক্ত করিয়াছ ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারিবে না। মৎস্যের পক্ষে যেমন জল, বিধানের ব্যক্তিরপক্ষে তোমার এই বিধানভুক্তদল। দল ছাড়িলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারে আছন্ন, তোমার অতীত কালে তোমার বিধান গঠন করিবার সময় তুমি কাহাকে কাহাকে "ইহারা আমার বিধান ভুক্তলোক" বলিয়াছিলে তাহা জানাও কঠিন, কিন্তু ইহা জানিতেই হইবে। না জানিলে আমরা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না। প্রতি জনের নিকট তোমার নিয়োগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যতটুকু দেখাইবে তাহা বিশ্বাস করিয়া ধন্য হইব। আর যাহা তুমি বলিবে বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও তাহা বিশ্বাস করিয়া আরও ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দূর করিয়াছ, এখন সন্দেহ ও তুমি দূর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে জগতের ভাল হইবে এবং আমাদিগের মঙ্গল হইবে। প্রাণ এবং সুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড়। তোমার এই দল পাঁচজন সন্তানের পূজা অর্চ্চনা করিতে করিতে তোমার পূজা করিতে শিখিবে। তোমার সেবকদিগের সেবা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার সেবা করিতে শিখিব। যাহাতে তোমাকে ও তোমার সেবকদিগকে অভিন্ন জানিয়া তোমার বিধি পালন করিয়া ধন্য হই এই আশীর্ব্বাদ কর।

প্রাপ্ত।

প্রচার ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

(ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে প্রাপ্ত।)

দশপল্লা হইতে ভাই আতাহারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি আটমল্লি যাই। পথে কোন কষ্ট না হয়, এই জন্য আতাহার সাহেব তাঁহার একজন পুলিস কনষ্টেবল সঙ্গে দিয়াছিলেন, এবং পরওয়াণা দ্বারা গ্রামের প্রধানদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তাহারা আমাদের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন কালে দুইজন রক্ষক সঙ্গে দিয়াছিল। পথ হিংস্র জন্তুতে বড় আপদজনক, সঙ্গে এত লোক থাকায় নিরাপদে হরভাঙ্গা ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছি। সঙ্গের লোকদের সহিত এইখানে বিদায়, তাহারা ফিরিয়া গেল। আমি পূর্ব্বের লিখিত মতে মহারাজ আটমল্লির হস্তীর প্রতীক্ষা করিয়া এক দিন বসিয়া রহিলাম। হাতী আসিল না, কি করি পদব্রজে চলিলাম, মহানদী পার হইয়া রাত্রিতে একটী গ্রামে অবস্থিতি করিলাম। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি আহারাদির সমস্ত এবং শয়ন জন্য একখানা চারপাই দিলেন। খুব প্রাতে আবার বাহির হইলাম, এবং বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে ভ্রাতা জগন্নাথ রাওর বাসায় পৌঁছিয়া দেখি, তিনি ছুটি লইয়া কটকে গিয়াছেন। আমি বুঝিলাম কেন পত্র লেখা সত্ত্বেও, আমার গড়ে যাইবার কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। অপরাহ্নে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

প্রাপ্য;বরান নিবোধত" এই শ্লোক অবলম্বনে এক বক্তৃতা দান করি। পর দিবস রাজধানী হইতে ৩ মাইল দূরে হস্তীপৃষ্ঠারোহণে মহারাজের সহিত সাক্ষাত করিতে যাই। পূর্ব্বের পরিচয় ছিল বলিয়া সহজে মহারাজের সন্দর্শন পাইলাম এবং অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পরে বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসি। যে কয়েক দিন আটমল্লিকে ছিলাম মহারাজ প্রতিদিন আমার জন্য খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতেন এবং শেষ যে দিবস বোধে আসিবার জন্য প্রস্তুত হই, দেখি মহারাজ আমার জন্য এক জোড়া ভাল কাপড় ও ২০৲ টাকা পাথেয় পাঠাইয়াছেন এবং হস্তী দ্বারা গম্যস্থানে যাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। মহারাজ অতি দয়ালু আমার প্রতি তাঁহার বড় স্নেহ। আটমল্লিতে যে কয়েক দিবস থাকি প্রতি দিন জগন্নাথ বাবুর ভ্রাতা রঘুনাথ উপাসনায় যোগ দিতেন ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রায় সকল রাজকর্ম্মচারিদের লইয়া আলোচনা হইত। ২১শে এপ্রেল বোধে আসি, এবং মহারাজের অতিথি হইয়া তত্রস্থ ডাকবাঙ্গলায় প্রায় ১০ দিন থাকি। মহারাজের সহিত সাক্ষাত করি এবং এক দিবস তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাই। দেওয়ান বাবুর সহিত এক দিন আলোচনা হয় ও তিনি এক দিবস বন্ধুদিগকে লইয়া সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন শুনেন। বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৬০৲ এবং আমার পাথেয় ১০৲ ও এক জোড়া উত্তম কাপড় দিয়া একখানা গরুর গাড়ি করিয়া আমাকে শোণপুরে পাঠাইয়া দেন। ২রা মে প্রাতে সোণপুরে বিদ্যাধর সংপতি মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি সেখানকার ডাক্তার এবং আমাদের প্রিয় বন্ধু। অদ্যই মহারাজের সহিত দেখা করি। সভা আহ্বান ও বক্তৃতা দিবার আয়োজন সমস্ত-ঠিক এমন সময় এক মহা বিপদ উপস্থিত হইয়া কিছুই হইতে পারিল না। পাটনা হইতে আগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত লালা কেনারাম রায় সাহেব কাহারও চিকিৎসা উপলক্ষে এখানে আসিয়া নিজে জ্বররোগে পীড়িত হইয়া চাকরের ভুলক্রমে কুইনাইনের স্থলে সলফিউরিক এসিড খাইয়া ফেলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলেই ব্যস্ত, ডাক্তার বাবু সাহসিক থাকায় যাহা কিছু উপায় করিতে হয় তাহা সত্বরে করিয়া আপনাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। মহারাজ পাথেয় ১৫৲ ও বস্ত্রাদি দিয়া বিদায় করিলেন আমি লালা সাহেবের সহিত পাটনা যাই, এবং তাঁহার বাসাবাটীতে অবস্থিতি করি। এখানকার মহারাজ সুন্দর বাঙ্গলা জানেন এবং অতি সহজে বাঙ্গলায় কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন। কয়েক দিন তাঁহাকে খুব প্রাণ খুলিয়া মার নাম শুনাইলাম। কয়েক দিবস অবস্থিতির পর কালাহাণ্ডি যাই। চারিদিন ক্রমাম্বয়ে গরুর গাড়ী করিয়া ভবানী পাটনা নামক রাজধানীতে উপনীত হই। দেশ জলশূন্য অত্যন্ত গ্রীষ্মবশতঃ প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত, প্রতি দিন এক সোরাই জল পানেও পিপাসার শান্তি হয় নাই। অবগাহন করি এমন জল নাই। পুষ্করিণী তড়াগাদি সমস্তই শুষ্ক। যাহা হউক মার আশীর্ব্বাদে নিরাপদে পৌছিয়া রসিকলালম জুমদার বাবু মহাশয়ের বাসায় সাদরে গৃহীত হইয়া অবস্থিতি করি। অপরাহ্নে এক সভা হয় তাহাতে একটী বক্তৃতা প্রদান করি। ৩ দিন পরে এ স্থান হইতে জুনাগড়ে আমাদের একটী ব্রাহ্মবন্ধু আছেন। তাহার সহিত দেখা করিতে যাই। জুনাগড় হইতে ১৪ দিনের পথ, আমি তথায় যাইয়া বন্ধুগৃহে অবস্থিতি করি। উপাসনা প্রার্থনাদি কয়েক দিন হইয়াছিল এবং রাত্রে গ্রামস্থ লোকদিগকে ডাকাইয়া সংকীর্ত্তন হইত, তাহাতে গ্রামের লোকেরা খোল করতাল সহ আমার সহিত যোগ দিতেন। এইবার বিদায় লইয়া পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে মহারাজ মফঃস্বল হইতে গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, মহারাজের সহিত দেখা হইলে তিনি অতি আদর ও আগ্রহের সহিত কয়েক দিন আমাকে তথায় রাখিলেন। সভা ডাকিলেন এবং বক্তৃতাদি দিবার সুবিধা করিয়া দিয়া নিজে সভাপতি হইয়া সকল কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিলেন। আমার বক্তৃতার বিষয় "মানুষ ও বিরাট" অথবা "মানুষের অনন্ত ভবিষ্যৎ।" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজকর্ম্মচারি ও অপর ভদ্র ব্যক্তি দ্বারা সভা বেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আমি উড়িয়া ভাষায় বক্তৃতা করিলাম বক্তৃতা বেশ জমাট হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র দাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তাহার সহিষ্ণুতা ও ধীরতার পরিচয় দিবার জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। পরলোক গমনের কিছুকাল পূর্ব্বে সে তাহার কনিষ্ঠদিগকে একদা অপরাহ্নে ইডেন্ উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া যায়, প্রত্যাগমন কালে একটি বালকের সহিত একটি উদ্ধত স্বভাব মুসলমানের ধাক্কা লাগে, তদ্দর্শনে সুরেশ বালকটিকে তিরস্কার করিয়া বলিল অন্ধের ন্যায় পথে চলিস্ কেন? দেখিয়া চলিতে পারিস্ না। মুসলমান ভাবিল অন্ধ শব্দ তাহারই প্রতি প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভাবিয়া সে নিরীহ সুরেশকে মুষ্টাঘাত করিতে উদ্যত হইল। সুরেশ তৎক্ষণাৎ অবিচলিত চিত্তে বিনীতভাবে করযোড়ে তাহাকে বলিল, ভাই আমি তোমাকে অন্ধ বলি নাই, আমার কনিষ্ঠকে উপদেশ দিবার জন্য তিরস্কার করিয়াছি, সেই দুর্দ্দান্ত সুরেশের সাম্যমূর্ত্তি ও বিনয় দেখিয়া নিরস্ত ও পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

এখন অনুসন্ধানের বিষয় এই যে, একটি অল্প বয়স্ক যুবাতে এতগুলি সদ্গুণের সম্মিলন কি প্রকারে হইল। আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরচিন্তাই ইহার মূল কারণ। বাস্তবিকই তাহাই ঘটে। তাহার টেবিল অন্বেষণ করিয়া দুখানি নোট বুক পাওয়া গিয়াছে, একখানিতে স্থানান্তর হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত, আর একখানিতে কতিপয় দৈনন্দিন লিপি। ইহাদিগের মধ্যে যে গুলি অবৈষয়িক ও হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশক সে গুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইংরাজী ২১শে

জানুয়ারী ১৮৯৬—শিবনাথ বাবুর ধর্ম্ম বিধানে "দেব ও মানব বিষয়ে বক্তৃতা। শিবনাথ বাবুর বক্তৃতা—চারি প্রকার ঈশ্বরের ধ্যান, জড় জগতে, প্রাণী জগতে, মনুষ্য সমাজে, আত্ম মন্দিরে। ইতিবৃত্তে দেব ও মানব আছে,—ইতর প্রাণী ঈশ্বরকে না জানিয়া কার্য্য করে,—আর কেহ তাঁহাকে জানিয়া কার্য্য করে।

ইং ১৩ই আগষ্ট ১৮৯৬—I am determined not to do the same and to change my career which is very tedious, from date.

No one can keep his word unless God help him. So oh God! give me strength to act according to my promise.

সেই কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে এবং যে পথে জীবন চলিতেছে সেই পথ পরিবর্ত্তন করিতে অদ্যকার তারিখ হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। ঈশ্বরসহায়তা ব্যতীরেকে কেহ তাহার সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারে না। অতএব হে ঈশ্বর আমার অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য্য করিতে আমায় বল প্রদান কর।

২৩শে আগষ্ট—Failed. Repentance. সঙ্কল্প রক্ষণে পতন—অনুতাপ।

Beware of evil thoughts and self-indulgence. I am helpless save me—oh God!

সাবধান! কুচিন্তা ও রিপুতুষ্টি হইতে সতর্ক থাকিও। আমি অসহায়, হে ঈশ্বর আমায় রক্ষা কর।

Lead me to thy path and show me thy light I am in the dark.

আমাকে তোমার পথে লইয়া চল, তোমার আলোক আমায় প্রদর্শন কর, আমি অন্ধকারে।

4th Septr. 96.—Failure 2nd time. What shall I do and can do without your help oh God!

If you do not care me I shall not live any more, shall soon die.

পতন দ্বিতীয় বার হে ঈশ্বর তোমার সহায়তা ব্যতিরেকে আমি কি করিব, বা কি করিতে পারি, যদি তুমি আমাকে গ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে আর আমি বাঁচিব না শীঘ্রই মরিব।

15th Septr. 96.—God shall I not pray to you? If I do what is its effect if I fail again and again.

Unless I receive any good from it, I would consider it as not efficacious.

প্রভো! আমি কি প্রার্থনা করিব না? যদি প্রার্থনা সত্ত্বেও আমার পুনঃ পুনঃ পতন হয় তাহা হইলে ইহার ফল কি? ইহা হইতে কোন মঙ্গল না পাইলে আমি ভাবিব ইহার কোন উপকারিতা নাই।

সে পারিবারিক উপাসনায়নিয়মিতরূপে যোগদান করিত, প্রতি রবিবারে দুটি ব্রহ্ম মন্দিরের (সাধারণ ও নববিধান) একটিতে নির্ব্বিশেষে যাইত। এইটুকু মাত্র তাহার জীবদ্দশায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভাবিতাম বাটির আর সকলে যাহা করে থাকে সুরেশ ও তাহাই করিতেছে। তাহার জীবনে যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা আমাদের কাহাকেও কোন ও প্রকারে বুঝিতে দেয় নাই। আমাদের না বুঝিবার কারণ তাহার অল্পভাষীতা। কাহারও সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিক আলোচনা বা তর্ক বিতর্ক করা তাহার স্বভাব ছিল না। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর কখনই দেখি নাই। কিন্তু মৃত্যু কালে যে প্রগাঢ় ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছে তাহা অতীব আশ্চর্য্য ও শিক্ষাপ্রদ, এবং তাহা যে অল্প সাধনের কাজ নয় তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইবে। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

মনমনসিংহ জেলার অধীন ইটনা গ্রাম নিবাসী নববিধান বিশ্বাসী শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ পাইয়া আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। ইনি আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। একাকী পল্লিগ্রামে বাস করিয়াও আশ্চর্য্যরূপে ইঁহার জীবনে বিশ্বাসের পরাক্রম বিধিমতে দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন হইতে ইনি আমাশয় রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, দেশে থাকিয়া কিছুতেই রোগের উপশম হইল না বলিয়া ইনি বরিশালে ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হরকিশোরের নিকট গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ জাহাজ হইতে জলে পতিত হন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার মধ্যম জামাতা শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"পরম ভক্তিভাজনেষু—গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদিগের পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়, শ্রীযুক্ত কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় বাড়ী হইতে বরিশালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট যাইবার জন্য ষ্টিমারে আমার সঙ্গেই নারায়ণগঞ্জ পৌছেন, তিনি আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন, ৯ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট রাত্রি ৩টার সময় ষ্টিমার হইতে জল উঠাইতে যাইয়া হঠাৎ নদীগর্ভে বিমজ্জিত হইয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও অনুসন্ধানে শরীর পাওয়া যায় নাই আর পাইবার আশাও নাই। তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর, বিস্তারিত লিখিতে অশক্ত, প্রাণ অস্থির, আমি একাকী এখানে কিরূপ ভাবে আছি তাহা বিধাতা জানেন। বরিশাল, ময়মনসিংহে টেলিগ্রাম দিয়াছি ও সর্ব্বত্রই পত্র দিয়াছি। বিশেষ বিবরণ আমার মন সুস্থতা প্রাপ্ত হইলে পরে পাঠাইব। আশা করি তাঁহার আত্মার জন্য মিলিত প্রার্থনা করিবেন।

"নারায়ণগঞ্জ" ২৬।৮।৯৭। } চির আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দয়াময়ী জননী নিশ্চয়ই তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত পুত্রকে আপনার অমৃত ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাঁহার আত্মাতে সুখশান্তি বিধান-

করিতেছেন। আমাদের আচার্য্যদেব বিশ্বাস মহাশয়ের এক জন পরম বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা স্বর্গধামে মিলিত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। আমরা যেন মর্ত্তধামে থাকিয়া তাঁহাদের পবিত্র আনন্দের অংশি হইতে পারি।

কল্যাণীয়া প্রিয়তমা শ্রীমতী বসন্তকুমারি আমাদের ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী, বিগত ৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ৪ চারিটী অল্প বয়স্কা কন্যা ও একটি শিশু পুত্র এবং স্বামীকে দারুণ শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র, ইনি অতি সাধ্বী সতী লক্ষ্মী পত্নী ছিলেন। হঠাৎ ইঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা বিশেষ মনবেদনা পাইয়াছি। মা জগজ্জননী তাঁহার কন্যার আত্মাতে শান্তিসুখ প্রদান করুন এবং তাঁহার পরিত্যক্ত স্বামী ও কন্যা পুত্রদিগের অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন।

আমাদের ঢাকাস্থ প্রচারক ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ গত ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার আপনার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইয়াছেন। ইনি প্রায় মাসাবধি কাল কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ নিজে অসুস্থ তাহার উপর এই ভয়ানক শোক পাইয়া বড়ই কাতর হইয়াছেন। চারিটি অবগণ্ড কন্যা লইয়া তিনি যে কেমন করিয়া সান্ত্বনা পাইবেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, সেই শোকহারী দয়াল শ্রীহরির দয়া ভিন্ন জীবের বাঁচিবার আর অন্য উপায় কি? আমাদের সকলের শোকাশ্রু তাঁহারই পবিত্র শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিক। দুঃখী প্রচারকপরিবারের তিনি ভিন্ন আর কে আছে।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রচার জন্য কুচবিহার যাত্রা করিয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আরায় অবস্থিতি করিতেছেন, ভাই বলদেবনারায়ণও শীঘ্র স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিবেন। কলিকাতার বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে আজ কাল কর্ম্মচারির সংখ্যা বড়ই অল্প হইয়া পড়িল। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক তাঁহার কার্য্য তিনিই চালাইয়া লউন।

সময় অভাবে আমরা ১৮৯৬ সালের আয় ব্যয় বিবরণ আজও প্রকাশ করিতে না পারিয়া অপরাধি হইতেছি। বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে যাহাতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই উহা প্রস্তত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষফণ্ডে যে সমস্ত টাকা পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা কিরূপে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার একটি হিসাব প্রস্তত করা হইতেছে। আশা করি শীঘ্র তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। সর্ব্ব সমেত প্রায় ১৮০০ টাকার অধিক আয়, প্রায় ১৫০০ টাকা ব্যয় হইয়া ঐ হিসাবে তিন শত টাকার অধিক গচ্ছিত আছে। দুর্ভিক্ষ ফণ্ড এখনও খোলা রাখা হইয়াছে। ময়মনসিংহ প্রদেশ হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে সেখানে কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন এবং বলবিধান করুন।

ময়মনসিংহের প্রচারক ভ্রাতা দীননাথ কর্ম্মকার পশ্চিম প্রদেশস্থ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের সেবা করিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। প্রায় একপক্ষ কাল তিনি কলিকাতায় আমাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়া গেলেন।

বিগত ভাদ্রোৎসবে বর্দ্ধমান, নওয়াখালি, রঙ্গপুর, টাঙ্গাইল ঘোলখাদা প্রভৃতি দূরদেশ হইতে কয়েকটি বিশ্বাসী ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সত্যই তাঁহায় একটি নাম ক্ষতিপূরণ।

আমাদের প্রতিপালক পিতৃস্থানীর দাতাদিগের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, বিগত ৭ই ভাদ্র তারিখে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ৪ চারিটি পুত্র একটি কন্যা এবং ভার্য্যা সহ আমাদের প্রচার পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের নামে ইঁহারা উৎস্বর্গীকৃত হইয়াছেন। কৃপাময় ঈশ্বরই সকলের রক্ষক ও প্রতিপালক ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী আজ কাল ইউনিটি ও মিনিষ্টার পত্রিকাও ভিক্টোরিয়া কলেজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। ইঁহাদের ব্যয় জন্য প্রতিমাসে ইঁহার পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে ২৫৲ টাকা করিয়া ইঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ নিয়োগী মহাশয় পাঠাইয়া থাকেন।

কাশীপুরস্থ একটি দরিদ্র হিন্দু পরিবারের সহৃদয়া গৃহিণী কয়েক মাস যাবৎ দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের সহায়ার্থ প্রতি দিন রন্ধনের সময় এক মুষ্টি চাউল, টাকা ভাঙ্গাইবার সময় একটী পয়সা রাখিয়া দেন। পরে ২।১ মাসান্তে ৫।৭ সের চাউল এবং সিকি আট আনির পয়সা সঞ্চিত হইলে আমাদের নিকটে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে পাঠাইয়া থাকেন, সম্প্রতি তিনি ৪।৫ সের চাউল, এবং একটী টাকা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি এই মহিলার স্বামীর ১৭৲ টাকা মাত্র মাসিক আয় সন্তান সন্ততি আছে। আমাদের ব্রাহ্মিকারা যদি এই হিন্দু মহিলার সদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলেন, সুখের বিষয় হয়।

আজ কাল ভিক্টোরিয়া স্কুলের পড়া শুনা বেশ ভাল হইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। আশ্রম নিবাসী বালিকা ও বয়স্থা মহিলারা সকলেই কিছু না কিছু বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ও ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী, ভগ্নীদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদের পরিশ্রমের পুরস্কার নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন। আশ্রমের প্রাতঃকালীন প্রত্যাহিক উপাসনাও বেশ সুমিষ্ট হইতেছে। কয়েক জন সাধক নিয়মিতরূপে ইহাতে যোগদান করেন। এখনকার উপাসনায় আমাদের পুরাতন ভারতাশ্রমের কথা অনেক সময় স্মরণ হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট মূল্য প্রেরণ জন্য আমরা কয়েকবার বিজ্ঞাপন দিয়াছি এবং পত্র লিখিয়াছি। তাঁহারা যেন সকলে বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই স্বীয় স্বীয় দেও মূল্য আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাদের উপকার করেন। এক সঙ্গে মূল্য পাইলে আমরা ঋণ পরিশোধের বিশেষ উপায় করিতে পারিব।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে. সি. দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১৭ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, আমরা পৃথিবীর সামান্য বিষয়ের প্রলোভনে পড়িয়া তোমায় হারাইতেছি, বল এ অপেক্ষা আমাদের আর অধিক কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে! তোমায় কি না ধন মান ভোগসামগ্রী অপেক্ষায় ছোট মনে করিলাম; তাহারা আমাদের সর্ব্বস্ব হইল, আর তুমি আমাদের কেউ হইলে না। এ কি সামান্য বিপরীত বুদ্ধি! তাহারা আমাদিগকে কি বাস্তবিক সুখী করে যে, আমরা তোমায় ছাড়িয়া তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত। যাহাদিগের কি নিত্য কি অনিত্য, কি সুখের হেতু কি দুঃখের হেতু এই জ্ঞানই জন্মিল না, তাহাদের বল তোমার ধর্ম্মরাজ্যে স্থান কোথায়? ইহারা নরকের আগুনে জ্বলিবে, এদের ভাগ্যে কি আর শান্তি আছে? হে প্রভো, দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ে যথার্থ ভাব প্রেরণ কর, আমরা সেই জ্ঞানে আমাদের অনুসর্ত্তব্য কি তাহা দেখিয়া লই, এবং যে সুখ শান্তি সংসারের সেবা করিতে গিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই সুখ শান্তি পুনরুদ্ধার করি। আমরা নিজেই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। কোথায় আমাদের প্রতি জনের 'আমি' তোমার ভিতরে ডুবাইয়া দিয়া তোমাকে আমাদের জীবনের প্রভু বলিয়া বরণ করিব, তাহা না করিয়া দেখ আমাদের সেই ক্ষুদ্র পশু আমিকে প্রভু করিয়া তাহারই সেবায় প্রবৃত্ত রহিয়াছি। সে কেবলই ধন চায়, মান চায়, ভোগ চায়, সংসারের ছাই ভস্ম ক্রমান্বয়ে চায়; যত দিই, তত আরও চায়, এইরূপে নিয়ত আমাদিগকে নরকের কূপে নিক্ষেপ করিতেছে। হে দেব, ইহাতে আমাদের আত্মার প্রসন্নতা স্ফূর্ত্তি উদ্যম চলিয়া যাইতেছে, আমরা দিন দিন আমাদিগকে পশু অপেক্ষাও হীন করিয়া ফেলিতেছি। পশুরা আপনাদের প্রকৃতি অনুসারে চলিয়া স্ফূর্ত্তি উদ্যমে উল্লাসে পূর্ণ, আর আমরা কি না বিষণ্ন নিস্তেজ! আমরা আত্মকৃত অপরাধে আপনারা মরিতেছি, কে, বল আমাদিগকে সেই মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবে। তুমি বিনা আমাদের হৃদয়ে কে আর যথার্থ জ্ঞান উদ্দীপিত করিয়া দিবে? কোন্ বস্তু আকাঙ্ক্ষণীয় কোন্ বস্তু দূরে পরিহার্য্য বুঝাইয়া দিবে? তোমা বিনা এই দুঃসাধ্য ব্যাপার এই মোহ অপনয়ন কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, এ জন্য আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া দাও, আমরা দিব্য নয়নে নিজ নিজ অবস্থা ভাল করিয়া দেখি, দেখিয়া ভীত হই, ভীত হইয়া একেবারে আমি পশুকে তোমার চরণে বলি দিয়া

আমিত্ব শূন্য হই, একেবারে তোমার হইয়া যাই। হে দেবাদিদেব, তুমি বিনা আমাদের এ অভিলাষ আর কেহ পূর্ণ করিতে পারে না জানিয়া আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ কর, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

উপাসনার অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ অঙ্গ।

উপাসনা আমাদের জীবনের মুখ্যকার্য্য। ইহাতে আমাদের ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিতান্ত উজ্জ্বল হয়, দুঃখ, শোক পাপের দ্বার অবরুদ্ধ হয়, ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য সাধনে প্রভূত সামর্থ পাওয়া যায়, সংশয় ও মোহ আসিয়া চিত্তকে আবৃত করিতে পারে না, হৃদয়ে জ্ঞান প্রেম পুণ্য অবতীর্ণ হইবার পথ খুলিয়া যায়। যখন উপাসনার সঙ্গে জীবনের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের এই প্রকার ঘনিষ্ঠ যোগ, তখন এ সম্বন্ধে যে আলোক সময়ে সময়ে লাভ করা যায়, তাহা পাঠকবর্গকে যদি আমরা জ্ঞাপন না করি, তাহা হইলে আমাদের কেবল কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় তাহা নহে, আমরা ঈশ্বর ও জনসমাজের নিকটে অপরাধী হই। উপাসনার দুটি অঙ্গের বিষয়ে কিছু দিন হইল, আমরা যে আলোক লাভ করিয়াছি, এই অপরাধের ভয়েই আমরা তাহা পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উদ্বোধনান্তে প্রথমাঙ্গ আরাধনা। আরাধনা উপাসনার অতি প্রধান অঙ্গ, এজন্য আমরা এ সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ পূর্ব্বে নানা আকারে লিখিয়াছি। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য সংক্ষেপে স্বরূপঘটিত কয়েকটী আমরা পুনরুল্লেখ করিতেছি। পুনরুল্লেখ আরও একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সারভূত বিষয় বাহির করিয়া লওয়া সকল সময়ে সহজ হয় না; অথচ এ সম্বন্ধে সহজ কথাগুলি মনে রাখাই প্রয়োজন। এ বিষয়ে পাঠকগণকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে সংক্ষেপে পূর্ব্বলিখিত বিষয়ের সার অগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এ তিন স্বরূপ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। 'সত্যং' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র জগৎ ও জীবনিরপেক্ষ এক মহাসত্তা অন্তশ্চক্ষুর সন্নিধানে প্রকাশ পাইল। এই সত্তাকে শক্তিরূপে প্রাণের প্রাণরূপে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন উৎসরূপে প্রত্যক্ষ করণ সত্য স্বরূপেই হইয়া থাকে। এই সত্যের সহিত নিত্যত্ব, অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব, সারত্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। সারত্ব বলিলেই চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, মানবের মানবত্ব ইত্যাদি সকলই সত্যস্বরূপ হইতে হৃদয়ঙ্গম হয়। কেবল এইরূপে আরাধ্যকে দেখিলে সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। তিনি যদি আমাকে না জানেন, আমার সমুদায় হৃদয় না দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে না। যখন সাধক তাঁহাকে 'জ্ঞান' বলিয়া জানিলেন, তখন আর তাঁহার সে অভাব থাকিল না। অধিকন্তু তিনি আমার হৃদয় দেখিতেছেন, আমি তাঁহার নিকটে কিছুই গোপন রাখিতে পারিতেছি না। ইহাতে এক দিকে ভয়, অন্য দিকে সৌহৃদ্যবন্ধন ঘনতর হইয়া আসিল। যখন সেই সত্য ও জ্ঞান অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হইল, তখন ব্রহ্মবস্তু হস্তবিচ্যুত হইলেন আর তাঁহাকে ধরিতে পারি না, বুঝিতে পারি না, তিনি একেবারে বুদ্ধিমনের অতীত হইয়া গেলেন। তিনি এক পরম রহস্যরূপে আমাদের নিকটে প্রতিভাত হইলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবিব কি বলিব আর কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এতক্ষণ নিকটে দেখিতেছিলাম, এখন তিনি সর্ব্বাতীত হইলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না একা তিনি ছিলেন, তাঁহার নাম নির্দ্দেশ ছিল না, তিনি এখন তদবস্থ হইলেন। সর্ব্বাতীত (Transcendent) ব্রহ্ম আমাদের সমুদায় অভিমান হরণ করিলেন, আমরা অপদার্থ হইয়া কিছুই

নাই হইয়া উড়িয়া গেলাম। এখন কে আরাধনা করে? কে কার সংবাদ লয়? এতদবস্থায় আরাধনার দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারিত হইল—"আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি" কে এ মন্ত্র উচ্চারণ করিল? লব্ধচৈতন্য সাধক। তাঁহার চেতনা লাভ হইল কি প্রকারে? সর্ব্বাতীত যিনি তাঁহাকে সর্ব্বগত দর্শনে। স্বর্ব্বগত (Immanent) বুঝিলেন কিরূপে? অনন্তের আনন্দ রূপে অমৃতরূপে সাধকে প্রবেশে। তবে কি ব্রহ্মের সর্ব্বাতীতত্ত্ব এ সময়ে নিবৃত্ত হইল? না। সর্ব্বাতীত যিনি তাঁহারই অন্তর্ভূতরূপে সাধক আপনাকে ও সকলকে দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বাতীত থাকিয়াও যখন তাঁহার অন্তরপ্রবেশ সাধক অনুভব করিলেন, তখন তিনি আপনাকে অমৃত বা অনন্ত জীবন সম্পন্ন এবং আনন্দোৎপন্ন সমুদায় সম্পদের অধিকারী জানিলেন। তিনি ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন না, ব্রহ্মের চক্ষের ভিতরে থাকিয়া তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। জগৎ ও জীব সমুদায়ই যদি অনন্তের বক্ষের ভিতরে, অথচ অনন্ত যদি তাহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট, তবে প্রবিষ্টাংশে তিনি বিকারী হইলেন না, কি প্রকারে সাধক মনে করিবেন। বিশেষতঃ অনন্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার জীবদিগকে বিতরণ করিবার জন্য। বিতরণে বৈষম্য প্রকাশ পাইবে না কে বলিল? তখন সাধকের হৃদয়ে এই মন্ত্র ধ্বনিত হইল,—"শান্তং শিবমদ্বৈতম্" তিনি 'শান্ত' প্রপঞ্চাতীত অথচ 'শিব' প্রেমস্বরূপ। তিনি জীবদিগকে নিরন্তর কল্যাণ বিতরণ করিতেছেন, অথচ আপনি আপনাতে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন; তাহাদের সহস্র পরিবর্ত্তনেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। বিচলিত করিতে পারিতেছে না বলিয়াই সাধু অসাধু সকলকে সমানভাবে সকলই বিতরণ করিতেছেন, এবং কখন দুই ভাবাপন্ন না হইয়া (অদ্বৈত) একই ভাবে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার বিবিধভাবে প্রকাশ তাঁহার একত্ব খণ্ডন করিতেছে না। একের অব্যভিচারী প্রেমে সাধক যখন মুগ্ধ হইলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছায় সমুদায় বিরুদ্ধগতি নিবৃত্ত হইয়া তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধমে" আবিষ্ট হইলেন; আর সেই মন্ত্র সহজে [illegible] পথ দিয়া বিনিঃসৃত হইল। যখন 'শুদ্ধমে' আ[illegible]ন ব্রহ্ম "রসো বৈ সঃ" রসস্বরূপ হইয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ পাইলেন, সাধক রসস্বরূপে—সাক্ষাৎ আনন্দে মগ্ন হইলেন। এই মগ্নাবস্থাতে যে সম্ভোগ উহাই ধ্যানে পরিণত হইল।

উপাসনার অন্তর্ম্মুখ অঙ্গ কোন্‌টি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার এখন অবসর উপস্থিত। উদ্বোধন করি কেন? বাহির হইতে সকলে ভিতরে আনিবার জন্য। মন ভিতরের দিকে, উন্মুখীন হইলে আরাধনার আরম্ভ হইল। প্রথম স্বরূপদ্বয় সাধনা করিতে করিতে সাধক যখন অনন্তস্বরূপের সমীপবর্ত্তী হইলেন তখন তিনি অনন্তের ভিতরে পড়িয়া গেলেন, এই যে পড়িলেন আর সেখান হইতে তাঁহার বাহিরের দিকে গতি হইল না। তিনি অনন্তের ভিতরে থাকিয়াই পর পর স্বরূপের আরাধনা করিতে লাগিলেন। যখন শেষে রসস্বরূপে আসিয়া আরাধনা শেষ করিবেন, তখন তাঁহাতে মগ্ন হইয়া গেলেন। এই মগ্নাবস্থাতেই ধ্যান হইল। ধ্যানের প্রথমাবস্থায় মগ্নভাব ঘন, এই ঘন ভাব ক্রমে বিরল হইতে হইতে (আমরা এসম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিয়াছি) সত্যস্বরূপে বা প্রাণস্বরূপে ধ্যান শেষ হইল। অনন্তস্বরূপের ভিতরে আপনাকে ও সমুদয় জগৎ ও জীবকে যে দেখা হইয়াছে সে ভাব এখন প্রাণস্বরূপে সমুদায় জগৎ ও জীব গ্রথিত—এইরূপে দয়া ভাবান্তরে পরিণত হইল, অন্য কথায় সর্ব্বাতীতত্ত্বভাব কিঞ্চিৎ বিরল হইয়া সর্ব্বগতত্ত্বভাব এখন প্রাধান্য লাভ করিল। এখন বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িবার সময় উপস্থিত, সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ব্বগত, অন্যকথায় ব্রহ্মেতে আমরা এক প্রাণ হইয়া সকলে অবস্থিত, ইহা যদি চিত্তের স্বাভাবিক ভাব না হয়, তাহা হইলে উপাসনা বিফল হইল। উপাসনায় অন্তর্মুখ অঙ্গ শেষ হইয়া এখন বহির্মুখ অঙ্গের আরম্ভ।

ধ্যানান্তে যখন মানবজাতির সহিত একপ্রাণ হইলাম, তখন সাধারণ প্রার্থনা স্বভাবতঃ হৃদয় হইতে উত্থান করিল। ... নি ভাষায় নিবদ্ধ যে উচ্চ সাধক হইতে ...ান মানবের উহা উপযোগী। উচ্চসাধক সম্বন্ধে উহা কি প্রকারে উপযোগী প্রথমে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। উচ্চ সাধক যখন বাহিরের দিকে আসিতেছেন, তখন যাহা অসত্য অসৎ অস্থায়ী তাহাতে বা মন আকৃষ্ট হয়, ঈশ্বর বিরহিত জগৎ ও জীব নিতান্ত অসৎ, তাহাই বা দর্শনের বিষয় হয়, এজন্য তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, অসৎ জীব ও জগৎ হইতে সত্য যে তুমি তোমাতে আমাকে লইয়া যাও। কিরূপে লইয়া যাইবে? হে সত্য স্বরূপ তুমি প্রকাশিত হও, অর্থাৎ অসৎ জীব ও জগতের মধ্যে হে সত্য যেন নিয়ত তোমাকেই প্রকাশিত দেখি। যিনি সত্য তিনি নিত্য। চারিদিকে কেবল মৃত্যু অর্থাৎ অনিত্য। মৃত্যুর অধীন জীব ও জগত হইতে অমৃতেতে অর্থাৎ নিত্যে লইয়া যাওয়ার প্রার্থনার পরেও, অনিত্য মধ্যে নিত্য সত্যের প্রকাশ উচ্চসাধকের প্রার্থনীয়। উচ্চসাধক হইলেও তিনি কখন পরীক্ষা প্রলোভনের অতীত নহেন, সুতরাং প্রলোভনে পড়িয়া বা সর্ব্বত্র সত্যস্বরূপের অধিষ্ঠান দর্শন হইতে ভ্রষ্ট হন, এজন্য মঙ্গলময়ের নিকটে তাদৃশ পতন নিবারণের জন্য প্রার্থনা স্বাভাবিক। যাঁহারা সাধনে এখনও উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন নাই সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন বিলুপ্ত না হয়, এ জন্য উপরি উদিত ভাবেই তাঁহারাও, প্রার্থনা করিতে অধিকারী। যাঁহারা সাধারণ মানব, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ সাধারণ প্রার্থনা সাধারণ অর্থে নিতান্ত উপযোগী। এই বহির্মুখ অঙ্গ হইতে উপাসনার পরিশেষে সমগ্র অংশ সমুদায় মানবজাতির সহিত একীভূত হইয়াই নিষ্পন্ন হয়। প্রথমটি অন্তর্মুখ, কেন না সাধক কেবল ভিতরে ঈশ্বরেতে ছিলেন, দ্বিতীয়টী বহির্মুখ কেন না ঈশ্বরকে লইয়া সাধক বাহিরে আসিলেন।

সুলভ ও দুর্ল্লভ।

যাহা সুলভ তাহা অল্প মূল্য, যাহা দুর্ল্লভ তাহার মূল্য অধিক। কি সুলভ কি দুর্ল্লভ ইহা নির্ণীত না হইলে, আমাদের জীবন সম্বন্ধে কি মূল্যবান ইহা আমরা কখন নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও আমাদের জীবন উপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সুলভ কি, দুর্ল্লভ কি, আমরা তন্নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা প্রথমে দেখিতে পাই, আমাদের শরীর ধারণের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন সে সকল অনায়াস লভ্য। জল, বায়ু ফল, শস্য এ সমুদায় শরীর ধারণের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন, সুতরাং এ সকল প্রকৃতি অজস্র ভাবে সর্ব্বত্র সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, নগর নগরী বিপণি প্রভৃতি মনুষ্যকৃত আয়োজন হয় নাই, তখন আহার পান বিষয়ে অল্পায়াস প্রয়োজন ছিল। যে সকল প্রদেশে ফল শস্য প্রচুর প্রমাণ নয়, সে সকল দেশে মৃগয়োপজীবী জাতি মৃগয়ালব্ধ আহারে সহজে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বাণিজ্যাদি জন্য আহার সংগ্রহে ধন সম্পদের প্রয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও উপজীবিকা লাভের সুলভতা বিলুপ্ত হয় নাই; কিঞ্চিৎ শারীরিক পরিশ্রম নিয়োগ করিলেই তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তা করিবার বিষয় থাকে না। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন নূতন অভাব বাড়িতেছে সত্য, কিন্তু এখানেও অভাব পরিমাণে পরিশ্রম বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যেখানে সমুচিত পরিশ্রম করিয়াও অভাব পূর্ণ হইতেছে না দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে অপ্রয়োজনীয় অভাবগুলি পরিত্যাগ করিলেই জীবন সহজে যাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ জীবিকাদি প্রয়োজন সিদ্ধি সম্বন্ধে এমনই সহজ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, এখানে দুর্ল্লভত্ব মনে করা অনুচিত অভিলাষ ভিন্ন কদাপি ঘটে না।

যথোচিত কায়িক পরিশ্রম যখন শরীর পালনের উপায় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন উহা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। যাহা আয়ত্তাধীন তাহাকে দুর্ল্লভ বলিব কি প্রকারে? উপযুক্ত পরিশ্রম কর, যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সকলই লাভ করিবে, শরীর রাজ্যের এই কথা। পরিশ্রম যখন ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বিধি, তখন যদি কেহ অলস হইয়া থাকে, সে অভাব নিপীড়িত হইবে, যত অভাব নিপীড়িত হইবে, তত জগতের ব্যবস্থার প্রতি নিন্দাবাদ করিবে। এই নিন্দাবাদ ঘোর অপরাধ এবং এই অপরাধ হইতে যে অবসাদাদি উপস্থিত হইবে তাহা তাহার দণ্ড। তুমি যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছ, তাহাতে সর্ব্বদা সমুচিত পরিশ্রম কর, অবশেষে বিষয়ের জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না, সকলই আপনা হইতে হইয়া আসিবে।

মানুষ পরিশ্রম করিতেছে, প্রতিদিনের জীবিকা লাভ করিতেছে, এমন কি জীবিকা লাভ করিয়াও উদ্বৃত্ত হইতেছে, তদ্দ্বারা অপ্রয়োজনীয় সুখের সামগ্রী সকলও সে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু একটি বিষয়ে তাহার অভাব কিছুতেই পূরণ হইতেছে না। সে অভাব সুখ শান্তি ও সন্তোষ। তুমি অট্টালিকায় বহু দাস দাসীতে পরিবেষ্টিতই থাক, আর পর্ণকুটীরে ছিন্ন কন্থায় শয়ন কর, কোন স্থানেই সুখ, শান্তি ও সন্তোষ প্রবেশ করে না। সুখ, শান্তি ও সন্তোষ অবশ্য তবে দুর্ল্লভ সামগ্রী। তুমি যেখানে যাইবে সেখানে বহু আড়ম্বর দেখিবে; মনে হইবে যেন সংসারিগণ কত সুখ স্বচ্ছন্দাতেই জীবন যাপন করিতেছেন। উপরে উপরে যত দেখিবে, তত তোমার এই প্রতীতি হইতেছে, শারীরিক অভাব সমুহ পরিপূরণ যে প্রকার সহজ, সুখ ও সন্তোষলাভও তেমনি সহজ। তোমার এ প্রকার ভ্রম ঘটে কেন জান? সুখ শান্তি ও সন্তোষ বাহিরের সামগ্রী নহে, উহা মানুষের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে বাস করে। যতক্ষণ না তুমি কোন ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশলাভে অধিকার পাও, তোমাকে সুহৃদ্‌জ্ঞানে সে ব্যক্তি তোমাকে হৃদয় খুলিয়া না দেখায় ততক্ষণ তোমার এ সম্বন্ধে ভ্রম কিছুতেই ঘুচিবে না। তুমি বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিয়া আসিলে, অন্তরের তত্ত্ব তো পাইলে না। যাহা সে ব্যক্তির পক্ষে সুলভ সেই সকল তুমি দেখিয়াছ; যাহা তাহার ও সকলের পক্ষে দুর্ল্লভ তাহা দেখিবার তুমি অবসর পাও নাই; ইহাতে তোমার তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? সংসারের কোন অবস্থা মধ্যে সুখ নাই রাসেলাসের এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত নহে, কেন না সংসারের ইহাই যথার্থ অবস্থা। পরিশ্রম যত্ন করিয়া মানুষ বাহিরের ঠাটটা বজায় রাখিতে পারে, কিন্তু অন্তরের দিকে রক্তারক্তি।

মানুস নির্জ্জনে বসিয়া যখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আর দেখে এত করিয়াও সে সুখী হইল না, অন্তরের আগুন নিভিল না, যত সংসারের সহিত সম্বন্ধ দিন দিন গাঢ় হইয়া আসিতেছে, তত অশান্তি অসুখ ও অসন্তোষ বাড়িতেছে, তখন সে তৎসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে। যে কয়েক দিন সংসারে থাকিতে হইবে অন্তরের আগুন অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে আমোদ হাসি লোক লৌকিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, প্রত্যেক সংসারীর এই চিন্তা। সুতরাং বাহিরের আড়ম্বর দ্বারা * ভিতরের সংবাদ গোপন রাখা ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রথা। সংসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিনে, তাই কেহ আর কাহারও অন্তরে সুখ, শান্তি ও সন্তোষ আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করে না। কপটতার আবরণে সে ছিকুটা চিরদিন আচ্ছাদিত থাকে। তবে হৃদয়ের বন্ধু পাইলে যখন ভাব বিনিময় হয়, তখন অন্তরের গোপনীয় বিষয় বাহির হইয়া পড়ে।

* আড়ম্বর শব্দের বুৎপত্তি ও এই অর্থ প্রকাশ করে আ+দম+বর দর স্থলে ড় হইয়াছে—আ শব্দের অর্থ সম্যক্ প্রকারে, দম অর্থ চাপিয়া রাখা। সুতরাং ভিতরে বিলক্ষণ চাপিয়া রাখাই আড়ম্বর।

সকলেরই এক দশা, সুতরাং পরস্পরের দুঃখ বিনিময় দ্বারা হৃদয় কথঞ্চিৎ লঘুভার হয়। প.শুত সোপেনহিয়র সংসারের দুঃখের দিক্ চিন্তা করিয়া আত্মহত্যা বিনা ইহার নিষ্কৃতি নাই, নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বেদান্ত তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ছিল, সেই বেদান্ত যে আত্মহত্যার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই আত্মহত্যা যে সুখ শান্তি ও সন্তোষের হেতু একটু চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন। আত্মহত্যা সুখ, শান্তি ও সন্তোষের মূল কি প্রকারে একবার দেখা যাউক।

আমি পশু নিরন্তর চীৎকার করিতেছে, আর বলিতেছে ধন দাও, মান দাও, যশ দাও, ভোগ দাও; তাহার আর কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। যত ইহাকে সে সমুদায় দেওয়া যায়, ততই ইহার আবদার দিন দিন বাড়িতে থাকে। পরিশেষে ইহার আবদার মিটাইবার জন্য অধর্ম্মের পথ পাপের পথ আশ্রয় করিতে হয়। সহজ পরিশ্রমে যাহা উৎপন্ন, তাহাতে যদিও পশু সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ সন্তোষে জীবন কাটাইতে পারা যাইত, কিন্তু তা যখন ইহার হাড়ে লেখা নাই, তখন এর হাতে পড়িয়া মানুষকে কদর্থনা সহ্য করিতেই হয়। এই আমি পশুর বলিদান অন্য কথায় আত্মহত্যা না করিলে আর নিষ্কৃতি নাই। বেদান্তের ধর্ম্ম, আত্মহত্যার। আপনাকে মারিয়া ফেলিয়া যে ভগবানকে সর্ব্বেসর্ব্বা না করিল তাহার সুখ, শান্তি, সন্তোষ লাভের কোন আশা নাই। দেবতার তুষ্টির উদ্দেশে বলিদান চিরপ্রচলিত প্রথা। পরম দেবতা নির্দ্দোষ ছাগাদি পশুর বলিদান অত্যন্ত ঘৃণা করেন, কেন না সে সকলই তাঁহার অতীব প্রিয়। কিন্তু নরনারী তাঁহার নিকটে আত্মাকে বলিদান দিবে ইহা তিনি চান। কেন চান? তাহাদিগকে আপনাতে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য। যখন তাহারা তাঁহাতে পুনর্জ্জীবিত হইল, তখন সুখ শান্তি সন্তোষ লইয়া নরজন্ম লাভ করিল; জ্ঞান প্রেম পুণ্যে তাহাদিগের জীবন ভূষিত হইল। এখন ঈশ্বর তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা চান, তাহাই তাহারা চায়, সুতরাং আর পাপ ক্লেশ দুঃখ আসিবে কি প্রকারে? লোকে বলিবে, এরূপে আত্মহত্যা করা তো আর সহজ কথা নয়, যদি সহজ হইত তাহা হইলে নরনারী ইচ্ছা করিয়া কি আর দুঃখের পথে পড়িয়া থাকিত? আমরা বলি পৃথিবীর কপট ব্যবহার নরনারীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। যাহারা আজ সংসারের বিষয় কিছু জানে না, সংসারিগণের কপটাচরণে তাহারা মনে করিতেছে সংসারের বাজারে সুখ সন্তোষ শান্তি সহজে মিলে। তাহারা মনে করিতেছে ধন মানাদি অর্জ্জন করিতে পারিলেই তাহারা সুখী হইবে। ধনাদি যদিও দুর্ল্লভ নয়, তথাপি তাহাকেই তাহারা দুর্ল্লভ মনে করিতেছে, এবং ধনাদি দ্বারা যে সুখ সন্তোষ শান্তি ক্রয় করিতে পারা যায় না, তাহাকেই তাহারা সুলভ মনে করিতেছে। এই বিপরীত দৃষ্টি সর্ব্বথা সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া রহিয়াছে। প্রথম হইতে নরনারী যদি সুখের পথ কি বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা সেই দিকে আপনাদের সমুদায় প্রযত্ন নিয়োগ করিত। প্রথম হইতে প্রযত্ন হইলে আত্মহত্যা বা আত্মবলিদান অন্য কথায় আত্মাকে সর্ব্বথা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করা কিছু কঠিন ব্যাপার হইত না। ঈশ্বর যদি নরনারীর অনুরাগের পাত্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য আপনাকে ভোলা কি আর একটা কিছু প্রয়াসসাধ্য ব্যাপার হইত। এখন সকলেরই পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রযত্নসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। যাঁহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, যাঁহারা সংসারে আজও জড়িত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারা সন্তোষ সুখ শান্তিরূপ দুর্ল্লভ সামগ্রী লাভের জন্য আমি পশুকে বলি দিতে, পরার্থ ঈশ্বরার্থ জীবন ধারণ করিতে শিক্ষা করুন, যাহা দুর্ল্লভ তাঁহাদিগের পক্ষে তাহা অবশ্য সুলভ হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মের প্রাণ নূতনত্ব। যদিও সাধকগণ বহু কাল একই কথা উপাসনা করেন ও একই নাম কীর্ত্তন করেন, নূতন ভাব না পাইলে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন থাকিতে পারে না, এরূপ নূতনত্ব চেষ্টা দ্বারা লাভ করা যায় না, ভগবান পুরাতন শব্দ অবলম্বন করিয়া গোপনে সাধকের অন্তরে প্রবেশ করেন ও সাধক অপূর্ব্ব স্বাদ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন।

সাধনবিষয়ে প্রণালী বা নাম পরিবর্ত্তন করা মনের চঞ্চলতা প্রকাশ করে। ধীর হইয়া বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অটল ভাবে সাধন করা আত্মার উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যিনি সকল সাধনের অতীত তাঁহাকে সাধন করিয়া কে নিজবলে বা নিজ উপযুক্ততায় লাভ করিতে পারে। তাঁহার উদ্দেশে নিষ্ঠাবান্ হইয়া বহু দিন সাধন করিতে হইবে। তিনি তাঁহার কৃপাগুণে দেখা দিবেন। নূতন গান, নূতন স্থান, নূতন কথা সময় সময় ভাবের সাহায্য করে কিন্তু সর্ব্বদা তাহা অন্বেষণ করিলে মন আত্মিক বিলাস প্রিয় হইয়া গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হয়।

দারিদ্র ধর্ম্মসাধনের সহায়। সাধারণত দেখা যায় দরিদ্রগণ ধর্ম্মের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন। অনেকে দারিদ্র লাভ করিবার জন্ম ধন সম্পদ ত্যাগ করেন, অন্য অনেক লোকে দরিদ্র থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ধন উপার্জ্জনে বিমুখ থাকেন। নববিধান ইঁহাদিগকে অবশ্য মান্য দিবেন কিন্তু সেই দরিদ্রই মান্যের পাত্র যিনি যথাশক্তি ন্যায়সঙ্গত উপার্জ্জন করেন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে অর্থব্যয় করিয়া চিরদিন দরিদ্রই থাকেন। পূর্ব্ব কথিত দুইপ্রকার দারিদ্রে পৃথিবীতে গৌরব পাওয়া যায়, কিন্তু যিনি অন্য সকলের ন্যায় উপার্জ্জন করেন ও কর্ত্তব্যানুরোধে ব্যয় করিয়া দরিদ্র থাকেন তাঁহার পক্ষেই ধর্ম্মসাধন সহজ। দৃশ্যতঃ অন্য সকলের মত থাকিয়া অন্তরে ধর্ম্মসাধনই বিধানসঙ্গত পথ। যদি দারিদ্রের জন্য কেহ 'আহা' করে তবেই অভিমান হইবার আশঙ্কা। ইচ্ছা করিয়া দরিদ্র 'হইয়াছি' বা 'রহিয়াছি' একথা নববিধান অনুমোদন করেন না।

প্রাপ্ত।

কর্ম্মশক্তির মাহাত্ম্য।

[কুচবেহার নববিধান মন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপনের দশম সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে পঠিত।]

জীবন স্বর্গ ও নরকের সন্ধিস্থল। স্বর্গ ও নরক কল্পনা নহে; উহাদের অঙ্কুর মানবাত্মাতেই নিহিত রহিয়াছে। পরমেশ্বর মানবাত্মাকে ভক্তি ভালবাসা বুদ্ধি প্রজ্ঞা জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকলকে যথোচিতরূপে বিকসিত করিতে থাকাই অমৃতের অবধারিত পন্থা, আর তাহাদিগের অসম্যক বিকাশ বা ক্রমিক লয়ই নরকের নিশ্চিত হেতু।

গাঢ় প্রহেলিকাচ্ছন্ন জীবনের রহস্য ভেদ করিবার এই তত্ত্বটীই অমোঘ সহায়। জীবনরহস্যভেদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বাদৌ স্বর্গ কি, নরক কি এবং স্বর্গ ও নরকের সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ কি এই সকল তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। স্বর্গ ও নরক বাহিরের স্থান নহে, প্রগাঢ়রূপে প্রণিধান করিলে প্রতীতি হয় যে উহারা মানবাত্মার অবস্থা বিশেষ এবং আমাদের প্রতি-জনের জীবনেই স্বর্গ ও নরকের আভাস রহিয়াছে।

কিন্তু কয়জনে ইহার সন্ধান পাইয়া থাকেন? যাহারা সংসারকে সামান্য ক্রীড়াভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, যাহারা বাতবিলোড়িত শুষ্কতৃণাংশের ন্যায় কাণ্ডারীবিহীন হইয়া অবস্থাস্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, কিম্বা যাহারা জীবনের রহস্যের বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়া পল্লবগ্রাহী মূর্খের ন্যায় চিরকালই উহার বহির্দ্দেশে বিচরণ করেন, এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করা তাহাদিগের এক প্রকার অসাধ্য। ঈদৃশ লোকদিগের জীবন-রহস্য ভেদ করিয়া উঠার আশা অতি অল্প। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা জ্ঞান নয়নে সংসার ক্ষেত্রের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বদা

"এইযে সংসারধাম নহে নিরাপদ স্থান
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে"

প্রভৃতি আতঙ্কজনক সত্য সকল সর্ব্বদা স্মৃতিপথে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত রাখেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই জীবন যে স্বর্গ ও নরকের সন্ধি-স্থল, মানবাত্মাতে যে স্বর্গ ও নরক উভয়েরই অঙ্কুর নিহিত রহি-য়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং তাহার ফলস্বরূপে সম্যক্রূপে জীবনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অতি সাবধানে সংসারের প্রভূত বিঘ্নরাশি অতিক্রম করতঃ ধীরে ধীরে নিয়ত অমৃতের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

আর যাহারা এই তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই তাহাদিগের অবস্থা সর্ব্বথা শোচনীয়। স্বর্গ ও নরকের সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, থাকিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং সুধীগণের নিকটে নিতান্ত অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদিগের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে, এবং এবং একসময়ে তাহারা, মৃত্যুর অবধারিত মূল বলিয়া যাহা হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে সরিয়া সরিয়া যায়, সময়ান্তরে আবার তাহাকেই অমৃতের সোপান বলিয়া অন্ধেরমত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করতঃ জীবন পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। হায়, ইহাদিগের অবস্থা কি চঞ্চল! আমরা পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকেই চঞ্চলতার উদাহরণ বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের নিকট ঈদৃশ অসার লোক-

দিগের জীবনই প্রকৃত চঞ্চলতার দৃষ্টান্ত। ইহারা আজ লৌকিক উন্নতির জন্য লালায়িত হইয়া, ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিকেই প্রত্যক্ষ স্বর্গ বলিয়া মনে করিতেছে এবং প্রাণপণে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, কাল আবার সেই সকলকে উপেক্ষা করিয়া জগতের প্রতি এমন কি স্বীয় জীবনের প্রতিও বীতরাগ হইয়া সন্ন্যাসী সাজিতেছে। ইহাদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া ইহাই মনে হয় যে পরমেশ্বর মানবের অন্তরে অমৃতের বীজমাত্র নিহিত করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন, কিন্তু তাহা লাভ করিবার কোন উপায়ই মানবের সাধ্যায়ত্ত করিয়া দেন নাই। হায় ঈদৃশী অবস্থাই যদি প্রার্থনীয় হইত তবে রামলক্ষ্মণ ভীষ্ম কৃষ্ণার্জ্জুন দায়ূদ্ ইপামিনণ্ডাস্ প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের বৃত্তান্ত কে পাঠ করিত এবং ব্যাস বাল্মীকি হোমার থিয়ুসিডাস্ কাহাদিগের চরিত্র কীর্ত্তন করিত ?

তবে পরমেশ্বর কি আমাদিগের অন্তরে অমৃতের বীজমাত্র প্রোথিত করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন ? কখনই নহে। যিনি পূর্ণদয়াধার, যাঁহা হইতে অবিশ্রান্ত করুণাস্রোত প্রবাহিত হইয়া অখিল বিশ্বকে সরস রাখিতেছে যিনি আমাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ অভাব সকল জানিয়া তন্মোচনার্থ বিচিত্র বিচিত্র বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই জননীর শোণিতকে সুস্বাদু ক্ষীরে পরিণত করিয়া রাখেন, যিনি দিগন্ত প্রসারিত শুষ্ক মরুভূমিতেও পিপাসাকুল পথিকের তৃপ্তির নিমিত্ত স্থানে স্থানে পান্থপাদপ স্থাপিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন এবং যিনি সহানুভূতির অভাবে মানবসমাজ মরুভূমি হইতেও অধিকতর যন্ত্রণাময় হইবে জানিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে সহানুভূতির উৎস রাখিয়া দিয়াছেন এবং যাঁহারই প্রসাদে আমরা জনক জননীর অযাচিত স্নেহ এবং আরও কত প্রকার মধুময় মধুময় সম্বন্ধ উপভোগ করিতেছি, সেই পূর্ণ দয়াধারের পক্ষে ইহা কি প্রকারে সম্ভবে ? তিনি আমাদিগের অন্তরে অমৃতের বীজমাত্র নিহিত করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই, পরন্তু যাহাতে আমরা স্বীয় স্বীয় বিচিত্র আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে ক্রমশঃ সম্যক বিকসিত করিয়া অবশেষে অমৃতধামে যাইয়া উপনীত হইতে পারি তিনি আমাদিগকে তাদৃশী শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিরন্তর সেই শক্তির ব্যবহার করিয়া স্বীয় জীবনকে ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বিকসিত করিয়া তোলেন এবং অবশেষে এক অনির্ব্বচনীয় অমৃতময় অবস্থায় উপনীত হইয়া ইহলোকেই স্বর্গোপভোগ করিতে থাকেন। সেই শক্তির ব্যবহার করিয়াই রাজর্ষি জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং গ্রীসদেশীয় ইপামিনণ্ডাস্ অমৃতের পথে উপনীত হইয়াছিলেন।

সেই শক্তির নাম কর্ম্মশক্তি, যিনি যে পরিমাণে কর্ম্মশক্তির ব্যবহার করেন, তিনি সেই পরিমাণে অমৃতের পথে অগ্রসর হয়েন। মানব যে সকল বিচিত্র শক্তি লইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে কর্ম্মশক্তিই সর্ব্বাধিক বিচিত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি সর্ব্বদা দেখিয়া দেখিয়া আমাদিগের চমক চলিয়া না যাইত, নিরন্তর ব্যবহার করিতে করিতে আমরা যদি যন্ত্রবৎ না হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে কর্ম্মশক্তির বিষয় চিন্তা করিলেই আমাদিগকে একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতে হইত। নির্জীব বস্তু সকলের কার্য্য দেখিয়া আমরা কত বিস্ময়াপন্ন হই, কত সময় বা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। তরঙ্গিনীর মৃদুগামী সলিলের প্রাণস্পর্শী কল কলরব শ্রবণ করিয়া আমরা কি প্রকার আনন্দিত হই, প্রবল প্রভঞ্জনের তাণ্ডবনৃত্য দর্শন করিয়া কিপ্রকার ভয়াভিভূত হই, আবার গভীর নিশীথে নক্ষত্র খচিত নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন সুদূর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আয়তনগতিবিধির সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করি, তখনই বা আমরা কিরূপ বিস্ময়াপ্লুত হই। কিন্তু সেই আনন্দ সেই ভয় সেই বিস্ময় কোথায় চলিয়া যায় যখন মানবের কার্য্যশক্তির বিষয় ভাবি। দেখিতে দেখিতে আমরা এমনই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে কর্ম্মশক্তির কোনরূপ অলৌকিক বিকাশ না দেখিলে আর আমরা বিস্ময়াপন্ন হই না। তাই মনীষী কার্লাইল্ একস্থানে বলিতেছেন যে 'হে অন্ধ যদি আমি এখন হাত বাড়াইয়া সূর্য্যকে ধরিতে পারিতাম তবে তুমি কত বিস্মিত হইতে কত আশ্চর্য্যবোধ করিতে ? কিন্তু আমি যে ইচ্ছা করিলেই হাত বাড়াইতে পারি তাহা কেন ভাবিয়া দেখ না ?' কি আশ্চর্য্য কি অদ্ভুত! ঈশ্বর আমাদিগকে কি বিচিত্র শক্তিই প্রদান করিয়াছেন! ইদানী, প্রায় সকলেরই এই ধারণা হইয়া উঠিয়াছে যে বুদ্ধিই মানবের শ্রেষ্ঠ শক্তি। বুদ্ধি অতীব বিচিত্র বটে, কিন্তু কর্ম্মশক্তি অপেক্ষা গরীয়সী নহে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধি কর্ম্মায়ত্ত। আমরা বুদ্ধির অঙ্কুরমাত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করি এবং কর্ম্মশক্তির ব্যবহার করিয়াই তাহাকে বৰ্দ্ধিত এবং মাৰ্জ্জিত করি। অপিচ বুদ্ধি কর্ম্মশক্তির সহায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধি একাকী কিছুই করিতে পারে না। যাবৎ কর্ম্মশক্তির পশ্চাতে বুদ্ধি যোজিত না হয়, তাবৎ বুদ্ধিদ্বারা কোন ফল হয় না। অন্ধকার গৃহে বসিয়া আমরা আলোকের বিষয় বহু আলোচনা করিতে পারি, ভূরি ভূরি সিদ্ধান্তে ও উপনীত হইতে পারি, কিন্তু যাবৎ কর্ম্মশক্তির প্রয়োগ না করিয়া অগ্নি উৎপাদিত না করিব তাবৎ পূর্ব্বেও যে অন্ধকারে পরে ও সেই অন্ধকারে থাকিব, তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। সুতরাং সেই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে মূল্যহীন যাহা কর্ম্মশক্তির পশ্চাতে যোজিত হইবার অনুপযুক্ত, তদ্দ্বারা জগতের কিছুমাত্র উন্নতিসাধন হয় না, কিছুমাত্র ইষ্টলাভ হয় না ; বাস্তবিকপক্ষে তাহা স্বপ্নবৎ অলীক। পরন্তু সেই জ্ঞানই গরিষ্ঠ, সেই বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ যাহা কর্ম্মশক্তির সঙ্গে যোজিত হইয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে।

জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, কর্ম্মের প্রভাব অখণ্ডনীয়। এই বিশ্ব জগৎ যে প্রতিনিয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কে তাঁহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছে ? জ্যোতির্ব্বিদ্ চূড়ামণি জগদ্বিখ্যাত ল্যাপলাসের মত জগৎও প্রথমে একটী জড়পিণ্ডমাত্র ছিল, সেই জড়পিণ্ডকে কে এরূপ সুন্দর জগতে পরিণত করিল ? কে ইহার স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্য ছড়াইল। নক্ষত্র-

রাজি শোভিত ঐ নভোমণ্ডল, অমৃত ধারাস্রাবী ঐ চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর প্রাণস্বরূপ ঐ সূর্য্যমণ্ডল এবং ভূধর সাগর বন উপবন সমাকীর্ণ অতুল শোভার ভাণ্ডার এই মহীমণ্ডল সেই আদিম জলপিণ্ড হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইল? একমাত্র আবর্ত্তনের মহিমায়। যদি সেই আদিম জড়পিণ্ড বিঘূর্ণিত না হইত, তবে বিশ্ব জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আজ কোথায় থাকিত?

বিশ্বের যে অংশেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সর্ব্বত্রই দেখিবে উন্নতির মূলে কর্ম্ম। কর্ম্ম ব্যতিরেকে উন্নতি হইতে পারে না এবং ক্রমিক উন্নতি ভিন্ন অমৃতের দ্বিতীয় পন্থা কোথায়? উত্তাপ যদ্রূপ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বীজগুলিকেও অঙ্কুরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে পুষ্পিত ও ফলিত করতঃ ভূপৃষ্ঠকে অতি রমণীয় বনস্থলীতে পরিণত করে, কর্ম্মও তদ্রূপ আমাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ ও সম্ভাবনিচয়কে যথাযথরূপে বিকসিত করিয়া জীবনকে অমৃতময় করিয়া তোলে। রাজর্ষি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ এবং বর্ত্তমান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিসের বলে অমৃত লাভ করিলেন, কে তাহাদিগের জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বিকসিত করিয়া অমৃতধামে উপনীত করিল? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাইবে, কর্ম্মশক্তির ব্যবহার করিয়াই তাঁহারা অমৃত লাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্বস্রষ্টা আমাদিগকে যে সকল বিচিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন কর্ম্মশক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে তাহাদিগের বিকাশ অসম্ভব। কি বুদ্ধি প্রাখর্য্য, কি হৃদয়গত উৎকর্ষ, কি নৈতিক উন্নতি সর্ব্বপ্রকার বিকাশ কর্ম্মায়ত্ত। মানব শিশু বুদ্ধির বীজমাত্র লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, পরে দর্শন শ্রবণ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা উত্তরোত্তর জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়গণের যে যত ব্যবহার করিয়া থাকে, যে যত পর্য্যবেক্ষণ অভ্যাস করে, তদীয় জ্ঞানের ভিত্তি ততই প্রশস্ত হইয়া আসে। সংক্ষেপতঃ বস্তুসমূহের সহিত পরিচয় করা জ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় পন্থা এবং কর্ম্মই বস্তু পরিচয়ের মূল।

আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় কর্ম্ম। অলস নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদিগের আত্মজ্ঞান নাই। হয় তাহারা বসিয়া বসিয়া আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতান্বিত বলিয়া কল্পনা করে, কিম্বা অন্তরে যে সকল বিচিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগের কিছুমাত্র সন্ধান পায় না। এই নিমিত্ত বহুবিধ মিথ্যা ধারণায় তাহাদিগের মস্তিষ্ক পূর্ণ থাকে, এবং চিরজীবন অশান্তিতে অতিবাহিত হয়; অমৃতের ছায়াও তাহাতে পতিত হয় না।

শুধু তাহাই নহে। জ্ঞানের প্রধান অন্তরায় সংশয়কে সমূলে উচ্ছেদ করিবার কর্ম্মই একমাত্র অমোঘ উপায়। তর্ক বিতর্কে সংশয় দূরীভূত হয় না, আলোচনা করিয়াও সকল সময় সংশয় নিরসন করা যায় না। কিন্তু একমাত্র কর্ম্মের অলৌকিক প্রভাবে সংশয় দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রতিভাত হয়। অতএব হে মানব, হৃদয় যদি সংশয়দোলায় দোলায়মান হয়, কোনও বিষয়ে সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া তোমার চিত্ত যদি অবসন্ন হয়, তাহা হইলে তুমি স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না, প্রভূত উদ্যমের সহিত বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, কর্ম্মের অলৌকিক প্রভাবে সংশয়তিমির তিরোহিত হইবে এবং সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিতে হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত হইবে।

জ্ঞান বিভাগে কর্ম্মের প্রভাব যদ্রূপ অলৌকিক, হৃদয়রাজ্যেও কর্ম্মের প্রভাব তদ্রূপ অলৌকিক। ভক্তি, ভালবাসা, কারুণ্য, সহানুভূতি, ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সন্তোষ প্রভৃতি সদ্ভাবরাজি অমৃতময় জীবনের প্রধান উপকরণ। এই সকল স্বর্গীয় ভাবকে অভিব্যক্ত করিতে এবং হৃদয়রাজ্যে তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিতে, কর্ম্ম যদ্রূপ প্রভাবশালী এমন আর কিছুই নহে। তুমি স্বদেশ প্রেমিক হইতে চাও? বসিয়া বসিয়া বৃথা বিলাপ করিয়া সময় উড়াইতেছ কেন? ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশ-হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হও, দেখিতে দেখিতে স্বদেশ প্রেমে হৃদয় বিগলিত হইবে। তুমি ভগবদ্ভক্ত হইতে অভিলাষী? হৃদয়ে ভক্তি নাই বলিয়া বৃথা ক্রন্দনে জীবন ক্ষয় করিতেছ কেন? তপস্বীর ন্যায় সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়া ও জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাক, নিরন্তর ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূত্রপাত কর, সময়ক্রমে অবশ্যই হৃদয়ে ভক্তির উদ্দীপনা হইবে, পাষাণহৃদয় বিগলিত হইবে, এবং ভগবদ্ভক্তিরূপ অমৃত উপভোগ করিয়া জীবন কৃতার্থ হইবে। অহো! কি প্রকারে কর্ম্মের মহিমা সম্যক বর্ণিত করিব? সৌরকিরণে পৃথিবীর সলিল যদ্রূপ বাষ্পীভূত হইয়া বহু ঊর্দ্ধে উত্থান করতঃ অন্তরীক্ষের নানা ভাগে নানা ভাবে বিচরণ করে, সন্ধ্যায়, ঊষায়, মধ্যাহ্নে, নিশীথে বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া পৃথিবীকে মুগ্ধ করে, কখনও বা ইন্দ্রধনু সাজিয়া মর্ত্তধামবাসীদিগের সম্মুখে অমৃতধামের আভাস প্রতিফলিত করে, মানব হৃদয়ও তদ্রূপ কর্ম্মের অলৌকিক প্রভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া সাধারণ হৃদয় হইতে বহুগুণে উন্নীত হওত বিবিধদেবভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং যখন যে প্রকার সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূত্রপাত করে এবং কিয়ৎপরিমাণে হইলেও ইহলোকে দেবভাব প্রতিফলিত করে। যদি হৃদয়কে আধ্যাত্মিক রাজ্যের উদ্যান বল তবে কর্ম্মই তাহার একমাত্র রচয়িতা, কিংবা যদি হৃদয়কে ধর্ম্মরাজ্যের, ঈশ্বরের আবাসযোগ্য একমাত্র যথার্থ মন্দির বল তবে কর্ম্মই তাদৃশ মন্দিরের প্রকৃত নির্ম্মাতা। এই স্বার্থপর ধূর্ত্ত পশুত্বপ্রধান উনবিংশ শতাব্দীতেও যদি কেহ দেবহৃদয় লাভকরিয়া থাকে, যদি কাহার ও হৃদয় সত্যসত্যই ঈশ্বরের আবাসযোগ্য মন্দিররূপে গঠিত হইয়া থাকে, তবে নিঃসংশয়ে বর্ত্তমান ইয়ুরোপের গৌরবস্বরূপ কর্ম্মবীর ফাদার ডামিয়ানের হৃদয় তদ্রূপ হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন কর্ম্মব্যতিরেকে দেবত্বলাভের অন্য উপায় নাই, তাই কর্ম্মকেই

জীবনের প্রধান অঙ্গ করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন কর্ম্মই অমৃতলাভের প্রধান উপায় তাই জন্মভূমি ছাড়িয়া সুদূর স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপে আসিয়া পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য পীড়িত মানব সন্তানদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ফাদার ডামিয়ান! তুমি এখন অমৃতধামের অধিবাসী হইয়াছ, একবার আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাদিগকে কর্ম্মের মহিমা শিখাও এবং অন্তরে তোমার স্বর্গীয় প্রভাব প্রেরণ করিয়া আমাদিগের প্রত্যেককে কর্ম্মী করিয়া তোল, যেন আর সমস্ত জীবন বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় অসার রঙ্গরসে অতিবাহিত করিয়া অন্তিমকালে এই বিলাপ না করিতে হয়,

মন রে কৃষিকাজ জাননা,
এমন মানব জীবন রইল পড়ে
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা॥

শ্রীনিলাম্বর গুপ্ত।

প্রাপ্ত।

স্বর্গীয়া সাধ্বী বসন্তকুমারী।

পরলোকগত আত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহারা অমর লোকের অধিকারী হন। বসন্তকুমারী আমাদের কন্যাস্থানীয়া। কিন্তু আমাদের অগ্রে যখন পরলোকে গমন করিলেন, তখন আমাদের পূজনীয়া মাতৃস্থানীয়া হইলেন। বয়স অধিক না হইলেও তিনি কর্ম্মনিষ্ঠায়, পরিজনসেবায় এবং শিশুপালনে অনেক মাতার আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। স্বামীগতপ্রাণ হওয়া যে নারীর সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রাণপণে আদর যত্ন করা যে গৃহিণীর মহাকর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বসন্ত কুমারীর ন্যায় নারী সচরাচর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক বসন্তকুমারী অনেক গুণেই গুণবতী ছিলেন। তবে যেমন দেহে থাকিতে থাকিতে মানুষকে অনেক সময় চেনা যায় না, বসন্তের যথার্থ গুণের সম্মাননাও আমরা তাঁহার জীবিতাবস্থায় তেমন করিতে পারি নাই। এখন যখন তিনি চির দিনের জন্য গিয়াছেন, এখন যখন তাঁহার মৃত্তিকার দেহ কেবল ভস্মাবশেষ হইয়াছে, এখন আমরা বুঝিতেছি তিনি কি ছিলেন; বিধান পরিবার মধ্যে তাঁর স্থান কোথায় ছিল। অল্প বয়সেই তিনি স্বকার্য্য সাধিয়া স্বীয় নিকেতনে মাতৃক্রোড়ে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি তিনি সেই অমরধামে যাইবার উপযুক্তই হইয়াছিলেন, তাই বিধান জননী মঙ্গলময়ী আমাদের মা যিনি, তিনি সময় বুঝিয়াই তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন রক্ষা করুন তাঁহাকে তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে চির দিন, এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা, পরিত্যক্ত স্বামী, মাতৃহীন শিশু সন্তানগণ এবং শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গ সেই জননীতেই সান্ত্বনা লাভ করেন। আর আমরাও যেন যখন আমাদের পৃথিবীর দিন শেষ হইবে সকলে সেই মাতৃক্রোড়েই ব্রহ্মানন্দে মিলিত হইতে পারে।

২৩ ভাদ্র মঙ্গলবার বসন্তকুমারীর শ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার শোক সন্তপ্ত পিতা, ভ্রাতা রাজমোহন বসু যে লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমার স্বর্গীয় স্নেহের বসন্ত।

বসন্ত মা,

তুমি আমার বড় ভাল মেয়ে। তুমি আমাদের বড় ভাল বাসিতে। বিশেষতঃ আমার তুমি বড় সেবা করিতে। তুমি বড় হয়ে পর্য্যন্ত তোমার মা আমার সেবার ভার তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তোমার বিবাহের পর তুমি আমাদের কাছেই ছিলে; সেই জন্য বিধাতার ব্যবস্থায় যখন তোমাকে আমাদের ছেড়ে থাকিতে হইল, তখন তুমি আর আমাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিলে না। মা, তবে তুমি কেমন করে এখন বিদেশবাসী বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ছেড়ে চলে গেলে? না, মা, তুমি তো আমাদের ছেড়ে যাও নাই। এখন তুমি খুব আমাদের নিকটে এসেছ। এখন এমন স্থানে এসেছ, যেখানে দেশ কালের আর ব্যবধান নাই। যেখান থেকে আমাদের কাছ হইতে আর তোমাকে কেহ নিয়ে যেতে পারিবে না। মা আমাদের সাংসারিক অভাবে তোমার বড় কষ্ট হইত, তাই তোমার অল্প আয় হইতেও সে কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে। কার্য্যতঃ যত করিতে পারিতে না পারিতে তোমার মন তা অপেক্ষা অধিক করিত। আমরা কিসে সুখী হই এ চেষ্টা এ যত্ন তোমার সর্ব্বদা ছিল। কিন্তু এত করেও কি মা তুমি সন্তুষ্ট হইলে না? আমাদেরই জন্য মা তুমি তোমার সুখ-সাধন-শরীর, প্রীতি এবং ভক্তিভাজন স্বামী, প্রাণের পুতলি স্নেহের শিশু সন্তান, এবং ভাইভগ্নীগুলি, সকলকে অনায়াসে এক মুহূর্ত্তমধ্যে ছেড়ে চলে গেলে। আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য মা তুমি সকলকে এমন করিয়া ছাড়িলে, আমরা যাতে সংসারের ফাঁকি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, আমরা যাতে হরি ধনেই কেবল ধনী, হরি সুখেই কেবল সুখী হইতে পারি, আমরা যাতে অনিত্য মায়িক সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই নিত্য সংসার নিত্য পরিবার মধ্যে বাস করিতে পারি, "যেখানে নাহি ক্রন্দন, রোগ শোক প্রলোভন, যোগানন্দোল্লাসে সবে শান্তি সলিলে, অনন্ত জীবনস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত প্রেমের লহরী যথা খেলে আশার হিল্লোলে (যথায় সাধকগণ) প্রাণাধার পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপাবলে," যেখানে আমার পূজ্যাপদ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সদলে আছেন, যেখানে আমার প্রীতিভাজন সুহৃদ কৃষ্ণবিহারী, দীননাথ, মুক্তেশ্বর আছেন ও আর আর সকল গুরুজন এবং আত্মীয়গণ আছেন, সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত এবং উপযুক্ত হইতে পারি তাই সেখানে তুমি চলে গেলে। তুমি মা ধন্যা, অল্প বয়সেই মার কৃপায় সেখানে স্থান পেলে! ধন্য করুণাময়ী মা আমার ধন্য! ধন্য করুণাময়ী ধন্য! ধন্য করুণাময়ী ধন্য! এখন মা, আমি কি

তোমায় ভুলিব ? আমি কি তোমার শোক বিচ্ছেদ ভুলিব ? কখন না, কখনই ত না, তোমার শরীরের বিচ্ছেদ, তোমার শরীরের জন্য শোক যে পবিত্র স্বর্গীয় দূত, তাহারাই তো আমার পরম বন্ধু, পরম সহায় হয়ে অনিত্য সংসারের মধ্যে নিত্য সংসার দেখাইয়া দিবে, দৈহিক পরিজনের মধ্যে অদেহীক নিত্য পরিজন দেখাইয়া দিবে, দুরন্ত পরকালকে অন্তরঙ্গ করে দিবে। মা বসন্ত এখন একবার তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়, তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মা তোমার যে এখন দিব্যমূর্ত্তি, দিব্য চক্ষু, দিব্য স্বর, আমার দিব্য চক্ষু দিব্য কর্ণত এখনও ভাল করে ফুটে নাই, যে এখন তোমাকে দেখিব, তোমার মধুর কথা শুনিব। হে লীলারসময় হরি, তোমার অপার লীলা অপার প্রেম, চতুর প্রেমিক তুমি, তোমার এ প্রেম চাতুর্য্য কে বুঝিতে পারে ? তুমি আমাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোমার একটী নূতন নাম বলে দিয়াছিলে "প্রশিকৃষ্ণ", এই নাম জপ করিতে করিতে বুঝিতে পারিতাম যে সুখে দুঃখে জীবনে মরণে তুমি আমাদের আকর্ষণ কর। আমার বসন্তের দেহত্যাগে, হরি, তোমার এই নাম একটু ভালকরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। প্রভু, তুমি যে আমাকে অমৃত নিকেতনের দিকে টানিতেছ, সে অমৃত নিকেতন যে প্রাণের ভিতর দেখাইতেছ, তাহার পথ ঘাট এখন অনেকটা পরিস্কার করিয়া দিতেছ। দেহে থাকিতে থাকিতেই অমৃত নিকেতনে বাস করিতে বলিতেছ। তোমার প্রদত্ত স্বর্গীয় এই পবিত্র শোক যেন কখন ভুলি না। দেহের মায়া, সংসারের সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা উপেক্ষা করিয়া অনন্ত জীবন স্রোতে এজীবনকে ঢেলে দিব; অনন্ত প্রেম-লহরীর সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র প্রেমকে মিশাইয়া হাসিব, কাঁদিব, নাচিব, গাইব, ভক্তিরস রঙ্গে ভক্তগণের সঙ্গে মিলে তোমার চরণতলে বসে থাকিব, এইজন্য তুমি এই মহাশোক প্রেরণ করেছ, হরি আর আমার কেহ নাই, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তোমাকে পেলে জগৎ পাই, তোমাকে হারালে জগৎ হারাই। তুমি আমায় ছাড় না, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ি, এমন দিন কি হবে যেদিন আমি আর তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে ধরাবার জন্যই তো, সময়ে সময়ে আমাকে তোমার এইরূপ কঠোর আঘাতে সোজা করিতে হয়। আশীর্ব্বাদ কর যেন এবারকায় আঘাত আমার এবং আমার সহধর্ম্মিনীর পক্ষে যথেষ্ট হয়, এবৃদ্ধ বয়েসে কি আর আঘাত সহ্য হয় ? কিন্তু হরি যতদিন একে বারে আমারা তোমার না হবো আঘাত তো পেতেই হবে। আমার শোক সন্তপ্ত পরিজনকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। তোমার মঙ্গল হস্ত সকলকে দেখাও সকলের মস্তকে শান্তিবারি ঢেলে দেও। আর এখন আমার বসন্তকে তোমার কোলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, তাঁহার জন্য আমার যে ভাবনা ছিল এখন তাহা ভাবিতে হইবে না। তোমার কোলে তিনি দিন দিন বৃদ্ধি হউন অনন্তকাল তিনি তোমার শান্তি কোলে শান্তি সুখ সম্ভোগ করুন, এই প্রার্থনা করি।

সংবাদ।

গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বিগত রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রচন্দ্রের বিলাত হইতে আসার পরেও যে পূর্ব্বমত ধর্ম্ম প্রচারের আগ্রহ সমান আছে, দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি।

৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার খেসরার শ্রীমান্ শশিভূষণ মিত্রের নবজাত কন্যার জাতকর্ম্ম নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই ব্রজ-গোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকাস্থ ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথের প্রথম ও কনিষ্ঠ কন্যাটির প্রতি-পালনভার কলিকাতার প্রচারকপরিবারে গ্রহণ করা হইবে। এক বৎসরের কন্যাটীর ভার ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সহধর্ম্মিণী বিশেষ ভাবে লইবেন। ব্রাহ্মিকা ভগ্নীদিগের শুভাশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল কামনা সেবিকা ও সেবকদিগের মস্তকে বর্ষিত হউক। নিরা-শ্রয়ের আশ্রয় দয়াময় শ্রীহরি অন্য দুইটি কন্যার বন্দোবস্ত শীঘ্রই করিয়া দিবেন। আমরা কন্যা দুটির শীঘ্রই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

সাধক ভ্রাতা শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট নিম্নলিখিত পত্র সহ ১২০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা এই পত্র পত্রিকাস্থ করিলাম। মুদিয়ালী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান নিবাসী অনেকগুলি নববিধান বিশ্বাসী যুবা আজ কাল নানা স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন। তাঁহারা মুদিয়ালী ব্রহ্মমন্দিরটি নির্ম্মাণ জন্য একটু বিশেষ যত্ন করেন এই আমাদের অনুরোধ।

ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক
শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র
মহোদয় সমীপে।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন।

মহাশয় অবগত আছেন, মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ কোচবিহার মহারাজমহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর নিকট হইতে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান প্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম তাহা আমি অনির্ব্বচনীয় বিপদে পড়িয়া খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে আমি সাবেক ঋণ পরিশোধ জন্য নিজের বাস্তবাটীর পশ্চিমাংশের ।১ ছয় কাঠা লাখরাজ জমী বৃক্ষাদি সমেত আমার মধ্যম জামাতা শ্রীমান্ নিবারণচন্দ্র বসুকে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য ঋণ সকল পরিশোধ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমি যেরূপ অসক্ত হইয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় আমি যে আর মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ও ভূমিদান করিতে পারিব এরূপ ক্ষমতা নাই, অথচ আমি যে প্রকার পীড়াগ্রস্ত হইয়াছি কোন্ দিন শেষ দিন হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, সুতরাং মন্দিরের ঋণ পরিশোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। এ কারণ আমার হিতৈষী বন্ধুগণের পরামর্শানু-সারে যে জমীতে মণ্ডপ আছে ঐ জমীর চতুর্দ্দিকে পাকা পিলপা ও প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। ঐ জমী মাপে ৴৪৷০ চারি

কাঠা এক পোয়া আছে। ঐ জমীর পার্শ্বস্থ ভূমি আমার মধ্যম জামাতাকে যে দরে বিক্রয় করিয়াছি সেই হিসাবে ৩৮২॥০ টাকা হয়, কিন্তু আমি আপন ইচ্ছায় ২॥০ টাকা বাদ দিয়া মবলগে ৩৮০৲ তিন শত আশী টাকা মূল্যে উক্ত ৵৪।০ সওয়া চারি কাঠা লাখরাজ জমী বিক্রয় করিয়া নিস্বত্ব হইলাম। ঐ ৩৮০৲ তিন শত আশি টাকা বাদে অবশিষ্ট ১২০৲ এক শত কুড়ি টাকা নগদ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কথাগুলি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া রুগ্ন মরণাপন্ন ঋণগ্রস্ত বৃদ্ধ ভাইকে ঋণমুক্ত করুন।

এই পত্রখানি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইলে অনেক প্রকার সুবিধা হইবেক।

প্রথমত ঐ মণ্ডপের ভূমির মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমি স্বয়ং বিক্রয় করাতে ভবিষ্যতে আমার কি আমার উত্তরাধিকারীগণের কোন স্বত্ব না থাকা চির প্রমাণিত থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ এই মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ শ্রীশ্রীনববিধান সমাজের শাখা ইহাও প্রমাণিত হইবে এবং নববিধান সমাজের নিয়ম ও প্রণালী অনুসারে উপাসনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

তৃতীয়তঃ আমার স্নেহভাজন জামাতাগণ ও সন্তান তুল্য উপাসকগণ এবং ভ্রাতৃস্বরূপ ধর্ম্মবন্ধুগণ ধর্ম্মতত্ত্বে অবগত হইয়া যাহাতে আমার প্রিয় মন্দিরটী আমি বাঁচিয়া থাকিতে নির্ম্মিত হয় ও চিরস্থায় হয় তৎপক্ষে তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হইবেন। ইতি সন ১৩০৪ সাল তারিখ ১৬ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৯৭।৩১ আগষ্ট মোকাম কলিকাতা, চাঁপাতলা ছুতার পাড়া লেন ২৬ নম্বর বাটী।

দাসানুদাস

শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব।

মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় পটুয়াটোলা ২০ নং বাড়িতে সঙ্গত সভা হইবে স্থির হইয়াছে। উপাসকগণের উক্ত সময়ে উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

আমাদের ঢাকাস্থ বন্ধুগণ নানা প্রকার অর্থ অভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসমাজ কমিটির পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্রাহ্ম পরিবারদিগের সাহায্যার্থ বিলাত হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা ঢাকার পরিবারবর্গকে প্রদান করিয়াছেন। এই ভয়ানক আহারীয় দ্রব্যাদির দুর্মূল্যের সময় এই সাহায্য ঢাকার পরিবারবর্গের বিশেষ উপকার সাধন করিবে। আমরা দাতাদিগকে এবং ব্রাহ্মসমাজ কমিটির সভ্যদিগকে তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারবার নমস্কার করি।

কয়েক জন প্রচারক ও কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবারে সন্ধ্যার সময় কলিকাতার বিশেষ২ বাড়ীতে যাইয়া সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি করিয়া নিজেরা বিশেষ উপকৃত হইতেছেন। এই কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহারা সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রনাথ খাস্তগিরী এবং রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের বাড়িতে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা এই সকল স্থান হইতে বিশেষ যত্ন আদর তো পাইয়াছেনই ইঁহাদের মুখে হরিনাম বিশেষ আহ্লাদের সহিত শ্রবণ করিয়া গৃহস্থেরা আহ্লাদ করিয়াছেন, ইহাতেই ইঁহাদের কৃতার্থতা।

গত কল্য ভাদ্র সংক্রান্তির দিবস আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীদাস দাসের সোণা রূপার দোকানে ও কলিকাতায় গড়পারনিবাসী শ্রীমান্ নটবর রায়ের দোকানে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছিল। মা বিশ্বজননী এই ভ্রাতাদ্বয়কে বিশেষ ভাবে আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রেরিত।

বিশেষ নিবেদন।

বিগত ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠে পাঠকগণ অবগত হইয়া থাকিবেন যে, প্রচার ভাণ্ডারের আয়ের ক্ষীণতা ও আহার্য্য সামগ্রীর মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত গত বৎসর প্রচারকপরিবারস্থ লোকদিগের ভরণ পোষণ জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে ৩০০৲ শত টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে চাউলের মণ ৩৲ ছিল, এক্ষণ উহা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অবগতি হইল এখন কলিকাতার চাউলের মণ ছয় টাকারও অধিক হইয়াছে। ডাল তরকারী ইত্যাদি অন্নের উপকরণও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ভাণ্ডারে অর্থের অপ্রতুলতা ও দুর্ভিক্ষ জন্য দীন প্রচারকপরিবারবর্গের যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এই দুঃসময়ে দয়া করিয়া যিনি তাঁহাদিগকে অন্নদান বিষয়ে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে সাহায্য করিবেন, তিনি প্রকৃত দয়ালু বন্ধুর কার্য্য করিবেন। যাঁহাদের নিকটে ইউনিটি মিনিষ্টার, ধর্ম্মতত্ত্ব ও মহিলা পত্রিকার মূল্য প্রাপ্য, অন্ততঃ তাঁহারা কৃপা করিয়া তাহা এই সময়ে প্রদান করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন অনুগ্রহ করিয়া প্রচার কার্য্যালয় হইতে নগদ মূল্যে পুস্তকাদি ক্রয় করিলেও বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই কয়েক প্রকার উপায়েই সহৃদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ সাহায্য দান করিতে পারেন। এই বার্ষিক ছুটীর সময় প্রচার কার্য্যালয়ের ও যন্ত্রালয়ের ভৃত্যবর্গের বেতন চুকাইয়া দিতে হয়, সুতরাং এক যোগে বহু অর্থের প্রয়োজন হইয়া উঠে। সহৃদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা গ্রাহক ও গ্রাহিকা মহোদয়গণ প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোযোগ বিধান করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

মফস্বলস্থ বিধানানুগত ব্রাহ্ম।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ। ১৮ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রণতবৎসল, তুমি আমাদিগকে এ সংসারে নিরুপায় অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছ, এত বৎসরের পর তোমার উপরে কি এই দোষারোপ করিব? অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল যাহারা তোমার কত প্রকারে করুণা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারা এ কথা কি প্রকারে বলিবে? যদি জ্ঞানস্ফূর্ত্তির প্রথম হইতে আমরা তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে জীবনে বিবিধ পাপের সহিত যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে, মনে হয় তাহা করিতে হইত না। কিন্তু নাথ, এ আক্ষেপ করিবার পথও তুমি বন্ধ করিয়া দিয়াছ, কেন না যাহা হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য বৃথা আক্ষেপে দিন ক্ষেপণ না করিয়া, অবশিষ্ট জীবন যাহাতে সে সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্তে তোমার পূজা বন্দনাতে অতিবাহিত হয়, তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করা আমাদের প্রতি তোমার আদেশ। সে আদেশ প্রতিপালনে অবহেলা করিয়া পাপ তাপ দুঃখ ডাকিয়া আনা, তোমার আশ্রিত লোকদিগের উপযুক্ত ব্যবহার কখনই নয়। তোমার কৃপা যখন আমাদের উপরে নিয়ত বিদ্যমান, তোমার বল শক্তি যখন আমাদের সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য হরণ করিবার জন্য নিরন্তর প্রস্তুত, তোমার কৃপা ও বল লাভে যখন আমরা কখন নিরাশ হই নাই, তখন, হে দেব, আমাদের জীবন সম্বন্ধে আপত্তি করিবার তুমি কিছুই রাখ নাই, আমরা দেখিতেছি, আমাদের গত জীবনের পাপ আমাদিগের চিত্তে অনেকগুলি বিষয়ে দৌর্ব্বল্য ও অসামর্থ্য উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল অসামর্থ্য ও দুর্ব্বলতার জন্য তোমার ভজন পূজনাদিতে যে সকল সহজ সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা সম্ভোগ বা স্থায়ী করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে অনেক সময়ে দুরূহ হয়। এই সকল দেখিয়া কি আমরা নিরুৎসাহ হইব? যখন প্রথমে তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখনকার সঙ্গে যদি বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করা হয়, তাহা হইলে তোমার কৃপা যে আমাদিগকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, ইহা সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এখনও যাহা অবশেষ আছে, তোমার সেই করুণা যে সে সমুদায় হরণ করিবে না, বল কিরূপে বলিব। তাই, হে কৃপাসিন্ধু, তব চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, যেন তোমার করুণা ও বলের প্রতি সকল সময়ে আমাদের সুদৃঢ় আস্থা থাকে এবং সেই আস্থা বশতঃ আমাদের জীবনের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের প্রযত্নের যেন কোনকালে

ত্রুটি না হয়। তোমার কৃপায় আমাদের সর্ব্ববিধ প্রযত্ন সকল হইবে এই আশা করিয়া আমরা বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

বিবেক, বাণী, ঈশ্বর।

যত দিন ঈশ্বর না বলিতেছেন, 'আমি আছি', তত দিন সাধকের তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয় জ্ঞান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের প্রাণ মন দেহ সমুদায়ের সহিত তিনি অভিন্ন ভাবে বিদ্যমান আছেন, সংক্ষেপতঃ আমাদের সমগ্র সত্তা তাঁহার অনন্ত সত্তায় ওতপ্রোত। যেখানে অভিন্ন ভাবে স্থিতি সেখানে স্বতন্ত্রতা জ্ঞান আসিতে পারে না, দুই বস্তুর প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং অভিন্ন ভাবে অবস্থিত বস্তুদ্বয় যতক্ষণ না প্রতি-যোগী হইয়া দাঁড়ায়, প্রতিযোগ দ্বারা একটি হইতে অপরটি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, ততক্ষণ তাহারা একই বস্তু বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। বস্তু সকলের স্বতন্ত্রত্ব গুণাদিতে প্রতিযোগিতা বশতঃ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কাল সাদা, গোল সমচতুষ্ক ইত্যাদি প্রতিযোগী গুণ আছে বলিয়াই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু-জ্ঞান সম্ভবপর হয়, অন্যথা উহা হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। 'আমি' ও 'আমি নই' এদুয়ের ভিন্নতাও এই প্রতিযোগ হইতেই উদ্ভুত হয়। এই জগৎ, এই আমাব্যতিরিক্ত ব্যক্তিগণ, ইঁহাদের সহিত আমার সদা সংঘর্ষণ উপস্থিত, তাই আমি, ইহারা যে আমি নই, বিলক্ষণ বুঝিতেছি। অধিক কি, আমি আছি এই জ্ঞানই সংঘর্ষণের কারণ না থাকিলে কখন হইতে পারিত না।

অপ্রতিযোগিতা স্থলে অভিন্নতা বা একত্ব; প্রতিযোগিতা স্থলে ভিন্নতা বা দ্বৈতত্ব অবশ্যম্ভাবী। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, এ উভয়ের মূল আমরা এখানেই দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুগণ অদ্বৈত-বাদী, য়িহুদিগণ দ্বৈতবাদী কেন, এখন একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু-গণ চিৎসত্তামাত্রবাদী, সুতরাং এক অখণ্ড চৈতন্য সহকারে তাঁহারা সর্ব্বদা আপনাদিগকে অভিন্ন দর্শন করেন। ক্ষুদ্র চিৎ জীব ও অনন্ত চিৎ ব্রহ্ম, এ দুইয়ের স্বরূপের একত্তাবশতঃ জলরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় ইঁহারা কেবলমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানের বিষয় হন। অনন্ত চিৎসাগরের তরঙ্গ জীব, এ সকল রূপক যোগী যোগচক্ষুর নিকটে দাঁড়াইতে পারে না, কেন না যেখানে স্বতন্ত্রতা বা ভিন্নতা জ্ঞান হইবার জন্য স্বরূপগত প্রতিযোগিতা নাই, সেখানে রূপকই অবলম্বন কর, আর যাই অবলম্বন কর, বস্তুর স্বতন্ত্রত্ব কখন তোমার মনে প্রতিভাত হইবে না। মনে কর তোমার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড সাদা বস্তু তোমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, সেই বৃহত্তম সাদা বস্তুটির মধ্যে কোথাও একটী কৃষ্ণবর্ণ রেখারও অবকাশ নাই। আমি যদি তোমায় বলি, দেখ ঐ বস্তুটির মধ্যে ঐ আর একটি ক্ষুদ্র বস্তু আছে তুমি কি সেই বস্তুটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে? কখনই না। তখন তুমি আমাকে পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পার না। যেখানে একটি বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই, শত লোকে দেখিতেছে, সেখানে যদি আমি বলি ঐ দেখ আর একটি বস্তু, আমি ভ্রান্তি বশতঃ এরূপ বলিতেছি তোমরা সকলে এক বাক্যে সিদ্ধান্ত করিবে। এই দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংলগ্ন করিলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু দর্শন যে ভ্রান্তি জ্ঞান ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই, বিচার দ্বারা যখন ইহা নিষ্পন্ন হইল, (অবশ্য এ বিচারেই এখন আমাদের প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই, মানিয়াই লওয়া হউক *) তখন এই অখণ্ড জ্ঞান

---

* যাহা কিছু দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, সে সকল জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেন না আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্তৎসম্পর্কে কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অনুভব করিতেছি, জ্ঞানাতিরিক্ত তাহার যে আর কিছু বাস্তব সত্তা আছে ইহা জানিবার আমার কোন উপায় নাই। তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখ জ্ঞানাতিরিক্ত আর কিছুই বস্তু বলিয়া তোমার প্রতীত হইবে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে তুমি জ্ঞানাতিরিক্ত আর যাহা কিছু মনে করিতেছ, উহা ভ্রান্তি। ভ্রান্তি নয় কেন, জ্ঞান কোথাহইতে উপস্থিত হয় বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে।

বস্তুর মধ্যে স্বতন্ত্র আর কিছু দেখা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? যে কোন বস্তু বা বিষয় এই ভ্রান্তি উৎপাদন করে, সে সকলকে তত্ত্বালোচনা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়াই, তখন এ পথে প্রকৃত সাধন বলিয়া প্রতীত হয়। অদ্বৈতবাদিগণ এ জন্যই ব্রহ্ম ও জীবের পার্থক্যসাধক সমুদায় বিষয়জ্ঞান উড়াইয়া দেন, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করেন, এবং এইরূপে সাধক এক অখণ্ড চিদ্বস্তু হইয়া যান ; হিন্দু জাতির ইহাই চরম সাধন।

দ্বৈতবাদী য়িহুদী বিবেকবাদী , বিবেক তাঁহার সর্ব্বস্ব। তবে কি হিন্দুগণের বিবেক নাই , হিন্দুগণের বিবেক ও য়িহুদিগণের বিবেক অত্যন্ত স্বতন্ত্র। দুইবস্তু বা বিষয়ের পার্থক্যবোধ বিবেক। জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুয়ের পার্থক্যবোধ এই বিবেক হইতেই হইয়া থাকে, কিন্তু এই পার্থক্য সাধিত হইলে হিন্দু দুইটির মধ্যে একটিকে বাস্তবসত্য, আর একটিকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেন। দ্বৈতবাদী বলেন, তোমার এরূপে উড়াইয়া দেওয়ার কোন অধিকার নাই ; যে পার্থক্য জ্ঞান হইতে দুটি স্বতন্ত্র বস্তু তুমি উপলব্ধি করিলে, উহা তোমার সঙ্গে চির দিনই লাগিয়া থাকিবে, তুমি বলপুর্ব্বক উড়াইয়া দিলেও উহা উড়িয়া যাইবে না, আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি তোমার নিয়ত স্বতন্ত্রতা স্মরণ করাইয়া দিবে, তুমি বৃথা মুখে স্বতন্ত্র নয় বলিলে কি হইবে ? যেখানে স্বতন্ত্রতা আছে, এবং স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়াই জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, সেখানে স্বতন্ত্রতা নাই, জ্ঞানবস্তু আমিই একমাত্র সত্য, ইহা বলাই ভ্রান্তি। আমি ও জগৎ, দুই প্রতিযোগী পদার্থ ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতিযোগী এক অখণ্ড জ্ঞানে* এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছি, ইহা বলা এক কথা, আর আত্মজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আর সকল প্রতিযোগী বিষয় উড়াইয়া দেওয়া অন্য কথা। তবে মানিতে হইতেছে, বিবেকে যে পার্থক্য বোধ হয়, সে পার্থক্যবোধ সত্যমূলক। এই বিবেকই আমি ও ঈশ্বর যে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ বুঝাইয়া দেয়। বিবেকোদয়ে ভিন্ন, এ পার্থক্য বোধ জন্মে না, এখন ইহাই দেখাইতে হইতেছে। ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতিযোগী অনন্ত জ্ঞান যদিও প্রথম হইতে জ্ঞানের বিষয় হন সত্য, কিন্তু সেই অনন্ত জ্ঞানেরই এক দেশ দর্শন করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান প্রতীত হইতেছে, এরূপ ব্যক্তিত্ববোধহীন জ্ঞান বিবেকের স্ফূর্ত্তিতেই তিরোহিত হয় এবং জীবব্যক্তি ও ঈশ্বরব্যক্তি এই উভয় ব্যক্তির জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এইরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বোধে ঈশ্বরের অনন্তত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে না, কেন না এই ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের বাহিরে নহে, ভিতরে। যদি ভিতরে হয়, তবে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে কেন ? জগতের সহিত প্রতিযোগিতায় উহার প্রতিনিয়ত অল্পশক্তিত্ব অল্পজ্ঞানের প্রতীতির বিষয় হইতেছে এই জন্য।

অল্পশক্তিত্ব অল্পজ্ঞানত্ব প্রতীত হইলে জল বিন্দু ও জলরাশির ন্যায় অবাস্তবিক স্বতন্ত্রতা প্রতীত হয়। সুতরাং ইহা হইতে ভিন্ন ব্যক্তিত্বের জ্ঞান কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিন্ন ব্যক্তিত্ব জ্ঞান 'বাণী' বিনা আর কিছুতেই প্রতীত হইবার নহে। জীব বলিতেছে 'আমি আছি' আবার আর এক ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া বলিতেছেন 'আমি আছি' এই বাণীদ্বয়ের প্রতিযোগিতা বিনা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখন প্রত্যক্ষ গোচর হন না। 'আমি আছি' জীবের এ জ্ঞান পরিস্ফুট হইল কোথা হইতে ? নিজের কার্য্যকারিতা হইতে। যত সে কার্য্য করিতেছে, তত তাহার আমিত্ব জ্ঞান বাড়িতেছে। কার্য্য করার অর্থ অপর ব্যক্তি বা বিষয়ের সহিত সঙ্ঘর্ষণে আসা, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। দৃশ্যমান ব্যক্তি ও বিষয়ের সহিত নিয়ত সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় বলিয়া তাহাদের সঙ্গে আপনার স্বতন্ত্রত্বের জ্ঞান যে প্রকার স্ফুটতর হয়, ঈশ্বরের সহিতও তাহাই হইয়া থাকে। আমি

* জীব ক্ষুদ্র, এ জ্ঞান তৎপ্রতিযোগী অখণ্ড অনন্ত জ্ঞান হইতে আমাদের বোধের বিষয় হয়, সুতরাং জীব ও ঈশ্বর, মানবে এ উভয়ের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি যুগপৎ হইয়া থাকে।

যাহা ইচ্ছা করি, তাহা হয় না, আর একটি প্রবল ইচ্ছা উহা অন্যথা করিয়া দেয়, এরূপ নিয়ত দেখিয়া আমা হইতে আর একটী প্রবলতর ইচ্ছার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় সত্য, কিন্তু এখনও উহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইল না, আলো আঁধারে মিশান জ্ঞান হইল। কিন্তু যখন সজ্ঞর্ষণ বাণীর আকার ধারণ করে, তখন সংশয় চলিয়া যায়, আমার মত আর এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে প্রতিনিয়ত আছেন ইহা মন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বুঝিতে পারে। সে বাণী কি মানবীয় ভাষা ? না ; যেন কি করিতেছ বলিয়া আত্মার হাত চাপিয়া ধরা। একেই প্রচলিত ভাষায় বলে নিষেধকবাণী, সহজ ভাষায় ভৎর্সনা বা অনুমোদন। আমি কোন কাজ করিতে যাইতেছি, আর অমনি যদি কেহ আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে আমি নই, আমি চক্ষু বুঁজিয়া থাকিলেও ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। এই যে আর এক জন আমায় নিষেধ করিতেছেন, এই ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বোধ, ইহাই বিবেক, আর সেই নিষেধ বিবেক সংযুক্ত বাণী, বা বিবেকোদ্দীপক বাণী। নিষেধ সম্বন্ধে যেমন বিবেক বা পৃথক্ ব্যক্তিত্ব বোধ পরিস্ফুট, তেমনি কোন কার্য্য করিতে গিয়া ভীত হইলে ভিতর হইতে অভয়বাণী, প্রোৎসাহকর বাক্য বা অনুমোদন উপস্থিত হইলে সেইরূপ বিবেক বা পৃথক্ ব্যক্তিত্ববোধ অবশ্যম্ভাবী *। এই রূপে যাঁহার সহিত আমাদের নিয়ন্তা ও নিয়ম্য সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয় তিনিই ঈশ্বর। একবার এই সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইলে যথাক্রমে অন্যান্য সম্বন্ধ ব্যক্ত হইতে থাকে। ঈশ্বরের এইরূপে আমাদিগের নিকটে ক্রমিক অভিব্যক্তিই তাঁহার ব্যক্তিত্ব।

* এই নিষেধ ও অনুমোদন হইতে ভাল ও মন্দের পার্থক্য বোধ হয় বলিয়া ভাল মন্দ বোধকে বিবেক বলে।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত।

মানুষ ভাবিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে না ভাবিয়া থাকিবে কি প্রকারে? সে ভাবে বলিয়াই মানুষ, না ভাবিলে যে সে পশু হইত। অতি মূঢ় ভাবে না, তবে তাহাতে আর পশুতে ইতর বিশেষ কি ? তুমি বলিতেছ 'কল্যকার জন্য ভাবিও না, কেবল বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত ভাব,' এ তোমার কেমন কথা ! ভূত ও ভবিষ্যতের সহিত যোগ কাটিয়া কি বর্ত্তমান ভাবা যায় ? ভূত ও ভবিষ্যতের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তো বর্ত্তমান, একবার এ দুইয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান কি, বলিতে কি পার? ভূতের ফল বর্ত্তমান ইহা আমরা বুঝি। এই বর্ত্তমানের ভিতরে ভবিষ্যতের বীজ নিহিত, সেই ভবিষ্যৎ বর্ত্ত মান হইবে, আর এই বর্ত্তমান ভূত হইয়া যাইবে, ইহাও আমাদের বোধ আছে। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের এত আদর করি কেন, একবার শ্রবণ কর।

আমাদের বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কিছু সামান্য নয়। পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের সমগ্র জীবন এই বর্ত্তমান মধ্যে নিবিষ্ট, বল এ কথা তুমি মান কি না ? আমার যাহা তাহা এই বর্ত্তমান। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আচার ব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি হইতে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা লইয়া আমাদের প্রতি জনের জীবন গঠিত, ইহা তুমি স্বীকার কর কি না ? তুমি বলিবে, না আমি কেমন করিয়া তাহা স্বীকার করিব। তাঁহারা কত জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন, কত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহাদের ছিল, কৈ তাহার তিল প্রমাণও তো আমার জীবনে নাই। সমগ্র প্রমাণ নাই দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ, তিল প্রমাণ নাই, বস্তুতঃ তোমাতে তিল প্রমাণ আছে, উহাই ক্রমে তাল প্রমাণ হইয়া উঠিবে। তুমি যে সকল উপযোগিতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে সকল কোথা হইতে আসিয়াছে ? পূর্ব্ব

পুরুষগণ হইতে কি আইসে নাই? তুমি বলিবে উপযোগিতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে তো ভূতকালের কথা, বর্ত্তমানের সহিত তাহার আবার যোগ কি? তুমি সেই সকল উপযোগিতার এত দিন যে সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করিয়াছ, তাহা হইতে তোমার জীবন নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে তোমার জীবন যাহা তাহা সেই সকল সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের সমষ্টিগত ফল। সুতরাং বলিতেছি তোমার এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জীবন মধ্যে বংশপরম্পরাগত ও নিজ ব্যবহারসম্ভূত সমগ্র জীবন নিবিষ্ট। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে সামান্য মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে পার না, কেন না এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই তোমার সমগ্র জীবন।

মানুষ বর্ত্তমানের মর্য্যাদা না বুঝিয়া ভূতকাল লইয়া সময়ক্ষেপ করে। যিনি দেশানুরাগী তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, আহা আমাদের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষেরা কি ছিলেন, আর আমরা কি হইয়াছি? বর্ত্তমানে যাহা আমরা হইয়াছি, তাহা ভাবিলে শোক মোহে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়। যাউক, বর্ত্তমান আর ভাবিব না, কেবল বসিয়া বসিয়া ভূতকালের গুণকীর্ত্তন করি। তিনি ভূতকালের বিষয় ভাবিতেছেন, আর অভিমানে স্ফীত হইতেছেন, আপনি যাহা হউন তাহা হউন, আলাপে বক্তৃতায় আর্য্যপুরুষের গুণকীর্ত্তন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, এবং বর্ত্তমানে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে সকলই তাঁহাদের মধ্যে ছিল প্রতিপাদন করিবার জন্য কত কূট অর্থ করিয়া বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এক জন যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, পূর্ব্বে তাঁহারা যাহা ছিলেন, থাকুন, বর্ত্তমানে আপনি, আমি ও দেশ কিরূপ? পূর্ব্বপুরুষের মহিমা বসিয়া বলিয়া আপনি আমি এবং দেশ ভাবিলেই কি বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত হওয়া হইবে? এ কথার কোন উত্তর নাই, কেন না বর্ত্তমানের উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া ভূতকালের মৌখিক গুণকীর্ত্তন অস্থিরতারই লক্ষণ। আমি এক জন ধনীর সন্তান, আজ আমি হৃত দরিদ্র, বসিয়া বসিয়া কেবল পূর্ব্ব সুখের অবস্থা ভাবিতেছি, আর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। ইহা কি পুরুষত্বের লক্ষণ? পুরুষ আপন ভাগ্যোপজীবী, সে পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত বিষয় ভোগ করিতে পাইল না বলিয়া যদি খেদ করে, তবে তাহার না জন্মানই ছিল ভাল। বর্ত্তমানে সে যাহা তাহারই সে সমুচিত ব্যবহার করুক, তাহার খেদ করিবার কিছুই থাকিবে না। যে ব্যক্তি ভূতকালের বিষয় ভাবে, আর শোক মোহে অভিভূত হয়, বর্ত্তমানের কোনই সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, তাহার তুল্য হতভাগ্য জীব আর কে আছে?

সমগ্র ভূতকালের ভাল মন্দ তোমার বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট, এইটি দিব্য চক্ষে দেখ। ভূতকাল চলিয়া গিয়াছে, সে আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু তাহার ফল তোমার হস্তবিচ্যুত হয় নাই, তোমার মুষ্টির ভিতরেই আছে, অতএব তাহার জন্য তোমার আক্ষেপ কি? ভূতকালে মন্দ ব্যবহার জন্য যাহা কিছু মন্দ ফল বর্ত্তমান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত কর, সে সকল মন্দ ফল বিনষ্ট কর, উহাদিগকে ভবিষ্যতের জনক হইতে দিও না, কেবল যাহা কিছু ভাল ফল ভূতকালের ভাল ব্যবহার হইতে বর্ত্তমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইগুলিকে আরও বর্ত্তমান সদ্ব্যবহার দ্বারা বাড়াও, ইহা হইতে যে ভবিষ্যৎ উৎপন্ন হইবে, তাহা কল্যাণের বীজ লইয়া তোমার নিকটে আসিবে, তুমি তোমার বর্ত্তমানের ভিতরে ভূতকালের সকলই দেখিতে পাইবে, তোমার আর ভূতকালের চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হইবে না। তুমি ভূতকালে যে সকল পাপ করিয়াছ এখন তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। এখন তুমি মন স্থির করিতে পার না, মন স্থির করিতে গেলে সংসারচিন্তা আসিয়া কুচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, হৃদয় তোমার শুষ্ক, প্রেমে আর্দ্র হয় না, তুমি আপনায় স্বার্থচিন্তা কিছুতেই দূর করিতে পার না, যে ভাবনার কোন

ফল নাই সেই সমুদায় ভাবনা আসিয়া তোমার মনকে উদ্বিগ্ন করে, তুমি মনকে বারংবার বুঝাও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কি করিবে, ভবিষ্যৎ তো তোমার হাতে নয়, এ সমুদায় যত্ন তোমার বিফল হয়। বিফল হয় কেন জান? ভূতকাল যখন তোমার হস্তগত ছিল, তখন তাহার সদ্ব্যবহার কর নাই, এ সকল তাহারই ফল। বৃথা আক্ষেপ করিও না, যদি আক্ষেপ করিয়া সময়ক্ষেপ কর, যদি বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিয়া যাও, আবার এই বর্ত্তমান যখন ভূতকাল হইবে, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হইবে, তখন তোমার আরও দ্বিগুণ আক্ষেপ করিতে হইবে। বর্ত্তমান তোমার হস্তে আছে, তোমার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ এই, "সন্তান এই বর্ত্তমান তোমার হস্তে, যদি তুমি ইহার সদ্ব্যবহার কর, ভূতকালের সমুদায় অপরাধের ক্ষমা হইবে, ভবিষ্যৎ তোমার নিকটে কল্যাণ বহন করিয়া আনিবে। কেহ আক্ষেপ করিয়া জীবন ক্ষয় করিবে, ইহা আমার ব্যবস্থা নয়, আমি বর্ত্তমানের দেবতা, ভূতেরও নই, ভবিষ্যতেরও নই, কেন না আমাতে সকলই বর্ত্তমান, বর্ত্তমানে আমাকে দেখ, আমার কথা শুনিয়া চল, ভূতকালের অপকার চলিয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ সুখশান্তির নিলয় হইবে।" মহর্ষি ঈশা যখন বলিলেন, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, ঈশ্বরের রাজ্য ও তাহার ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই প্রদত্ত হইবে, তখন তিনি ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়াই এ কথা শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, অন্যথা এই উক্তির মধ্যে এমন গূঢ়তত্ত্ব কি প্রকারে লুক্কায়িত রহিল। যাহারা এই কথা শুনিয়া চলিতে প্রস্তুত নয়, তাহারা আপনারা আপনাদের দুঃখ ক্লেশ শোক মোহের কূপ আপনারাই খনন করিল, কে আর প্রতীকার করিবে?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ততক্ষণ মানুষ কেবল সংসারেরই সেবা করে। সংসারের আদান প্রদানে সমুদায় সময় অতিবাহিত হয়, সংসারই তখন মনুষ্যের সর্ব্বস্ব হয়। আলোকের অন্তরালেই যে অন্ধকার, তখন তাহা তাহার মনে থাকে না। সুতরাং রাত্রের অন্ধকার আসিয়া যখন তাহাকে ঘেরে, তখন সে ভয়ে ভীত হয়, মোহে মৃতবৎ আচ্ছন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। কিন্তু সাধু ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা দিবালোকের সাহায্যে ভগবানের ইচ্ছা অবলোকন করিয়া তাহারই অনুসরণ ও তাহাই পালন করিবার জন্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করেন। আবার যখন অন্ধকার আসিয়া পৃথিবীর মুখকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই অন্ধকারের ভিতরে, তাঁহাদের মস্তকের উপরে, তাঁহারা দয়াময়ের কোটি কোটি চন্দ্র, অসংখ্য তারকার মত, সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে দেখিতে পান, দেখিয়া আশ্বস্ত হন, এবং সেই দয়াময়ী জননীর কোলে সুখে নিদ্রা যান। সত্য সত্যই সাধু ব্যক্তিরাই কেবল সম্পদ বিপদের সদ্ব্যবহার করিতে জানেন।

হে পক্ষী, তুমি আকাশে উড়িতে এত ভাল বাস কেন? তোমাকে সংসারের লোকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিতেছে, তাহা কি তুমি শুনিতে পাইতেছ না? তাহারা বলিতেছে, তাহাদের নিকটে থাকিলে তুমি সুন্দর খাঁচায় থাকিতে পাইবে, বিনা আয়াসে কত সুস্বাদু ফল খাইতে পাইবে, অনেক আদর যত্ন পাইবে, এবং তুমি যখন তোমার সুমিষ্ট স্বরে তাহাদের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিবে, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া তোমার প্রশংসাধ্বনিতে আকাশকে বিদীর্ণ করিবে। এত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, এত সুবিধাকে পদদলিত করিয়া, হে পাখী তুমি কোন্ সুখে, কি আশায় আকাশে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াও আর অরণ্যে রোদনের মত কাহার নিকট তোমার মধুর কণ্ঠের অত সুমিষ্ট সঙ্গীত গান করিয়া আকাশকে ভাসাও? সুখের মধ্যে তো দেখিতে পাই, ঝড় বৃষ্টি, রৌদ্র, কুয়াশা শীতলতা ও প্রতিক্ষণে প্রাণের আশঙ্কা। সুন্দর পক্ষী উত্তর করিল, ইহাই আমার স্বভাব, ইহাতেই আমার সুখ, অনন্ত চিদাকাশে বিচরণ করাই আমার নিয়তি। পৃথিবীর নিন্দা ঘৃণা অবমাননার ভয়ে, সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রলোভনে, লোকের নিকট খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রশংসার আশায় আবদ্ধ হইয়া, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিতে পারি না। বদ্ধ হইলে আমার বিপদের আর অবধি থাকিবে না। আমি অনন্তের সন্তান, অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়াই সুখী; ঝড় বৃষ্টি আমার নিকটে তাঁহার মধুর ব্যবহার ভিন্ন কিছুই মনে হয় না, সেই জন্য তাহারা আমার প্রাণের আনন্দ কখন হরণ করিতে পারে না। অতএব হে নির্ব্বোধ মানব তুমি আর আমাকে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে যত্ন করিও না।

অদৃশ্য বস্তুকে দর্শন ও অসাধ্য বিষয় সাধন ইহাতে বিশ্বাসবলে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকাই ধর্ম্ম। যাহা কখনও দেখি নাই, যাহা এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই; তাহাতে যদি বিশ্বাস না করিতে পারি তবে আমরা বিশ্বাসী নই। এরূপ স্থলে মিথ্যা অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয় না। বিশ্বাসী প্রাণে সকল অভিলসিত বস্তুর প্রাপ্তির পূর্ব্বা-

ভাস অনুভব করেন, তিনি তাহাই পৃথিবীতে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন ও চিরকাল তৎসাধনেই নিযুক্ত থাকেন।

ভাদ্রোৎসব।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার বসুর প্রার্থনার সার।

হে পতিতপাবন দয়াল দীনবন্ধু হরি, তোমার কৃপার কথা কি বলিব। আমি কোথায় কি করিতেছিলাম এবং তোমার ধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী ছিলাম; কিন্তু তুমি কি উপায় কৌশলে এ মহাপাপীকে ধরিলে এবং এই পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মে আনিলে। আমি সাধন ভজন কিছুই জানিতাম না, বুঝিতাম না তোমাকে। তুমি মহিষমর্দ্দিনী হইয়া তোমার শক্তিশেলে আমাকে বিদ্ধ এবং পরাস্ত করিয়া ক্রমে আমাকে ধর্ম্মপথে নানা বিঘ্ন বাধা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর করিতে লাগিলে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। মুঙ্গেরে যখন ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল তখন ভক্তগণ ভক্তিসুধা পান করিয়া প্রমত্ত। অপরদিকে কতকগুলি লোক নানা প্রকার তীব্র প্রতিবাদ এবং নরপূজার অভিযোগ করিতে লাগিল। এই সময়ে বহু লোক নানা প্রকার সন্দিহান হইয়া অনেকে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু হে দয়াল হরি অন্তরে তুমি এমন আশা ও বিশ্বাস দিলে যে কিছুতেই মন টলিল না বরং আরও আশা ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৎপর কুচবিহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলেই চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল উপস্থিত হইল। অনেক পুরাতন ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় তাহাতে উত্তেজিত হইয়া নানা প্রকার চিঠি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখনই হে শ্রীহরি তুমি এ পাপীর অন্তরে প্রকাশিত হইয়া এমন বিশ্বাস প্রদান ও ভাব প্রকাশ করিলে যে এ কার্য্য তোমারই আদেশে হইতেছে, আমি চিঠি পত্রের উত্তর ঐরূপই লিখিলাম এবং আমার একটি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ঐ সময়ে মুঙ্গেরে আমাদের বাসায় ছিলেন, তিনি আমাকে গোপনে এ বিষয় প্রশ্ন করাতে তাঁহাকেও আমি আদেশের কথা ঐরূপই বলিলাম। এইরূপ নানা প্রকার গোলযোগ ও বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া হে দয়াময় প্রভু ক্রমে তুমি আমার নেতা হইয়া ঘোর পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ করিলে এবং ক্রমেই আশা বর্দ্ধন করিতেছ। তুমি যখন আমার সহায় আছ, তখন আর আমার ভয় কি। হে হরি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস আশা স্থাপন করিয়া এবং তোমার হাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি, তুমি আমাকে সেইরূপ বল বিধান কর। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তব শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণধর মজুমদারের প্রার্থনার সার;—

বিশ্বজননি! তুমি উৎসব ও মহোৎসবের দ্বার খুলিয়া কত অধম, দীন, দুঃখী, কাঙ্গালদিগকে অপর্য্যাপ্তরূপে ধনরত্নের সহিত স্বর্গের সুধা বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করিতেছ। তোমার মহোৎসবে এদীন কাঙ্গাল সন্তান যে, সংসারের নানারূপ আসক্তিছিন্ন করিয়া উপস্থিত হইবে, ও বিশেষ প্রতিবন্ধক, প্রায় সপ্তাহ কাল বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অদ্যকার তোমার আবির্ভাব সপ্রকাশিত্বের শোভা সন্দর্শন করিবে ও প্রিয় ভ্রাতাগণের সহিত একত্রিত হইয়া পবিত্রামৃত পান ভোজন করিবে তাহার আশা ছিলনা; কিন্তু যেই তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলাম, অমনি আশার অতীত বাসনা পূর্ণ করিয়া উৎসবে অনায়াসে আনিয়া ফেলিয়াছ এবং আশ্চর্য্য দৃশ্য, ঐ যে একটি ভ্রাতার মস্তকে অদ্য রাজ মুকুট পরাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বংশাবলীকে কৃতার্থ করিলে, তাহাও দেখাইলে তজ্জন্য কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করিয়া ভিক্ষা করি। এই দীন কাঙ্গাল সন্তান বার্দ্ধক্যে, শোকে, রোগে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া অতি কৃপার পাত্র হইয়াছে, ইহাকে দয়া করিলে দানের গৌরব হইবে। প্রাতে এই সংবাদ শুনাইলে যে তোমার আনন্দ বাজারে কোন বিক্রেতা ঝুঠা ও ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া গরিবদিগকে ঠকাইয়া উপার্জ্জন করিতে পারিবেন না। তাই জননি, যাচ্ঞা করি যেন শেষ জীবনে ভেজাল দ্রব্য না খরিদ করি, তুমি দয়া করিয়া খাটি দোকান্দারগণের স্বর্গীয় সাচ্চা মাল খরিদ করিবার সামর্থ দেও ও তাঁহাদের পবিত্র সহবাসে পবিত্র করিয়া স্বর্গপানে টানিয়া লও। আর একটি কথা এই, এ দীন সন্তান অনেক দিনের আশাধারী হইয়া পবিত্র প্রচারকদের দাসত্বে তাঁহাদের পদ সেবার জন্য প্রার্থী হইয়াছে, ও প্রার্থনা পত্র শ্রীদরবারে দিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি পদ সেবার আশা পূর্ণ হয় নাই। এজন্য ভিক্ষা করি খাঁটী পবিত্র প্রচারকগণের পদসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমার অবশিষ্ট জীবন ও বংশাবলীকে ধন্য করুন। তব চরণে এই মিনতি। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

প্রাপ্ত।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র দাস।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

ব্যারামের আরম্ভ হইতে পাঁচ (৫) সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয়। তাহাতে রোগের কিছু উপশম হইল মাত্র, আরোগ্য হইল না। পরে আয়ুর্ব্বেদ মতে এবং তৎপরে এলোপ্যাথি চিকিৎসা তাহার নিজের অভিপ্রায় মতে করা হয়। ঔষধ সেবনে কোন অংশে উপকার ও কোনও অংশে অপকার উভয়ই দেখা যাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় সুরেশের ঔষধের উপর আস্থা লাঘব হইতে লাগিল। অনেক সময় ঔষধ সেবনে একেবারেই বিরক্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু আমি যখনই বলিতাম, বাবা এই ঔষধটা তোমায় চিকিৎসক অনেক বিবেচনায়

সহিত দিয়াছেন, অতএব ইহাতে উপকার সম্ভাবনা। কিঞ্চিৎ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিত তবে দিন্। এমন একবার নয়, অনেক বার ঔষধ সেবনে বিরক্তি প্রকাশ করিত, কিন্তু আমি বলাতেই আবার সেবন করিত। পরলোকগমনের প্রায় এক মাস পূর্ব্বে একদিন তাহার এক কনিষ্ঠকে বলিল, বাবাকে ডাক। আমি তাহার শয্যায় বসিলাম, কিঞ্চিৎ কাল চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করেন না কেন"? উত্তরে আমি বলিলাম, হাঁ কচ্ছি বই কি। তাহাতে বলিল "কই কচ্ছেন তা হলে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন কেন?" জিজ্ঞাসা করিলাম কি করিব, "ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আমায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুরে লইয়া চলুন, আর ঔষধ বন্ধ রাখুন"। আমি বলিলাম, তাহাই করিব। এখনও জীবন খুব আশা পূর্ণ, হতাশের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। ২১শে এপ্রেল সুরেশকে লইয়া রাত্রি ১১ ঘটিকায় গাড়িতে মধুপুর যাত্রা করিলাম। সঙ্গে মাতৃদেবী, আমি, আমার পত্নী, তৃতীয় পুত্র শ্রীমান জ্ঞান, ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ক্ষীরোদ ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা। ষ্টেসনে সহোদর শ্রীমান মধুসূদন, শ্রীমান কালীপদ, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বেজন ও পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ কিশোর। গাড়ী ছাড়িল, সকলেই বিদায় লইল, কিন্তু কেহই বুঝিল না যে, ইহজীবনের জন্য তাহারা সুরেশকে বিদায় দিল। মধুপুর পৌছিলাম, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু রোগযন্ত্রণার কিছুই উপশম হইল না। ৮মে শনিবার প্রাতে সুরেশের মুখে প্রথম একটু হতাশের আভাস অনুভব করিলাম। সে সময় আমি ব্যতীত তাহার কাছে আর কেহই ছিলনা। সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি বুঝ্ছেন"? আমি বলিলাম, ভয় কি তুমি ভাল হবে। কোন কথা বলিল না। সুরেশ চুপ্ করিয়া রহিল। দিবসে অধিক যন্ত্রণার কথা বলিল না। রাত্রি অনুমান আট্টা, আমি তাহার শয্যায় বসিয়া আছি। সুরেশ চুপ করিয়াছিল, বোধ হইল যেন নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, ইংরাজীতে বলিল "I am prepared for death." (আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি)। "আমায় বাড়ী নিয়ে চল" কাহাকে এ কথা বলিল বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ আমায় নয়, কারণ আমি তাহার পৃষ্ঠভাগে বসিয়াছিলাম, আমায় দেখিতে পায় নাই। তা ছাড়া আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিল বাড়ী নিয়ে "চল" না বলিয়া "চলুন" বলিত। এই কথার প্রায় একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে, সহোদর কালীপদ আমায় বলিল সুরেশের Temperature একশত চার ডিগ্রী হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই ভয়ানক গাত্র দাহ হইতে লাগিল। যখন অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল তখন বলিল "ছোট কাকা বড় কষ্ট হচ্ছে" কি করবো"। ভক্ত কালীপদ বলিল "পরমেশ্বরকে ডাক"। বলিল "কি বলে ডাকব"? কালীপদ বলিল "দয়াময় হরি বলে ডাক। কিঞ্চিৎ কাল "দয়াময় হরি দয়াময় হরি" বলিতে লাগিল। পরে বলিল "আর বলিতে পারি না, কষ্ট হয়," কালীপদ বলিল, "তবে মনে মনে বল।" তাহাই করিল। অত্যন্ত যন্ত্রণায় রাত্রি কাটিল, প্রাতে দেখা গেল অত্যন্ত দুর্ব্বল। বলিল, "দুধ নিয়ে এস।" দুগ্ধ পান করিয়া একটু ঘুমাইল নিকটে কেবল কালীপদ ও জ্ঞান্। বেলা অনুমান ১০ ঘটিকা, জাগিয়া বলিল "আমায় বাইরে নিয়ে চল", ইহার উত্তরে কেহ কিছু না বলাতে বারম্বার ঐ কথাই বলিতে লাগিল। তাহাতে কালীপদ বলিল "বড় কাহিল বাহিরে যাইতে পারিবেনা।" যে সুরেশের শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও এত দুর্ব্বল যে, প্রায় হস্তোত্তোলন করিবার শক্তি ছিল না বলিলেই হয়, সেই সুরেশ কালীপদের ঐ কথাতে দুই করতল কুঞ্চিত করিয়া, বলিষ্ঠ লোকের ন্যায় হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল "এই দেখ আমার জোর হয়েছে, এই দেখ আমার জোর হয়েছে।" এই কথা বলিতে বলিতে দীর্ঘকালব্যাপী রোগপ্রপীড়িত, শুষ্ক মুখাবয়বে এক অপূর্ব্ব কান্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং বিস্ফারিত নয়নদ্বয় কোন এক অলক্ষ্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল এই ভাবে থাকিলে শ্রীমান জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিল কি দেখিতেছ? উত্তর—স্বর্গ দেখ্‌ছি। জ্ঞান্ বলিল স্বর্গ দেখ্‌ছ। উত্তর—হাঁ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ স্বর্গ, ঐ স্বর্গ। আমি ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে যাব। স্বর্গের শোভা অতি চমৎকার। আমি স্বর্গে যাচ্ছি কোন ভাবনা নাই।" এই সময় সকলে খুব নিকটে আসিয়া ঘেরিয়া বসিলাম, বলিল "মৃত্যু কি আরাম তোমরা জান না। আমি হয়ে গেছি, খাট নিয়ে এস।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ও কথা বল্‌চো কেন? এই কথার পর এদিক ওদিক চাহিয়া সকলেই উপস্থিত আছেন কিনা দেখিয়া বলিল, বর দিই শুন। "আমি ত ভাল হয়ে গিছি স্বর্গে গিছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম স্বর্গে কাকে দেখছ? (প্রশ্নটি প্রথমেই আমার মনে এই ভাবে উদয় হয় যে, তোমার ঠাকুরদাদা মহাশয়কে স্বর্গে দেখ্‌ছ কি না? কিন্তু তিনি পরিচিত বলিয়া পাছে হাঁ বলে আমি ওরকম ভাবে প্রশ্নটি না প্রকাশ করিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম স্বর্গে কাকে দেখ্‌ছ। জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই স্বতেজে উত্তর করিল ঠাকুরদাদা মহাশয়কে। ইহাতে আমার বেশ বোধ হইল আমি যাঁহাকে চাহিতে ছিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াই উত্তর দিল ঠাকুরদাদা মহাশয়কে।) তদুত্তরে কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল তিনি কি কচ্ছেন? উত্তর, বেড়াচ্ছেন। (আমার) প্রশ্ন—তিনি তোমায় কি বলছেন? উঃ। "সংসারে এত কোলাহল কেন।" প্রঃ। (জ্ঞান) আর কাকেও দেখ্‌ছ? উঃ। "কত লোক।" কালীপদকে মাথায় হাত দিয়া বলিল "ছোট কাকা একটু ভক্ত, বিবাহ করে নি। আমিও যে কত্তম না মনে করেছিলাম, অত জানিনা। বাগানে একটি ঘর করে ফুল গাছ দিয়ে হরি নাম করব, খুব হরিনাম করবে, স্কুল করবে।" প্রঃ (কালীপদ) কোথায় স্কুল করব। উত্তর—সিঁতিতে। মেজ কাকা বাড়ী করবেন মস্ত বাড়ী করবেন। প্রঃ। (আমার) আমি কি করব, উঃ আপনি কিছি

হবেন। সংসারে ঋষি হবেন। মাকে আপনার পার্শ্বে বসিয়ে উপাসনা কর্বেন। প্রঃ (আমার)—আমি কি করে ঋষি হব, পয়সার জন্য দোর দোর ফেরা আর ভাল লাগে না। উঃ-ভাল হবে। প্রঃ। তুমি গেলে আর ভাল আমার কি? উঃ। আমি ভাল কর্ব। মা ঠাকুরন্ বলিলেন বাবা আমি যাব, তোমার কি যাবার সময়? উঃ—নিয়ে যাব,—সকলকে নিয়ে যাব। উহার গর্ভধারিণী জিজ্ঞাসা করিল, আমায় নিয়ে যাবে? উঃ-হ্যাঁ নিয়ে যাব। প্রঃ। (ক্ষীর) আমি কি কর্ব? উঃ। B.A.M.A.পাস কর্বে,সংসারে ঈশ্বরকে ডাক্‌বে। উপদেশচ্ছলে-জ্ঞান,তুমি সংসারে Truthful হবে—খুব Truthful হবে, ঈশ্বরবিশ্বাসী হবে। ক্ষির—B.A. M.A. পাস কর্বে,সংসারে ঈশ্বরকে ডাক্‌বে। প্রঃ (আমার)—তোমার বড় দাদা তোমার জন্য যে কাঁদ্‌চে। উঃ—"দেখা হবে।" প্রঃ (আমার)—কানাইয়ের (যাহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়া গিয়াছে) কি হবে? উঃ। "কে কানাই?" তোমার ভাই। উঃ। চিনি নি। জ্ঞান বলিল আমার ছোট। কিঞ্চিৎ নীরবের পর উত্তর, ভাল হবে। কি করে ভাল হইবে, সে কি কর্বে? নীরবে রহিল, কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় একদিকে নিক্ষিপ্ত, বিশেষ যেন কিছু নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিছু ক্ষণ পরে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল আমার কি হয়েছিল জানেন? উঃ—না। consumption হয়েছিল। ঠাকুর মা জানিস consumption কাশ। জ্ঞান, তুমি বুঝি জান না। উঃ। না। consumption। এই সময়ের মুখের তেজ ও শোভা যে কি প্রকাশ পাইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। আমার মা ঠাকুরণ বলিলেন বাবা ওসকল কথা কেন বল্‌ছো? তোমার মা যে কাঁদছে। কিছুক্ষণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়া বলিল, কেন কাঁদ্‌ছিস?—এই জন্যে? "আমি ত ভাল হয়ে গেছি কোন অসুখ নাই। এই জন্যে কাঁদ্‌ছিস? কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য"! এইরূপ দুইবার চিবুক ধরিয়া বলিয়াছিল, মা তোকে রাঁধতে হবে না। প্রঃ। গান গাহিব। উঃ। হাঁ। প্রঃ। কোন্ গান গাইব? উঃ। "খুব হরিনাম কর, খুব হরিনাম কর।" ইহার পর "হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী বেলা গেল সন্ধ্যা হলো আর কেন বিলম্ব বল।" এই গানের প্রথম কলি গাহিতেই সকলের শোকের আবেগে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল এবং সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। অল্প পরে, সুরেশ বলিল, সব নোঙ্‌রা হয়ে গেল। প্রঃ। (কালীপদ) কেন নোঙ্‌রা হয়ে গেল। উঃ। তাহার জননীর দিকে চাহিয়া এত কাঁদ কেন? ফের বর দিব। ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর এক দৃষ্টে তাকাইয়া বলিল, ঐ পরমেশ্বরকে হারালুম, পরমেশ্বর আমায় ঠকালেন! আমি হয়ে গেছি। খাট আন, মুখে চাপা দাও। তোমরা সব ফুলের মালা গলায় দিয়ে যেও, আমায় দিও। প্রঃ। (জ্ঞান) স্বর্গের কথা আরও বল, আমরা শুনি। উঃ। আর কিছু বল্‌বার নাই। ইহার পর অল্প সময়ের জন্য নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। মিনিট পনের পর জাগিয়া উঠিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিল না। আবার কিঞ্চিৎ পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল gathering brothers,uncle, father, mother and grand-mother। প্রঃ। (কালীপদ) এই কথা মনে করিতেছিলে? উঃ। না। I was ready for death. Death would be hahpy। ইহার পরে অবস্থা স্বতন্ত্র বোধ হওয়াতে আমরা আর কোন প্রশ্ন করি নাই। সন্ধ্যার পর কালীপদ, জ্ঞান, ও ক্ষীর "দয়াময় হরি দয়াময় হরি বলরে মম রসনা" এই গানটী গাহিতে লাগিল; বাবা আমার তাহাদের সহিত যোগ দিতে দিতে জ্ঞান ও ক্ষীরের হাঁটুর উপর তাল দিতে লাগিল। সময়ে সময়ে নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়া এবং আপনা আপনি নানা কথা বলা। "ঠাকুর মা, ঠাকুর মা, বলিয়া ডাকিয়া (সতেজে) বলিল আমি তোমারই আছি"।

মৃত্যুর প্রায় ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে এই কয়েকটী আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছিল। ১ম মামা, মামা, কালিপদ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে বলিল "বাবা, বাবা" বলিতেছে। সুরেশ শুনিতে পাইয়া বলিল "মামা মামা"—অক্ষয় (তাহার মামার নাম) দ্বিতীয় প্রমথ (তাহার এক স্বর্গগত পিসতুতো ভাই)। তৃতীয়—বর্ত্ত (সত্যব্রত তাহার কনিষ্ঠ সহোদর) এই বাক্যই তাহার শেষ বাক্য। মানুষ যত দিন সংসারে থাকে, ততদিন তাহার চিত্ত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চবিধ বিষয়ে আসক্ত থাকে, সুতরাং জড় ভাবাপন্ন হওয়া ইহার পক্ষে অসম্ভব নহে। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই ইহার পক্ষে সত্য আর স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সমস্তই অসত্য। পরমাত্মা, জীবাত্মা, স্বর্গ সমস্তই তাহার পক্ষে কল্পনা। Rontgen Rays, Electric wave আবিষ্কৃত হইল, পৃথিবীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, চারিদিক্ হইতে আবিষ্কারকদিগের প্রতি প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু আত্মা, পরমাত্মা ও স্বর্গের বিষয় কেহ প্রাণ দিয়া সাক্ষ্য দিলেও বিজ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ওসব প্রলাপের কথা বলিয়া উপহাস করিলেন।

সংবাদ।

উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় গত কল্য কুচবিহার হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি আসিবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দিন উপলক্ষে তথায় যে সভা হইয়াছিল তাহাতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। দাওয়ান কালিকাদাস দত্ত উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আগামী কল্য শনিবার ১৭ই আশ্বিন হইতে মঙ্গলবার ২০শে আশ্বিন পর্য্যন্ত চারি দিন ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোৎসব হইবে। সমবিশ্বাসী ভাই ভগ্নী সকলে ঐ উৎসবে যোগ দান করেন ইহাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ। প্রতিদিন প্রাতে ৯টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে, সায়াহ্নে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হইবে।

মুদিয়ালী-ব্রহ্মমন্দিরনির্ম্মাণসম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। সাধারণের বিশেষতঃ মুদিয়ালীস্থ বিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের অবগতির জন্য উহা পত্রস্থ করিলাম।

"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।"

মানকর।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭।

১লা আশ্বিন তারিখের ধর্ম্মতত্ত্বপাঠে অবগত হইলাম, আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ গৃহের জন্য /৪। কাঠা জমী ৩৮০ টাকা মূল্যে বিক্রী এবং নগদ ১২০৲ টাকা দিয়া কুচবিহারের মহারাণী প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা ঋণ শোধ করিলেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে তিনি যে আর কোন প্রকারে উক্ত মন্দিরনির্ম্মাণের সাহায্য করিতে পারিবেন আমার এমন বোধ হয় না। মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজের সহিত এ দাসের জীবন বিশেষ ভাবে সম্বন্ধ, উহার স্থায়িত্ব এবং উন্নতির চেষ্টা করা যে এ দাসের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সংশয় নাই। এ দাসের ন্যায় মুদিয়ালী ও তন্নিকটস্থ আমার অনেক বন্ধুও উক্ত মন্দির এবং শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মহাশয়ের সহিত অনেক বিষয়ে সম্বন্ধ এবং ঋণী।

আপনি যেরূপ নানা কার্য্যে সর্ব্বদা বিব্রত, তাহাতে আপনার পক্ষে মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ ও তাহার তত্ত্বাবধান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণবিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু কর্ম্মোপলক্ষে আমাকে যেরূপ সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং বিদেশে থাকিতে হয় তাহাতে আমার পক্ষে উহার তত্ত্বাবধানের ভার লওয়া নিতান্তই দুরূহ। অথচ মন্দিরটী যত শীঘ্র নির্ম্মিত হয় ততই মঙ্গল। আমার অবস্থা এমত সম্পন্ন নহে যে আমি উক্ত মন্দিরনির্ম্মাণে বিশেষ সাহায্য করিতে পারি। আমা অপেক্ষা সম্পন্ন আমার মুদিয়ালীস্থ এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় এবং উহার তত্ত্বাবধানের ভার নিজেরাই বহন করিতে পারেন। আমি উক্ত মন্দিরনির্ম্মাণে ৫০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত আছি। আশা করি, দানশীল সহৃদয় সমবিশ্বাসী বন্ধুগণও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া যাহাতে মন্দিরটী সত্বর নির্ম্মাণ হয় তদ্বিষয়ে একটু মনোযোগ করিবেন। আমাদের প্রিয় বন্ধু ব্যারিষ্টার বাবু নগেন্দ্রচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন মুদিয়ালী গ্রামে। আমি আশা করি সময় এবং সুবিধা হইলে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণের ভার তিনি গ্রহণ করিয়া যাহাতে সত্বর উহা সমাধা হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। এ বিষয়ে আপনার এবং অপরাপর বন্ধুবর্গের মত জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্র আপনি ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত করিতে পারেন। ইতি।

দাস শ্রীনিবারণচন্দ্র বসু।

১৮৯৬ সালের প্রচারকার্য্যালয়ের আয়ব্যয়হিসাব বাহির হইল। লোক ও সময়ের অভাবে অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষায় হিসাব বাহির করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। ছাপাখানা, মহিলা ও ইউনিটি মিনিষ্টার প্রভৃতির হিসাববাদে একমাত্র প্রচারেই ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্য জন্য আহারের ব্যয় বেশি পড়িয়াছে, পুস্তক বিক্রয় বেশি হয় নাই, ধর্ম্মতত্ত্বের টাকাও অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অনেক কম আদায় হইয়াছে। হিসাব দৃষ্টে এ সমুদায় সকলের চক্ষে পড়িবে। বর্ত্তমান বৎসরেও দ্রব্যাদির মূল্য আরও বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, জানি না এ বৎসর আয় ব্যয় কিরূপ দাঁড়াইবে। আশ্চর্য্য এই, দয়াময়ের বিশেষ কৃপার বিরাম নাই, তিনি কেমন অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহার আশ্রিতগণকে আহার দিয়া বস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। সত্যই তিনি প্রচারদিগের সকল ভার মাথায় করিয়া বহন করিতেছেন।

আচার্য্য-পত্নী দারজিলিং অবস্থানকালে অত্যন্ত পীড়িত হন। যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই মনে বিশেষ ভয় হইয়াছিল। ডাক্তার ও বরাইন, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণধন বসু প্রভৃতি উপযুক্ত চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার শরীর যেরূপ উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, এ বয়সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যের আশা করা যায় না। তবে নিয়মিত মত চিকিৎসাধীনে থাকিলে তিনি অনেকটা সুস্থ থাকিতে পারেন।

ভিক্টোরিয়া কলেজের অধীনস্থ বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক ১৪৪৲ টাকা করিয়া সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রণালীমত স্ত্রীশিক্ষাদানে অভিলাষী দানশীল ধনবান্ মহোদয়গণের নিকট আমরা ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। দেশের যেরূপ দিন দিন অবস্থা হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বিশুদ্ধ প্রণালী শীঘ্র অবলম্বন না করিলে নারীজাতির বিশেষ অকল্যাণ হইবে। এক মাসের জন্য কলেজ ও স্কুল বন্ধ দেওয়া হইয়াছে; আগামী ১লা নবেম্বর পুনরায় খুলিবে।

প্রেরিত।

বিধানসম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা।

গত ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দরবার শ্রীমদাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েক খানা পত্র ও তাঁহার দুইটী প্রাত্যহিক প্রার্থনার সার যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে বিধানসম্বন্ধীয় কয়েকটী কথার উদয় হইয়াছে, উহা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

চিঠী কয়েক খানা পাঠ করিয় বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে, তিনি বিধানের অন্তর্গত কোন একটি সামান্য কার্য্যও দরবারের অনুমোদন ব্যতীত নিজে একাকী স্বাধীন-ভাবে করিতেন না। দরবারকে তিনি আশ্চর্য্যরূপে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছিলেন। নবদেবালয়ে স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ শঙ্খধ্বনি করিবেন, উপাধ্যায় শ্লোকপাঠ করিবেন, তাহাতেও তিনি পীড়িত অবস্থায়

পত্র লিখিয়া দরবারের অনুমোদন চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণ ব্রহ্মমন্দির, উপাচার্য্যনিয়োগ ও বড় বড় উৎসবাদি দরবারের অনুমোদন ব্যতীত করিতে অনেকে বাধা বোধ করেন না। পূর্ব্বে কমলকুটীরস্থ ক্ষুদ্র উপাসনা প্রকোষ্ঠে সময়ে সময়ে উপাসকদিগের বসিবার উপযুক্ত স্থান হইয়া উঠিত না, তজ্জন্য আচার্য্য স্বর্গারোহণের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া তাড়াতাড়ি বৃহদায়তন দেবালয় নির্ম্মাণ করিলেন, ভিত্তিস্থাপনকালে প্রত্যেক প্রচারকের হস্ত দ্বারা ইষ্টক স্থাপন করাইয়া লইলেন। দেবালয় নির্ম্মিত হইলে পর স্বয়ং তাহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিয়া উহার নিয়মপ্রণালী ও উপাসনাদির সমুদায় ভার দরবারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, তাঁহার দেহে অবিদ্যামানে দেবালয়ের কার্য্য সুন্দররূপ চলিবে, উহা উপাসকমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইবে, এবং উহা দ্বারা পল্লীর সমুদায় প্রচারক পরিবারের প্রভূত কল্যাণ হইবে। তাঁহার সেই আশা ফলবতী হইয়াছে, আমার বোধ হয় এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। দেবালয়ের সঙ্গে দরবারের বহুকাল হইতে কোন সম্পর্ক নাই।

আচার্য্য শ্রীদরবারে দেবাবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। সেই সময়েও দরবারে বসিয়া কখন কখন অনেক সভ্য ঘোর বিবাদ বিসংসাদ করিয়াছেন, ৩।৪ জনের দ্বারাও দরবার হইয়াছে। সেই দরবারের নির্দ্ধারণকে নিজে অনুপস্থিত সত্ত্বে আচার্য্য শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। এক বিশ্বাসের অভাবে সমুদায়ের অভাব হয়। যাঁহারা দরবারের প্রতি অবিশ্বাসী, দরবারে ৫।৭ জন প্রেরিতের ঐকমত্যে যে সিদ্ধান্ত হয় তাহাও সম্পন্ন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি কাহার মতে নববিধানমণ্ডলীকে চলিতে হইবে? তাঁহাদের এক এক জনের স্বাধীন স্বতন্ত্র মত ও নেতৃত্ব মানিয়া কি চলিতে হইবে? তাঁহাদের এক এক জনের স্বতন্ত্র স্বাধীন মত ঠিক; না অনেকগুলি লোকের সম্মিলিত মত বিশুদ্ধ? যিনি মণ্ডলীর শিরোভূষণ ও নেতা ছিলেন, তিনিও যে দলেতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়াছিলেন। স্বাতন্ত্র্য কোন বিধানেরই শাস্ত্র ও বিধি নয়। যে স্থানে আমার নামে দুইজন লোক মিলিত হয়, সেখানে আমি বিদ্যমান, পবিত্রাত্মা সেই স্থানে কার্য্য করেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের এই মত। এস্‌লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী অন্য কেহ নয়। যাঁহারা নিজে ব্যক্তিত্ব পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া অন্যকে সম্মিলনের উপদেশ দান করেন তাঁহারা উপহাসাস্পদ হন। বিধান পূর্ণতার জন্য বিশ্বাসীদিগের সম্মিলনে বিধাতা স্বয়ং কার্য্য করেন, স্বার্থ দুরভিসন্ধি ও শত্রুতা সাধনের জন্য সম্মিলন হইলে বিধাতা প্রস্থান করেন। উহাতে শয়তানের কার্য্য হয়, বিধানের নহে।

বিধান একাকী আগমন করেন না, বিধান বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত লোক, শাস্ত্র ও ব্যবস্থাদি সহ অবতীর্ণ হন. বিধানে নিযুক্ত লোক বা তাহার বিধি ব্যবস্থা না মানিলে বিধান মানা হয় না। বিধানে যে যে কার্য্য করিবার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত, তদুপযোগিনী বিশেষ বিশেষ শক্তি ও প্রকৃতি লাভ করিয়া ভগবৎপ্রেরণায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আচার্য্য দেব তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রেরিত বলিয়া চিহ্নিত ও তাঁহারা সেই কার্য্যে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা বিশেষ ভাবে নিজেদের বিশেষ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলে তাঁহাদের মহত্ত্ব ও দেবত্ব, উহা উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে চলিলে অধোগতি হয়, আচার্য্যের এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সুমধুরকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে আচার্য্য দেব সঙ্গীত-প্রচারকের পদে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেন। যখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য কর্ত্তৃক এই পদে দীক্ষিত হন তখন তাঁহার প্রতি বেদী হইতে যে উপদেশ হইয়াছিল তাহার মধ্যে এই ভাবের কয়েকটী কথা ছিল; 'তুমি একতন্ত্রী যোগে দীনভাবে ভক্তির সহিত ভগবৎপ্রদত্ত তোমার সুমধুর স্বরে নারদের ন্যায় হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া দ্বারে দ্বারে দেশে দেশে বেড়াইবে, তোমার জীবনের কার্য্য। তাহাতে তোমার পরিত্রাণ ও জগতের পরিত্রাণ জানিবে।' আচার্য্য যখন প্রচারকদল সহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রায় গমন করেন, তখন সেই প্রচারে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদির প্রাধান্য থাকিবে বলিয়া প্রচারকসভাতে তিনি প্রস্তাব করিয়া ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে উক্ত যাত্রিক দলের নেতৃত্বপদ প্রদান করিয়াছিলেন, নিজে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিচ ঘটনাবশতঃ উহা কার্য্যতঃ হয় নাই, কিন্তু আচার্য্যদেবের উদ্দেশ্য তাহাই ছিল। ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে আচার্য্য মণ্ডলীর পৌরোহিত্যে পদে বরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপাধ্যায় উপাধিদানে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেন। তাঁহার রুচি প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ইত্যাদি দর্শনে তিনি এরূপ কার্য্যের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে প্রেরিত, আচার্য্য দেব এরূপ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অতএব পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি কার্য্য উপাধ্যায়কে অতিক্রম করিয়া অন্য কেহ করিলে তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। একদা কলিকাতাস্থ এক জন বন্ধুর সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার গৃহে আচার্য্যদেব ও অন্যান্য প্রচারকবন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। উপাধ্যায় পীড়াবশতঃ যাইতে পারেন নাই। আচার্য্য উপাধ্যায়ের অনুমতি ভিন্ন নিজে কার্য্য করিলেন না, এবং অন্য প্রচারককেও কার্য্য করিতে দিলেন না। তিনি অনেক ক্ষণ অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে উপাধ্যায়ের অনুমতি আসিলে আচার্য্য অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে দেন।

যিনি বিধানের যে বিশেষ পদে নিয়োজিত, আচার্য্য তাঁহাকে সেই পদের জন্য অত্যন্ত সম্মান করিতেন। স্বেচ্ছাচারী হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলা তিনি অপরাধ মনে করিতেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোরাণ অনুবাদ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত গ্রন্থের সমালোচক উহার সমালোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন, অনেক স্থানে ভাব অস্পষ্ট রহিয়াছে, ভাষা আরও সরল হওয়া উচিত ছিল। উহা উপলক্ষ্য করিয়া আচার্য্যদেবের সাক্ষাতে কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিয়াছিলেন, একটু অভিজ্ঞতা ও সতর্কতার সহিত অনুবাদ করা প্রয়োজন ছিল। এই কথা শুনিয়া আচার্য্য ক্ষুব্ধ হন, উক্ত বন্ধু চলিয়া গেলে পর তিনি বলিলেন, গিরিশ বাবুর অনুবাদের উপর আর কথা চলে না। গত বারে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত ১৮০০ শক, ৫ই পৌষের প্রার্থনায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, "যাঁহারা তোমার নিয়োগ পত্র পাইয়া তোমার বিধানে কার্য্য করিতেছেন; তাঁহারা আমার মস্তকের উপরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমি যেন তাঁহাদের এক জনকেও অস্বীকার না করি। তুমি স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ। যাঁহাকে তুমি গরিব প্রচারকদিগকে অন্ন বস্ত্র দিতে নিযুক্ত করিয়াছ, তাঁহার মধ্যে তুমি দেবতা হইয়া কার্য্য করিতেছ। তোমার বিধির বিরুদ্ধে আমাদের রসনা অভিযোগ করে, সেই রসনাকে দগ্ধ করিও" ইত্যাদি। যে কে

ব্যক্তি যে যে বিশেষ কার্য্যের জন্য চিহ্নিত ও নিয়োজিত, নীচ অভিসন্ধি, চিত্তবিকার ও অভিমান ইত্যাদি কারণে তাঁহাদের দ্বারা সেই কার্য্যের ক্ষতি ও অবনতি হইলেও আচার্য্য তাহাতে বাধা দিতেন না, তাঁহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি দলচ্যুতি ও স্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। উক্ত সনের ৬ই পৌষের প্রার্থনায় এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন; "যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুক্ত করিয়াছ, ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারিবে না। মৎস্যের পক্ষে যেমন জল; বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তোমার এই বিধানভুক্ত দল। দল ছাড়িলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না।"

অনেকে পৌরোহিত্যশব্দে বিষম বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, হিন্দুসমাজ গুরু পুরোহিতের জ্বালায় জ্বালাতন, নববিধানমণ্ডলীতে আবার এক জন পুরোহিত দাঁড়াইলেন। গৌরগোবিন্দ রায় পুরোহিত হইলেন, সেই হিন্দুয়ানি উপস্থিত। পৌরোহিত্যের মূল বিশুদ্ধ তাহাতে কোন দোষ স্পর্শ করে না, হিন্দুসমাজে তাহার অতিশয় বিকার ও ব্যভিচার হইয়াছে। তাহা বলিয়া পৌরোহিত্য একেবারে খণ্ডিত হইতে পারে না। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বিবাহ নামকরণাদি অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দক্ষিণা ও ভোজ্যাদির প্রত্যাশা করিলে এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি পৈতৃকপদরূপে ক্রমে পুরোহিত হইলে ঘৃণার্হ ও দূষণীয়। উহা যাহাতে না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হও; সকলেই পুরোহিত, সকলেই যজমান, নববিধানী ব্রহ্মে আর পুরাতন সাধক ও প্রচারকে কোন প্রভেদ নাই, এইরূপ স্বভাববিরুদ্ধ সমতার পক্ষপাতী আমরা কিছুতেই হইতে পারি না। লেখা পড়া শিক্ষা করিলে শাস্ত্রাদি পাঠ করিলে অনেক জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু অসদ্‌গ্রন্থ পাঠে জীবনের অধোগতি ও চরিত্রের স্খলন হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া কি লেখাপড়া শিক্ষা করিতে হইবে না? অসৎ পুস্তকের চর্চ্চা যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। লেখা পড়া বন্ধ করিবার তোমার অধিকার নাই। পণ্ডিত ও মূর্খকে তুমি এক শ্রেণীভুক্ত করিতে পার না। পণ্ডিতের কাজ মূর্খ ব্যক্তি দ্বারা কখন সম্পাদিত হয় না। সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচার চলে না।

আচার্য্য এক মাস কাল নবসংহিতা চর্চ্চা করিবার জন্য দরবারের অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বিধানসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশেষতঃ দরবারের প্রতি তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। আচার্য্য কোন বিষয়ে বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিতেন না। মণ্ডলীস্থ সকলে তাঁহার চরিত্রকে আদর্শ করিয়া চলিলে আজ নববিধানসমাজের এরূপ দুর্গতি হইত না। ব্যক্তিগত স্বার্থ, রুচি ও অভিমান এবং অবিশ্বাস সকল গোলযোগের মূল। দরবারে যে ব্যবস্থা সর্ব্বসম্মতিক্রমে (Constitutionally) হয়, তদ্রূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভিন্ন তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এই জ্ঞান অনেকের নাই, দুঃখের বিষয়।

এক জন বিধানাশ্রিত।

নববিধান প্রচার ভাণ্ডারের ১৮৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

স্বর্গীয় জগদীশ গুপ্ত ফণ্ড	২৫৸/০
ঐ ভুবনমোহন ঘোষ ফণ্ড	৮৸০
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত ফণ্ড	৫০৲
বাৎসরিক দান	১০০৲
মাসিক দান	৫২২৲
এক কালীন দান	৬৪৮৷/১০
শুভ কর্ম্মের দান	১৫৪৷০
আনুষ্ঠানিক দান	১২৭৲
বিশেষ ভিক্ষা	৩১৷০
উৎসবে	২২৯'০
পাথেয়	১৪৸৴০
ক্ষুদ্র আয়	১৩৪৷০
দাতব্য	২৩২৲
শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়	৭৭৲
পুস্তক বিক্রয়	৫৪৭/৫
ধর্ম্মতত্ত্ব	৫৫৭৸৫
ছাত্রাবাস	১০৩৯৸৴০
ভিক্টোরিয়া কলেজ	৮৩৪৸০
বাটীভাড়া	১২৮৷[illegible]/১০
হাওলাৎ ও গচ্ছিত	৪০০৲
মোট	৬০৬৩'১০

ব্যয়।

উপজীবিকা	২০০৩৶০
বস্ত্রখরিদ	৮৬৸/১৫
বিনামা	৩'/১০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	৭৩৲
ঔষধ ও পথ্য	৬০৸৶০
বস্ত্র ধোলাই	১২৷৫
ভিক্টোরিয়া কলেজ	১১৭০'/৫
উৎসবে	২৭১৸৴১৫
পাথেয়	৪০৷৶১০
ক্ষুদ্রব্যয়	৬০'৶০
দাতব্য	২৮৪/১৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন — কাগজ ১০৫৸/১০, ছাপাখানা ৭৬৲	১৮১৸/১০
কর্ম্মচারীর বেতন, পাচক, বেহারা দপ্তরী প্রভৃতি	২০৭'৴০
তৈজস খরিদ	৬৲
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স	৫৭৴৫
বাটীভাড়া	৯৫৭৲
বাটী মেরামত	৬৲
ধর্ম্মতত্ত্ব — কাগজ ও ডাকমাসুল ১৮২৶১০, ছাপাখানা ২৮৪৲	৪৬৬৶১০
মন্দির প্রভৃতিতে যাতায়াতে গাড়ি ভাড়া	৫৯/১০
পুস্তক বাঁধাই	৫৫৸০
মোট	৬০৬৩৷১০

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, চারিদিকে অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকার, তাহার মধ্যে তোমার কয়েকটি বিশ্বাসী সন্তান একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিতেছে। এই দ্বীপের চারিদিকে সংসারসমুদ্রের ঘোর তরঙ্গ আসিয়া ক্রমান্বয়ে আঘাত করিতেছে, এক এক বার মনে হয় যেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সেই সমুদ্র কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া গেল। অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকার, সংসারসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাত, এ দুই তোমার সেই বিশ্বাসী সন্তানগণকে নিরন্তর কম্পিতকলেবর করিয়া রাখিয়াছে। তোমার চরণাশ্রয় ভিন্ন আর তাহাদের গত্যন্তর নাই। যাঁহারা তাহাদের আত্মীয় বলিয়া পরিচিত তাঁহারা সকলেই পর হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অন্ধকার ভালবাসেন, সংসারের প্রবল তরঙ্গে ইতস্ততঃ তাড়িত, তাঁহারা ইহাদের সহায় হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর? হে অসহায়ের সহায়, আমরা এ সংসারে একান্ত নিরাশ্রয়, তোমা ভিন্ন আর কাহারও উপরে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। যে সংসারে বিশ্বাসী অতি বিরল, সে সংসারের কাহারও উপরে কি প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যায়। যাহাদিগকে আপনার বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায় সর্ব্বাগ্রে তাহারাই বিশ্বাসঘাতক হয়। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, এই সকল যাহাদের কার্য্যের প্রেরক, তাহারা এই সমুদায়ের প্ররোচনায় কখন কোন্ ভাব ধারণ করিবে, কিছুই বলা যাইতে পারে না। আজ তাহারা মিত্র কাল তাহারা শত্রু, আজ বিশ্বস্ত, কাল বিশ্বাসঘাতক, এরূপ কত প্রকারের পরিবর্ত্তন তাহাদের মধ্যে ঘটিতেছে। যাহারা তোমার লোক নয়, তাহারা আমাদের লোক কখন হইতে পারে না। বিষয়বাসনা এক প্রকার নয় বিবিধ। সেই বিবিধ বাসনায় যাহারা সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহারা কখন আপনাদিগকে আপনারা স্থিরতর ভূমির উপরে স্থাপিত রাখিতে পারে না। যাহাদের আত্মা তোমাতে স্থাপিত হইয়া অপরিবর্ত্তনীয় ভাব লাভ করে নাই, তাহারা সর্ব্বাবস্থায় কি প্রকারে বিশ্বস্ত থাকিবে? সর্ব্বাবস্থায় যাহারা বিশ্বস্ত থাকিতে পারে না, তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমাদের কি লাভ? হে বিশ্বজনবন্ধু, সংসারের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া আমরা একমাত্র তোমাকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তোমার এই আদেশ শুনিয়াছি, নরবন্ধু না হইলে, নর কে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ না করিলে, তুমি আমাদের বন্ধু হইবে না। এ বিষম দায় হইতে রক্ষা পাইবার উপায় তুমিই আমা-

দিগকে বলিয়া দাও। যাহারা সাধু সজ্জন নহে, ঈদৃশ পৃথিবীর কাহাকেও বন্ধু না বলিলে তুমি আমাদের প্রতি কখন বিরক্ত হইবে না, কেন না অসাধু অসজ্জন বাস্তবিকই বন্ধু নহে। যাহারা বাস্তবিক বন্ধু নহে, তাহাদিগকে বন্ধুপদে বরণ তোমার ইচ্ছাবিরোধী। যাহা তোমার ইচ্ছাবিরোধী, তাহাই যদি মূঢ়তাবশতঃ স্বীকার করি তজ্জন্য আমরা কখন নিরপরাধী হইব না। কিন্তু আমাদিগকে যে নরবন্ধু হইতে হইবে, এ আদেশ তো আমরা কিছুতেই অর্থান্তর করিয়া লইতে পারি না, নর নারী শত্রুতা করিলেও, আমাদিগকে যে চিরকাল মিত্র থাকিতে হইবে। যদি মিত্র না থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাদিগের মিত্র হইবে কেন? কিন্তু, প্রভো, দেখিতেছ লোকের অপ্রিয় আচরণে আমাদের মন কেমন উত্যক্ত হইয়া উঠে; আমরা তাহাদের প্রতি ভাল ভাব রক্ষা করিতে পারি না। দীনশরণ, তোমার চরণে প্রার্থনা এই, যদিও বা কখন দুর্ব্বলতাবশতঃ মনে মনে কাহারও প্রতি আমাদের বিরক্তি উপস্থিত হয়, আমরা যেন তখনই অনুতপ্ত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হই, এবং সকল প্রকারের বিরোধী ভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর প্রতি যে ব্যবহার তাহাতেই প্রবৃত্ত থাকি। তোমার কৃপায় এ প্রার্থনা আমাদের সিদ্ধ হইবে, একান্ত বিশ্বাস করিয়া তব চরণে বারবার প্রণাম করি।

শারদীয় উৎসব।

আজ তিন বৎসর হইল দুর্গোৎসবসময়ে বিশেষ ভাবে উৎসব হইতেছে। গত দুই বৎসর উৎসব সম্ভোগ করিয়া সকলেরই মনে শারদীয় উৎসবের প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছে। এবার উৎসবসম্বন্ধে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থা ছিল, অথচ পূর্ব্ব দুই বৎসরের ন্যায় উৎসব সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে, দর্শন শ্রবণ দৃঢ়তর ভূমির উপরে স্থাপন করিবার পক্ষে উহা সাহায্য করিয়াছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা বড়ই কৃতার্থ হইয়াছি এবং এ জন্য ভগবানের চরণে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতেছি। ৩ সংখ্যক রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে উপাসনাশ্রমে এ বার উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। উপাসনাগৃহ অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। নববিধানানুগত যুবকগণের উৎসাহই এই সুসজ্জাসম্পাদনের মূল। ১৭ আশ্বিন শনিবার হইতে ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রাতে উপাসনা উপদেশ, সায়ঙ্কালে সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনা এই কয়েক দিনের প্রণালী ছিল। ১৭ আশ্বিন শনিবার, "চিন্ময়ী দুর্গা লাভ" (দৈনিক প্রার্থনা, ১ম ভাগ, ১লা অক্টোবর, ৭১পৃ) শীর্ষক প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজ আমরা সাহসিকতা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত কি না, ইহা আমাদের এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আমাদের বিশেষ কোন সাধন ভজন, তপস্যা বা যোগসম্পৎ নাই, তবুও আমাদের এরূপ সাহসিকতা কেন? আমরা পরিবারসম্বন্ধ ছাড়িব না, অথচ ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিব, ইহা অপেক্ষা সাহসিকতা, বল, আর কি হইতে পারে? আজ বঙ্গদেশ দুর্গোৎসবে মাতিয়াছে, এই উপলক্ষে হিন্দুগৃহে যে পারিবারিক সুমিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ পায়, সে সুমিষ্টতা আমরা ছাড়িতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। বাল্যকালের কথা আজও আমাদের স্মৃতিপথে নূতনের মত জাগিয়া আছে। তখন বিদেশ হইতে বাড়ীতে যাইবার জন্য মন যেরূপ উৎসুক হইত, বাড়ীতে গিয়া যেরূপ আনন্দলাভ হইত, তাহার তুলনা সমুদায় বৎসরের সুখের সঙ্গে হইত না। অনেকেই জানেন দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর মিলন হইলে কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়। এই দুর্গোৎসবের সময়ে দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর পিতা পুত্রে, পত্নি স্বামীতে, ভাই ভগিনীতে মিলন হয়। সে মিলনজন্য সুখ অতি পবিত্র। এই পবিত্র সুখ আমরা কোনরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা বাল্যকালে পূজাতে যে সাত্বিক ভাব দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার অভাব হইয়াছে। এখন এক দিকে চণ্ডীপাঠ, আর এক দিকে মদ্যপান ব্যভিচার; কোথায় দুর্গা পূজা করিয়া অসুরের উপরে জয়লাভ হইবে, না অসুরই জয়ী হইতেছে। এ সকল সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, হিন্দুর গৃহে আজ যে পারিবারিক সুখ উপস্থিত, তাহার তুলনা নাই। কলিকাতার কথা বলিতেছি না, পল্লীগ্রামে যাহারা বিদেশে পাপসংস্রবে দূষিত ছিল, তাহারা আজ বাড়ীতে আসিয়া সে পাপ ভুলিয়া গিয়াছে; পরিবারের মুখ দেখিয়া তাহাদের পূর্ব্ব-

স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে। যে কয়েক দিন তাহারা গৃহে থাকিবে, পবিত্র বায়ু সেবন করিবে, গৃহের নিকট দিয়াও আর বিদেশের অনুষ্ঠিত পাপ আসিতে পারিবে না। এই মহৎ পরিবর্ত্তন কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন নয়। ইহা দেখিয়াই নব বিধান, এ সুখ হইতে কেহ বঞ্চিত না হন, তজ্জন্য সংসারে বাস করিয়া উচ্চতম ধর্ম্ম-সাধন করিতে সকলকে উপদেশ দেন। এ উপদেশ কি সাহসিকতা নয় ?"

প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের কোন সাধন ভজন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বকালে সাধনভজনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন। সংসারের সকল সুখ সম্ভোগ করিব, অথচ ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিব, এদুই কোন কালে ঘটে না। সংসারের সুখ ভোগ করিতে গিয়া সংসারের প্রতি আসক্তি জন্মে; সংসারের প্রতি আসক্তি জন্মিলে উচ্চধর্ম্ম জীবনে সাধিত হইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। যদি সংসার ও উচ্চধর্ম্ম দুই একত্র থাকিতে পারিত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য প্রিয়তমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিচ্ছেদসাগরে ডুবাইয়া, পুনঃ পুনঃ পুত্র হারাইয়া শোকাতুরা জননীকে অশ্রুনীরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন না। সন্ন্যাসী না হইলে তাঁহার ধর্ম্ম লোকে গ্রহণ করিবে না, লোকের পরিত্রাণ জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইলেন যদি এ কথা বল,তাহা হইলে শাক্যের রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চরণে শরীরশোষণে কি প্রয়োজন ছিল বল দেখি। তিনি একা সর্ব্বত্যাগী হইলেন তাহা নহে,তাঁহার কিশোরবয়স্ক সন্তান রাহুল, যে সন্ন্যাসের মর্ম্ম কিছুই বোঝে না তাহার মাথা মুড়াইয়া তাহাকে তিনি পথের ভিখারী করিলেন কেন ? যদি এই পর্য্যন্ত হইত, তাহাহইলেও ভাল ছিল, অল্পে অল্পে তিনি শাক্যবংশের রাজতনয়গুলিকে সন্ন্যাসী করিয়া শাক্যবংশের রাজ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। ঈশ্বরতনয় ঈশা দারপরিগ্রহ করিলেন না। তিনি পিতার সহিত যোগাভিলাষী হইয়া সংসারভোগে জলাঞ্জলি দিলেন। আমরা এ সকল দেখিয়াও যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকি, সাধনভজনশূন্য হইয়াও সংসারসুখ পরিত্যাগ করিব না, আহার পান ভোজন হাস্যামোদে জীবন কাটাইব, অথচ অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চভূমি অধিকার করিব, তাহা হইলে আমাদের দশা যে কি হইবে বুঝিতেই পারা যায়। আমরা যতই এই পথ ধরিয়া থাকিব, ততই আমাদের সংসারাসক্তি বাড়িবে, পরিশেষে সংসারে ডুবিয়া মরিব।

আমাদের তেমন সাধন ভজন বা তীব্র তপস্যা নাই ইহা আমরা মানি; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর একটি বিষয়ে যে বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসের বলে আমাদের এরূপ সাহসিকতা। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল মত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মূলে গভীর সত্য আছে, সে সকল কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞানসঙ্গত নয়। এই রাজ্যের একটি মত—প্রায়শ্চিত্ত। আপনার জন্য আপনি প্রায়শ্চিত্ত করা নহে, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কঠোর তপস্যা প্রায়শ্চিত্তরূপে তদ্বংশীয়গণে অবতরণ। এ মত কি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহে ? অনেকে বলিবেন, অপরের তপস্যার ফল অপরে লাভ করিবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, ধর্ম্মসঙ্গতও নহে। তপস্যাসম্পৎ কি পার্থিব সম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? অধ্যাত্মসম্পত্তি প্রতিজনকে স্বয়ং উপার্জ্জন করিতে হইবে, ইহার আবার উত্তরাধিকারিত্ব কি ? যদি এখানে উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী, সাধু অসাধু, সভ্য অসভ্য, সকলেই পূর্ব্বপুরুষগণের উত্তরাধিকারী; অধ্যাত্মসম্পদ্‌লাভসম্বন্ধে কেহই আর বঞ্চিত থাকিতে পারে না। কৈ এরূপ উত্তরাধিকারিত্ব তো আজ পর্য্যন্ত নয়নগোচর হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের তপস্যাদির ফল বংশপরম্পরা অবতরণ করে, এ কথা আমরা বিজ্ঞানদৃষ্টিতে বলিতেছি, কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা বলিতেছি না। প্রত্যেক মানবসন্তানে এই দীর্ঘকালার্জ্জিত ফল সম্ভাবনার আকারে অবস্থান করে, এই সম্ভাবনা অল্প প্রয়াসে প্রস্ফুটাকার ধারণ করে। দীর্ঘকাল তপশ্চরণ দ্বারা প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ যে ফল লাভ করিয়াছেন, সেই ফল সন্তানসন্ততিতে সম্ভাবনার আকারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সকল প্রস্ফুটিত করিয়া লইতে আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে ভ্রূণবিদ্যা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ভ্রূণাবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে ভ্রূণোপাদানের মুহুর্মুহু যে সকল পরিবর্ত্তন হয়,তাহা প্রবল অনুবীক্ষণ দ্বারাও ধরিয়া উঠা সুকঠিন। এই সকল পরিবর্ত্তন স্থূলভাবে দেখিলেও প্রারম্ভিক জীবাবস্থা হইতে সকল প্রকার জীবের ক্রমবিকাশ তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। ক্রমিক আকারধারণমধ্যে মৎস্য সরীসৃপাদি সকল আকারই দৃষ্ট হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণের আকার দৃষ্ট হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে আভ্যন্তরিক যন্ত্র ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হইতে থাকে। এ সকল অতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষায় অদ্ভুত বংশপরম্পরাগত ভাবসমূহের অভিব্যক্তির উপযুক্ত করিয়া মস্তিষ্কপ্রধান স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যুদয়। ইহারা যদি ভাব বহন ও প্রকাশের উপযোগী হইয়া ভূমিষ্ঠ না হইত, তাহা হইলে ভাবাভিব্যক্তির উপযোগিতার অভাবে শিশু সহজে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সঞ্চিত ফলের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। ঘোর অসভ্য এবং সুসভ্য জাতির শিশু জন্মসময়ে এক হইলেও ইহাদের জ্ঞানভাবাদির অভিব্যক্তি কখন একরূপ নয়।

বংশপরম্পরাহইতে জ্ঞান ও ভাব আমাদিগেতে সম্ভাবনার আকারে অবতরণ করে ইহা যদি আমরা মানি, তাহা হইলে অনেক দূর মানা হইল। আমরা যে সকল সম্ভাবনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করি, যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করি, সে সমাজ আমাদিগের সেই সকল সম্ভাবনা প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং উহারা অল্প দিনের মধ্যে সহজেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এখন কথা এই, আমরা যদি পূর্ব্বপুরুষগণের সাধনসম্পত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, এবং সেই সম্পত্তির বলে অধ্যাত্ম-রাজ্যে

যাহা সর্ব্বোচ্চ ফল তাহাই অধিকার করিতে আমাদিগকে অধিকারী মনে করি, তাহা হইলে নববিধান নামে বিধান আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা সম্ভাবনার আকারে আছে, তাহা তো জীবনের উপরে জনসমাজের ক্রিয়া দ্বারা সহজেই প্রস্ফুট হইতে পারে। যখন এরূপ অনায়াসে প্রস্ফুট হয় না, তখনই বুঝা যাইতেছে, তপস্যাদিসম্ভূত উচ্চ অধ্যাত্মসম্পৎ বংশপরম্পরানুক্রমে অবতরণ করে না, উহা প্রযত্ন দ্বারা নূতন অর্জ্জন করিতে হয়। এখানে প্রস্ফুটাকারলাভসম্বন্ধে আর একটি নিয়ম অবগত হইলেই এ সম্বন্ধে সংশয় নিবারণ হইবে। কোন কোন রোগ বংশানুক্রমে প্রকাশ পায়। যেমন কুষ্ঠ রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি। কিন্তু এ সকল রোগেও এক পুরুষ দুই পুরুষ বা তিন পুরুষ ডিঙ্গাইয়া দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে অভিব্যক্ত হয়। এরূপ হয় কেন? সন্ততিগণের দেহে প্রবিষ্ট রোগের বিষ অভিভূত করিয়া রাখিবার উপযুক্ত ধাতুবল যাহাদের আছে, তাহারা উহা অতিক্রম করে, যাহারা অবরুদ্ধ করিতে পারে না, তাহাদের দেহে উহা প্রকাশ পায়। অতএব সম্ভাবনা থাকিলেও প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা না পাইলে উহা অভিব্যক্ত হয় না, গূঢ় থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান জনসমাজে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সাধনসম্পৎ নানা স্থানে নানা লোকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। যে জাতির মধ্যে যে ভাব প্রস্ফুটাকার ধারণ করিবার ভূমি লাভ করিয়াছে, সেই জাতিতে সেই ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে, অন্য জাতিতে অস্ফুটাকারে অবস্থিত। নববিধান সকল জাতির এই প্রস্ফুট ভাবগুলিকে একাধারে আনয়ন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, এ সকল কোন এক জাতির সম্পত্তি নহে, ইহা সাধারণ সম্পত্তি, সকলেই এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পূর্ব্বপুরুষগণের সাধনসম্পত্তি উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে আমরা লাভ করিয়াছি বলিলেই চলে, তাঁহাদের তপশ্চরণকে আমাদের প্রায়শ্চিত্তরূপে গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন? ইহাও কি বিজ্ঞানসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে? এ প্রশ্ন, এ সংশয়ের স্বতন্ত্র মীমাংসায় কিছু প্রয়োজন করে না। তপশ্চরণ দ্বারা হৃদয় নির্ম্মলতা লাভ করে, হৃদয় নির্ম্মল না হইলে উচ্চতম ভাব উচ্চতম জ্ঞান কখন হৃদয়ে অবতরণ করিতে পারে না। যদি পূর্ব্বাচরিত তপশ্চরণ দ্বারা নির্ম্মল হৃদয়ে অবতীর্ণ জ্ঞান ও ভাব পর পর বংশে সম্ভাবনারূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণের তপশ্চরণফলে পরবংশের তপশ্চরণ হইয়া দাঁড়াইতেছে বলিতে হইবে। পরবংশের বিনা তপশ্চরণে যখন ফললাভ হইল, তখন উহাকে প্রাচীন প্রায়শ্চিত্তের মতের সঙ্গে এক করা কিছু অন্যায় নয়। তবে এখানে মধ্যবর্ত্তিত্বের মত দাঁড়াইতেছে না। পূর্ব্ববর্ত্তিগণ মধ্যবর্ত্তী নহেন, তাঁহাদের জ্ঞান ও ভাব পরবংশ লাভ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা কে, সকল সময়ে ইঁহারা তাহা নাও জানিতে পারেন।

পূর্ব্ব পুরুষগণের জ্ঞান ও ভাব আমাদিগের মনে অবতরণ করিয়াছে, ইহা বলিলেই যে আমরা পরিবার সংসার মধ্যে থাকিয়া উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারি, ইহা কি প্রকারে বলিব। জ্ঞান ও ভাব থাকিলেও তাহার উদ্দীপনা না থাকিলে তাহা চির জীবন অপ্রস্ফুটিত থাকিয়া যাইতে পারে। নববিধান এমন কি ব্যবস্থা করিয়াছেন যদ্দ্বারা সেই জ্ঞান ও ভাব উদ্দীপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। নববিধান ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ভিন্ন অন্য কাহারও সঙ্গে এক গৃহে বাস করা অনুমোদন করেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু পরিবার যদি প্রেরিত দূত না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া উচ্চ অধ্যাত্ম সোপানে আরোহণ হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ঈশ্বরেরপ্রেরিত নহেন তাঁহাদের সহিত একত্র বাসে মন মলিন হয়, কুপথে গমন করে ও উহার মধ্যে যে সকল উচ্চ সম্ভাবনা আছে সে সকল প্রস্ফুটিত না হইয়া ম্লান হইয়া যায়। যেখানে ঈশ্বরপ্রেরিত দূতগণ বাস করেন না, সেখানে দেবগণ কখন পদার্পণ করেন না, সেখানে অসুরেরা আসিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে; পাপ ব্যভিচারে জীবন কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমরা আমাদের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া বিশ্বাস করি কি না? নববিধানে তো সকলেই প্রেরিত; কিন্তু মতে প্রেরিত বলিয়া মানিলে কি আর প্রেরিতগণের সহিত একত্র বাসের ফল লাভ হয়। ইঁহারা প্রেরিত, ইঁহারা অমুক অমুক বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন, অমুক অমুক বিষয়ে ইঁহাদের সাহায্য বিনা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারি না, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে দিন দিন জীবন গঠিত না হইলে কিছুই হইল না। যদি ইঁহাদের যাঁহার ভিতরে যে দেবভাব আছে তাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে মুখে প্রেরিত বলিয়া কি ফললাভ? আমরা সংসারে সর্ব্বদা দেবদেবীগণের সহিত বাস করিব। তাঁহাদিগকে দেখিলে, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে, দেহ মন আত্মা পবিত্র হয়, বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়, মন নিয়ত সচ্চিন্তায় নিরত হয়, ইহা না হইলে কিছুই হইল না। গৃহে পরিবারে অবস্থান করিয়া আসক্তিবন্ধনে কেহ বদ্ধ হইবে না, অথচ প্রেমের এমনিই সুদৃঢ় বন্ধন হইবে যে, ইহ পরকালেও উহা ছিন্ন হইবে না। যদি পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহা হইলে স্বর্গের পথ পরিষ্কার না হইয়া নরকের পথ উন্মুক্ত হইবে। সংসারিগণ ইঁহাদিগকে যে দৃষ্টিতে দেখে, আমরা যেন সে দৃষ্টিতে ইঁহাদিগকে না দেখি। সংসারে দেবদূত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবখণ্ড আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহা যেন আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করি। দেবসহবাসে যে আনন্দ, আমাদিগের যেন সেই আনন্দ হয়। আমরা এখন অনেকে বৃদ্ধবয়সে পদার্পণ করিয়াছি, এ সময়ে যদি সংসার আমাদের নিকট সংসার থাকে, দেবসংসার না হয়, তাহা হইলে আমরা যে পাপাসুর বধ করিয়া দেবীর চিররাজ্য স্থাপন করিব তাহার সম্ভাবনা কোথায়? এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যে পারিবারিক সুখ উপস্থিত তাহা দু দিনের জন্য, কেন না উহা স্থায়ী দেব ভাবের উপরে স্থাপিত নহে। এই কয়েক দিনের পর আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া

আসিবে, আবার যে অসুরের আধিপত্য সেই অসুরেরই আধিপত্য দেখা দিবে। অতএব আমরা নববিধানবিশ্বাসী জগজ্জননীর চরণে এই ভিক্ষা করি যে, আমাদের গৃহ দেবদূতে পূর্ণ হউক, সেই দেবদূতগণ নিয়ত আমাদিগকে তাঁহার সংবাদ দান করুক, এবং তাঁহাদের ভিতরে জননীকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হই।

১৮ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "নিত্য ব্রহ্ম পূজা" (দৈনিক প্রার্থনা, ৩ভাগ, ১৭ অক্টোবর, ১৮৮২) শীর্ষক প্রার্থনা অবলম্বনপূর্ব্বক যে উপদেশ হয়, তাহার সার এই ;—

এ দেশে স্বাস্থ্য উৎসবের ধুম লাগিয়াছে। হিন্দুগণ তো উৎসব করিতেছেনই, পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ পর্য্যন্ত এই উৎসবে মাতিয়াছেন। মুসলমানগণ এ দেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত আছেন, তাঁহারা উৎসব করিতে পারেন, কিন্তু দেখ খ্রীষ্টানগণ পর্য্যন্তও এ উৎসবে উৎসব না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। আমরা কি তবে এই উৎসবের সময় উৎসব করিব না? মনে করিতেছিলাম, আমাদের এ উৎসব না করাই ভাল। মানুষ বড় হইলেও কি শিশু থাকে? শিশু যেমন নূতন কাপড়, ভাল খাওয়া প্রভৃতি চায়, বয়স হইয়াও কি সে তাহাই চাহিবে? যাহাদের বয়স হইয়াছে, তাহাদের জন্য যদি এ উৎসবের প্রয়োজন না থাকে, তথাপি শিশুদের জন্যও তো এ উৎসব করা চাই। এই উপলক্ষে অন্ততঃ তাহারাও তো শুদ্ধ আমোদে কয়েক দিন কাটাইবে। তবে আমরা যে উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কি ছেলেখেলা করিতেছি? না। শিশুর মতন, কুমার কুমারীর মতন, আজ সকলেই নূতন কাপড় পরিয়া মার কাছে যাইবেন, কত আমোদ করিবেন। ভাল খাইলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, তাহাতে আমাদের কি হইল? আজ যদি আত্মা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, তাহা হইলে উৎসব হইল কোথায়? যাঁহারা আত্মার উৎসব চান, তাঁহাদের কি আজ ছেঁড়া বস্ত্র পরিয়া থাকা শোভা পায়? আমরা আজও পুরাতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি, এ বস্ত্র ছাড়িয়া ফেলা প্রয়োজন। আমাদেরও ভাল ভাল অলঙ্কার চাই। ভক্তি অলঙ্কার, যোগ-বসন যদি না থাকে, তবে আমাদের মার পূজার দরকার কি? আজ যাঁহাদের এ সকলের অভাব আছে, তাঁহারা মার কাছে যাইলে এ সকল তিনি দিবেন। যেমন ছেঁড়া কাপড় থাকিলে ভাল কাপড় পরিবার জন্য শিশু মার কাছে গিয়া কাঁদে, যে কাপড় তোলা আছে মা সেই কাপড় বাহির করিয়া দিন এজন্য আবদার করে, আর মা বলেন, 'আগে সে কাপড়ের উপযুক্ত হ, তার পর উহা পরিবি'; আমাদের দশাও তদ্রূপ। আজ যদি মা আসিয়া বলেন, 'এই দেখ সুন্দর গহনা, এই দেখ সুন্দর বস্ত্র, নিবি'? আমরা কি সে সকল পাইবার জন্য উৎসুক হইব না? তবে এস আমরা সকলে মার যে গহনা বস্ত্রের প্রয়োজন মার কাছে চাহিয়া লই। সন্তানদিগকে অনুপযুক্ত দেখিয়া মা যে গহনা বস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন, আজ তাঁহার কাছে গিয়া সে সকল তাঁহারা চাউন, পাইবেন। আজ আমরা নূতন বস্ত্র নূতন গহনা মার কাছে পাইয়া সকলকে দেখাইব আর বলিব, দেখ আমরা কেমন সুন্দর গহনা বস্ত্র পাইয়াছি; আমাদের এ গুলি ছিল না, মা আমাদিগকে ভাল বাসিয়া দিয়াছেন। আজ উৎসবের দিন কেহই যেন ছিন্ন বস্ত্র ভাঙ্গা অলঙ্কার পরিয়া না থাকেন। যাঁর ভক্তি চাই তিনি ভক্তি ভিক্ষা করিয়া লউন, যাঁর যোগের অভাব তিনি যোগবসন মার নিকট হইতে চাহিয়া পরিধান করুন। আজ উৎসবের দিনে যেন কোন আত্মা দীন দুঃখীর বেশে বসিয়া কাঁদিতে না থাকে। মা অদ্য কৃপা করিয়া নিজ হস্তে নূতন বসন নূতন অলঙ্কার পরাইয়া দিন; আর আমাদের উৎসব সফল হউক, ইহাই আমাদের হৃদগত বাসনা।

সায়ঙ্কালে উপাসনা ও উপদেশ হয়। "মার সহিত কথোপকথন" (দৈনিক প্রার্থনা, ৬ষ্ঠ ভাগ, ২৮ মে, ১৮৮২) শীর্ষক প্রার্থনা অবলম্বন পূর্ব্বক নিম্নে নিবদ্ধ উপদেশ হয় ;—

'সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার' দর্শন কি কখন সম্ভবপর? মনে হয়, এটি কবিত্ব বিনা আর কিছুই নয়। 'সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার' এ যেন একটা হেঁয়ালি। যদি ইহার কোন অর্থ থাকে, সে অর্থ শব্দে যাহা প্রকাশ করে তাহা নয়। সাকারে মন স্থাপন না করিলে কদাপি ভক্তি হয় না, এ জন্য এ দেশের ভক্তেরা সকলেই সাকারবাদী। নিরাকার ভাবিতে গিয়া মন শুষ্ক হয়, হৃদয় আর্দ্র হয় না, এজন্য প্রেমিক শ্রীচৈতন্য নিরাকারবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার শিষ্য জীব গোস্বামী এত দূর বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণও নির্গুণ-নিরাকার-ব্রহ্মবাদী ছিল। এক জন নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করিতেছে, অথচ ভক্তি প্রেমে হৃদয় নিরতিশয় আর্দ্র, এ দেশের ভক্তিপ্রমত্ত বৈষ্ণবগণ কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি সেরূপ কোথাও তাঁহারা দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা মনে করেন, ভিতরে সাকার রূপ ইহারা সাধন করে, বাহিরে কেবল মুখে বলে ইহারা নিরাকার ভজনা করিতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানী বলিলেই এ দেশের ভক্তগণের মনে বিরাগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানিমাত্রেই শুষ্ক কঠোর পথাবলম্বী, ইহা প্রায় দেশশুদ্ধ সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। এ বিশ্বাসের মূল নাই, কে বলিবে? অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী সাধনবিহীন হইয়া যাইতেছেন কেন? সপ্তাহে এক বার সমাজে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করা ভিন্ন অনেক ব্রহ্মজ্ঞানীর গৃহে উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি নাই, অবসর নাই। যাঁহারাও বা উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনার সময়সঙ্কোচ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে উপাসনায় দুই ঘণ্টা যাইত, এখন সেখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা উপাসনা হইলেই তাঁহারা কৃতার্থ মনে করেন। হিন্দুধর্ম্মপ্রচারকেরা এই সকল দেখিয়াই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরা চক্ষু

মুদিয়া কেবল ধোঁয়া দেখে। ব্রহ্মজ্ঞানিগণ কি এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন? ধোঁয়াই দেখ, অন্ধকারই দেখ, আর শূন্যই দেখ, এ গুলিকে কি তোমার ইষ্টদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পার? যদি এইরূপেই জীবন যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম কেবল বেশধারীর বেশের ন্যায় জনসমাজে সম্মানিত হইবার জন্য সকলে স্বীকার করিবেন, সপ্তাহে; একবার উপাসনালয়ে গমন করিয়াই সে সম্মান রক্ষিত হইবে নারীগণ আপনাদের বেশ বিন্যাসাদি প্রদর্শন জন্য ভজনালয়ে প্রমুক্ত স্থান অধিকার করিবেন। ইহার পূর্ব্বাভাস সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, এ সময়ে এ বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে সম্মুখে দেখে, দেখিয়া তাহার প্রতি প্রেম অর্পণ করে। তাহাদের আর কিছু থাকুক না থাকুক হৃদয় আছে। তাহারা তাহাদের দেবতার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। কুসংস্কার বল আর যাই বল, তাহাদের অনুরাগের প্রতি সন্দেহ করিতে পার না। আজ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর গৃহে কত আনন্দ। জানি তাঁহার জ্ঞানে দোষ আছে, কিন্তু জ্ঞানের দোষ যত শীঘ্র যাইতে পারে, হৃদয়ের দোষ কি তত শীঘ্র যায়? হৃদয় নিতান্ত শুষ্ক কঠোর হইয়া গেলে তাহা কি আর সহজে আর্দ্র হয়। যদি এইরূপ শুষ্ক কঠোর ভাব থাকে, তাহা হইলে এখন যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেই অনতিবিলম্বে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিবে। ইহার লক্ষণ এখনই অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে, আর কতক দিন পরে এ রোগ যে ছড়াইয়া পড়িবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী দৈনিক উপাসনায় কখন জলাঞ্জলি দিতেন না, যদি তাহা সরস ও সুমিষ্ট থাকিত। যাহারা কেবল ধোঁয়া দেখে, শূন্য দেখে, অন্ধকার দেখে, ঈশ্বর বস্তু ধরিতে পারে না, তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইবে না তো আর কি হইবে? মিথ্যার অনুসরণ করিয়া কত দিন লোকে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? যদি উপাসনা সাধন ভজন দিন দিন সরস হইতে সরস না হইল, তাহা হইলে কত দিন আর ব্রাহ্মগণ উপাসনাশূন্য জীবন লইয়া ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবেন? তাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিতে পারেন, অপর অনেক অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে দরিদ্রতা কিছুতেই ঘুচিতে পারে না। ব্রাহ্মেরা যদি যথার্থ ব্রহ্মবস্তু ধরিতে না পারেন, কে জানে পরিণামে তাঁহাদের কি হইবে? ধর্ম্মহীন সামাজিক সংস্কারের প্রাবল্য কত দূর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে তাহার লক্ষণ এখনই তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, আর কতক দিন এরূপ চলিলে এমন সকল ব্যাপার উপস্থিত হইবে, যাহার জন্য আক্ষেপ রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।

ব্রাহ্মেরা কি তবে নিরাকার ছাড়িয়া সাকার আশ্রয় করিবেন? সাকার অনিত্য, সাকারবাদীরাও স্বীকার করেন। সেই অনিত্য কি তবে হৃদয়ের সরসতার অনুরোধে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য? সাকার প্রধান, না নিরাকার প্রধান? নিরাকার আত্মা ধোঁওয়া, না জড় ধোঁওয়া? মানুষের মস্তিষ্কের সম্মুখের ভাগ বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবামাত্রেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, সুতরাং তাহার কোথায় ইচ্ছাশক্তির বাস নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু একটি কপোতের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ খুলিয়া ফেলিলেও উহা ঘুমন্ত হইয়া পড়িবে, আপনি নড়িবে না চড়িবে না এই মাত্র; কিন্তু বাহির হইতে কোন উত্তেজনা পাইলেই উত্তেজনানুসারে নড়িবে চড়িবে। জলে ফেলিলে সাঁতরাইয়া উত্তীর্ণ হইবে, সম্মুখে বাধা উপস্থিত করিলে ডিঙ্গাইয়া যাইবে, ঠোঁটে আহার লাগাইয়া দিলে ভক্ষণ পর্য্যন্ত করিবে। ভেকের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেও ঐরূপ ক্রিয়া সকল উত্তেজিত হইলে প্রকাশ পাইবে। যদি ইহাদের এইরূপ হইল, মানুষেরও সেরূপ নয় কে বলিল? আত্মা মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ একটি ভাগে থাকে, এ পুরাতন মতের আদর আর এখন কেহ করেন না। আত্মা কোথায় কিরূপে আছে, এ সকল প্রশ্ন তাহার সম্বন্ধে খাটে না। আত্মা যদি জড় হইত তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে ঈদৃশ প্রশ্ন শোভা পাইত। বিস্তৃতি ভিন্ন কালে বা দেশে কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে পারা যায় না, শুদ্ধ চিন্তা করা যাঁহাদের অভ্যাস নাই তাঁহারাই এরূপ বলিয়া থাকেন। যাউক, সে সব কথা যাউক, আমরা সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া দেখি, আমরা সাকারে সাকার দেখি, না নিরাকার দেখি? আমরা সাকারে সাকার দেখি এইটি সকলের ধারণা; কিন্তু দর্শন বিজ্ঞান কেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা সাকারে সাকার প্রত্যক্ষ করি না, প্রত্যক্ষ করি নিরাকার, তৎপর নিরাকার হইতে সাকার অনুমান করিয়া লই, এবং সেই অনুমানই আমাদের প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা প্রত্যক্ষ তাহা অনুমান বলিয়া আমাদের ভ্রান্তি জন্মে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ কি? আমার চিন্তা বা আমার জ্ঞান। আমার চিন্তা বা জ্ঞানে সমুদায় বাঁধা, আমার চিন্তা বা জ্ঞান না থাকিলে আমাদের সম্বন্ধে কিছুই থাকে না। চিন্তা বা জ্ঞানই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। যাহা আমার চিন্তা বা জ্ঞানে প্রবেশ করে নাই, তাহা আমার সম্বন্ধে কিছুই নয়।

চিন্তা বা জ্ঞানই যে সর্ব্বত্র প্রধান, এটি বুঝাইতে দর্শন ও বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। সেরূপ তত্ত্বে প্রবেশ করিবার এ উপযুক্ত সময় নয়। তবু এইটুকু বলিলেই হয়তো সকলে বুঝিতে পারিবেন, চিন্তা বা জ্ঞানই আমাদের নিকট সাক্ষাৎ সত্য, জড় নহে। যে সকল বস্তু আমরা দেখিতেছি মনে করিতেছি, সে সকল বস্তু দেখিতেছি না, সে সকল বস্তুর ছবি দেখিতেছি। ছবির রং আমাদের নিকটে বস্তু গ্রহণে প্রধান উপায়, কিন্তু তাহাও—বায়ুর আন্দোলন হইতে যেমন শব্দের উৎপত্তি—তেমনি বায়ু অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ইথরের আন্দোলনে উৎপন্ন। কোন এক ব্যক্তিতে ইথরের আন্দোলনগ্রহণের সামর্থ্যের তারতম্য ঘটিলে কোন রং একেবারেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন কোন ব্যক্তি লাল রং একেবারেই দেখে না, লাল

রঙের স্থলে সবুজ রং দেখে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্বন্ধে দেখা যাইতে পারে যে, আমাদের বোধ বা জ্ঞানই সর্ব্ব-প্রধান। বর্ণাদি যাহা কিছু সকলই শক্তির পরিণাম, সে সমুদায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না হইলেও শক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, কেন না আমাদের নিজ শক্তি নিজের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়, এবং জ্ঞানের সঙ্গে এই শক্তি অভিন্ন ভাবে জড়িত। জড় অপেক্ষা জ্ঞান প্রত্যক্ষ ইহা বুঝাইতে গেলে দর্শনবিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু প্রেমসম্বন্ধে তাহা নহে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। প্রেমের টানে সংসারে সকলে পরস্পর বান্ধা আছে। প্রেম কি কেহ চক্ষে দেখিতে পায়? চক্ষে দেখা যায় না, অথচ ইহার প্রভাব অসাধারণ। চক্ষু যখন প্রেমের রঙ্গে রঙ্গীণ হয়, তখন খাঁদা নাকও টিকল দেখায়। খাঁদা নাক, স্থূল ওষ্ঠাধর, কোটরস্থ চক্ষু পেন্সিলের রেখার ন্যায় ভ্রূ, এমন মুখ দেখিয়াও যে আহ্লাদ হয়, সে আহ্লাদ অতি সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়াও হয় না, ইহা আর প্রতিদিন সংসারে কে না প্রত্যক্ষ করিতেছেন? মার নিকটে অতি কুৎসিত সন্তানও মনোমুগ্ধকর। কেহ যদি তাহার নিন্দা করে, 'আমার বাছা কাল নয় নীলরতন, আমার হৃদয়ের পুতুল' বলিয়া মা তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। যে মুখ দেখিলে অন্য ব্যক্তির বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সেই মুখ দেখিয়া প্রেমিকের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে কেন? প্রেমে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটায়। জ্ঞান যেমন আমাদের সকলেরই আছে, প্রেমও তেমনি সকলের আছে। জ্ঞানে যেমন আমরা সকল দেখি, শুনি, বুঝি, এবং জ্ঞানসামর্থ্যের তারতম্যানুসারে এক এক জনের দেখা বোঝা জানাও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনি প্রেম আপনার চক্ষে দেখে, আর দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয়। জ্ঞান যেমন চোখে দেখা যায় না, কাণে শোনা যায় না, অথচ তাহার তুল্য প্রত্যক্ষ আর কিছু নাই, প্রেমও তেমনি চোখে দেখা যায় না, কাণে শুনা যায় না, অথচ তাহার তুল্য প্রত্যক্ষ সামগ্রী আর কিছুই নাই। জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত সমুদায় বস্তু আমরা যেমন দেখি ও জানি, প্রেমে পরিবর্ত্তিত তেমনি প্রেমের সামগ্রী আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। লাল রংকে সবুজ দেখা তত আশ্চর্য্য নয়, যেমন খাঁদা নাককে টিকাল দেখা।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, যেখানে আমরা সাকার দেখিতেছি মনে করিতেছি, সেখানে বাস্তবিক নিরাকার দেখিতেছি। শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, সকলই নিরাকার এবং ইহাদিগকেই আমরা প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করি, জড় বস্তু বা শরীর তাহা হইতে অনুমিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়বস্তু নয় কিন্তু কেবল শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যদিও সত্য, তথাপি বিজ্ঞান দর্শনের সহায়তা বিনা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় জ্ঞান হয় না। বর্ণাদি যোগে বস্তু এমনি ভাবে আমাদের নিকটে নিযুক্ত প্রকাশিত যে, তাহারা যে কি আমরা জানি না, কেবল উহাদের প্রতিকৃতিতে উহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ জন্মে তাহাই কেবল প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যেক বস্তু জানিবার সময়ে আত্মজ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং এই জ্ঞানই যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সামগ্রী তাহাতে কাহারও সংশয় নাই। জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম অল্প প্রত্যক্ষ নহে। আমরা ভালবাসি কাহাকে? যদি নিরাকারকে না হইত, তাহা হইলে শত লোকে যাহাকে অতি কুৎসিত কদাকার দেখিতেছে, সে আমার নিকটে এত সুন্দর ও প্রিয় হইবে কেন? সাধু সজ্জন ব্যক্তি সকলেরই অতি প্রিয় হন। তাঁহাদের এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যাহার জন্য তাঁহারা সর্ব্বজন-প্রিয় হইয়া থাকেন। তাঁহাদের চরিত্রই সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া থাকে। চরিত্র বাহিরের চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে না, ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের আত্মা প্রত্যক্ষ করে। তাঁহাদের চরিত্রের ভিতরে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য নিত্য প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াই তাঁহারা আমাদের চিত্ত এত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। চরিত্র কিছু সামান্য নয়। বিবিধ বিচিত্র মূল্যবান্ অলঙ্কারে সজ্জিতা রূপবতী অসদাচারিণী নারীকে দেখিলে আকৃষ্ট মন হওয়া দূরে থাকুক, মনে প্রবল ঘৃণা উপস্থিত হয়; আর অনলঙ্কৃতা রূপহীনা সতী নারীকে দেখিলে অমনি মন প্রফুল্ল হয়, ভক্তি করিতে ইচ্ছা যায়। যেখানে বাহিরে আকর্ষণের বিষয় অনেক আছে, সেখানে মন আকৃষ্ট না হইয়া বীতরাগ হইয়া তাহা হইতে ফিরিয়া আসিল, আর যেখানে বাহিরে আকর্ষণের কিছুই নাই, সেখানে মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, ইহা কি সাকারে নিরাকার দর্শন নয়? সাকার কোন স্থলেই সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষের বিষয় নয়; সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষের বিষয় নিরাকার। মনে হইতেছে সাকার দেখিতেছি, অথচ দেখিতেছি নিরাকার। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে "সাকারে নিরাকার" দর্শন যে বাস্তবিক সত্য, ইহাতে আর কোন ভুল থাকিল না।

"সাকারে নিরাকার" দর্শন সিদ্ধ হইল, এখন "নিরাকারে সাকার" দর্শন, এই অংশ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শুনি, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, এইরূপ প্রতি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কথার প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সর্ব্বত্র এক স্পর্শেরই সাম্রাজ্য। চক্ষে ইথারের স্পন্দনের আঘাত, কর্ণে বায়ুতরঙ্গের আঘাত, ইহা তদ্বত্তযন্ত্রে এক স্পর্শেরই ব্যাপার। স্পর্শ বিনা রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, কিছুই সম্ভবপর নহে। যখনই স্পর্শানুভব হয়, তখনই মূর্ত্তিমৎ বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে, আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম অনন্ত প্রেমকে, আমাদের ক্ষুদ্র পুণ্য অনন্ত পুণ্যকে স্পর্শ করিতেছে; এই স্পর্শেই নিরাকারে সাকার অনুভূত হইতেছে, অর্থাৎ সাকার যেমন ঘনীভূত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হইতেছে, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্যও তেমনি আমাদিগের জ্ঞানাদিতে ঘনীভূতরূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন। অনন্তের স্পর্শ অতি গভীর, তাঁহার তুলনায় অন্য স্পর্শ তুলনাযোগ্যই নহে। ক্ষুদ্র জ্ঞানসিংহাসনে অনন্ত জ্ঞান, ক্ষুদ্র প্রেমসিংহাসনে অনন্ত প্রেম, ক্ষুদ্র পুণ্যসিংহাসনে অনন্ত প্রেম প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-

যোগে অনন্তের সংস্পর্শ লাভই যোগ। জ্ঞান জ্ঞানকে, প্রেম প্রেমকে, পুণ্য পুণ্যকে স্পর্শ করিলে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়, উহাই ব্রহ্মযোগ। এই যোগের আকাঙ্ক্ষী হইয়াই আমরা নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান প্রেম পুণ্য নিত্য প্রত্যক্ষ, ইহার নিকটে জড় ধোঁওয়া, অবাস্তবিক। সুতরাং জড়াপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থের আমরা উপাসক, আমরা অন্ধকার, ধোঁওয়া, বা শূন্যের আরাধনা করি না। আমরা সর্ব্বত্র শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং তাহা হইতে প্রতিনিয়ত অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্যের স্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, সুতরাং এ যোগের অন্তরায় পাপ জনিত অন্ধতা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আজ আমাদের দেশে মৃত্তিকার মূর্ত্তি গড়াইয়া তাহার পদতলে সকলে মস্তক প্রণত করিতেছেন। যাহা কিছুই নয় ধোঁওয়ার সদৃশ, তাহার পূজা করিয়া ইঁহাদের কত আনন্দ। আমরা সত্য জননীকে পাইয়াছি, তাঁহার পূজা বন্দনা করিতেছি, শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যে সর্ব্বত্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের আরও কত অধিক আনন্দ হওয়া সমুচিত। আমরা সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার দেখিয়া অন্তরে বাহিরে যোগযুক্ত থাকিব, আমাদের অন্তরে নিয়ত শান্তি আনন্দ বিরাজ করিবে, ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমাদের জ্ঞানময়ী, প্রেমময়ী, পুণ্যময়ী জননীর আশীর্ব্বাদে সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হউক, এই আমাদের হৃদয়ের বাসনা।

১৯ আশ্বিন সোমবার প্রাতে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা" (দৈনিক প্রার্থনা, ৩ ভাগ, ১৮ অক্টোবর, ১৮৮২) শীর্ষক প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ হয় তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই;—

নববিধানের নবদুর্গা আমাদিগকে কেন এই উৎসবে ডাকিয়া আনিয়াছেন? তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় এই, তিনি আমাদিগকে দুর্গোৎসবের অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। দুর্গোৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য কি? সতী উদ্ধার! সীতা যখন দুষ্টদশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেন, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য এই শরৎকালে এই মহাশক্তির পূজা করিয়াছিলেন। আমরা কেন এই উৎসব করিতেছি? কোন দুষ্ট রাবণ কি আমাদের সতীকে হরণ করিয়াছে? না! তবে কেন আমরা মহাসতীর পূজা করিতেছি? আমাদের সতীকে বাহিরের কোন রাবণ হরণ করে নাই; কিন্তু আমাদের দুষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়রূপ দশানন আমাদের প্রকৃতি সতীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই লুক্কায়িতা সতীকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা মহাসতী দুর্গার পূজা করিতেছি। যে ব্যক্তি বিশ্বকর্ত্তা পরম পুরুষ মহাদেবকে ভুলিয়া আপনাকে কর্ত্তা বা পুরুষ মনে করে, সেই দুষ্ট রাবণ। জড়বুদ্ধি, পশুবুদ্ধি, নরবুদ্ধি নাশ না হইলে কেহ দেবভাব লাভ করিতে পারে না। যিনি জিতাত্মা, যিনি আপনাকে ব্রহ্মসন্তান বলিয়া জানেন, তিনি আপনাকে নর কিংবা নারী মনে করেন না। নরনারীভাব ইন্দ্রিয়গ্রামের ভাব; ইহা ব্রহ্মধামের ভাব নহে। নবীন ভারতবর্ষ সতীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং লক্ষ্মীপূজা করিতেছে, অথচ এ দেশ হইতে অসতী, অবিদ্যা, অলক্ষ্মীর তিরোধান হইতেছে না, ইহার কারণ কি? বিয়োগই ইহার কারণ। যেহেতু বিয়োগই মৃত্যু, এবং যোগই জীবন। যখন যোগী হইয়া যোগেশ্বরী মহাদেবী এবং যোগেশ্বর মহাদেবের পূজা করি, তখন প্রাণে স্বর্গীয় যোগজীবনস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন বুঝিতে পারি মহাদেব মহাদেবী, পুরুষ প্রকৃতি দুই জন নহেন; কিন্তু এক জন হইয়া আপনাকে দুই জন ভাবেন। যথার্থ যোগজীবন প্রাকৃত উদ্ভিজ্জ, প্রাণী, অথবা মানবীয় জীবন নহে। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে বলিয়াছিলেন, "তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ। স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি।" পরমাত্মাকে মনন, দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শন করিয়া যে আত্মার জীবন হয় তাহাই প্রকৃত জীবন। প্রাচীন ঋষিগণ অখণ্ড ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন। দুর্গাপ্রতিমা সেই অখণ্ড ঈশ্বরের নিদর্শন। দুর্গার শিরোপরি মহাদেব এবং দক্ষিণে বামে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, এ সকলের অর্থ কি? এ সমুদায় ভিন্ন নহে। মহাদেব মহাদেবী দুই জন নহেন। আত্মপরিণয়সঙ্গীতে যেমন আমরা শুনিতে পাই, সতী পতি এক অভিন্নহৃদয় হইলেও প্রতিজনে আপনাকে দুই ভাবেন, সেইরূপ এক অখণ্ড পরব্রহ্ম আপনাকে পিতা মাতা অথবা সতী পতি দুই ভাবিতেছেন। তিনি গণিতশাস্ত্রের অধীন নহেন। তিনি আপনার মধ্যে কত কি দেখিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, প্রকৃতির পতি, ব্রহ্মাণ্ড অথবা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহেন। সতী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সরস্বতী এবং লক্ষ্মীপূজা করিলে দুষ্টা সরস্বতী এবং অলক্ষ্মী পূজা হয়। সাধারণ লোক ধন, ধান্য, প্রাণ, জ্ঞান, মান চায়, এই জন্য সতীপূজা না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করে। বর্ত্তমান নবীন ভারত লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিয়া ধনগর্ব্ব এবং জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইতেছে, এবং ইঁহার লক্ষ্মী সন্তান এবং সরস্বতী সন্তানদিগের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। ধনীরা বিদ্বান্‌দিগকে এবং বিদ্বানেরা ধনিগণকে ঘৃণা করিতেছেন। ইহার হেতু কি? সতীপূজার অভাব। যাহারা স্বার্থের জন্য ধন কি জ্ঞান অর্থাৎ লক্ষ্মী কি বিদ্যা পূজা করে তাহারা সতীর অপমান করে। সতীসন্তানেরা একমাত্র সতীপূজাই করেন; সতী স্বয়ংই তাঁহাদিগকে আপনার শ্রী এবং বিদ্যা দান করেন। সতীপুত্র ঈশা বলেন, "ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, তোমরা কেবল স্বর্গস্থ পিতার স্বর্গ এবং তাঁহার পুণ্য অন্বেষণ কর তাহা হইলে তোমাদের প্রয়োজনীয় সকলই পাইবে।" সতী নিজেই পূর্ণ শ্রী ও পূর্ণ জ্ঞান, তাঁহাকে না চাহিয়া কেবল শ্রী অথবা কেবল বিদ্যা অন্বেষণ করিলে অলক্ষ্মী এবং অবিদ্যা পূজা হয়। সতীপূজা করিলেই সতীপ্রকৃতি লাভ হয়। অহেতুকী মাতৃভক্তিপুষ্পে সতীপূজা হয়। যাহারা লক্ষ্মীপূজা করিয়া ধনী হইবে, এবং সরস্বতী পূজা করিয়া বিদ্বান্ হইবে

এই মানসে লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করে, তাহাদের অহেতুকী ভক্তি হয় নাই, সুতরাং তাহাদের সতীপূজায় অধিকার জন্মে নাই। সতী-পূজা করিয়া যদি পৃথিবীর চক্ষে এবং সাধারণ মানুষের অভিধান মতে লক্ষ্মীছাড়া এবং অতি বোকা বলিয়াও পরিচিত হইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, ইহা ভাবিয়া যিনি সতীপূজা করেন তিনিই যথার্থ সতীসন্তান এবং নববিধানের সামঞ্জস্যের আদর্শ।

২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার। অদ্য উৎসবের শেষ দিন। আমাদের উৎসবের শেষ নাই, সর্ব্বদাই আরম্ভ, এ ভাব আমরা কখন মন হইতে অন্তরিত করিতে পারি না। অদ্য বিজয়া; বিজয়া কোথায় জয়সূচনা করিবে, তাহা না করিয়া হিন্দু গৃহে শোক সন্তাপ পরাভব নিয়ত প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উপাসনা ও উপদেশ তাহার প্রতিবাদস্বরূপ। "দেবীর চিররাজ্য" (দৈনিক প্রার্থনা, ১ম ভাগ, ৩ অক্টোবর, ১৮৮১) শীর্ষক প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া নিম্নে নিবদ্ধ উপদেশ হয়;—

বড় আহ্লাদের দিনে প্রথমেই শোকপ্রকাশ কেন? কারণ কি? আমাদের হিন্দু ভাই ভগিনীগণ তিন দিন পূজা করিয়া আজ দেবতাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিবেন। তাঁহাদের পূজার দালান আজ শূন্য হইবে, তাঁহাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হইবে। তাঁহারা এই শোক বিস্মৃত হইবার জন্য সিদ্ধি খাইবেন, কিন্তু সিদ্ধি খাইলেই কি দেববিচ্ছেদ জন্য খেদ নিবারণ হয়। এ কয়েক দিন দেশে পাপের স্রোত বহিয়াছে, এখন সিদ্ধির পরিবর্ত্তে বা সিদ্ধির উপরে সুরাপান চলিবে, কিন্তু তাতে কি শোকের আগুন নিবিবে? এ যে আত্মার গভীর ক্রন্দন। যদিও এঁরা ভ্রান্ত, সুন্দরী জননীকে মাটীর পুতুল করিয়া পূজা করিলেন বলিয়া যদিও ইঁহাদের অপরাধ ঘটিয়াছে, তথাপি এই মাটীর অসত্য প্রতিমা তিন দিন যে ইঁহাদের ঘর আলো করিয়া ছিল,তাহাতে আর কে সন্দেহ করিবে? কে যেন এ কয় দিন তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, বাড়ীতে আসাতেই তাঁহাদের এত আনন্দ হইয়াছিল, আজ সে আনন্দ ফুরাইল, এই ভাবিয়া তাঁহারা আকুল। সত্য মা আসিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহারা জানেন না বোঝেনও না, তবু যেন এ কয়েক দিন কে একজন ছিলেন, আজ তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল, হিন্দুর বাড়ীর ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই তাই শোকাচ্ছন্ন। আমরা ছেলেবেলা যাহা দেখিয়াছি, তাই ভাবিয়া এ সকল কথা বলিতেছি। সে সময়ে সাত্ত্বিক ভাবে পূজা ছিল, মদ ব্যভিচারের সংস্পর্শ ছিল না। আজ বঙ্গদেশের কোথাও না কোথাও সে ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু কলিকাতাসম্বন্ধে কথা অন্য প্রকার। এ স্থানে পূজা উপলক্ষমাত্র, মদ ব্যভিচার লক্ষ্য। ইহারা মাটীর দেবতা মানে না, উহাতে ভক্তিশ্রদ্ধা নাই, তবু ইহারা ঠাকুর দালান শূন্য দেখিয়া কাতর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ কাতরতা ইহাদের নয়, আত্মার কাতরতা। ভগবতীকে বিদায় দেওয়ার তুল্য আর সর্ব্বনাশের কারণ কি আছে? আজ কোথায় অসুর সংহার হইয়া সেই নামে জননীর বিজয়া নামকরণ হইবে, আর কোথায় বিজয়া হিন্দু নরনারীকে মৃত্যুর সংবাদ দিতেছে; বিজয়া জয়ের কারণ না হইয়া মৃত্যুর কারণ হইতেছে। আমাদেরও কি তাহাই হইবে? মাটীর পুতুল চির দিন থাকে না। অনেকে ধাতু নির্ম্মিত দুর্গাপ্রতিমার পূজা করে,কিন্তু তিন দিনের পর কোনপ্রকারে নিয়ম প্রতিপালনমাত্র থাকে। আজ বামুনঠাকুরের অসুখ হইয়াছে, কর্ত্তাদের কোন খবর নাই, গৃহিণীর মহা উদ্বেগ। এ উদ্বেগ কেন জান? পূজা না হইলে ছেলে মেয়েদের অকল্যাণ হইবে, তারই জন্য; প্রতিমার জন্য নয়। পাড়ার কোন একটি বামুনের ছেলের পৈতে হইয়াছে, মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানে না, তাকেই ডাকিয়া কোন প্রকারে পূজার কার্য্য শেষ হইল, পূজা ঠিক হইল কি না তাহার সংবাদ কে লয়? সুতরাং মাটীর পুতুলেরও যে দশা, ধাতুনির্ম্মিত পুতুলেরও সেই দশা। মাটী বা ধাতুনির্ম্মিত পুতুলের কথা কেন বলিতেছি, অতি সুন্দর নরনারীর দেহও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে, কোথাও বা অগ্নিতে দগ্ধ, কোথাও বা জলে নিক্ষিপ্ত বা মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইতেছে। মাটীর পুতুলেরও যে দুর্দ্দশা, শরীরেরও সেই দুর্দ্দশা। মাটী জল লাগিলে ই গলিয়া যায়, দেহ জরায় আক্রান্ত হইলে আর তাহাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না। আমরা কি মাটীর বা ধাতুর পুতুল বা দেহধারী মানুষের পূজা করিতেছি যে তিন দিনের পর আমাদিগকে দেবতা বিসর্জ্জন দিয়া বা পুড়াইয়া শোকের সাগরে ডুবিতে হইবে?

আমরা মাটীর বা ধাতুর পুতুল পূজা করি না, সত্যদেবীর পূজা করি, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের দেবতা তিন দিনের পর আমরা ভাসাইয়া দিব বা অনাদর করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। আমাদের দেবী আমাদের হৃদয়ে চির দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক ব্রাহ্ম কি এই কথা বলিতে পারেন? অনেক ব্রাহ্ম কি ব্রহ্মকে বিসর্জ্জন দেন নাই? ব্রহ্মপূজা আরম্ভ হইবামাত্র ঘুম উপস্থিত হয়,আর যত ক্ষণ পূজা শেষ না হয় তত ক্ষণ ঘুম ভাঙ্গে না। যদি এইরূপ কোন ব্রাহ্মের দশা হয়, তাহা হইলে হিন্দু ও ব্রাহ্মের কি একই দশা নয়? ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্ম যদি সহজে কথা না কন, নিত্য সরস ভাবে তাঁহার পূজা না করেন, তাহা হইলে সে শুষ্ক নীরস আন্দাজি উপাসনা কয় দিন থাকিবে? শূন্য আকাশ পূজা করাও যা, মাটীর পুতুল পূজা করাও কি তাহাই নয়? মাটীর পুতুলে জল লাগিলে গলিয়া যায়, অন্তরের পুতুল পাপের বাতাস গায়ে লাগিবামাত্র আকাশে মিশিয়া যায়, আর তার কোন চিহ্নও থাকে না। পৌত্তলিকেরা বাহিরের চাকচিক্যে মোহিত হয়, ব্রাহ্মেরা না হয় কয়েক দিন ভাবের তরঙ্গে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, মনঃকল্পিত দেবতার আরাধনা করিয়া কয়েক দিন সুখানুভব করে। তার পর যখন জীবনে পরীক্ষা হয়, শূন্য আকাশ বা মনঃকল্পিত দেবতা কেহই আর তখন সহায় হয় না, হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেই সমান ভাবে সেই মিথ্যা দেবতার বিসর্জ্জন দিয়া শোক দুঃখে মগ্ন হন। আমরা শূন্যেরও উপাসনা করি না, কল্পনারও সেবা করি না। আমাদের পূজা যদি আন্দাজি হইত, কোথাও কেউ নাই, মন্ত্র উচ্চারণের ন্যায় আমরা কতকগুলি কথা আওড়াইয়া যাইতেছি, তাহা হইলে যে সকল ব্রাহ্ম দু দিনের পর অন্ধকার দেখেন, অন্ধকার দেখিয়া সরিয়া পড়েন, তাঁহাদের ন্যায় আমাদেরও দশা হইত। আমাদের দেবী সত্যদেবী, সত্য দেবীর কোন কালে ভাসান নাই।

আজ দুর্গোৎসবে আমরা একটি সাধনমন্ত্র লাভ করিলাম। এই সাধন মন্ত্র ব্রহ্মানন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। মন্ত্রমধ্যে সমুদায় বিজ্ঞান সমুদায় দর্শন নিবিষ্ট। এ সাধন বাহ্যিক নহে, আধ্যাত্মিক। "মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী," এ মন্ত্র সাধন করিলে আর অন্ধকার দেখিতে হয় না। আজ দেশে যে মৃত্তিকার দেবী নির্ম্মিত হইয়াছে, শুদ্ধ সেই মৃণ্ময়ী দেবী লক্ষ্য করিয়া কি বলা হইয়াছে "মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী"? আপাততঃ এইরূপই

বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে। মৃণ্ময় আধার বলিতে আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদ, নদী, সমুদ্র নর নারী সকলই বুঝায়। এই সমুদায় মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী বিরাজমান। মৃণ্ময় আধার ভাঙ্গ তন্মধ্য হইতে চিন্ময়ী জননী প্রকাশ পাইবেন। বাক্সে বন্ধ যদি অমূল্য হীরকখণ্ড থাকে, বাক্স খুলিলেই সেই হীরকখণ্ড নয়নগোচর হয়। এই সকল চারিদিগের মৃণ্ময় আধার যোগাঘাতে ভাঙ্গ, দেখিবে চিন্ময়ের জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। যদি চিন্ময় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হন, যোগী যোগনয়নে সকল আধারে চিন্ময়কে দর্শন করিবেন কি প্রকারে? যোগ কিছুই কল্পনা করিয়া লয় না, যাহা নিত্য আছে তাহাই নিত্য প্রত্যক্ষ করে। তুমি আমি কি দেখিতেছি? চিৎ দেখিতেছি, চিৎ ভিন্ন আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় তো কিছুই নাই। তোমার সম্মুখের ফুলটি দেখিতে কেমন সুন্দর ও মনোহর। ইহার প্রত্যেক পাঁপড়ী তোমার মন হরণ করিতেছে। কিসে তোমার মন হরণ করিল? সৌন্দর্য্যে। সৌন্দর্য্য কি? প্রত্যেক অংশের সুসমাবেশ। এ সুসমাবেশে কি প্রকাশ পাইতেছে? চিৎ। একজন চিন্ময় পুরুষ বসিয়া বসিয়া এই সকল করিতেছেন, যোগী দেখেন। জ্ঞান না থাকিলে অমন সুন্দর সমাবেশ আসিল কোথা হইতে? আর একটু অগ্রসর হও, দেখিবে ফুলদর্শন সম্পূর্ণ জ্ঞানের ব্যাপার। ফুল ফল, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি চিন্ময়কে ঢাকিয়া রাখে; প্রযত্ন বিনা দেখা যায় না। নর নারী কখন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারেন না। তাঁহারা যখন কথোপকথন বা কার্য্য করেন, তখন চিন্ময়ের জ্যোতি প্রকাশ পায়, সে জ্যোতি লুকাইয়া রাখিবেন কাহার সাধ্যও নাই। যাঁহাদের ভিতর দিয়া চিন্ময় প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহারা আপনারা তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও না পাইতে পারেন, কিন্তু যোগীর নিকটে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কোন উপায় নাই। যেখানে চৈতন্য বিরাজমান, সেখানে নিরন্তর চিতের প্রকাশ অনিবার্য্য। যদি অদ্বৈতবাদী হইতাম, তাহা হইলে এই যে খণ্ড খণ্ড চৈতন্য নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, ইহাকেই অখণ্ড চৈতন্য অনন্ত চিন্ময় পরম পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কেন না একবিন্দু জল আর জলরাশি ইহার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না, যখন সেই জলবিন্দু জলরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। মৃণ্ময় আধার মধ্যে যে চিন্ময়ের প্রকাশের কথা বলা হইতেছে, তাহাতে এই অদ্বৈতবাদের কোন অবকাশ নাই। চিৎ অনন্ত, কিন্তু আমাদের নিকটে তাঁহার প্রকাশ ক্রমিক। জ্ঞান চির উন্নতিশীল, এ কথার অর্থ কি? আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্রমান্বয়ে অনন্ত জ্ঞানের প্রবেশে বাড়িতে থাকে। অনন্ত জ্ঞান আবার প্রবেশ করিবেন কি প্রকারে? অনন্ত জ্ঞান ছাড়া আর কিছু থাকিলে তো তাহাতে তাঁহার প্রবেশ সম্ভব! প্রবেশ করিবার কিছু যদি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে তিনি তো সান্ত হইলেন। অনন্ত জ্ঞান তোমা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতেছেন, তুমি ক্রমান্বয়ে তাঁহার সংস্পর্শে বাড়িতেছ, একেই বলি তোমাতে অনন্ত জ্ঞানের প্রবেশ। তুমি তাঁহাতে প্রবিষ্ট হও আর তিনি তোমাতে প্রবেশ করেন, এ দুইই সমান কথা। 'প্রবিষ্ট' ও 'প্রবেশ' এ সকল কথা ভাব প্রকাশ পায় না বলিয়াই ব্যবহার করিতে হয়। ইহা অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য বলিতে পারি, তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের আধার। ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের আধার এ কি নিতান্ত বিপরীত কথা নয়? ইহাতে ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞান হইতে কি বড় হইল না? না। অনন্ত জ্ঞান আপনাকে প্রকাশ করেন কাহার নিকটে? ক্ষুদ্র জ্ঞানের নিকটে। ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই ক্ষুদ্র জ্ঞানকে অনন্ত জ্ঞানের আধার বলিতেছি। এ সকল বিষয়ের গূঢ় ভাব কবিত্ব আশ্রয় না করিয়া প্রকাশ করা যায় না। অলঙ্কার আশ্রয় করিয়া বলিতে পারা যায়, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের সিংহাসন; অথবা বলিতে পারি ক্ষুদ্র চিৎকে অনন্ত জ্ঞান চুম্বন করিতেছেন। নর নারীর জ্ঞান ক্ষুদ্র হইলেও উহাতে অনন্ত জ্ঞান নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং যোগীর নিকটে যে কেহ তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের ব্রহ্মানন্দ তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কত প্রকার কবিত্ব আশ্রয় করিতেন। আলুলায়িত কেশে মা পাগলিনী হইয়া সন্তানের মুখ চুম্বন করিতেছেন, এ সকল কথা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। জগজ্জননীর অনন্ত প্রেম আর কোন্ ভাষা আশ্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতে পারে? দেখ এই প্রেমের প্রকাশ সর্ব্বত্র, এ প্রেমকে কেহ গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ নয়। মা যখন সন্তানের মুখচুম্বন করিতেছেন, আর হর্ষোৎফুল্ল হইতেছেন, তখন সেই প্রেমে অনন্ত প্রেম আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কি প্রকারে? জ্ঞানের প্রকাশ যেমন সর্ব্বত্র, প্রেমের প্রকাশ কি তেমনি সর্ব্বত্র নয়? অতি নীচ বলিয়া যে মেথরাণীকে ঘৃণা কর, সে যখন কোলে লইয়া তাহার শিশু সন্তানকে আদর করে, তাহার মুখ চুম্বন করে, স্তন্য দেয়, তখন কি সেই একই প্রেম প্রকাশ পায় না? তুমি এই প্রেম চক্ষে দেখ না, অথচ এই প্রেম তোমার নিকটে এত সত্য যে, তুমি এই অদৃশ্য প্রেমে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পার না। মেথরাণীতে ব্রহ্মপ্রেমের প্রকাশ তুমি কি কখন অস্বীকার করিতে পার? মেথরাণীর কথা কেন বলিতেছি, ইতর জন্তুর ভিতরেও এ প্রেমের প্রকাশ কেহ অস্বীকার করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। ইতর প্রাণীতে সন্তানবাৎসল্য কত গভীর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটী সন্তানবতী কুক্কুরীর উদরচ্ছেদ করিয়া অন্ত্র বাহির করা হইয়াছিল। সেই ঘোর যন্ত্রণার অবস্থায় তাহার শাবকগুলিকে স্তন্য পান করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যখন তাহারা স্তন্য পান করিতে থাকে তখন মাতা কুক্কুরী আপনার যন্ত্রণা সমুদায় ভুলিয়া গিয়া তাহাদের গাত্র লেহন করিতে থাকে। তিমিমৎস্যের মাতৃস্নেহ কত প্রবল কে না জানে? সে আপনার শরীরে সমুদায় আঘাত বহন করিয়া শাবকগুলিকে তদ্দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকে। এই সমুদায় জীবগত প্রেম দেখিয়া কি তন্মধ্যে পরম জননীকে আমরা দেখিতে পাই না? এই সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের প্রকাশ এই দেখাইয়া দেয় যে, ব্রহ্মের অনন্ত প্রেম জীবের ক্ষুদ্র প্রেমমুখ নিরন্তর চুম্বন করিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম কোথাও লুক্কায়িত থাকিবার নহে, উহারা নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছে, কেবল যোগচক্ষু চাই যদ্দ্বারা উহারা আমাদের অন্তশ্চক্ষুর সন্নিধানে প্রকাশ পায়। সকলেরই আত্মা আছে, কিন্তু সকলের আত্মার কি চক্ষু নাই? আত্মা যদি জ্ঞান হয়, জ্ঞানই যদি দর্শনের কারণ হয়, তাহা হইলে চক্ষু নাই বলিব কি প্রকারে? কিন্তু চক্ষু কি মলিন হইতে পারে না? মলিন হইলে কিছু নিকটে থাকিলেও তো দেখা যায় না। আত্মার অন্তশ্চক্ষুঃসম্বন্ধে ইহাই বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরসন্তান ঈশা বলিলেন, "নির্ম্মল চিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।" যদি চিত্ত নির্ম্মল না হয়, অন্তশ্চক্ষু যদি মলিন থাকে, নিকটের সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ বস্তুও কখন দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমার মাথার উপর যুবকেরা ক্রোটনপত্রদ্বারা লিখিয়াছেন "যোগ ভক্তি—কর্ম্মজ্ঞান" এই উভয়ের সংযোগ স্থলে ইঁহারা "বিবেক" এই শব্দটি কিঞ্চিদূর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা

এইরূপে শব্দগুলি কেন সন্নিবেশ করিলেন, তাহা তাঁহারা জানেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারে এই কয়েকটী কথায় তাঁহারা দুর্গোৎসবের সমুদয় মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক তাঁহারা বিবেকের বামপার্শ্বে আগে কর্ম্ম তৎপরে জ্ঞান কেন স্থাপন করিলেন। বিবেক—ইচ্ছাশক্তি। যখন মানবের ক্ষুদ্র ইচ্ছার সহিত ভগবানের ইচ্ছার প্রতিঘাত উপস্থিত হয়, তখন উভয় ইচ্ছা যে পৃথক্, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই পৃথগ্‌জ্ঞান বিবেক, এবং উহা ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশ স্থল। এই ইচ্ছাশক্তি পুণ্যশক্তি, ইহারই ক্রিয়াতে (activityতে) কর্ম্ম উপস্থিত হয়। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির প্রথম প্রকাশ—কর্ম্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, হৃদয় শুদ্ধ হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হৃদয় শুদ্ধ হইলে, সে ব্যক্তিতে জ্ঞান অবতরণ করেন। এ জন্য কর্ম্মের পর জ্ঞান স্থাপন করা ঠিকই হইয়াছে। দুর্গাপ্রতিমার বামে সরস্বতী, এখানেও ঠিক বামে জ্ঞান স্থাপিত। স্বয়ং দুর্গা ইচ্ছাশক্তি বা পুণ্যশক্তি, তিনি আত্মক্রিয়াতেই জগতের সকলের নিকটে প্রকাশ পান, সুতরাং তিনি মহাশক্তিরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ক্রিয়াশক্তিতে সকল প্রকারের পাপ অকল্যাণ বিনষ্ট হয়, এ জন্য তাঁহাকে অসুরনাশিনী বলিয়া ভক্তগণ পূজা করেন। ইচ্ছাতেই ক্রিয়া, ক্রিয়াতেই পুণ্য, পুণ্যেতেই পাপাসুর নাশ; ইনিই বিবেক হইয়া সাধকে অবতীর্ণ। বিবেক ও তদনুমোদিত কর্ম্ম বিশেষরূপে আমাদিগের চিত্তে দুর্গামূর্ত্তি মুদ্রিত করিয়া দেয়, সুতরাং বিবেককে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া দুর্গামূর্ত্তি ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের প্রকাশ, কর্ম্মের পর জ্ঞান, এ দেশে অনেকের এ সম্বন্ধে অমত। এ অমতের প্রধান প্রতিপোষক মহাপ্রতিভশালী শঙ্করাচার্য্য। তিনি যতই কেন কর্ম্মের বিরোধে যুক্তি আনয়ন করুন না, তিনিও কর্ম্ম পরিহার করিতে পারেন নাই। শমদমাদির অনুষ্ঠান, বেদান্তাদির অনুশীলন যদি জ্ঞানলাভের উপায় হইল তবে সে সকল কর্ম্মেরও তো অনুষ্ঠান প্রয়োজন। গীতায় যোগাচার্য্য কর্ম্ম অপরিহার্য্য কেন বলিয়াছেন, তাহা আর কে না বুঝিতে পারে? শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন তো আছেই, চর্চ্চানুশীলন প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার নিত্য প্রয়োজন নাই, ইহাই বা কে বলিবে? কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগেতে জ্ঞান পরিস্ফুট হয়, ইহা বলিলে, ইহা বুঝায় না যে, ঈশ্বরেতেও তাহাই হয়। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার অভ্যন্তরে চিচ্ছক্তি নিয়ত বিদ্যমান। এ দুই এক ও অভিন্ন; আমাদের নিকটে ইহাদের প্রকাশ ভিন্ন প্রতীত হয় বলিয়া দুর্গার বামে সরস্বতী স্থাপিত। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান আসিল, কিন্তু এই জ্ঞানেই কি আমাদের ব্রহ্মদর্শনস্পৃহা চরিতার্থ হইল? জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানার মধ্যে অব্যবহিত সম্বন্ধের অভাব, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মকে দেখিতে হইলে ভক্তির প্রয়োজন। দক্ষিণেলক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, মধ্যে পুণ্যময়ী মহাসতী—বিবেকে প্রকাশমানা ইচ্ছাশক্তি। ভক্তিতে প্রেমের অধিষ্ঠান, প্রেমে মহালক্ষ্মীর প্রকাশ। জ্ঞানে ব্রহ্মের সহিত ব্যবহিত সম্বন্ধ, প্রেমে অব্যবহিত সম্বন্ধ। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন, "ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি," ভক্তিতে ভগবান্‌কে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখা যায়। ভক্তির পর যোগ শব্দ স্থাপন করা সুতরাং অতি ভালই হইয়াছে। "যোগ ভক্তি—বিবেক—কর্ম্ম জ্ঞান" এই কয়েকটি শব্দের বিন্যাসের ভিতর দুর্গোৎসবের সমুদায় বিষয় প্রবিষ্ট রহিয়াছে। এই দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্মের সমাবেশ আমরা দেখিতে পাইতেছি।

জ্ঞান প্রেম পুণ্য এই তিন স্বরূপ মানবচিত্তের তিন বিভাগ দ্বারা বিধৃত হয়। মন (Cognition), হৃদয় (Emotion), ও ইচ্ছা (Conation), এই তিন বিভাগ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, ও অনন্ত পুণ্য বিনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। দুর্গোৎসবের প্রতিমার সহিত এ তিনের যথাক্রমে সম্বন্ধ অতি উৎকৃষ্টরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। পুণ্য না হইলে জ্ঞান ও প্রেমের প্রকাশ কখন হয় না। মলিন চিত্ত মলিন বাসনা জ্ঞান ও প্রেমকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। বহু অধ্যয়নাদির দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিলেও সে জ্ঞান কুবাসনা প্রভৃতি দ্বারা এমনি অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে যে জীবনে উহার কোন কার্য্য প্রকাশ পায় না। বরং এই অর্জ্জিত জ্ঞান অসৎ পথে নিয়োগ করিয়া আরও তাহার দুরাত্মতা বাড়াইয়া দেয়; এখানে বিদ্যাও অবিদ্যাতে পরিণত হয়। এই জন্য পুণ্যশক্তি মহাসতীর দুর্গোৎসবে প্রাধান্য। তিনি যদি আমাদের হৃদয়ে আসেন, তাহা হইলে জ্ঞান ও প্রেম আপনি তৎসহকারে আমাদের চিত্তে আসিয়া উদিত হন। সতী না আসিলে মহাদেবেরও কখন আগমন হয় না। যেখানে পবিত্রতার আদর নাই সেখানে তিনি বা তাঁহার সন্তানগণ পদার্পণ করিবেন কেন? যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী, তিনি সকলের হৃদয়ে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই দেখেন না; সান্তে অনন্তের বাস তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষ। কিন্তু এখানেও অনন্তের অনন্ত লীলা প্রত্যক্ষ হইল না। তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিবেকের উদয় প্রয়োজন। আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছার সহিত যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির বিরোধ অনুভব হয়, তখন বিবেক এ দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া এই পুণ্যময়ী ইচ্ছাশক্তি যে আমাদের পাপবিনাশ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়া অন্তরে হুঙ্কার করিতেছেন, ইহা দেখাইয়া দেন। এখানে ভয়ে লীলা দর্শন আরম্ভ হইল, কিন্তু এখানেই লীলার পর্য্যবসান হইল না। ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীব ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল, হৃদয় শুদ্ধ হইল, এখন মহাসতী মহাদেবী আপনার প্রেমঘন মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। শুদ্ধতা হইতে নূতন জীবনের আরম্ভ হইল। ঈশা বলিলেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।' এই কথার অনুসরণ কর। আহার পান ভোজন লাভ করিবে বলিয়া এ কথা বলিতেছি না, ইহাতে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শক্তি, যাহা কিছু সকলই লাভ করিবে। দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে যে লক্ষ্মী আছেন। তিনি এদেশীয়গণের মতে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীশোভাসৌন্দর্য্য সকলই তাঁহা হইতে, অন্ন পানাদি সমুদায় তিনিই যোগাইয়া থাকেন। ধনীর গৃহে লক্ষ্মী অচলা, এদেশীয়েরা এজন্য এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এ তিন প্রতিমা এক যোগে হিন্দু কেন পূজা করেন ইহা না বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা এরূপ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। এ তিন যেখানে এক হইয়া বিদ্যমান নাই, সেখানে ইঁহাদের কেহই নাই বুঝিতে হইবে। ধনিসন্তানগণ জ্ঞানহীন মূর্খ, পবিত্রতাশূন্য তাহাদের জীবন; তাহাদিগের যে ধন সম্পদ তাহা ঘোর বিপদের কারণ। যখন পাপের ভরা পূর্ণ হয়, তখন সম্পদও অন্তর্দ্ধান করে, লোকে তখন বুঝিতে পারে, লক্ষ্মী অনাচার সহ করিতে না পারিয়া তাহাদের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী নিতান্ত চঞ্চলা, এক স্থানে স্থির থাকেন না, এজন্য লোকের ইহাও বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। লোকের আর একটি বিশ্বাস এই লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিবাদ। যেখানে লক্ষ্মী সেখানে সরস্বতী যান না, যেখানে সরস্বতী সেখানে লক্ষ্মী পদার্পণ করেন না। এও এক মহা ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি আসিল কেন? দুর্গাদেবীকে ছাড়িয়া লোকে লক্ষ্মী বা সরস্বতীর আরাধনা করিতে যায়, তাই তাহাদের এরূপ দুর্গতি হয়। পুণ্যময়ী ইচ্ছাশক্তি শ্রীমতী দুর্গাদেবী। তাঁহাকে ছাড়, লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া

যাইবেন, সরস্বতী অন্তর্হিতা হইয়া দুষ্টা সরস্বতী আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিবে। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পুণ্যভূমির উপরে জ্ঞান ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে ব্রহ্মের আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আনন্দে একীভূত হইয়া ধর্ম্মের পূর্ণতা হয়। নববিধান ধর্ম্ম তাই আনন্দপ্রধান ধর্ম্ম।

"মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী" কি প্রকারে আমরা দর্শন করিব, এখন বুঝিতে পারিলাম। আইস আমরা সকলে মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবীকে দর্শন করি। জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ কোথায় নাই? যদি সর্ব্বত্র এই সকল স্বরূপের প্রকাশ থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বত্র দুর্গাপ্রতিমার সার মাতৃদর্শনতো সহজ হইল। এদেশের লোকে মৃত্তিকার প্রতিমা গড়াইয়া তাহার চরণতলে প্রণত হয়, আমাদের গড়ান বা কল্পিত প্রতিমা নয়। সমুদায় জগতে সমুদায় জীবে, নরনারীর মুখকমলে আমরা সর্ব্বদা প্রতিমা নয়, উপমা নয়, মাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিতে পাই। তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার পুত্রগণকে দেখা কি আর অসম্ভব থাকে? মার শক্তিতে শক্তিমান্ পুত্র—মহাবীর, তাঁহার নিকটে কি কখন পাপ দাঁড়াইতে পারে? তিনি শ্রী সৌন্দর্য্যের আধার, কেন না স্বয়ং শ্রীস্বরূপা মা তাঁহাতে নিত্য প্রকাশিত। শাস্ত্র বিধি নিয়ম এ সমুদায়ের প্রণেতাই বা মার সন্তান ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সুতরাং কার্ত্তিক ও গণেশ মার অনুগত পুত্রমাত্রে প্রকাশিত। মা তাঁহাদের বল শক্তি, মা তাঁহাদের হৃদয়ে শাস্ত্রবিধি নিয়ম নিরন্তর প্রকটিত করেন। সন্তানবৎসলা ষষ্ঠী, বিধিপালনে সহায়তা দ্বারা জনসমাজের পুষ্টি-বর্দ্ধনের জন্য পুষ্টি, ইঁহারা মার কন্যাগণেতে প্রকাশিত। যদি আমরা মার হই, তাহা হইলে তো আমাদের কিছুরই অভাব থাকে না। বল আমাদের মার প্রকাশ কোথায় নাই? আমাদের মাকে কি কেউ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্ধন সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মাকে দেখাইয়া দিতেছেন। তবে কি সর্ব্বত্র সমানভাবে মাকে দেখা যায়, এ সংসারে কোথাও তাঁহার প্রকাশ অল্প কোথাও অধিক নাই? যেখানে নরনারী পাপে রত হইয়া মার সঙ্গে শত্রুতা সাধন করিতেছে, তিনি জনসমাজে যাহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন সেই রূপে সেই ভাবে জীবন কাটাইতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র হইবে। মা যেমন সঙ্গে থাকিয়াও তাহাদিগের হইতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিব। কিন্তু মা যেমন তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল আমরাও যদি সেই প্রকার ব্যাকুল না হই, তাহাহইলে আমরা মার সন্তান হইলাম কি প্রকারে? আমরা তো কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারি না, কাহারও বিরোধী হইতে পারি না। আমরা তাই সকল পাপনিরত ব্যক্তিগণেরও যিনি পরিত্রাণদাত্রী তাহাদিগের জন্য তাঁহার যে কত যত্ন তাহাই প্রত্যক্ষ করিব। তাহারাও আমাদিগের নিকটে মাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না, সর্ব্বত্র মার দুর্গতিহারিণীমূর্ত্তি দেখা আমাদের কার্য্য? অন্যথা আমরা পূর্ণধর্ম্ম অভ্যাস করিব কি প্রকারে? আমাদের মা দুর্গতিহারিণী হিন্দু ভাইদের দুর্গতিহারিণী নহেন। তাঁহারা যাহা অপদার্থ, কিছুই নহে, মিথ্যা কল্পনা, তাহাকেই দুর্গতিহারিণী বলিয়া পূজা করিতেছেন। আমাদের মা কেমন উজ্জ্বল! এই মাকে কেহ যেন পাপাচরণ দ্বারা জীবনে প্রচ্ছন্ন না রাখেন। তাঁহার সকল পুত্র কন্যাগণ পুণ্যে ভূষিত হইয়া তাঁহাকে পৃথিবীর সকলের নিকটে ভাল করিয়া ব্যক্ত করুন। তাঁহাদের মুখকমলদর্শনে যেন মার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের জ্যোতি সকলের নিকটে প্রকাশ পায়। হে তরুণগণ তরুণীগণ, তোমরা পুণ্যার্জ্জনে অবহেলা করিও না। যৌবনদর্পে মত্ত হইয়া তোমাদের অন্তর যেন পাপকালিমায় কলঙ্কিত না হয়। পাপের অপরিহার্য্য দুর্ভোগ যেন তোমাদিগকে কখন ভোগ করিতে না হয়। জানিও নরক ও স্বর্গ এখানেই প্রত্যক্ষ। স্পেন্সার প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ, দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আগুনে হাত দিলে যেমন তাহা পুড়িবেই, পাপসম্বন্ধে নিশ্চয় তাহাই জানিও। এ সকল কথা বিভীষিকা মনে করিও না। বিজ্ঞান-সিদ্ধ কথার উপরে তোমরা যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পার, তোমাদের জীবনে কদর্থনার অবধি থাকিবে না। তোমাদের দ্বারা পুণ্য যেন কখন অবমানিত না হন। হে পুত্রকন্যাগণ, তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে বিবেককে বিদায় করিয়া দিও না। আমরা আদেশবাদী, বিবেক যে আদেশ করেন, বিজ্ঞান মার যে সকল ইচ্ছা আমাদের নিকটে ব্যক্ত করেন, সে সমুদায়ের প্রতি যেন তোমাদের অণুমাত্র উপেক্ষা না হয়। নিয়ত বিবেক ও বিজ্ঞানের অনুসরণ করিলে জ্ঞান প্রেম পুণ্যে হৃদয় অনুরঞ্জিত হয়। জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যানুরঞ্জিতহৃদয়ে ব্রহ্মানন্দের উদ্রেক হইবে। এই ব্রহ্মানন্দে তোমরা পৃথিবীর নিকট বিশেষ দল বলিয়া পরিচিত হইবে। হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজমান থাকিলে তোমাদের মন নিত্য আরাম সম্ভোগ করিবে। জানিও, এ আনন্দ পুণ্যভূমির উপরে সংস্থাপিত; এখানে পাপ আসিতে পারে না, তাই বিবেক—পুণ্যময়ী ইচ্ছাশক্তি—মা মূর্ত্তিতে তোমাদের নিকটে আজ প্রকাশিত। ব্রহ্মানন্দী দল হইয়া তোমরা দুর্গতিহারিণীর পূজা কর। লোকে তোমাদিগকে ব্রহ্মানন্দী দল বলিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু যে ব্রহ্মানন্দে সম্পন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ নাম পাইলেন, সেই ব্রহ্মানন্দ তোমাদের না হইলে তোমরা তাঁহার প্রিয় পরিবার বলিয়া কিপ্রকারে পরিচিত হইবে? অতএব আসল বিষয় ভুলিও না। যাহাতে জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত হইয়া প্রতিজন ব্রহ্মানন্দে সম্পন্ন হও তাহার জন্য যত্ন কর। ব্রহ্মানন্দ বিনা ব্রহ্মানন্দের সহিত একীভূত হইবার আর উপায়ান্তর নাই জানিয়া আমাদের সমগ্র জীবন যেন ব্রহ্মানন্দোপার্জ্জনে ব্যয়িত হয়। আজ বিজয়া দিনে হিন্দু ভাই ভগিনী শোক করিতেছেন। বিজয়া আমাদের জয় সূচনা করিয়া ব্রহ্মের সহিত অবিনাশী যোগে আমাদিগকে আবদ্ধ করুন।

সংবাদ।

শারদীয় উৎসবে প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রকাশ করিতেই ধর্ম্মতত্ত্ব পূর্ণ হইয়া গেল এই জন্য অন্য কোন সংবাদই দেওয়া হইল না। চট্টগ্রাম, রংপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, মুঙ্গের, বৈরমপুর, রাজিবপুর, রাণাঘাট, বোয়ালিয়া, বহরমপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি দূর দেশস্থ কয়েকটি ভাই ভগ্নী শারদীয় উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা অনেকগুলি ভাই ভগ্নী মিলিত হইয়া উৎসব করিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। দয়াময়ের করুণার বিরাম নাই। তিনি আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য বিবিধ উপায় সকল প্রতিনিয়তই বিধান করিতেছেন ধন্য তাঁহার দয়া। উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উৎসবের দুই দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। যোলখাদা হইতে যে উৎসবের বৃত্তান্ত আসিয়াছে স্থানাভাবে তাহা এবার প্রকাশিত হইল না।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
২০ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান ঈশ্বর, বল এ সংসারে কি দুঃখ ক্লেশের অবসান হইবে না? দুঃখ ক্লেশ না থাকিলে কি আমাদের জীবন গড়ে না? দুঃখ ক্লেশ কি নিতান্তই অনিবার্য্য? শুনিতে পাই, তোমার প্রতি যাহাদিগের অনুরাগ অতি প্রবল, তাঁহাদিগকে দুঃখ ক্লেশ কেবল অভিভূত করিতে পারে না তাহা নহে, দুঃখ ক্লেশ তাঁহাদের পক্ষে আর দুঃখ ক্লেশ থাকে না, উহারা দৈন্য বৃদ্ধি করে, দৈন্য হইতে ভক্তি বাড়ে, ভক্তি হইতে প্রেমোদয় হয়, প্রেমোদয় হইলে তোমার সাক্ষাৎকার হয়, তোমার সাক্ষাৎকারে দুঃখক্লেশ সুখশান্তিতে পরিণত হয়। এ কথা আমরা কেবল শুনিয়াছি তাহা নহে, আমরা জীবনে ইহার সত্যত্ব অনেক সময়ে অনুভব করিয়াছি। কিন্তু, মাতঃ, আমাদের স্বার্থান্বেষণে রত চিত্ত, কিছুতেই তোমার এ নিয়ম প্রতিপালনে প্রস্তুত নয়। যদি স্বার্থ প্রবলতর হয়, তাহা হইলে দৈন্য উপস্থিত হইবে কি প্রকারে? স্বার্থ দৈন্যের বিরোধী, দৈন্য স্বার্থের বিরোধী। স্বার্থ এমনই দুরন্ত শত্রু যে, যে ব্যক্তিকে উহা অধিকার করিয়া বসে তাহার ন্যায় অন্যায়, উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা কিছুরই বোধ থাকে না। সে যাহা পাইবার যোগ্য নয় সে তাহাই চায়, অপরের ক্ষতি করিয়াও সে আপনার স্বার্থ সাধন করিতে যত্ন করে। যে ব্যক্তি আপনাকে অনুপযুক্ত মনে না করে, অপরকে তাহার প্রাপ্যবিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত না হয়, সে বল দৈন্য লাভ করিবে কি প্রকারে? তৃণ হইতে আপনাকে নীচ মান না করিলে, বৃক্ষ হইতে সহিষ্ণু না হইলে, আপনি অমানী হইয়া অপরকে মান দান না করিলে, কে কে দৈন্যের অধিকারী হইতে পারে? স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির এ সকল গুণ থাকা একান্ত অসম্ভব। সে আপনাকে বড় মনে করে। যেখানে স্বার্থের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় সেখানে প্রাণসম ভ্রাতাকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিসে অপরের [illegible] হ্রাসে বৃদ্ধি পায় ইহারই জন্য সে [illegible] তাহার স্বার্থসাধন হইবে কি প্রকারে [illegible] এই স্বার্থচিন্তা সকলের [illegible] করিতেছে, সকল প্রকার সুখশান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, অথচ কোন প্রকারে তাহারা আপনাদিগকে স্বার্থবিমুক্ত করিতে পারিতেছে না। কৃপাসিন্ধু, আমরা সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তোমার দাস হইবার জন্য আহূত হইয়াছি। আমাদিগের মধ্যে যদি অণুমাত্র স্বার্থগন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাদের যে সমু-

দায় উপাসনা সাধন ভজনাদি বিফল হইয়া গেল। উপাসনাই করি, আর যাই করি, যদি স্বার্থ না গেল তোমাতে সুখ শান্তি পাইবার কোন প্রত্যাশা নাই। অতএব নাথ, তব চরণে এই ভিক্ষা করি, তুমি সমুদায় দুঃখের মূল স্বার্থ বিনাশ কর, আমরা সর্ব্বথা স্বার্থবিমুক্ত হইয়া জগতের সেবায় নিযুক্ত হই। তোমার কৃপা বিনা দুরন্ত স্বার্থ কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করি। তোমার চরণাশ্রয় লাভ করিয়া আমরা সম্যক্ কৃতার্থ হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

ঈশ্বর ও সংসার।

ঈশা বলিয়াছেন, "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, কারণ সে এক জনকে ঘৃণা ও অপরকে প্রীতি করিবে; নতুবা সে এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।" অথচ আমরা ঈশ্বর ও সংসার এ উভয়কেই দৃশ্যতঃ যুগপৎ সেবা করিতেছি। আমাদের গৃহ, পরিবার, তৎসম্বন্ধীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা লোকে যখন দেখে, আর তাহার সঙ্গে উপাসনালয় এবং তৎসম্পর্কীয় আয়োজনগুলি দেখিতে পায়, তখন তাহারা নিশ্চয় বলিবে, ইহারা ঈশ্বর ও সংসার উভয়ের যুগপৎ সেবায় প্রবৃত্ত। যখন উভয়ের সেবায় প্রবৃত্ত, তখন কোন্‌টিতে অনুরক্ত কোন্‌টিতে তুচ্ছজ্ঞান, ইহাও তাহাদের অবশ্য অনুসন্ধানের বিষয়। উপাসনা সাধন ভজন সৎপ্রসঙ্গাদির সময় সঙ্কোচ করিয়া সাংসারিক কার্য্যের আধিক্য যখন দেখিতে পায়; তখন আমাদিগের ধার্ম্মিকতার ভাণসত্ত্বেও সংসারের নিকট ঈশ্বর যে তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছেন তাহা আর তাহাদের বুঝিবার অবশিষ্ট থাকে না। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর ও সংসার উভয়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন সংসারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন, ঈশ্বরের দিকে অনুরাগ হ্রাস হইয়া যাইতেছে, ইহা আর কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান বিধান এমন কি কৌশল আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া দৃশ্যতঃ দুইয়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেও একেরই সেবা করিতেছি, ইহা সহজে লোকের নিকটে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

ঈশা এই কথাগুলি বলিয়াই পরক্ষণে বলিয়াছেন, "অতএব আমি বলিতেছি, কি আহার করিব, কি পান করিব, ইহা বলিয়া আপনার জীবনের জন্য ভাবিত হইও না; এবং কি পরিধান করিব বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিত হইও না; অন্ন অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর নহে?" মনে হয়, এই কথাগুলির দ্বারা তিনি সংসারকে সর্ব্বথা উড়াইয়া দিয়া শ্মশানবাসীর বৈরাগ্য জগৎকে শিক্ষা দিলেন। আহার পান লইয়া সংসার, যদি লোকের আহার পানে প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে কেহই সংসারবদ্ধ হইত না। ফলতঃ তিনি আহারবিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে পরিশ্রমবৈমুখ্য প্রতিপাদিত হয় না, কেবল উদ্বেগরাহিত্যই প্রতিপাদিত হয়। পক্ষিগণ বপন করে না, সংগ্রহ করে না বা সঞ্চয় করে না, কিন্তু আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, প্রতিদিন আহারের জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম স্বীকার করে; তাহাদের নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদের নিশ্চিন্ততা, চিরপ্রফুল্লতার প্রমাণ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এ আনন্দ পরিশ্রমবিমুখের আনন্দ নহে পরিশ্রমীর আনন্দ। ঈশ্বরপ্রাণ ব্যক্তি যে এইরূপ হইবেন ইহা সর্ব্বথা সঙ্গত। যিনি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছেন, তাঁহারও ভিক্ষা করিতে হয়। তিনি উদরপূর্ত্তিমাত্রে সন্তুষ্ট, সুতরাং তাঁহার পরিশ্রম পরিমিত, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালনের প্রয়াস নাই, সুতরাং নিরুদ্বিগ্ন। যাঁহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসারকেই আপনাদের সাধনক্ষেত্র করিয়াছেন, তাঁহারা

পাখীর ন্যায় কি প্রকারে হইবেন, ইহা এখন জিজ্ঞাস্য। উদ্বেগশূন্য হইয়া পরিশ্রম করিলে যেমন আহার তেমনি পরিধেয় স্বতই সেই পরিশ্রম হইতে হস্তগত হয়, এজন্য এ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত পুষ্পপরিশোভী ক্ষেত্রের তৃণাবলম্বন করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশ্রম করিবে, অথচ নিরুদ্বেগ থাকিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? কোন বিষয়ের জন্য উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা না থাকিলে যত্ন আসিবে কেন? যত্ন না আসিলেই বা পরিশ্রম করিবার প্রতি প্রয়াস আইসে কোথায়? "ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।" এই কথাগুলির ভিতরেই সমুদায় তত্ত্ব নিহিত আছে। ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়? এই সংসারে, না পরলোকে? সংসার ও পরলোক যেখানে এক হইয়া গিয়াছে সেখানে। যেখানে ঈশ্বরের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন, কতক ঈশ্বরের কতক জীবের, এরূপ প্রভুত্ববিভাগ নাই, সেখানেই ঈশ্বরের রাজ্য। আপনার প্রভুত্ব ও স্বামিত্বে জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরকেই আপনার প্রভু করিয়াছে, সে ব্যক্তিকে ঈশ্বর আপনি তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করেন। এই কার্য্যে এ ব্যক্তি সংসারিগণ অপেক্ষাও চতুর্গুণ পরিশ্রম করেন, দেহের শোণিত জল করিয়া ফেলেন। ঈদৃশ পরিশ্রম কোন কালে বিফল হয় না, উহা হইতেই ধর্ম সঞ্চিত হয়। সর্ব্বথা আপনার কর্তৃত্ব ভুলিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়াছে, সে ব্যক্তির ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে না তো আর কাহার ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে? মহর্ষি ঈশা কি সংসারে আপনার জন্য জীবন ধারণ করিয়াছিলেন? তিনি কি নিরন্তর ঈশ্বরের রাজ্যের অধিবাসী হইয়া এখানে বাস করেন নাই? তিনি তাঁহার পিতার কার্য্যসাধনের জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, পরিশেষে দেহের শোণিত পর্য্যন্ত তজ্জন্য অর্পণ করিয়াছেন। ঈশা যে প্রকার দিবারজনী ঈশ্বরের কার্য্য করিতে নিরলস পরিশ্রমে রত ছিলেন, এমন কয় জন সংসারী আছে? ঈশ্বরতনয় সংসারের সেবা নিষেধ করিয়া পরিশ্রমবিমুখ হইতে বলেন নাই তাঁহার আত্মজীবনই প্রকাশ করিতেছে। তবে বুঝিতে হইবে, যে যাহার অনুরোধে পরিশ্রম করে সে তাহার দাস। অন্ন পান পরিধেয়াদি জন্য যদি কেহ পরিশ্রম করে সে সংসারের অনুগত সেবক। ঈশা তাদৃশ যত্ন পরিশ্রমকেই বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে তিনি আপনিও যেমন প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, অপরকেও সেইরূপ করিতে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের জন্য যে ব্যক্তি অনবরত পরিশ্রম করিল সে ঈশ্বরের দাস হইল। প্রভুই দাসের অন্ন পান ও বস্ত্র যোগাইয়া থাকেন, প্রভু থাকিতে তাহার খাবার তৎসম্বন্ধে ভাবিত হইবার কারণ কি? তাই ঈশা নিঃসংশয় বলিতে পারিলেন, "এ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।"

যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনের জন্য যিনি সংসার করেন, তিনি দেখিতে সংসারের সেবক বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সংসারের সেবক নহেন। "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না" ঈদৃশ ব্যক্তি এ কথার লক্ষ্য কিছুতেই হইতে পারেন না। আহার পান ভোজনাদির উদ্দেশে যদি তিনি পরিশ্রম করিতেন, ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য নহে, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরকে তুচ্ছ করিয়া সংসারের প্রতি অনুরক্ত, এ কথা আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম। সাধারণ লোকে মনে করে, এ সকল কথা ধর্ম্মমত্তগণের মুখেই সাজে, যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা কখন এরূপ বলেন না। তাঁহারা ভাবেন, পরিশ্রম আহার পানের জন্য নয় ঈশ্বরের জন্য ইহা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ঈশ্বর আহার পান ব্যাপারটাকে অতি তুচ্ছ মনে করেন; অধিকন্তু পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্য অশন বসন ভূষণ, অথচ যেন ঈশ্বরেরই জন্য পরিশ্রম করিতেছি, এরূপ ভাব কি মিথ্যাচার কপটাচার নহে? তাঁহারা প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা এরূপ ভাবেন। ফলে কথা এই, যত কিছু

কার্য্য আছে, উহা তোমারও নয়, আমারও নয়; উহা ঈশ্বরেরই কার্য্য। তুমি যদি উহাকে আপনার বলিয়া অভিমান কর, এবং আপনার আহার পানাদির সাধন বলিয়া উহাকে গ্রহণ কর, তোমার পরিশ্রম ঈশ্বরের জন্য হইল না সংসারের জন্য হইল, কেন না তুমি তো আর ঈশ্বরকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জন্য কার্য্য করিলে না, তাঁহার স্থলে সংসারকে বসাইয়া তাহারই সেবা করিলে। কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য হইয়াও সুতরাং তোমার দোষে তোমার পক্ষে উহা সংসারের কার্য্য হইল। কতকগুলি কার্য্য তোমার পক্ষে অবস্থাবিশেষে নিষিদ্ধ, সংসারের হইয়া কার্য্য করিতে গেলে সেই নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি অনেক সময় তোমায় করিতে হয়, সুতরাং তাহা হইতে পাপ ও অপরাধোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। যাহা নিষিদ্ধ কার্য্য তাহা করিলে ঈশ্বরের প্রতি কেবল অনুরাগ হ্রাস হয় তাহা নহে, তাঁহাকে তদ্দ্বারা তুচ্ছ করা হয়, ক্রমে তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথে কেউ কি কখন চলিতে পারে? এ কালে পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবনাতিপাত একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে লোকে নীচ বলিয়া গণ্য করে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত ঘৃণা করে। পরভাগ্যোপযোগী ব্যক্তিগণ কি বাস্তবিকই নিন্দনীয় নহে? তোমার পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনে সামর্থ্য আছে, অথচ তুমি পরের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছ, তোমায় ধিক্। যদি তুমি এরূপে জীবন যাপন করিবে মনে করিয়া থাক, তোমায় অভাবগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কেহ তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে না। তুমি বুঝি মনে করিয়াছ, লোককে ধর্ম্মের বেশ দেখাইয়া গুটিকয়েক ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া আপনার এবং স্ত্রীপুত্রাদি সকলের উপজীবিকা সংগ্রহ করিবে! তুমি এরূপ দুর্ব্বাসনা কেন হৃদয়ে পোষণ করিতেছ, বল, চিরদিন তোমায় কে ভিক্ষা দিবে? যদি এইরূপেই জীবন নির্ব্বাহ করিবে মনে করিয়াছিলে, তুমি দারপরিগ্রহ করিলে কেন? এতগুলি সন্তান সন্ততির পিতা হইলেই বা কেন? তুমি বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈরাগ্য কি জান না? তুমি এ শতাব্দীতে প্রাচীন কালের বৈরাগ্য চালাইতে যে বাসনা করিয়াছ, ইহা তোমার ভ্রম। ইহাতে তোমাদের বড়ই কদর্থনা ভোগ করিতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গিত জীবনের সঙ্গে তোমার সর্ব্বনিরপেক্ষ ভাব দর্শন করিয়া কেহ কেহ কিছু কিছু দান করিতে পারেন, কিন্তু জানিও সে দান তোমাকে পরিশ্রমবিমুখ করিবার জন্য নয়। এই সকল দান অতি পবিত্র, এ দানে অন্ন শুদ্ধ, বসন পবিত্র হয়, সাত্ত্বিকতা সমুদায় জীবনে সংক্রামিত হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কার্য্যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া তাহা হইতে যাহা কিছু আইসে তাহাকে অপবিত্র মনে করিও না। অপরের দানের সহিত ইহার যোগ না হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপরিবারে বৈরাগ্য রক্ষা কিছুতেই চলিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রচারবিভাগে পূর্ব্বাপর কিরূপ ব্যবস্থা আছে, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ আলোক লাভ হইতে পারে।

আমাদের প্রচারক ও প্রেরিতগণ সংসারিগণের ন্যায় বিষয়কার্য্যের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'কি আহার করিব পান করিব' এ চিন্তা দূরে পরিহার করিয়া বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বৈরাগী বলিলে পৃথিবী যাহা বুঝে ইঁহাদের বৈরাগ্য সে বৈরাগ্য নহে। ইঁহারা আপনারা বা আপনাদের স্ত্রী পুত্রাদির সাংসারিক অভাব ভাবেন না, কিন্তু অপরে তাঁহাদের জন্য ভাবিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি না ভাবিলেও অপরে ভাবে বলিয়াই তাঁহাদের বৈরাগ্য রক্ষা পায়, অথচ সমুদায় অভাব পূর্ণ হয়। এই যে আপনার বা আপনার পরিবারের বিষয় না ভাবিয়া অপরের সঙ্গে অপরের পরিবারের বিষয় ভাবা ইহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য পরিশ্রমবিমুখ করে না। বরং পরিশ্রমের মাত্রা অধিক

বাড়াইয়া দেয়। বৈরাগ্যাশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈদৃশ পরিশ্রম করিতে হইবে যে, তাঁহার জন্য মণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। তিনি কেবল আধ্যাত্মিক কার্য্য লইয়া ব্যস্ত তাহা নহে, ঈশ্বরানুমোদিত সাংসারিক কার্য্য সকলও তিনি বহু পরিশ্রমে সম্পাদন করেন। প্রচারক ও প্রেরিতগণ যেমন উপাসনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, তেমনি পত্রিকাসম্পাদন, পুস্তকপ্রণয়ন, মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন, অধ্যাপনা ইত্যাদি ধর্ম্মপ্রচারের সহায়ক সাংসারিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য হইতে অর্থের সমাগম হয়। এক সময়ে স্ত্রীবিদ্যালয় হইতে ৪৫৲ টাকা, পত্রিকা হইতে ৭০।৮০ টাকা, অন্যান্য বিভাগ হইতেও তাদৃশ আয় হইত। যে প্রচারক পড়াইয়া ৪৫৲ টাকা পাইতেন, তাঁহার ইহাতে বেতনভুক্ত্ব দোষ ঘটিত না, কেন না সে টাকা তিনি আপনি স্পর্শ করিতেন না, প্রচারকার্য্যালয়ে যাইত, এবং সমগ্র প্রচারকপরিবারের অভাবপূরণজন্য উহা ব্যয়িত হইত। ঈদৃশ ধনাগমের কার্য্য করিয়াও ইঁহাদের বৈরাগ্যব্রতের কেন ক্ষতি হয় না? এই জন্য হয় না যে, ধন আসিলেও ইঁহারা সে ধন স্পর্শ করেন না, সকলের বৈরাগ্য রক্ষা পায় এ জন্য যিনি একা ধনস্পর্শ ও ব্যয় করেন সে ধন তাঁহারই হস্তে গিয়া পড়ে। সকলের হইয়া এক জন ধন স্পর্শ ও ব্যয় করেন, ইহাতে আর সকলের বৈরাগ্য রক্ষা পাইল; আবার যিনি অপরের জন্য ধনস্পর্শ ও ব্যয় করেন, তিনিও পূর্ণ বৈরাগী রহিলেন, কেননা তাঁহার হস্তগত ধন নিজের জন্য নয় পরের জন্য তিনি গ্রহণ ও ব্যয় করেন। নববিধানসমাজে চিরদিন এই ব্যবস্থা থাকিবে, অন্যথা বৈরাগ্যবিধিগ্রহণপূর্ব্বক পুত্রকন্যাদি লইয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হওয়া ব্যবস্থাসিদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহাদের পুত্র কন্যাদি নাই তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা চাই, অন্যথা নিজের শরীর রক্ষার জন্য যত্নে বৈরাগ্যের ক্ষতি, এবং শরীরের সেবা করিতে গিয়া সংসারের সেবা, সংসারের সেবা করিতে গিয়া ঈশ্বরের প্রতি তুচ্ছভাব উপস্থিত হইবে। এত ক্ষণ যাহা বলা হইল মনে হয় তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ঈশ্বর ও সংসার উভয় থাকিয়াও কেমন করিয়া সংসার সংসার থাকে না, ঈশ্বরই একমাত্র অনুরাগের প থাকেন।

ক্লেশের মূল ও তাহার উচ্ছেদ।

ক্লেশের মূল কি, ইহা নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে আমরা কোন্ উপাদানে গঠিত ইহাই সর্ব্ব প্রথমে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সমুচিত। আত্মোপাদানের বিরোধে আমরা যাহা কিছু করিতে যাই, তাহাতেই আমাদের ক্লেশ উপস্থিত হয়, ইহা আর কে না অবগত আছেন? শীত উষ্ণ প্রভৃতির সহিত আমাদের দেহের যে সম্বন্ধ আছে, আমাদের দেহোপাদান সে সমুদায় যতটুকু বহন করিতে সমর্থ, তাহার একটু ব্যতিক্রম করিয়া যদি উহাদের সেবা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই, অমনি ক্লেশ উপস্থিত হয়। শারীরিক যত প্রকার ক্লেশ আছে, তাহার মূল যে দৈহিক উপাদানের অনুপযোগী ব্যবহারাদি ইহাতে কি আর আমরা সন্দেহ করিতে পারি? উপাদানের বিরোধী ব্যবহার হইতে ক্লেশ হয় ইহা যদি সত্য হইল, তাহা হইলে আমাদের আত্মার ক্লেশ কোথা হইতে হয় উহার গঠনোপাদান নির্ণীত হইলেই বুঝা যাইতে পারে। কেবল আত্মার গঠনোপাদান নির্ণীত হইলেই আমরা তত্ত্বনির্দ্ধারণে সিদ্ধমনোরথ হইব তাহা নহে, আত্মা এবং তাহার আবেষ্টন (environment) উভয়েরই উপাদান নির্ণীত হইলে তবে আমরা যথার্থ তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইব।

আত্মার উপাদানের কথা বলিবার পূর্ব্বে তাহার আবেষ্টনের উপাদান নির্ণয় করিতে যত্ন করা যাউক। জগতের উপাদান কি নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে প্রেমকেই উহার উপাদান প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রেম কি? পরার্থ আত্মদান। পরার্থ আত্মদান জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান কি না, ইহা অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিতে

পাই, পরার্থ আত্মদানই উহার স্বভাব। পরার্থ আত্মদানের বিপরীত স্বার্থ,উহা কি ইহার মধ্যে নাই? আছে বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু সে স্বার্থও পরার্থ। পরার্থ আত্মদান নহে, কিন্তু স্বার্থই জনসমাজের মূল, এই উপাদানেই প্রত্যেক মানুষ গঠিত, ইহা যাঁহাদের মত, তাঁহারা আমাদের মতে কখন সায় দিবেন না, এবং প্রতিব্যক্তির প্রতিদিনের ব্যবহার তাঁহারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে নিরুত্তর করিতে যত্ন করিবেন। শত বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইলেও আমরা বলিব,এ সকল উপাদানবিরুদ্ধ ব্যবহার, অপ্রাকৃতিক, সুতরাং সর্ব্ববিধ ক্লেশের মূল। চন্দ্র সূর্য্যাদি জড় পদার্থ যে আত্মার্থ নয় পরার্থ, ইহা বলিবার কিছু অপেক্ষা করে না, কেন না যাহাদের আত্মচৈতন্যই নাই তাহারা পরার্থ ব্যতীত আত্মার্থ কি প্রকারে কার্য্য করিবে? স্বার্থ অথবা পরার্থ আত্মদান জগতের উপাদান কি না, ইহা কেবল জীবজগৎপর্য্যালোচনায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জীব সকল কি আপনার জন্য জীবন ধারণ করে না? আহারপানান্বেষণ, শত্রু হইতে আত্মরক্ষার্থ সংগ্রাম বা পলায়ন ইত্যাদি কি দেখাইয়া দেয়? এই দেখায় যে জীবের স্বার্থ তাহার কার্য্যের প্ররোচক। হাঁ, এখানে স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এই স্বার্থ পরার্থ কি না ইহা একবার বিচার করিয়া দেখা সমুচিত।

জীবসকল আপনার দেহরক্ষার জন্য ও তাহার পরিপুষ্টিসাধন জন্য আহার অন্বেষণ করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই দেহপুষ্টি ও দেহরক্ষার প্ররোচক কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা। ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনায় সাধারণ জীব আহারে প্রবৃত্ত হয়, তদ্দ্বারা দেহের পুষ্টি হইবে কি না তৎসম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তা নাই। সুতরাং এটিকে তাহার ঐচ্ছিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায় না। উচ্চজীব মানুষের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে জ্ঞান আছে কিন্তু তাহাও পরে উৎপন্ন; প্রথমে পশুদের ন্যায় ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনাতেই তাহাদেরও আহারে প্রবৃত্তি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। শত্রুর আক্রমণে যে দৈহিক ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহাই সংগ্রাম বা পলায়নে সাধারণ জীবকে প্রবৃত্ত করে, ইহাও স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে উপস্থিত হয়, সুতরাং যখন ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়, তখন স্বার্থমধ্যে গণ্য করা যাইবে কি প্রকারে? সুতরাং এ সকল ব্যাপার মধ্যে স্বার্থের আভাস প্রতিভাত হইলেও যে স্বার্থ নাই তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। এ সকল ক্রিয়া আত্মার্থ হইলেও এ আত্মার্থ মধ্যে পরার্থ কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই এখন আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শরীরের পরিপুষ্টি ও শরীররক্ষার যত্নের সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যদি শরীর যথোচিত পূর্ণোপাদান না হয়, তাহা হইলে অচিরে বংশক্ষয় উপস্থিত হয়। অন্য দিকে আবার বংশবৃদ্ধি আত্মরক্ষা বিনা সংসাধিত হয় না। পিতা মাতা সন্তানবর্গের জন্য সর্ব্বথা আত্মদান করেন, সুতরাং এখান হইতেই প্রেমের আরম্ভ। জগতের উপাদান প্রেম; এ জন্যই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলকেই পরের জন্য আত্মদান করিতে হয়। ইতর জীবগণের মধ্যে একের শরীরব্যয়ে অপরের শরীরপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে পরার্থ আত্মদান বিদ্যমান রহিয়াছে। শরীরের তুল্য প্রতিব্যক্তি সম্বন্ধে আদরের সামগ্রী আর কি আছে? যে প্রাকৃতিক নিয়মে সেই শরীর জীব লাভ করিয়াছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সেই শরীর পরার্থ ব্যয় করিতে হয়। শরীরপ্রাপ্তিতে যে প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, পরার্থ শরীরব্যয়ের মধ্যে সে প্রেম নাই, এ কথা কে বলিবে? যাহা বলা গেল তাহাতে যদি স্বার্থও পরার্থ ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বত্র প্রেমেরই যে সাম্রাজ্য, ইহা আমাদিগকে মানিতেই হইবে। প্রেমোপাদানে যাহারা গঠিত তাহারা যদি সেই উপাদানের বিরোধী ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে ক্লেশ উৎপন্ন হইবে না তো আর কি উৎপন্ন হইবে?

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে মূলতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি এ প্রবন্ধে প্রকারান্তরে সেই মূলতত্ত্বের প্রয়োগ করিলেই ক্লেশের মূল কি প্রকারে উৎপাটন করিতে পারা যায়, আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। আমরা সংসারের জন্য সংসার করিব না, ঈশ্বরের জন্য সংসার করিব, এ কথা তত সুস্পষ্ট হইল না, কেন না ইহাতে মানবীয় দিক্ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইতেছে না। আমরা পরার্থ জীবন ধারণ করিব, ইহা বলিলে একটু স্পষ্ট হইল, কিন্তু এ মূলতত্ত্বের নিয়োগ না দেখাইলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। মনে কর, একজন এখনও সংসারে প্রবেশ করে নাই। সে ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে অন্তশ্চক্ষু সন্নিধানে সংসারের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। চিত্র দেখিয়া কখন তাহার মনে আশা হইতেছে, কখন সে ভয় পাইতেছে। সংসারের বহু লোকের কষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া সে ভাবিতেছে, এই এই অবস্থায় পড়িলে লোকের কষ্ট হয়; সুতরাং সেই সেই অবস্থা যাহাতে তাহার না হয় তাহার উপায় না করিয়া সে সংসারে প্রবেশ করিবে না। এরূপ স্থির করিয়াও কখন বা এই উপায় করা তাহার সম্বন্ধে সম্ভব মনে হইতেছে, কখন বা অসম্ভব মনে হইতেছে। কি করিলে কি হইবে, ভাবিয়া সে অস্থির। এই ভাবনায় চিন্তায় তাহার জীবনের কার্য্য অসম্পন্ন থাকিয়া যাইতেছে। আহার পান ভোজনাদিতে প্রবৃত্ত না হইলে চলে না, তাই সে সকল ব্যাপারে সে বাধ্য হইয়া প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার আরাম নাই সুখ নাই। কেন নাই জান? সে যত দিন পরের জন্য জীবন ধারণ করিতে পারিবে না, তত দিন সে আপনার প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতেছে না। প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য না করিলে, প্রকৃতির বিরোধে চলিলে দুঃখ ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী।

আর এক ব্যক্তি ইহার ঠিক বিপরীত। সে আপনার দুঃখ কষ্ট বা সুখের বিষয় ভাবিতেছে না, তাহার মন অপরের সুখ শান্তি কিসে বর্দ্ধিত হয়, পাপ অধর্ম্ম পৃথিবী হইতে চলিয়া যায় তাহার জন্য ব্যস্ত। এই সকল সৎকর্ম্মের জন্য যখন যে উপায় তাহার হস্তগত হয় তৎসাধনে সে একেবারে প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়, আপনার বিষয় ভাবিবার আর তাহার অবসর থাকে না। সে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রপরিবারবিহীন হইয়া সংসারে একাকী বিচরণ করিবে, এরূপ অধ্যবসায় মনে স্থান দিয়া ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে। বরং তাহাদিগকে পরের সেবার পক্ষে সহায় জানিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সে পরসেবায় প্রবৃত্ত। পরসেবা করিতে গিয়া বা আপন পরিজনবর্গের অভাবজনিত ক্লেশ হয়, এ চিন্তা কখন তাহার মনে প্রবেশ করে না, কেন না সে জানে পরসেবাই তাহার কার্য্য, অন্নপানাদির সমাগম উহার অবান্তর ফল। তাহার এরূপ ধারণাই লোকে বৈরাগ্য মনে করে, বাস্তবিক উহা বৈরাগ্য নহে। সে এতদ্দ্বারা একটি স্থিরতর জাগতিক নিয়মের অনুসরণ করিতেছে। যত লোকে পৃথিবীতে উপজীবিকার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, তাহারা জানে না যে, প্রকৃতির নিয়ম এই, অপরের কল্যাণবর্দ্ধন করিবার জন্য তাহারা পরিশ্রম করিতেছে বলিয়াই তাহার বিনিময়ে অন্ন পান পরিধেয় তাহারা লাভ করিতেছে। যদি তাহারা পরিশ্রম—অন্য কথায় জনসমাজের সেবা—না করিত, কখন তাহাদের অন্ন পানাদি পাইবার আশা ছিল না। সেবা অগ্রে, তৎপর তাহা হইতে অন্ন পান, এ নিয়ম অখণ্ড্য। সামান্য শান্তিরক্ষক হইতে অত্যুচ্চ পদস্থ দেশাধিপতি সকলেই পরের সেবা করেন বলিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় লাভ করেন। যিনি আপনার চিন্তা ছাড়িয়া পরসেবায় প্রবৃত্ত, তিনি এই নিয়মের বহির্ভূত হইবেন কেন? বরং এই নিয়ম তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালনই করিলেন, সুতরাং তৎফললাভে তিনি কেন বঞ্চিত হইবেন?

এই দুইটি দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিলেই ক্লেশের মূল কি, ক্লেশমূল ছিন্ন হয় কি প্রকারে, আমরা

সহজে বুঝিতে পারি। প্রথম দৃষ্টান্তের লোকটি সর্ব্বদা চিন্তাকুলিত, সুতরাং কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ অতিবাহিত হইতেছে, আর বিবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছে। প্রকৃতি বলিতেছেন পরের বিষয় ভাব, সে তাহা না করিয়া আপনার বিষয় ভাবিয়া অস্থির, তাহার সুখ হইবে কি প্রকারে? সে ভাবিতেছে, লোকে সংসারে পুত্র কন্যাদির ভারগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদা ক্লেশ পায়, অতএব একা জীবন অতিবাহিত করিব। এরূপ করিতে গিয়া সে বিবিধ পাপে জড়িত হইয়া পড়ে, যে ক্লেশ অতিক্রম করিতে চাহিয়াছিল সেই ক্লেশ তাহার সম্বন্ধে দশ গুণ বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের লোকটি ভাবিতেছেন, অপরের হিতকল্পে জীবন ধারণ করা আমার প্রকৃতি, আমি তাহারই অনুসরণ করিব, ইহা হইতে যাহা আসিবার আসুক, আমি তজ্জন্য কেন চিন্তা করিব? সাধু যাহার সঙ্কল্প ঈশ্বর তাহার সহায়, ইহা যখন নিশ্চিত কথা, তখন আর আমার ভাবিবার বিষয় কি? তিনি আত্মসম্বন্ধে ভাবনাবর্জ্জিত হইলেন, সুতরাং যে কোন অবস্থায় তিনি সুখী। তিনি পুত্রকন্যাদিবর্জ্জিত নহেন, কেন না তিনি জানেন, যে সেবায় তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই সেবা হইতে তাহাদিগেরও প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইবে। যখন প্রকৃতিরই নিয়ম এই, তখন তিনি তৎসম্বন্ধে আকুল হইবেন কেন? ফলে কথা এই, যাহারা আপনার এবং আপনার সন্তানসন্ততির বিষয় ভাবে, পরের সেবার কথা ভাবে না, তাহাদের ক্লেশ দুঃখ অনিবার্য্য। পরের বিষয় ভাবিলে, পরের সেবায় জীবন দিলে আমার এবং আমার সন্তানসন্ততির কি লাভ, ইহা কেবল মূঢ়েরাই মনে করে। কোন্ ব্যক্তি এ সংসারে পরের সেবা না করিয়া জীবিকা পায়? তবে তাহারা পশুর ন্যায় না বুঝিয়া পরের জন্য খাটে, অথচ সুখ পায় না, ইনি জ্ঞানপূর্ব্বক সেবা করিয়া সেবাজনিত সুখ পান এবং সমুদায় অভাব অতিক্রম করেন। ক্লেশের মূল আপনার বিষয় ভাবা, ক্লেশচ্ছেদ বা সুখের মূল পরের হিত কিসে হয় তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া তৎকার্য্যে আপনাকে নিয়োগ করা। কে কোন্ সেবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন, তাহা তাঁহার উপযোগিতাদিই বলিয়া দেয়। সংসারে এমন কোন কার্য্য নাই, যদ্দ্বারা পরসেবাব্রতপালন না হয়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারের কার্য্যই পবিত্র এবং উচ্চ ধর্ম্মানুমোদিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

চিন্তাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে, কেন না চিন্তা আছে বলিয়া তাহার মনুষ্যত্ব। তবে মনুষ্য হইতে গেলেই চিন্তা প্রয়োজন। যে কোন প্রকার চিন্তা করিলেই কি তবে মানুষ মানুষ হয়? কখনই নহে। তোমার চিন্তার উচ্চতা ও নীচতানুসারে তুমি উচ্চ ও নীচ। বিজ্ঞানার্থ, ধর্ম্মার্থ, পরের কল্যাণার্থ যে চিন্তা নিয়োগ হয়, তাহাতে যেমন মহত্ত্ব বর্দ্ধিত হয়, তেমনই নীচ সাংসারিক চিন্তায় মানুষকে নিতান্ত হীন করিয়া ফেলে।

আকুলতা মনুষ্যের স্বভাবের মধ্যে নিহিত, সে কখন আকুল হইবে না, ইহা কি কখন সম্ভব? অথচ ধর্ম্মাচার্য্যগণ আমাদিগকে নিয়ত উপদেশ দিতেছেন, আকুল হইও না। এ কি প্রকারের উপদেশ! যেখানে আকুলতা নাই, সেখানে কার্য্যেও প্রবৃত্তি নাই, কোন এক বিষয়ে আকুলতা না হইলে, তৎসাধনে প্রযত্ন হইবে না, অতিমাত্রায় আকুলতা অবসাদ উপস্থিত করে বলিয়া পরিমিত আকুলতা হৃদয়ে স্থান না দেওয়া কি আত্মার উন্নতিপক্ষে শ্রেয়স্কর? আত্মবিষয়ে আকুলতা পরিহার্য্য, পরের মঙ্গলসাধন জন্য আকুলতা ধর্ম্মাচার্য্যগণের অভিমত, ইহা জানিয়া আকুলতার সমুচিত ব্যবহার কর্ত্তব্য।

সংসারের সমুদায় কার্য্যই যদি পবিত্র, তাহা হইলে সেই কার্য্য হইতে পৃথিবীতে পাপের স্রোত কেন প্রবাহিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে ভাবা উচিত, কার্য্য অতি পবিত্র কেন? তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন হয় এই জন্য কি? ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মানুষ ঈশ্বরের প্রবল ইচ্ছা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। সে যাহা কিছু করে, ঈশ্বর তাহাই আপনার মঙ্গল ইচ্ছাসাধনে নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি এইরূপ করেন বলিয়া কি সে ব্যক্তির পাপ অপরাধ কিছুমাত্র লঘু হয়? কখনই নহে। যে মানুষ আপনার স্বার্থ সর্ব্বথা পরিহার করিয়া কেবল পরসেবার্থ কার্য্য করে না, তাহার পাপ অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। দেখ একজন সামান্য শান্তিরক্ষক যদি আপনার কর্ত্তব্য নিস্বার্থভাবে পালন করে, অন্যায় অর্থাদির আগমে লোলুপ না হয়, তাহার সেই কার্য্য কত লোকের উপকার সাধন করে এবং তাহার পরসেবাজনিত পুণ্য পর্য্যন্ত সঞ্চিত হয়। তাহার

কর্ম্মের বিনিময়ে জনসমাজে অর্থ যোগাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার সেবাকার্য্য অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া লওয়া হইতেছে এরূপ মনে করা উচিত নয়। জনসমাজ পিতৃস্থানীয় হইয়া সন্তান-স্থানীয় সে ব্যক্তির অভাব পূরণে যত্ন করিতেছেন, এই দৃষ্টিই যথার্থ দৃষ্টি।

সাধু তুকারামের সেবাকার্য্য।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পুণ্যাত্মা সাধু তুকারাম যেমন অত্যন্ত হরিভক্ত তেমনি সেবাপ্রিয় ছিলেন। যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইত, সচরাচর তিনি সেখানে যাইয়া সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ভক্ত-দিগের নৃত্য ও গমনাগমনে কঠিন কঙ্করে বা তাঁহাদের চরণ ব্যথিত হয়, এই ভাবিয়া তিনি স্বহস্তে কঙ্কর সকল সরাইয়া কীর্ত্তন স্থান লেপন করিতেন। তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতাদিগের পাদুকা রক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং গ্রীষ্মের সময় তাঁহাদিগকে বীজন করিতেন। পথিক লোকদিগকে আদরপূর্ব্বক আশ্রয় দান করিয়া উষ্ণজলে তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া দিতেন। ভার বহনে ভারবাহী গবাদি পশুদিগকে শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখিলে তুকারাম নিজে সেই ভার বহন করিয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করিতেন। গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে স্বহস্তে জল দান করিতেন, এজন্য তিনি জলপূর্ণ পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিপীলিকাকুলের আহারের জন্য তাহাদের গর্ত্তে শর্করা নিক্ষেপ করিতেন। পশুস্বামী যে সকল ভারবাহী পশুকে কর্ম্মাক্ষম জানিয়া নিজের গৃহ হইতে দূর করিয়া দিতেন, তুকারাম যত্নপূর্ব্বক সে সকলের প্রতিপালনে নিযুক্ত থাকিতেন।

যখন তুকারাম সাধন ভজনে রত ছিলেন, তখন একজন কৃষক তাঁহাকে দেখিয়া বলে,"দেখিতেছি তুমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছ, আমার ক্ষেত্রে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাক, পক্ষী সকল শস্য খাইতে ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।" তুকারাম এ কার্য্যে সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রস্বামী নিজের ক্ষেত্র দেখাইয়া চলিয়া গেল। তুকারাম যষ্টিহস্তে ক্ষেত্রের পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। তিনি সেখানে বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ভগবচ্চরণ-ধ্যানে নিযুক্ত ও ভাবে মগ্ন হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে পক্ষী সকল আসিয়া শস্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন শত সহস্র পক্ষী ক্ষেত্রের শস্য ভক্ষণ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন আমরা যেমন ক্ষুধায় কাতর হই, এ সকল জীবও ক্ষুধায় ক্লেশ পায়। দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, শস্য ভাল না জন্মাতে অনেক দিন ইহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, এক্ষণ ইচ্ছানুরূপ খাইয়া সবল হউক। মানুষে পেটের দায়ে কত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করে, ইহারা কেমন শুদ্ধ শান্ত নিশ্চিন্ত! হায়! আমি কবে ইহাদের মত নিশ্চিন্ত প্রকৃতি লাভ করিব। তুকারাম এ সকল আলোচনা করিয়া পক্ষীদিগকে বাধা দিতেছিলেন না। মধ্যাহ্নে পক্ষীদিগকে বলিতেন, "এখন জলপান করিতে যাও, সন্ধ্যাকালে বলিতেন তোমরা এক্ষণ আপন আপন বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর।" মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনি পক্ষীদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শস্যক্ষেত্র শস্যশূন্য হইয়া পড়িল। ক্ষেত্রস্বামী ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, সে তুকারামকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দান করিতে লাগিল। গোলযোগ শুনিয়া গ্রামের লোক সকল আসিয়া একত্র হইল। তাহারা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উক্ত কৃষককে বলিল "তুমি এই সাধুর উপর উৎপীড়ন করিও না। আমরা তোমার শস্যের মূল্য প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তাহারা ক্ষেত্রস্বামীর হস্ত হইতে তুকারামকে ছাড়াইয়া লইয়া গেল।

এক দিন এক বৃদ্ধা যষ্টির উপর ভর করিয়া তৈল ক্রয় করিবার জন্য ধীরে ধীরে বাজারে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তুকা-রামের দয়া হইল, তিনি বলিলেন "বৃদ্ধে! তোমার পথ চলিতে বড় কষ্ট হইতেছে তুমি আমার পিঠের উপর চড়িয়া বস, আমি তোমাকে বহন করিয়া বাজারে লইয়া যাইব।" বৃদ্ধা বলিল, "বাবা, তুমি আমার তৈলটুকু আনিয়া দাও, বাজারে আমাকে বহিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" তখন তুকারাম পয়সা লইয়া তাহাকে তৈল আনিয়া দিলেন। বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী নারীদিগের নিকটে এই বলিয়া তুকারামের প্রশংসা করিতে লাগিল,"তুকারাম আমাকে খুব সস্তা দরে তৈল আনিয়া দিয়াছেন, তিনি বেশ বাজার করিতে জানেন।" এই কথা শুনিয়া অনেক নারী তুকারাম দ্বারা বাজার করাইতে লাগিলেন। তুকারাম অনেক দিন নিজের পয়সায় অধিক জিনিষ ক্রয় করিয়া দিয়া দরিদ্র লোকদিগের সাহায্য করিতেন।

প্রাপ্ত।

স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র দাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

Rontgen রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়াতে ঈশ্বর বিশ্বাসীর আহ্লাদ অন্য লোকের আহ্লাদাপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন হওয়া দূরে থাকু তাহাহইতে সহস্রাংশে অধিকতর। ঐরশ্মি অস্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া আবৃত বস্তুকে স্থূল দৃষ্টির গোচর করিয়া দিল বলিয়া বিশ্বাসীর আনন্দ এখানে থামে না, তিনি ঐ রশ্মির অন্তরালে রশ্মির জনয়িতাকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত দেখিয়া ও তাঁহারই একটী নব মহিমা পৃথিবীসম্মুখে আনীত দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন।

ইন্দ্রিয় সমুদয় লইয়াই শরীর। শরীর সবল থাকিলেই ইন্দ্রিয় সকল সবল। যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় বলযুক্ত সেই পরিমাণে আত্মা বলহীন। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় আত্মার শক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা অবরুদ্ধ। যত দিন সিংহ পিঞ্জরে তত দিন তাহার বল

পরাক্রমের পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না; একটী বিড়ালের ন্যায় চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সিংহ পিঞ্জর হইতে উন্মুক্ত হইলে জনপদ, বন, উপবন, নগর, তাহার গর্জ্জনে প্রকম্পিত হয়। শরীর যখন মৃত্যুমুখী তখন দেহপিঞ্জরের এক একটী ইন্দ্রিয়রূপ লৌহ-দণ্ড ভগ্ন হইয়া যায় এবং জীবাত্মা-সিংহের প্রকৃত শক্তি প্রকাশ হইতে থাকে। সুরেশের জীবনের শেষ ভাগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আমাদের ঠিক এইরূপই প্রতীতি হইয়াছে। যখন তাহার হৃদয় হইতে বাসনার অনল নির্ব্বাপিত হইল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা তিরোহিত হইল, বাহ্যে শ্রয়ের প্রয়োজন কিছুই রহিল না, তখনই জীবাত্মা বিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ স্বর্গ, ঐ স্বর্গ, স্বর্গের শোভা কি চমৎকার! আমি ড্যাং ড্যাং ক'রে স্বর্গে যাব।" যাব ভবিষ্যৎ কালে, ইহাতে তখনও যাওয়া হয় নাই বুঝাইতেছে। কেবল শোভাপরিদর্শনানন্দে পুলকিত হওয়ার অবস্থা। আমরা জানি তখনও তাহার শরীরে কাঠফাটা জ্বর। কিন্তু সুরেশ সতেজে বলিল, "আমি ভাল হয়ে গেছি। মৃত্যু যে কি আরাম তা তোমরা জান না। আমি হয়ে গেছি; খাট আন।" এই মুহূর্ত্তেই বোধ হয় ঠিক স্বর্গারোহণের সময়। এই মুহূর্ত্তই বোধ হয় দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছিন্ন হইবার সময়। কারণ 'আমি হয়ে গেছি' বলার পর হইতে একবিন্দু দুগ্ধ বা জল পর্য্যন্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করে নাই। স্মরণ রাখিবেন, সেই দিবসের প্রাতে দুগ্ধের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল এবং বিলম্ব হওয়াতে অসন্তোষও প্রকাশ করে। 'আমি হয়ে গেছি' বলার পর প্রায় ১৯২০ ঘণ্টা অর্থাৎ কিঞ্চিদূন একদিবস জীবিত ছিল। 'আমি হয়ে গেছি' বলার পর আচ্ছন্ন অবস্থাতেই যায়, মধ্যে মধ্যে প্রলাপ। জোর করিয়া জল বা দুগ্ধ দিলে অচৈতন্য অবস্থায় গিলিয়াছে। এখানে এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত। জীবাত্মা যদি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, তবে শরীরের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কি প্রকারেই বা চলিল, কি প্রকারেই বা আহার গলাধঃকরণ হইল, অথবা কোন্ শক্তি বলেই বাক্য-প্রয়োগ হইতে লাগিল।

জড়জগতে গতিসম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথমটী স্মরণ করিলে মীমাংসাটা বোধ হয় তত দুরূহ হইবে না। সে নিয়মটী এই, "অন্যের বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে যে জড় বিন্দু স্থির হইয়া আছে তাহা স্থির হইয়াই থাকিবে, আর যে জড়বিন্দু চলিতেছে তাহা ঋজুরেখা ক্রমে চির কাল সমভাবে চলিবে"। ইংরাজীভাষায় এক কথায় ইহাকে inertia বলে। যাঁহারা নৌকা আরোহণ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন নৌকা ঘাটে ভিড়িবার পূর্ব্বে কিছু দূর হইতে দাঁড়ী সকল দাঁড় তুলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকে, কিন্তু নৌকা তত্রাপি চলিতে থাকে। দাঁড়ীরা দাঁড় তুলিয়া রহিয়াছে তবু নৌকা চলে কেন? পণ্ডিতেরা বলেন, পূর্ব্বপ্রযুক্ত বলের দরুন। শরীর একটী জড়বস্তু; জীবাত্মার বলসংযোগ হইয়া ইহার যান্ত্রিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। জীবাত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্ব্বপ্রযুক্ত বলের দরুন যান্ত্রিক ক্রিয়া কিয়ৎকাল চলিবে না কেন?

'আমি হয়ে গেছি' বা 'চলে গেছি' বলার পর মৃত্যুমুখ রোগী ব্যক্তি যে দুই এক দিন জীবিত থাকে তাহার দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া গিয়াছে। আমার মধ্যমা কন্যা ভবতারিণী—তাহারও মৃত্যুকালে এই হতভাগ্য পিতা উপস্থিত ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসে বলিয়াছিল "আমি আর নাই।" ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দৃষ্ট হইবে জহরলাল দত্ত যখন তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ডাক্তার মরে দেখিতে যান, জিজ্ঞাসা করেন, জহর, তুমি কেমন আছ, উত্তরে জহর বলিল 'বেচারা জহরলালের আজ তিন দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে, তুমি যাহার কথা কহিতেছ সে এক জন ঈশ্বরের ভৃত্য।" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই মাঘ ১৮১৭ শক)। পরমেশ্বর, আত্মা ও পরকাল, এই তিন ইহ জীবনে বিশ্বাসীর সম্বল, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি। ভক্ত বৃক্ষতলবাসী, কৌপীনধারী হইলেও যে সিংহের ন্যায় বলশালী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সে এই তিনেরই প্রভাবে। ইহার মধ্যে যে কোন একটীকে যুক্তিতর্ক দ্বারা ভক্তহৃদয় হইতে অপসারিত কর, তাহার দুর্দ্দশা ও কষ্টের সীমা থাকিবে না। এই তিনই মানুষকে দেবতা করে, আবার এই তিনের অভাবেই মানুষের পশুত্বের কারণ। অতএব যে কোন সূত্রে এই তিনের অস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয় তাহাই আমাদের আদরের বস্তু। সুরেশ বলিল, ঐ স্বর্গ আমি ওখানে যাবো, উহার শোভা অতি চমৎকার, পরে বলিল, আমি হয়ে গেছি, তৎপরে তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া বলিল, 'এই জন্যে কাঁদ্‌ছিস?—কেন? —কি আস্পর্দ্ধা।' ইহাতে স্বর্গ যে একটী কল্পনাতীত বস্তু ও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার অস্তিত্ব রহিল প্রমাণিত হয় না কি? যখন বলিল 'এই জন্য কাঁদ্‌ছিস,' ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার দৃষ্টি কোন এক অলক্ষিত বস্তুর দিকে নিক্ষিপ্ত ছিল, আর সে যেন কিছু অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিতেছিল, সম্ভোগ করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মাতার ক্রন্দন শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'এই জন্য কাঁদ্‌ছিস'; অর্থাৎ আমি ইহলোক ত্যাগ করিব বলিয়া কাঁদ্‌ছিস। কি আস্পর্দ্ধা! আমি যে স্থানে আসিয়াছি বা আসিতেছি সে স্থান অতীব সুখকর, অতএব তোমাদের রোদন অজ্ঞানতার কাজ। যে স্বয়ং নিজের জীবনের বিষয় হতাশ হইয়া কোন কোন সময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, সে আজ আনন্দে সতেজে বলিল "আমি ভাল আছি, তোমরা আমার জন্য রোদন করিও না।" যখন মৃত্যু তাহার নিকট ভাবী আশঙ্কার বিষয় ছিল, তখন সকাতরে অনুরোধ করিত, এ উপায় কর, ও উপায় কর, এখানে লইয়া চল, ওখানে লইয়া চল, কিন্তু মৃত্যু যখন তাহার নিকট পরীক্ষিত সত্য হইল, তখন স্থির ও গম্ভীর ভাবে বলিল, "মৃত্যু কি আরাম তা জান না।" যে মৃত্যুকে সমস্ত জগৎ ভয় করে এবং এড়াইবার জন্য উৎসুক, ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মুমূর্ষুকালে সুরেশ ঘোষণা করিল, ইহা যে কি আরাম তাহা

তোমরা জান না। সুরেশ যখন অনিমেষ লোচনে এক দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, আমরা তখন তাহাকে বেষ্টন করিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলাম। অহো! আমরা ও সুরেশ দুয়ের কি বিপরীত অবস্থা। তাহার অপার আনন্দসাগরে নিমগ্নের অবস্থা আর আমাদের শোকসাগরে নিমগ্ন হওয়ার অবস্থা। পরমেশ্বরকে পাইয়াছি, এই কথা সুরেশ মুখে বলে নাই; কিন্তু পরমেশ্বরকে হারাইলাম বলাতেই প্রাপ্তি বুঝাইল। তাহার কথাগুলি যে প্রলাপোক্তি নয়, তাহা তাহার মুখাবয়বের ভঙ্গিতে তাহার দৃষ্টির এবং উত্তর প্রদানের ভাবেতে বুঝিয়াছিলাম। যখন যাহা প্রশ্ন করা গেল কোন চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর আমাদের সকলেরই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল। ঐ ১০।১৫ মিনিট কাল কোন অলৌকিক শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ওরূপ কথা বলিতেছিল। 'আমার হারালুম' কথাতে প্রলাপ সম্ভবে না। উহা দৃঢ়রূপে প্রলাপ অপ্রমাণ করিতেছে। কোন ভক্তহৃদয়ে অবিরাম ঈশ্বরাবির্ভাব সম্ভোগ শুনা যায় না। শ্রীহরি ক্ষণকাল আত্মপ্রকাশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সুরেশের তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রমাণ—জ্ঞান যখন জিজ্ঞাসা করিল স্বর্গের কথা আরও বল, সুরেশ বলিল আর বলিবার নাই। স্বর্গ-লাভ যে সব আরাম ও আনন্দের অবস্থা সে কথা বলিল, দেহ হইতে বিচ্ছিন্নান্তে আত্মার অস্তিত্বের সংবাদ বলিল, কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহাও বলিল। বাস্তবিক পরমেশ্বর, আত্মা, ও পরকালে আত্মার অস্তিত্ব প্রতীত আর কি বলিবার ও জানিবার আছে। সেই যে ১০।২০ মিনিট কাল, যে সময়ে সুরেশ সতেজে কথা বলিতেছিল, সে কাল টুকু ঈশ্বর আবির্ভাবের কাল, সেই সময়ের মধ্যে যাহাকে যাহা উপদেশ দিবার ছিল তাহাকে তাহাই দিল। স্বর্গে যে পিতামহ দেব তাহাকে চিনিল এবং পিতামহ দেবকেও সুরেশ চিনিল সে কথা বলিল, এবং দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছিন্নান্তে যে আত্মার ধ্বংস হয় না তাহাও ঘোষণা করিল। যে স্থানে সে গমন করিল সেটি যে আনন্দধাম তাহাও প্রচার করিল। এই সকল আশার কথা সত্ত্বেও আমরা গভীর শোকাকুলিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহার শ্বাসরোধ প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কখন বা উচৈচঃস্বরে রোদন করিতেছিলাম। সুরেশ দেখিল, সকল কথাই বলা হয়েছে, তথাপি এরা কাঁদে কেন, তাই প্রায় রাত্রি ১০ টার সময় আবার তাহার পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ঠাকুর মা ঠাকুর মা, আমি তোমারই ত আছি।" অর্থাৎ পৃথিবীতেই সব ফুরায় না। এই যে ঈশ্বর সংস্থাপিত সম্বন্ধ ইহা দুদিনের জন্য নয়। পিতা পুত্র বা পিতামহী পৌত্র সম্বন্ধ, এ সকল সংস্থাপনে পিতারও হাত নাই, পুত্রেরও হাত নাই, বা পিতামহীরও হাত নাই, পৌত্রেরও হাত নাই; ইহার নিয়ন্তা একমাত্র শ্রীহরি।

এই বিশ্বমাঝে ভগবানের কোন কাজটি অভিপ্রায়শূন্য, কোন্ সৃষ্টি ধ্বংসশীল; একটি বালুকণারও ধ্বংস নাই। যে দেহকে আমরা নশ্বর বলি সে দেহের একটি পরমাণুও ধ্বংস হয় না। যাহাকে আমরা বিনাশ বলি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কি বিনাশ? তাহা কেবল রূপান্তর মাত্র। দেহকে ভস্মসাৎ করিলাম, কিন্তু ফল কি হইল? দেহের আকারমাত্র বিনষ্ট হইল, ভূতে ভূত মিশাইল, দেহের একটি পরমাণুও ধ্বংস হইল না। জড় দেহ যদি অবিনশ্বর প্রমাণিত হইল, জগতে যাহা কিছু সৃজিত হইয়াছে তাহাই যদি অবিনশ্বর রহিল, কোন্ যুক্তির বলে আমরা স্বীকার করিব যে কেবল সেই চিৎ-শক্তি জীবাত্মাই ধ্বংস হয়। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, জীবাত্মা যে পরলোকে থাকে, কে দেখিয়াছে, কোনও লোক ত পরলোক হইতে ইহ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও সংবাদ ঘোষণা করে নাই। কথা ঠিক্, কিন্তু আমরা ত এ কথাও বলিতে পারি যে এমন কথা ও ত কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলে নাই যে জীবাত্মা বিনাশ হইল সে দেখিয়া আসিয়াছে। আমাদের জ্ঞানই এই গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসক। রাশি রাশি যুক্তি, রাশি রাশি ঘটনা সমস্বরে বিবেকের কর্ণে উচৈচঃস্বরে বলিতেছে "জীবাত্মার ধ্বংস নাই; জীবাত্মার ধ্বংস নাই।"

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

বিগত ২৫শে অক্টোবর সোমবার শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের দ্বিতীয় কন্যার নাম শ্রীমতী মণিকা দেবী এবং ২৬শে অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীমান্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের নাম শ্রীমান্ সুধাংশুমোহন উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর শিশুদ্বয়কে এবং তাঁহাদের জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

২৭এ অক্টোবর বুধবার শ্রীমান্ শ্রীনাথ দত্তের চতুর্থ পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া কলেজের অধিবাসী ছাত্রগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ছাত্রনিবাসের ছাত্রবৃন্দকে অতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা ভাই ভগ্নীদিগের মধ্যে অতি সুমিষ্ট ভালবাসার নিদর্শন দেখিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দয়াময় হরি এই সকল সরল মতি বালক বালিকার অন্তরে বিশুদ্ধ ভালবাসার ভাব দিন দিন প্রস্ফুটিত করিয়া দিন। সকলে যেন পরস্পরে পরস্পরকে সহোদর সহোদরার ন্যায় দেখিয়া যথার্থ সুখ অনুভব করেন।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী গিরিডীতে শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ সেন মহাশয়ের আসন্ন কালে সেবা করিতে গিয়াছিলেন। দুঃখের সহিত সকলকে জ্ঞাত করিতেছি, বিগত ২৩এ অক্টোবর শনিবার প্রাতে উমাচরণ বাবু পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ও ৬টী অবগণ্ড শিশু সন্তানকে দারুণ দুঃখসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। উমাচরণ বাবু প্রায় ছয়মাস কাল জ্বর প্লীহা রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। বন্ধুবান্ধবদিগের বিশেষ যত্ন ও সাহায্যে তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে রাখিবেন না মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে আর কে রাখিতে পারে? উমাচরণ বাবুর মৃতদেহদাহ জন্য ভাই ব্রজগোপাল ও ভাই আজিম উদ্দীন ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। অনেক কষ্টে তাঁহারা শশ্মানঘাটে লয়ে যাইতেছিলেন। গিরীডিনিবাসী একটি সদাশয় ভদ্রলোক শব দাহ জন্য দুই বোঝা কাষ্ঠ দয়া করিয়া দান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়োচিত সাহায্যে তাঁহারা বড়ই উপকৃত হইয়াছেন দাহকার্য্য আরম্ভের কিঞ্চিৎ পরে পচম্বা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ দেব এবং উমেশ বাবুর জামাতা উপস্থিত হইয়া দাহকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ভাই ব্রজগোপাল উমাচরণ বাবুর পত্নী ও সন্তান দিগকে বাঁকিপুরে রাখিয়া গয়া, খগোল মোকামা ও ভাগলপুর অল্প সময়ের জন্য অবস্থান পূর্ব্বক ২৮শে অক্টোবর কলিকাতায় আসিয়াছেন। উমাচরণ বাবু তো রোগমুক্ত হইয়া অমরলোকে চলিয়া

গেলেন, এখন তাঁহার পরিত্যক্ত অনাথিনী বিধবা স্ত্রী ও ছয়টী শিশুসন্তানের ভরণ পোষণ কিরূপে চলিবে, ইহা বিষম ভাবনার বিষয়। জীবনদাতা ঈশ্বর ভিন্ন আর কে জীবন রক্ষা করিতে পারে? তিনি নিরুপায়ের উপায়, অসহায়ের সহায়।

প্রেরিত।

পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনীত প্রণামানন্তর নিবেদন মিদং ———

বিগত ২৪শে আশ্বিন শনিবার হইতে ২৬শে আশ্বিন সোমবার পর্য্যন্ত যশোহর জেলার অন্তর্গত ঘোলখাদা গ্রামে শারদীয় পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় উৎসব কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার মধুর উপাসনা ও উপদেশে গ্রামবাসী উপস্থিত সকল নরনারী বিশেষ উপকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। ২৪শে আশ্বিন রাত্রে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় এখানে আসিলে পর সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও উপদেশ হয়। সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন গ্রামস্থ আমার আত্মীয় বন্ধুগণই করিয়াছেন, রাত্রিতে উদ্বোধনসূচক প্রার্থনা আমি নিজেই করিয়াছি। পরে ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় সংক্ষিপ্ত উপদেশ দেন। পর দিবস রবিবার প্রাতে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে এইরূপ উপদেশ হয় "সত্যধর্ম্ম জীবনে পালন করিতে পারিলে এবং শত্রুগণের সকল অত্যাচারের পরিবর্ত্তে সুমিষ্ট ব্যবহার করিলে ধর্ম্ম সহজেই প্রচার হয়।" অপরাহ্নে সঙ্গীতান্তে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এই সময় অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মধুর ভাবপূর্ণ ব্যাখ্যানে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। পরে প্রার্থনা ও উপদেশ হয়। উপদেশের সার মর্ম্ম এই।

"মনুষ্য পীড়িত হইলে বৈদ্য অন্বেষণ করে। যদি সুবৈদ্য নানাবিধ কঠোর নিয়ম, কটু ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাহইলে মনুষ্য সহজে সেই বৈদ্যের শরণাপন্ন হইতে চাহে না। যে রোগীর মনোমত নানাবিধ ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিতে চাহে তাহারই শরণাপন্ন হয়। কিন্তু যদি তাহাদ্বারা রোগ আরোগ্য না হয় এবং সকল আশা ভরসা চলিয়া যায় তখন দায়গ্রস্ত হইয়া অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বে সেই পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যেরই শরণাপন্ন হয়, এবং তাঁহার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এইরূপ ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার ব্যাধি দূরীকরণার্থ নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও শাসন এবং পরীক্ষা আনয়ন করেন মনুষ্য সেই সকল আহ্লাদের সহিত সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার ও পার্থিব পদার্থের এবং নিজ বুদ্ধিবলের উপর নির্ভর করে। যখন এসকল তাহার আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে না পারে তখনই মনুষ্য অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বে ভগবানের উপর নির্ভর করে। যদি এক সময়ে না এক সময়ে সেই তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেই হইবে তখন কেন আমরা স্বেচ্ছায় আহ্লাদের সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করি না। প্রথম হইতেই তাঁহার উপর নির্ভর করিলে মনুষ্যের আর কোন কষ্ট হয় না। আশা ভরসা চলিয়া যায় না বরং চিরকাল হৃদয় আশায় পরিপূর্ণ থাকিবে এবং বিপদ পরীক্ষাকে আর ভয় করিতে হয় না।" উপদেশান্তে কিয়ৎকাল পরে আলোচনা হয়।

আলোচনার সময় গ্রামস্থ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার বিষয় এইরূপ ছিল। ১। শাস্ত্রে চতুরাশ্রমের যে ব্যবস্থা আছে তাহার কোন আশ্রম পরিত্যাগ করিলে কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে এক একটি আশ্রম গ্রহণ না করিলে কিছু দোষ স্পর্শে কি না, অথবা এ সকল কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? ২। যখন নিরাকার উপাসনা করিতেই হইবে এবং আর্য্যগণ যখন তাহা করিয়া গেলেন তখন কেন আমাদিগের জন্য এরূপ পৌত্তলিকতার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন? ৩। মানুষ উপদেশ দিয়া যদি তাহাপালন করিতে না পারে তবে কেন লোকে সেইধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? এই তিন প্রশ্নের মীমাংসা নববিধানে কিরূপে হইতে পারে তাহা অতি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ কথায় প্রচারক মহাশয় সকল বুঝাইয়া দিলেন এবং উত্তর শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইল।

কেবল সংক্ষেপে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়া গেল,"একসময়ে এমন সকল মহাত্মা আসিয়াছিলেন যাহারা নিজ নিজ উপদেশ জীবনে পালন করিয়া লোকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মও গুরুবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত লোকসকল গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন ঈশা, শাক্যসিংহ ইত্যাদি, কিন্তু এখন সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মনুষ্য মনুষ্যের গুরু হইয়া উপদেশ দিবেন সে সময় চলিয়া গিয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বরই এখন গুরু ও উপদেষ্টা সকল মনুষ্য পাপী; তবে ইহার মধ্যে যিনি যত দূর ভগবানে তাঁহার আলোকে তত্ত্ব বলিতে পারিবেন তাহাই গ্রহণীয় হইবে এবং জীবনে পালন করিতে পারিলে উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট সকল পাপীরই উপকারহইবে।"

বৈকালে বালকদিগকে নীতিবিষয়ক উপদেশ দান করা হয়। পরে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও উপদেশ হয়। পূর্ব্বেকার ন্যায় অদ্যও বিশেষ তৃপ্তিকর পাঠ ও উপদেশ হইয়াছিল। অদ্যকার রাত্রের উপদেশ এইরূপ ছিল। "নববিধানে সংসার সাধন করিতে হইলে ভগবানের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সংসার সাধন করিতে হইবে। যিনি যতটুকু তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন তিনি ততটুকুসংসার ত্যাগ করিলেন, এবং এখানেই সন্ন্যাসীর ন্যায় বৈরাগী ও ত্যাগী হইলেন। অতএব এখানেই ক্রমে ক্রমে চতুরাশ্রম সাধন হয়।" পরে বিশ্রামান্তর আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয় এইরূপ ছিল। "ধর্ম্ম ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবেই কিন্তু ধর্ম্মভাব চিরকালই থাকিবে। প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতর ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মভাব ঠিকই আছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং নূতন ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া জীবকে সংশোধিত ও পুষ্ট সাধন করিয়াছে।"

এইরূপে ভগবানের বিশেষ দয়ায় এবার উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শত শত ধন্যবাদ তাঁহারই চরণে। পরদিবস প্রাতে আমি উপাসনা করি। এই দিবস প্রচারক মহাশয় উপাসনান্তে এখান হইতে যশোহর চলিয়া যান।

কিমধিকম্ নিবেদনমিতি——

প্রচারকভৃত্য
শ্রীশ্যামাচরণ ধর মজুমদার
ঘোলখাদা।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে শরণাগত প্রতিপালক, তুমি আমাদের একমাত্র শরণ্য ও সুহৃৎ। আমরা তোমা বিনা আর কাহারও শরণাপন্ন হইতে পারি না। মানুষ কি আমাদের সকল অভাব জানে? সে যে সকল অভাব জানে, সে সকল পূরণ করিবারই বা তাহার সামর্থ্য কোথায়? জীবনের পথে এমন সকল পরীক্ষা বিপদ্ আছে, যাহা তাহারা গণনা করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সে সকল না জানে, সে কি প্রকারে পূর্ব্ব হইতে এমন আয়োজন করিবে, যাহাতে পরীক্ষা বিপদ্ আসিয়া আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। সে মনে করিতে পারে, এ ব্যক্তিকে এই অবস্থায় রাখিলে নিরাপদ থাকিবে, কিন্তু সে অবস্থা চির দিন তদবস্থ রাখিবার সামর্থ্য কি তাহার আছে? যখন সে সামর্থ্য নাই, তখন তাহার এ সম্বন্ধে নিজ বুদ্ধির উপরে ভর দিয়া কিছু করা কি সমুচিত? যদি সে ব্যক্তি তোমার মুখপানে তাকাইয়া ইঙ্গিত পাইয়া তদনুসারে কার্য্য করে, তবে তাহার সে স্থলে আত্মাভিমান করিবার কোন কারণ রহিল না। তুমি শরণ্য হইয়া পথ দেখাইলে এ জন্য সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমাকেই অর্পণ করা তাহার উচিত। হে দেবাদিদেব, কে আমাদের আশ্রয়, কে আমাদের চিরশরণ, এ সম্বন্ধে যেন আমাদের মনে ভ্রম না থাকে। এ ভ্রম নিতান্ত মারাত্মক। ইহাতে আমাদের তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া যায়। শত শত ঘটনা প্রতিদিন বলিয়া দিতেছে যে, মানুষ নিতান্ত অক্ষম, সে আপনার সম্বন্ধেই আপনি একান্ত উপায়হীন, অথচ সে এ দুরভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে না যে, সে অপরের অনন্য আশ্রয়। মাতঃ, অন্য লোকের ভ্রম ঘুচিতেছে না বলিয়া কি আমাদেরও এ বিষম ভ্রম থাকিবে? আমরা কি জানি না যে, তোমা বিনা আমাদের আর কেহ আশ্রয় নাই। কত শত লোক প্রতিদিন বিবিধ প্রকারে আমাদের হিতসাধন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং তাঁহারা তোমারই হস্তের যন্ত্র জানিয়া আমরা তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু উপকার করা এক কথা, আর চিরশরণ ও আশ্রয় হওয়া অন্য কথা। আমরা তাঁহাদের নিকটে প্রশ্রয়াবনত হইব, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিব যে, সকল সময়ে সকল অবস্থায় তাঁহারা আমাদের সহায় হইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সে সম্বন্ধে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও উপরে নির্ভর করিব না। আমাদের হৃদয়ের আনুগত্য অনুরাগ তোমারই উপরে সর্ব্বদা

স্থিরতর রাখিব এবং তোমার হাতের যন্ত্রসকল আমাদিগকে তোমা হইতে যাহাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না ফেলেন, তজ্জন্য যত্নশীল থাকিব। হে দেব, তুমি আমাদিগকে ঈদৃশ সামর্থ্য দাও যে, পৃথিবীর বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও, তাঁহাদের প্রতি যথাবিধ সম্ভ্রম ও ভালবাসা পোষণ করিয়াও, আমরা তোমাকে হারাইয়া না ফেলি, সর্ব্বদা তোমার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিতে পারি। তোমার কৃপায় আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

কর্ম্মফল অপরিহার্য্য।

কর্ম্মফল অপরিহার্য্য এ কথা যখন আমরা বলিতেছি, তখন প্রাচীন কর্ম্মবাদ আমরা সর্ব্বথা পুনরুদ্ধার করিতেছি, এরূপ মনে করিবার প্রয়োজন করে না। কর্ম্মবাদের মূলে যে সত্য আছে, সেই সত্য উদ্ধার যদি পুনরুদ্ধার হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তি নাই. কিন্তু প্রাচীন সমগ্র কর্ম্মবাদটি পুনরুদ্ধৃত হইতে পারে, ইহা ভ্রান্তি। যেখানে ব্যক্তিত্ববাদের প্রাধান্য সেখানে প্রাচীন কর্ম্মবাদ শোভা পায়, কিন্তু যেখানে একত্ববাদের আদর, সেখানে সে মতের স্থান নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখদুঃখাদি অন্য সহস্র ব্যক্তির সুখদুঃখাদির সহিত অচ্ছেদ্য যোগে বদ্ধ নয়, ইহাই কর্ম্মবাদে ব্যক্তিত্ববাদ। এই ব্যক্তিত্ববাদে যখন প্রতিজনের সুখদুঃখাদির বিষয় চিন্তা করা হয়, তখন ঐ সকলের কারণ অন্বেষণ করিয়া যখন দৃষ্ট স্পষ্ট কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন অদৃষ্ট কারণকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্তি হয়; সুতরাং পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মদোষে বা কর্ম্মগুণে সুখদুঃখাদির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যেখানে একত্ববাদের প্রাধান্য, সেখানে সহস্র কোটি পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের সহিত প্রতিব্যক্তির অভেদ্য যোগ স্বীকৃত হয়। তাঁহাদের দোষগুণ প্রতিজাতির ধারাবাহিক ক্রমে বর্ত্তমান ব্যক্তিতে সংক্রামিত, এজন্য সুখদুঃখাদির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অপরের দোষের জন্য কোন ব্যক্তির দুঃখ উপস্থিত হইলে ভগবানের ন্যায়ে দোষ পড়িল, এ কথা তুলিয়া বিচার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দুঃখ কি? কোন বিষয়ের অভাব। অভাব কি? আকাঙ্ক্ষার অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বাবস্থা। আকাঙ্ক্ষা কেন? লাভের জন্য। লাভে কি লাভ? পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এখন দেখিতে হইবে, লাভে মানুষের ক্ষমতা আছে কি না? অনেক স্থলে যখন ক্ষমতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঈশ্বরের ন্যায়ে দোষ পূর্ব্ববৎ থাকিয়া গেল। না, দোষ থাকিল না। যেখানে প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা আছে, সেখানে পরিপূরণ করা ঈশ্বরের অখণ্ড্য নিয়ম। এ নিয়ম যেখানে কার্য্যকর হইতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে দুরাকাঙ্ক্ষা বা বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আছে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে পূর্ব্বজন্মবাদ খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে, ইহ জন্মের ধারাবাহিক যোগ স্বীকৃত হইতেছে। এ মতের ভিতর আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে যাহাতে ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ পরিমাণে প্রকাশ পায়। আমার পূর্ব্বপুরুষের দোষে আমি নিপীড়িত হইব, ইহাতে আমার আপত্তি আছে, কিন্তু তাঁহাদের গুণে আমি কৃতকৃত্য হইব, ইহাতে আমি অত্যন্ত সম্মত। কিন্তু যদি আমি গুণ লইতে চাই, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমায় দোষও লইতে হইবে। কেন না সর্ব্বত্র দোষগুণবিমিশ্র। যদি কেহ বলেন, কেন গুণই সর্ব্বত্র রহিল না, দোষ আসিল কেন? এ কথার উত্তর পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই হইয়া গিয়াছে। দোষের অন্যতর নাম অপূর্ণতা; অপূর্ণতা—অভাব; অভাব—আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বাবস্থা, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি। গুণ স্থায়ী সামগ্রী, দোষ বিনাশশীল। মানবজাতির আরম্ভে যে সকল দোষ বা অপূর্ণতা ছিল, পর পর যুগে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গুণবৃদ্ধি হইয়াছে। এই গুণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবী বৃদ্ধি লাভের পূর্ব্বাবস্থাস্বরূপ নবীন দোষ বা অপূর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু যখন স্বকৃতকর্ম্মে গুণবৃদ্ধি

হইয়া উহা অন্তর্হিত হইবে, তখন দোষ বা অপূর্ণতাকে ঈশ্বরের ন্যায়ের মালিন্যসাধক বলিয়া কখনই পরিগণনা করা যাইতে পারে না। এক ঈশ্বরই কেবল পূর্ণ; আর সকলে অপূর্ণ—পূর্ণতাপ্রাপ্তির যোগ্য—ইহা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন এ সম্বন্ধে কোন বিচারই উঠিতে পারে না। ঈশ্বর আপনি পূর্ণ হইয়া অপরকে পূর্ণ করিলেন না কেন? এ সকল অর্ব্বাচীনগণের জিজ্ঞাসা বিচারের অযোগ্য। সৃষ্ট স্রষ্টা, দাতা গ্রহীতা ইত্যাদি সম্বন্ধ না থাকিলে বিচিত্র জগতের বিচিত্র ব্যাপারই চলিত না। এমন কি আজ যে বিচার চলিতেছে, এ বিচারই অসম্ভব হইত। সুতরাং বৃথা বাদবিতণ্ডায় সময়ক্ষেপ যাহাদের কিছু করিবার নাই, তাহাদের পক্ষেই শোভা পায় আমাদের পক্ষে নয়।

এখন পর্য্যন্তও আমরা মূল বিষয়ে আসিয়া উপস্থিত হই নাই। পূর্ব্ব পুরুষগণের দোষ গুণ আমাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অর্থ কি? তাঁহাদের কর্ম্মফল আমি লাভ করিয়াছি। আমি আজ যাহা তাহা তাঁহাদিগেরই কর্ম্মফল। কিন্তু এ কর্ম্মফল আমাকে অচল করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে তাদৃশ সামর্থ্য তাহার নাই; নূতন কর্ম্মফল উৎপাদনে আমার সামর্থ্য আছে। এ কথা সত্য, আমি যে উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত কর্ম্মের ফল। কিন্তু কর্ম্মফলের বিপরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আমি দোষ পরিহার এবং গুণসমূহের পরিবৃদ্ধি সাধন করিব, এবং সেই কর্ম্মফল আমি সন্তান সন্ততিতে প্রবাহিত করিয়া ভাবী উন্নতির কারণ হইব। সুতরাং আমাতে যে দোষাংশ থাকিবে, তাহা সন্তানগণেতে সংক্রামিত হইবে বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের ভাবী উন্নতির পূর্ব্বাবস্থা হইবে। পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্মফল লইয়া জীবন আরম্ভ করত আমি সে পূর্ব্ব কর্ম্মফল পরিবর্ত্তিত এবং নূতন কর্ম্মফল উৎপাদন করিতেছি। এই নূতন কর্ম্মফল আমার সম্বন্ধে অপরিহার্য্য। যাঁহারা মনে করেন, পূর্ব্ব কর্ম্মফল আমাদিগকে বিবিধ পথে চালাইতেছে, তাই আমরা অবশ ভাবে জীবনপথে চলিতেছি, তাঁহাদের উহা ভ্রম। আমাদের জীবনের উপাদানভূত পূর্ব্ব কর্ম্মফল কতকগুলি সংস্কার বা সম্ভাবনামাত্র। সেই সকল প্রতি দিনের আগন্তুক ক্রিয়া দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকারে পরিণত হয়। জ্ঞান প্রেমাদি দ্বারা যখন আন্তরিক বৃত্তি সমুদায় লব্ধবল হয়, তখন সংস্কার বা সম্ভাবনা মধ্যে যে দোষ থাকে, তাহার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহা কিছু ভাল আছে তাহা ক্রমিক উৎকর্ষ লাভ করে। এইরূপ হয় বলিয়াই আমরা ভাল মন্দের জন্য আপনারা দায়ী।

স্বর্গ নরক আমাদের নিজ নিজ কর্ম্ম। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে আমরা ইহ জীবনেই দণ্ড ও পুরস্কার পাইয়া থাকি। কোন একটি কর্ম্ম করিলে তাহার ভাল বা মন্দ ফল লাভ নিশ্চয়ই হইবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, উহার ফল প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখে। এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের ফল অবরুদ্ধ ও বিনষ্ট করিতে সমর্থ, এজন্যই আমাদিগের পরিত্রাণের আশা, অন্যথা কোন একটি কর্ম্ম করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই কর্ম্মের পথে ধাবিত হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যত দিন কোন ব্যক্তি একবিধ কর্ম্ম করিতেছে, তাহার পর পর কি অবস্থা হইবে, পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহারা পাপকর্ম্মে রত তাহাদের দুর্গতি হইবে, যাহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ তাহাদের কল্যাণ হইবে, ইহা বলিতে পারা আর কিছু বিচিত্র নহে। এ কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ যে এ সম্বন্ধে নিতান্ত দৃঢ় প্রত্যয়বান* তাহা তাঁহাদিগের নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানের উপ-

*"......Instead of the rewards and punishments of traditional belief, which people vaguely hope they may gain or escape, spite of their disobedience, he finds that there are rewards and punishments in the ordained constitution of things, and that the evil results of disobedience are inevitable. He sees that the laws to which we must submit are both inexorable and beneficient: He sees that in conforming to them the process of things is ever towards a greater perfection and a higher happiness, hence he is led contantly to insist on them, and is indignant when disregarded.—*Herbert Spencer.*

যুক্ত। যাঁহারা পরহিতকামী তাঁহারা পাপে দুর্গতি পুণ্যে কল্যাণ, এ বিষয় নিঃসন্দিগ্ধ জন্যই পাপানুষ্ঠান দেখিলে ব্যথিতহৃদয় এবং পুণ্যানুষ্ঠান দেখিলে প্রফুল্লচিত্ত হয়েন। অগ্নিতে হস্তার্পণ করিলে যেমন তাহা দগ্ধ হইবেই,সেইরূপ নীচবৃত্তির প্ররোচনায় চলিলে দুঃখ ক্লেশ দুর্গতি অপরিহার্য্য জানিয়া তাদৃশ প্ররোচনার বশবর্ত্তী না হওয়া সকলের পক্ষেই শ্রেয়। ধর্ম্মের প্রতি, নীতির প্রতি, পবিত্রতার প্রতি অনাস্থাবশতঃ প্রতিদিন কত লোকেরসর্ব্বনাশ হইতেছে,ইহা দেখিয়াও যাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না, তাহাদের মোহের সীমা কোথায়? নীচ বিষয়ে আসক্ত থাকিব,অথচ নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইব, ইহা যাহারা অবধারণ করিয়াছে, তাহাদের তুল্য আত্মপ্রবঞ্চিত ব্যক্তি আর কেহ নাই।

সেবা ও শরণাপত্তি।

মনুষ্যের সেবা, ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকা, ইহাই প্রতিজনের পক্ষে কর্ত্তব্য। নরনারী আমাদের সেবা পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ অভিমান কোন দিন থাকা উচিত নয় যে, অমুক ব্যক্তি আমার আশ্রিত, আমি তাহার আশ্রয়। মানুষ মানুষকে আশ্রয় দান করিতে পারে না। সে যখন স্বয়ং আশ্রিত, তখন তাহার আপনাকে অপরের আশ্রয় জ্ঞান করা বিষম ভ্রম। এক জন প্রবল সম্রাট্ মনে করিতেছেন প্রজাগণ আমার আশ্রিত, আমার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারা নিয়ত নিরাপদে আছে, অতএব আশ্রয়ের প্রতি আশ্রিতের যে প্রকার ভাব সমুচিত, আমার প্রতিও সেই প্রকার ভাব পোষণ করা তাহাদের কর্ত্তব্য। পৃথিবীর অভিধানে আশ্রয় ও আশ্রিতের এই প্রকারই ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু যাঁহাদের সত্য দৃষ্টি আছে, তাঁহারা এরূপ ব্যাখ্যা অজ্ঞানতামূলক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সম্রাট্ আপনি আপনাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি অপরকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? সাম্রাজ্য মধ্যে এমন সকল বিপদ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, যে সকলের প্রতীকারে তিনি একান্ত অক্ষম। ধন সম্পদাদি যাঁহার যত থাকুক না কেন, তিনি কোন কালে তজ্জন্য কাহারও আশ্রয় হইতে পারেন না; কেন না তাঁহার তৎসামর্থ্য নাই। তিনিই আশ্রয় যিনি সকল সময়ে শরণাগত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও যে ঈদৃশ শক্তি নাই, ইহা সামান্য চিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

মানুষ যদি আশ্রয় হইতে না পারিল তবে সে কি হইতে পারে? সেবক হইতে পারে। সম্রাট্ কি তবে প্রজাগণের সেবক, সেবক বিনা তিনি আর কি? সকলের যিনি প্রভু, তিনি তাঁহাকে প্রজাগণের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। সকল অবস্থায় তিনি তাহাদিগের সেবা করিবেন, ইহাই তৎপ্রতি তাঁহার আজ্ঞা। যিনি যে পরিমাণে এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি সেবাকার্য্যে কৃতকৃত্য হইবেন। যিনি পৃথিবীতে প্রভু বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি সেবা গ্রহণ করেন বলিয়া সেবকের সেবক নহেন, ইহা নিতান্ত ভ্রম। তিনি যেমন আপনার পুত্রকন্যাদির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তেমনি সেই দাসের জন্যও পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি পরিশ্রম দ্বারা যদি ধন অর্জ্জন না করিতেন, তাহা হইলে দাসকে কোথা হইতে অর্থ দান করিয়া তাহার অভাবসমূহ পরিপূরণে ক্ষমবান্ হইতেন। আজ তিনি পরিশ্রমবিমুখ হইয়া অর্থহীন হউন, আর সে পূর্ব্ব দাস তাঁহার দাস থাকিবে না। তিনি মনে করিতেছেন যে, তাঁহার পরিশ্রম দ্বারা কেবল তিনি অমুক ধনী ব্যক্তির সেবা করিতেছেন, কিন্তু ফলে তিনি সেই একই পরিশ্রম দ্বারা বিবিধ লোকের সেবাকার্য্য সাধন করিতেছেন। প্রত্যেক মানুষ সেবক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে

হউক অজ্ঞাতসারে হউক, শত লোকের সেবার্থ পরিশ্রম করিতে হইবে।

এ সংসারে রাজাও সেবক প্রজাও সেবক, প্রভুও সেবক দাসও সেবক। প্রিয়জনের নিরতিশয় আদর-ভাজন হইয়া যে কেহ পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে অর্চ্চিত হয়, লোকে মনে করে সে আর কোথায় সেবা করিতেছে? কিন্তু এখানেও সেই আদর রক্ষার জন্য এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় যাহা সেবামধ্যে পরিগণিত। অবশ্য এ কথা আমরা তাহার প্রশংসা করিয়া কহিতেছি না, কেন না পুত্তলিকা হইয়া অপরের আদরলাভের জন্য ব্যস্ততা নরনারী উভয়ের পক্ষে নিতান্ত হীনতাসাধক। এরূপ ভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য যখন কেহই সৃষ্ট নহে, তখন পরিণামে যে ইহা হইতে সমূহ দুঃখ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তুমি যে জন্য অপরের আদরের পুতুল হইয়াছ, উহা কি চির দিন রক্ষা পাইবে? এক দিন তোমাকে সেই আদরের বিষয়টি হারাইতে হইবে, এবং তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। প্রাণগত পরিশ্রমে যদি প্রিয়জনের সেবায় নিরত না হও, যে দিন তোমার প্রিয় জন থাকিবে না, অথবা থাকিয়াও তোমায় আর প্রিয় জ্ঞান করিবে না, তখন তুমি সেবাবিমুখ হইয়া আপনাকে যে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে, অথচ আর তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারিবে না। সেবা যখন প্রকৃতিগত নিয়ম, তখন তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া তুমি সুখী হইবে বা চিরজীবন সুখী থাকিবে, এ আশা কখন মনে স্থান দিও না। সেবা একবিধ নয়, যখন যে প্রকার সেবাকর্ম্ম পরমপ্রভু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়, তাহাতেই সমুদায় প্রাণমন ঢালিয়া দেও, কিছুতেই তোমার অকল্যাণ করিতে পারিবে না।

মানুষ মানুষের সেবা করিবে, ইহা যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে এখন দেখান সমুচিত মানুষ শরণাপন্ন থাকিবে কাহার? কোন দাস যদি পৃথিবীর প্রভুকে বলেন, আমি আপনার সেবক, কিন্তু শরণাপন্ন নই, অতএব আমি আমার পরম প্রভুর ইচ্ছাবিরোধী কোন কর্ম্ম আপনার অনুরোধে করিতে পারিব না, তাহা হইলে হয়তো প্রভু ক্রোধ করিবেন, এমন কি কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু সত্যপ্রিয় ঈশ্বরাশ্রিত দাস কখন তাহাতে ভীত হইবেন না। যাহা অসত্য ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী তাহায় অনুমোদন করিয়া যদি লক্ষ মুদ্রা পান, তাহাও তাঁহার পক্ষে অতিহেয় দ্রব্যবৎ পরিত্যাজ্য। তিনি জানেন যে, পৃথিবীর প্রভু সত্যের তেজ ঈশ্বরের মহত্ত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতিকূল হইলেন, কিন্তু যিনি তাঁহার যথার্থ প্রভু তিনি তদ্দ্বারা তৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন ইহাতে তাহার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। যাহারা প্রতিনিয়ত আপনারা বিপন্ন তাহারা অপরের এক মাত্র শরণ্য আপনাদিগকে কি প্রকারে মনে করে? এই ভ্রমে প্রতিনিয়ত কত তাহাদের অকল্যাণ হইতেছে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর সকলের একমাত্র শরণ্য ও আশ্রয়, ইহা অজ্ঞাত থাকা কাহারও পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়। যদি বল, কেহ আমার শরণ নয়, কেহ আমার আশ্রয় নয়, এ প্রকার ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী হইতে কৃতজ্ঞতা একেবারে তিরোহিত হইবে, পার্থিব সকল প্রকার সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটিবে, গুরুলঘুজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তদুত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, যদি সত্য আশ্রয় কর, তাহা হইলে এ সকল কোন বিষয়ে ক্ষতি উপস্থিত হইবে না। সেবক সেবকের নিকটে কৃতজ্ঞ হইবে না, বিশেষ বিশেষ সেবা হইতে উত্থিত সম্বন্ধ মান্য করিবে না, গুরুকে গুরুজ্ঞান করিবে না, ইহার কোন কারণ নাই। সেবা দ্বারা যে উপকার হইতেছে, তৎপ্রতি কে অকৃতজ্ঞ থাকিতে পারে? বিশেষ বিশেষ সেবাতে পিতা মাতা প্রভৃতি যে সকল বিশেষ সম্বন্ধ হয়, সে সম্বন্ধের মধুরতা কি কখন বিলুপ্ত হইতে পারে? সেবার শ্রেণীনিবন্ধনে গুরুলঘুত্ব উৎপন্ন হয়, তাহাইবা কে অমান্য করিবে? তবে

শরণ্য ও আশ্রয়ের যাহা প্রাপ্য তাহা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইল না, ইহাতে আর ক্ষোভের কারণ কি? তাঁহাদের প্রাপ্য যদি তাঁহারা পাইলেন, তাহা হইলেই হইল। ঈশ্বরের প্রাপ্যের প্রতি যদি তাঁহাদের লোভ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তদ্দ্বারা নিজের ও অপরের অনিষ্ট সাধনই করিবেন। ঈশ্বরকে লইয়া যেখানে কথা, সেখানে প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের প্রাপ্যপ্রদানে অপরকে বিমুখ করা কখনই কাহারও পক্ষে মঙ্গল কর নহে। মনুষ্য যখন সকল অবস্থায় শরণাগতপালক হইতে পারে না, এবং শরণাগতের সমুদায় অভাব পূরণে তাহার সামর্থ্য নাই, তখন যাহা নাই তদ্বিষয়ে অভিমান পোষণ করিয়া আপনাকে এবং অপরকে বঞ্চিত ও পাপভাজন করিবার প্রয়োজন কি?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কাহারও মনের হঠাৎ ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া ভীত ও নিরাশ হইও না; তৎপ্রতি তোমার যে নিস্বার্থ অনুরাগ তাহা অক্ষুণ্ণ রাখ। যে সকল চিত্ত স্থিরতর ভূমি লাভ করিতে পারে নাই, সে সকল চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তনই তাহাতে স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। সে ব্যক্তি যাহাতে স্থির ভূমিতে আসিতে পারে তজ্জন্য যত্ন ও প্রার্থনা কর; আশা আছে যে, সময়ে তোমার নিস্বার্থ প্রেম কার্য্যকর হইবে।

তোমার নিস্বার্থ প্রেম কার্য্যকর হইবে, এ কথা কেন বলিতেছি জান? তোমার নিস্বার্থ প্রেমের ভিতরে দুর্জ্জয় বল আছে। সে বল কাহার, তুমি কি অবগত আছ? সে বল তোমারও নয়, আমারও নয়; সে বল ঈশ্বরের। যেখানে স্বার্থবিরহিত প্রেম আছে সেখানে সেই প্রেমের মধ্যে অনন্ত প্রেম কার্য্য করিতেছেন। প্রেমের এত দুর্জ্জয় বল যে আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই। প্রেম কোন কালে নিরাশ হয় না। শত সহস্র বাধা প্রতিবন্ধক পাইলেও, অন্তে উহার জয় হইবেই এ সম্বন্ধে উহা নিঃসংশয়। আত্মপ্রেমের ভিতর ঈশ্বরের প্রেম অধিষ্ঠিত দেখ, তুমি কোন কারণে অবসন্ন হইবে না।

তুমি বিজ্ঞানসিদ্ধ বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু লোকের গ্রহণার্থ উপস্থিত করিও না। যদি তাহারা গ্রহণ করে তাহাদিগের কল্যাণ হইবে, যদি গ্রহণ না করে, নানা ক্লেশে নিপতিত হইয়া পরিশেষে তুমি যাহা তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলে, তাহাই তাহাদিগকে গ্রহণ ও স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, ইহা একখানি প্রকাণ্ড বিজ্ঞান। তোমার কোন মত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ থাকিতে পারে না। তোমায় স্বয়ং ঈশ্বর যখন এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন এবং তোমার মত সকল যখন তুমি তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিতেছ, তখন এ সকল মত পৃথিবীকে গ্রহণ করিতেই হইবে, তৎসম্বন্ধে তোমার সন্দেহ কেন থাকিবে? যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার প্রচারিত ধর্ম্মবিজ্ঞানসিদ্ধ মত অগ্রাহ্য করিবে, তাহাদের প্রতি তোমার ক্রোধ না হইয়া করুণা উপস্থিত হওয়া সমুচিত। তুমি জানিও, যখন তুমি তোমার আপনার মত নয় কিন্তু ঈশ্বরের মত প্রচার কর, তখন তিনি লোকদিগকে যথাসময় উহা গ্রহণ করাইবেনই। আপাততঃ অকৃতকার্য্য হইলে বলিয়া, কেন তুমি আপনাকে অকৃতকার্য্য মনে করিতেছ। তবে মানুষ সুখের মত গ্রহণ করিয়া সুখী হইল না, দুঃখের পথ ধরিল, ইহাতে তোমার দুঃখ স্বাভাবিক; তজ্জন্য আমি তোমায় অনুযোগ করিতেছি না।

কেশবচন্দ্র অপহারক *।

অদ্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। তিনি কি ছিলেন তাহারই আলোচনা করা অদ্যকার দিনের উপযুক্ত কার্য্য। অনেক দিন পূর্ব্বে আর একটি বলিবার বিষয় মনে উদিত হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম এবার জন্মোৎসবে সেই বিষয়টি বিবৃত করিব। কিন্তু ইহার মধ্যে অল্প দিন হইল "কেশবচন্দ্র অপহারক" এই বিষয়টি মনে আসিয়াছে; সুতরাং উহাই এ দিনের আলোচ্য বিষয় করা হইল। 'অপহারক' এ শব্দটির প্রতিশব্দ 'চোর'। চোর শব্দটি নিতান্ত নিন্দাসূচক। 'কেশবচন্দ্র চোর', ইহা বলিয়া আলোচ্যবিষয়টি বিন্যস্ত করিলে উহা ভদ্রগণের কর্ণের উদ্বেগকর হইবে, তাই চোর শব্দের স্থলে 'অপহারক" শব্দ ভদ্রতানুরোধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু আপনাকে 'চোর' ও 'প্রতারক' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, "যখন পৃথিবীতে (আমার) জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহার এক জন বাড়িল, যত প্রতারক বাস করিতেছিল তাহার একজন বৃদ্ধি হইল।" তাঁহার এই কথাগুলির উপরে অদ্যকার বিষয় সংস্থাপিত। তিনি যখন বলিলেন, তাঁহার আগমনে চোরের সংখ্যা বাড়িল, তখন তদ্দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে আরও অনেক চোর আসিয়াছিলেন। এক একটি বিধান যখন পৃথিবীতে উদিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক জন প্রধান চোর আসেন, তিনি আসিয়া কতকগুলি চোর সংগ্রহ করিয়া যান, যাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহার ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। চোর, শঠ, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, প্রতারক, এ সকল নাম তাঁহারা আপনারা গ্রহণ

* কেশবচন্দ্রের উনষষ্টিতম জন্মোৎসব দিনোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার স্থূলমর্ম্ম।

করেন না, লোকে তাঁহাদিগকে এই নাম দিয়া থাকে। এমন ধর্ম্মপ্রচারক জগতে কেহ আসেন নাই, যিনি পৃথিবীর লোকের নিকট এই রূপ নাম না পাইয়াছেন। তাঁহারা এই নামগুলি আপনারা মুখে স্বীকার করিয়া লউন বা না লউন তাঁহাদের ব্যবসায় যে চোরের ব্যবসায়, ইহা আর তাঁহারা কাহারও নিকটে অপ্রকাশ রাখিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই সকল নাম পৃথিবীর নিকটে লাভ করিয়া তাহা আপনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং কি ভাবে তিনি চোর ও প্রতারক, অহা আপনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাসা এই, যাঁহারা জগতের হিতকারী বন্ধু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, লোকে তাঁহাদিগকে এরূপে অপদস্থ করিবার জন্য কেন যত্ন করে এবং তাঁহাদিগের বিরোধী হইয়াই বা কেন দাঁড়ায়? তাঁহারা সংস্কারকের বেশে সাধারণ লোকের নিকটে উপস্থিত হন, এবং তাহারা যে সকল পুত্তলিকা পূজা করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা তীব্র আক্রমণ করিয়া থাকেন। কেহ স্ত্রী পুত্র পরিবারের পূজা করিতেছে, কেহ ধন, কেহ মান, কেহ বিলাস বা অন্য আর কিছু পার্থিব বিষয়ের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এ সমুদায় যে নিতান্ত অসার, নিতান্ত অলীক, নিতান্ত পরিণামদুঃখকর, ইহা তাঁহারা প্রতিপাদন করিয়া সেই সেই পুতুল পূজা হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করেন। এই যত্নে জনসমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। যাহারা এই সকল পুতুলের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত তাহারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে অপদস্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহারা জানে যে তাঁহাদিগকে অগ্রে অপদস্থ না করিয়া কোনরূপে তাঁহাদের উপরে অত্যাচার বা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না; তাই তাহারা তাঁহারা যে নিতান্ত শঠ, ধূর্ত্ত, চোর, লোকের কল্যাণ করিবার ভাণ করিয়া গূঢ়ভাবে তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত, ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করে। কোন এক ব্যক্তি নিন্দনীয় অনিষ্টকারী ইহা সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহারা অন্যায়াচারের প্রতিবাদ করিবে, তাহারা তাহাদের কুচেষ্টার অবরোধ করিবে, এজন্যই তাহাদিগকে তাঁহাদের সমুদায় কার্য্যের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি অধিক ক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহারা ধ্যান করেন, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যোগী বলিয়া সম্মান করে। এই সকল ব্যক্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, ইহারা যোগী নহে, ইহারা ভণ্ড। বাহিরে ইহাদের যোগীর বেশ; কিন্তু অন্তরে ইহারা কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে তাহাই চিন্তা করে ও উপায় উদ্ভাবন করে। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই সমুদায়ের প্রচার ও বিস্তারকার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগকে এই প্রকারে নিন্দিত ও ঘৃণিত করিতে যত্ন হইয়াছে। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের আরম্ভে খ্রীষ্ট ও তাঁহার অব্যবহিত শিষ্যগণের প্রতি কত যে প্রাণান্তিক অত্যাচার হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। পরসময়ে যাঁহারা ধর্ম্ম প্রকাশ্যে প্রচার করেন নাই, জীবনে পালন করিতে যত্নশীল ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কি ভয়ানক অত্যাচারই না হইয়াছিল। তাঁহারা মৃত্তিকার নিম্নে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া সকলে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন, সেখান হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া প্রাণ বিনাশ করা হইত; তাঁহাদের আচরিত উপাসনা বন্দনাদিকে মদ্যপান যথেচ্ছাচারাদি নাম দিয়া লোকের নিকট তাঁহাদিগকে নিন্দিত ঘৃণিত এবং দণ্ডযোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করা হইত। এমন শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমিক চৈতন্য তাঁহারই নামে কুৎসা রটনা করিতে কি লোকে ক্ষান্ত ছিল? রজনীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তনানন্দ মদ্যপায়িগণের উন্মত্ততার রোল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দুষ্টব্যক্তিরা কত অসদুপায়ই না অবলম্বন করিত। কুচবিহারের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া চারিদিকে যখন কেশবচন্দ্রের নামে ঘোর অপবাদ রটিল, তখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিত্যাগ করিলেন। উপাসকমণ্ডলী তাঁহার এই বেদীত্যাগে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া যখন তাঁহাকে বেদী পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করেন, তখন তিনি বেদীতে বসিয়া আপনার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা তাঁহাদিগকে বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মমন্দিরে তিনি দুইটি উপদেশ দেন। দ্বিতীয় উপদেশে তিনি আপনাকে চোর ও প্রতারক বলিয়া উপস্থিত করিলেন; অবশ্য সাধারণে যে অর্থে চোর ও প্রতারক বলে সে অর্থে নহে। বিরুদ্ধাচারিগণের প্রদত্ত নামের ইহা রূপান্তর ও ভাবান্তর।

কেশবচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা কি প্রণালীতে চৌর্য্যব্যবসায় চালাইয়াছিলেন তাহার আলোচনা ভিন্ন কেশবচন্দ্রকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এজন্য তৎপূর্ব্বের কয়েক জন প্রধান অপহারকের অপহরণপ্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সর্ব্বপ্রথমে ভারতের ঋষিগণ যাহারা সংসারমদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ধনযৌবনরূপাদি যাহাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের চিত্ত হরণ করিতে না পারিলে কখন তাহাদিগকে সংসার হইতে নিবৃত্ত, ভগবানেতে অনুরক্ত করিতে পারা যায় না। এই সকল লোকের চিত্ত হরণ করিবার জন্য ঋষিগণ কি উপায় অবলম্বন করিলেন? এই জগৎ সংসার যে কিছুই নয়, মায়িক, ক্ষণিক, নিতান্ত অসার ঋষিগণ। সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিলেন। তাঁহারা লোকসকলকে বলিলেন, এই যে ধন জন ভোগ বিলাসাদিতে সুখ অনুভব করিতেছ, এ সুখ নয় দুঃখ। এ সকল পরিণামে তোমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইবে। ইহাদিগের উপরে তোমরা কখন বিশ্বাস স্থাপন করিও না। সংসারীরা বলিতে লাগিল, এই সকল ঋষিগণ ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক। স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন জন যৌবন পান, ভোজন আমোদ, ইহারা আমাদিগকে প্রতিদিন সুখ দিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই সংসার আমাদিগের নিকট সুখের আলয়। যে সুখ নিত্য প্রত্যক্ষ তাহাকেই কি না ইহারা বলিতেছে মিথ্যা; যে সংসারকে শত প্রকার যত্ন করিলেও উড়া-

ইয়া দেওয়া যায় না, সেই সংসারকে মায়িক, ক্ষণিক, কিছুই নয় বলা ইহা কি বঞ্চনাজাল বিস্তার করা নয়? যদি এ সকল মায়িক, ক্ষণিক, মিথ্যা, দুঃখদই হয়, তবে ইহারা নিয়ত সংসার করিতেছে কেন? ঋষিদেরও তো ঋষিপত্নী আছে, ঋষিকন্যা, ঋষিতনয় আছে? ইহারাও তো দিবারজনী ধ্যাননিমগ্ন হইয়া থাকে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরাজয় করিয়া আহার পান হইতে বিরত হয় নাই। জীবনে যাহা ইহারা দেখাইতেছে না, অন্যকে যখন তাহাই উপদেশ করিতেছে, তখন অবশ্য ইহার মধ্যে ইহাদের শঠতা ধূর্ত্ততা বঞ্চনা আছে। ইহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পর্ব্বতে নদীতীরে সুরম্য স্থানে কুটির নির্ম্মাণ করে। সুস্বাদুফল সুস্বাদু নির্ম্মলবারি ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করে। ইহারা আপনারা কোন পরিশ্রম করে না, সংসারিগণের পরিশ্রমের ফলভোগী হইবার জন্য এই বঞ্চনাজাল বিস্তার করিয়াছে। বৃথা বাগজাল বিস্তার করিয়া অচতুর নরনারীগণের মন হরণ করিয়া ইহারা স্বার্থ সাধন করিবে এজন্য ইহাদের সাধন ধ্যানাদি অবলম্বন। অপর সকলকে ভোগ পরিত্যাগ করাইয়া আপনাদের ভোগের উপায় বৃদ্ধি করিয়া লইবে ইহাই ইহাদের ঈদৃশ উপদেশের উদ্দেশ্য।

সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, এই বলিয়া ঋষিরা যে বঞ্চনাজাল বিস্তার করিলেন, সে বঞ্চনাজাল হইতে লোকে বৃথা আপনাদিগকে মুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিল। ইঁহারা যে প্রতারণা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, সে মন্ত্রের প্রভাব শীঘ্রই লোকে দেখিতে পাইল। জরা মৃত্যু ব্যাধি বিপদ পরীক্ষা আসিয়া যখন নরনারীকে ঘেরিল; তখন তাহারা সেই বঞ্চকদিগকে আর বঞ্চক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এক জন বিপুল ধনজমাদির অভিমানে স্ফীত হইয়া বলিতেছিল, এই সকল প্রবঞ্চক ধূর্ত্তগণকে কেন লোকে ঋষি বলিয়া সমাদর করে; ইহারা দিবারজনী কেবল ধনাদির দোষ কীর্ত্তন করে। ইহাদের ধন ধান্য নাই, তাই ইহারা অসন্তুষ্ট চিত্তে উহাদিগকে দুঃখ বলিয়া নিন্দিত করিতে চায়, অপরকে ঐ সকল হইতে বীতরাগ করিয়া আপনারা তাহাদের বিতরিত সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্ হইবার আকাঙ্ক্ষা। এই অহঙ্কারী ধনীর অলক্ষিত ভাবে কোথা হইতে বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে ধন জন সম্পদ্ উড়িয়া গেল। কল্য সে কোটি মুদ্রার অধিকারী ছিল, দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত ছিল, সুরম্য হর্ম্ম্যে দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিত, পান ভোজন নৃত্যগীতের আমোদে গৃহ সর্ব্বথা পূর্ণ ছিল, আজ সে পথের ভিকারী হইল, একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, ভূমিতল তাহার শয্যা হইল। লোকে ইহা দেখিল দেখিয়া তাহাদের চক্ষু ফুটিল। সবাই বলিতে লাগিল, ঋষিগণ মিথ্যা প্রবঞ্চনাজাল বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য হইল। এত ধন এত সম্পত্তি ইহার, কৈ কিছুই রহিল না। কে যেন আসিয়া যাদুদ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল। লোকেরা এইরূপ বলিতেছে, বলিতে বলিতে প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যু প্রবেশ করিল; তাহার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে মৃত্যু হরণ করিল, সমুদয় হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ হইল। যাহারা সে আর্ত্তনাদ শুনিল তাহাদের হৃদয় বিকল হইল, সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, এ মন্ত্রের বল তাহাদিগের জীবনে প্রকাশ পাইল। ঋষিগণের বঞ্চনাজাল বিস্তার করিবার সুসময় উপস্থিত। যাহারা তাঁহাদিগকে বঞ্চক ধূর্ত্ত শঠ বলিয়াছিল, তাহারা তাঁহাদের জালে জড়াইয়া পড়িল। তাহাদের চিত্ত সংসারের প্রতি বীতরাগ হইল। তাহারা সন্ন্যাসী উদাসীন হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিল, পর্ব্বত অরণ্য গিরিগুহা আশ্রয় করিল। নির্জ্জনে ধ্যানচিন্তা-দ্বারা সংসারের মায়ামোহ হইতে আপনাদিগকে বিযুক্ত করিবার জন্য তাহারা যত্নপরায়ণ হইল। এইরূপে শত শত লোক ঋষিগণের পথ আশ্রয় করিল, তাঁহারা যে জন্য বঞ্চনাজাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। তাঁহারা লোকের চিত্ত চুরি করিবার জন্য যে যাদুমন্ত্র নিয়ত উচ্চারণ করিতেন, সে মন্ত্র জনসমাজ জাগ্রৎ মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিল।

এই যে সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, ইহা সকল দেশে সকল কালে নিত্য প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। আর্য্য অনার্য্য হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যেই এই যাদুমন্ত্রের গুণ ব্যাখ্যা আমরা শুনিতে পাই। মুসলমানগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কথিত আছে, এক সময়ে এক জন বাদসাহ, অপর এক জন বাদসাহকে বলে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করেন। সে কালে বন্দীদিগকে যৎপরোনাস্তি যাতনা দেওয়া হইত। পরাজিত দেশাধিপতির বাসস্থান অশ্বশালা নির্ণীত হইয়াছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ইনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, সুতরাং লজ্জা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এক জন অশ্বসেবককে তিনি তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। সে তাঁহার অনুরোধে একটী ক্ষুদ্র হণ্ডিকায় জল ও তণ্ডুল দিয়া চুল্লীর উপরে স্থাপন করিল, এবং কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া গেল। অন্ন সিদ্ধ হইল; কিন্তু বন্দী নৃপতি চুল্লী হইতে হণ্ডিকা অবতারণ করিতে কখন জানিতেন না, সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অশ্বসেবকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দুইটি শৃগাল আসিয়া হণ্ডিকায় দন্ত সংলগ্ন করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি হাসিলেন। বিজেতা নরপতি আপনার হর্ম্ম্য হইতে অত্যন্ত কুতূহল হইয়া এই ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন। ঈদৃশ দুঃখের মধ্যে পরাজিতের মুখে হাস্য দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং এই হাস্যের কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু প্রথমে তিনি কারণ বলিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পুনঃ পুনঃ বিজেতার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমার অগণ্য দাস দাসী পরিচারক পরিচারিকা ছিল, প্রতিদিন দশ উষ্ট্রে আমার আহার্য্য সামগ্রী বহন করিয়া আনিত। আজ আমি অশ্বশালায় বন্দী, নীচ অশ্বরক্ষকের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমার আহার্য্য এক ক্ষুদ্র পাত্রে স্থাপিত, এবং দশ উষ্ট্রের স্থলে দুইটি শৃগাল আসিয়া অনায়াসে তাহা তুলিয়া

লইয়া গেল। সংসারে এই আশ্চর্য্য বিপরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। অসারের অসার সকলই অসার, এ উপদেশ আজ যেমন চিত্তে মুদ্রিত হইল, এমন আর কোন দিন হয় নাই।" বিজিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিজেতা চৈতন্যোদয় হইল, আপনার ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হইতে পারে, ভাবিলেন এবং বিজিতকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

ঋষিগণ সংসারে ছিলেন, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা এবং ঋষিতনয়ে তপোবন ভূষিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা শশ্মানবাসী ছিলেন, মৃত্যুকে তাঁহারা নিয়ত সম্মুখে রাখিতেন। নরনারী সর্ব্বদা মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছে, এ বোধ তাঁহাদিগের নিয়ত জাগ্রৎ ছিল। যাঁহারা মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া সংসার করেন, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, অশোক বীতশোকের আখ্যায়িকায় তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এখানে উপস্থিত অনেকেই সে আখ্যায়িকা অবগত আছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। সপ্তাহান্তে হন্তার হস্তে শিরশ্ছেদন হইবে, এই কথা মনে জাগ্রৎ থাকাতে রাজ্যপাট নৃত্যগীত সর্ব্ববিধ সুখদ সামগ্রী কিছুতেই বীতশোকের চিত্তের সুখ উৎপন্ন হয় নাই, ভয় দুঃখে সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত অবসন্ন ছিল। মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া সংসার করিলে এইরূপই ঘটে। ঋষিগণের সংসারিত্ব এইরূপ ছিল, সাধারণ লোকে তাহা কি প্রকারে বুঝিবে? না বুঝিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে বঞ্চক শঠ মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে তাহারা বুঝিল, তাঁহারা বঞ্চনা করেন নাই, তাহারা যাহা সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল বস্তুতই উহা দুঃখের আকর। যদি সমুদয় দুঃখের আকর হইল, ক্ষণিক, অস্থায়ী, অসার হইল, তাহা হইলে সুখ কোথায়, স্থিরতা লাভ হয় কোথায়, ইহাতো নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। ঋষিগণ নিত্যস্থায়ী সুখলাভের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিলেন? ক্ষণিক, মায়িক, আসার, দুঃখদ বলিয়া সমুদায় উড়াইয়া দিলে চলে না, তাহার স্থলে নিত্য, সত্য, সার সুখদ কিছু স্থাপন করা আবশ্যক। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে সমুদায় পদার্থের অন্তরালে যে সার বস্তু (Essence) আছে, তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দৃশ্যপদার্থ সমুদায়কে একেবারে উড়াইয়া দিলেন না। উহাদের অসার ভাগকে অসারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সার সত্য যাহা কিছু তাহাই বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় পদার্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিত্যকাল আমাদের সঙ্গে থাকিবে? তাহারা উত্তর দিল আমরা নিত্যকাল থাকিব না। তাহার সকলেই আপনাদের অসারত্ব স্বীকার করিল। তাঁহারা যোগবলে সমুদায় অসার অবস্তুকে উড়াইয়া দিয়া তাহার মূলে যে সার সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। রাসায়নিক প্রণালীতে পদার্থসমূহকে তাঁহার কেবল শক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা চিন্তাশক্তিযোগে দেখিলেন যে, ঘট কপালে (খাপরা) পরিণত হইল, কপালচূর্ণ করিয়া রজ হইল, সেই রজ যতই আরও সূক্ষ্ম হইতে লাগিল, চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। এই চক্ষুর অদৃশ্য নিরাকার সামগ্রীই সৎ, সেই সৎ সত্তামাত্র, সেই সত্তাই কোনরূপে অন্তর্হিত হয় না, চিরদিন থাকিয়া যায়। "সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহম্" এই বলিয়া সেই সত্তাকেই তাঁহারা ধারণার বিষয় করিলেন। এই সত্তা আধুনিক মতে অপরিবর্ত্তনীয় শক্তি। এই সত্তা শূন্যসত্তা নহে, চিৎ সত্তা। চিৎসত্তা নানাবেশ ধারণ করিয়া অসারের মধ্যে সার হইয়া আছেন। যোগবলে তাঁহারা ভূতাদিসমুদায়কে উড়াইয়া দিয়া আত্মাতে সৎপদার্থ দেখিলেন। এই আত্মা অহমৃরূপে গৃহীত হইলেন। সুতরাং সমুদায় উড়াইয়া দিয়া এক 'অহম' অবশেষ থাকিল। এই 'অহমৃই' ব্রহ্মরূপে তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিভাত হইল। এই প্রণালীতে তাঁহারা লোকের চিত্তহরণ করিলেন এবং তাঁহারা জগতের হিতকারী মঙ্গলকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

ঋষিগণ সমুদায় বস্তু অসার অপদার্থ করিয়া উড়াইয়া দিয়া যে অহমৃকে অবশিষ্ট রাখিলেন, সে অহমৃকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেওয়ার জন্য বুদ্ধদেবের আগমন হইল। এবার এক জন প্রধান বঞ্চক জন্মিলেন। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজোচিত ভোগ্যে লালিত পালিত হইয়া তিনি ভিকারী সন্ন্যাসী হইলেন, এ জন্য তাঁহার বঞ্চনাজালে সহস্র সহস্র লোক সহজে পড়িল। তিনি জন্মবৈরাগী। পিতা শুদ্ধোদন কি জানি বা তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের পন্থা অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, এইভয়ে রম্য হর্ম্ম্যে প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। সতী সাধ্বী পত্নী গোপা রূপেগুণে নারীকুলের ভূষণ ছিলেন, রাহুলক একমাত্র শিশু সন্তান, রাজ্য পাট ধন সম্পদ্ অতি বিস্তৃত, এ সকল কিছুই তাঁহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি জরা মৃত্যু ব্যাধির নিদর্শন দেখিয়া সে সকল হইতে আপনি উদ্ধার হইবেন, জীবদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই প্রতিজ্ঞায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে গয়াধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার দেহ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট করিলেন; অথচ যে বোধিলাভের জন্য এত কৃচ্ছ্র সাধন তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধন নয়, কৃচ্ছ্র সাধনরাহিত্যও নয়, এই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় আসনে উপবেশন করিলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং প্রযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্, অস্থি, মাংস বিনষ্ট হইয়া যাউক, বহুকল্পদুর্ল্লভ বোধি (জ্ঞানবস্তু) না পাইয়া এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত হইবে না। কি প্রতিজ্ঞার বল! বোধি লাভ না করিয়া আর তিনি আসন হইতে উঠিলেন না বোধি লাভ করিয়া কি হইল? এক অনন্ত জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু

তাঁহার নিকটে থাকিল না। সৃষ্টি কিছুই নয়, মায়ার রঙ্গভূমি, অনন্ত জ্ঞানের সহিত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই। যে অহমকে ঋষিগণ এত যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অহমেতে অহম্ ও ব্রহ্ম এক হইয়া গিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মাহমস্মি' ইহাই যাঁহাদের চিন্তাপহারক যাদুমন্ত্র ছিল, শাক্য সে যাদুমন্ত্রকে উড়াইয়া দিলেন। যদি সকলই উড়াইয়া দিলেন, তাহা হইলে চৌর্য্য ব্যবসায় চালাইবার জন্য কি থাকিল? শুদ্ধ অনন্ত চিৎ। চক্ষু মুদিলাম সব উড়িয়া গেল, এক মহাশূন্য প্রতিভাত হইল। এই শূন্য ফাঁকা শূন্য নহে কিন্তু চিৎ। সমুদায় উড়িয়া গেলেও জ্ঞান উড়িয়া যায় না, এবং সে জ্ঞানের অন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এক অনন্ত জ্ঞানকে তিনি জ্ঞানিগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অহং বা জীব সেই অনন্তজ্ঞানের ব্যবধায়ক হইয়া ছিল, বুদ্ধ আসিয়া সে ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলেন। জ্ঞানিগণের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইল, দলে দলে তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শুধু জ্ঞানীদিগকে টানিলেন তাহা নহে, তিনি অতি সাধারণ লোকদিগকেও তাঁহার প্রতারণার জালে বান্ধিয়া ফেলিলেন। জরা মৃত্যু ব্যাধি নিত্য প্রত্যক্ষ। জরা মৃত্যু ব্যাধি, জরা মৃত্যু ব্যাধি, এই চিন্তা করিতে করিতে জগৎ মিথ্যা, মায়ার রঙ্গভূমি, ক্ষণভঙ্গুর, এ জ্ঞান সকলেরই হৃদয়ে স্থান পাইল। তখন তিনি এক যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, "এই আছে, এই নাই"। এ মন্ত্র সাধারণ লোককে সহজে আকর্ষণ করিল। রামচাঁদ হঠাৎ বড় মানুষ হইয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে নিত্য নৃত্য গীতাদির ধূমধাম, কিসে নাম হয়, এজন্য দানধ্যানের ত্রুটি নাই। রামচাঁদকে না জানে এমন লোক নাই। তাঁহার গুণের কাহিনী সকল লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ এক দিন রজনীতে কি হইল, সেই রজনীতেই রামচাঁদের ইহলোকের লীলা সাঙ্গ হইল। সকল লোকেই বলিতে লাগিল, আহা, রামচাঁদ আর নাই। যে অত দরিদ্র ছিল, হঠাৎ সে বড় মানুষ হইল, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল। সুতরাং সকলের মনে "এই আছে এই নাই" যাদু মন্ত্র লাগিয়া গেল। দলে দলে লোক সংসার ছাড়িয়া শাক্যের অনুসরণ করিল। তিনি যদি সম্পর্কীণ লোকদিগকে ফকীর সংন্যাসী না করিতেন, বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিতেই প্রবৃত্ত। কিন্তু শাক্যবংশের রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণকে যখনই তিনি মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী করিলেন, তখনই এ চোর যে চোরের শিরোমণি নিশ্চিত হইল। রাজ্য পাট ধন ঐশ্বর্য্য, দৃষ্ট স্পৃষ্ট কত ভোগ বিলাস, এ গুলি ছাড়াইয়া চক্ষে দেখা যায় না, কর্ণে শুনা যায় না, হস্তে ধৃত হয় না, এমন শান্তির কথা কহিয়া লোককে বঞ্চিত করা, ইহা কি সামান্য বঞ্চনা! ভাইদিগকেই না হয় বঞ্চিত করিলেন, শাক্য বংশের উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে কণ্টকশূন্য করিলেন। একমাত্র অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী নিজ পুত্র রাহুল দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, সে আসিল তাঁহার নিকটে রাজ্যাংশ লাভ করিবার জন্য। তাহার মাথা মুড়াইয়া কেন তিনি সন্ন্যাসী করিলেন। আমি ত্রিরত্ন দান করিয়াছি, আমার বিস্তৃত রাজ্যের ইহাকে উত্তরাধিকারী করিন্, এইরূপ বঞ্চনার কথায় তাহাকে কেন তিনি পৃথিবীর সমৃদ্ধরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন? আমরাতো নববিধানের প্রেরিত প্রচারক, আমাদের ব্রতওতো বৈরাগ্যব্রত; আমরা ত্যাগী, লোকের নিকট এরূপ ভাণ করিতেওতো আমরা ছাড়ি না। কৈ আমরা কি ইচ্ছা করি যে, আমাদের সন্তান সন্ততি সংসারের পথ ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী ফকীর হয়? বরং যাহাতে তাহা না হয় তাহারই জন্য উপায় করিয়া দি। যে ব্যক্তি অদৃশ্য সামগ্রীর প্রলোভন দেখাইয়া দৃশ্য সংসারকে এক যাদুমন্ত্রে উড়াইতে পারে, সে ধূর্ত্ত, শঠ, চোর, প্রতারকের অগ্রগণ্য, ইহা আর কে না মানিবে?

আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে জুডিয়াদেশে আর এক জন চোরের জন্ম হয়, ইনি মহাধূর্ত্ত, চতুরের চতুর, চতুরের শিরোমণি। কেন এ কথা বলিতেছি? শাক্য রাজ্য ত্যাগ করিলেন, পুত্রের মাথা মুড়াইলেন, কিন্তু শরীর—অবিদ্যাকৃত হইলেও—ভিক্ষান্নে রক্ষা করিলেন। যে দেহের প্রতি যোগী সাধক ভক্ত সকলেরই মমতা, সে দেহ দিয়া যিনি লোকের মন হরণ করিতে পারেন, তাঁহার মত ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ চোর আর কে আছে? আমরা কর্ত্তব্যের ভাণ করিয়া আমাদের দেহের প্রতি কত যত্ন করি, সুখাদ্য সামগ্রীতে যাহাতে ইহার পুষ্টি হয় তাহার উপায় করি, আর এই লোকটি সেই দেহ "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই যাদুমন্ত্র জগৎকে ভুলাইবার জন্য উচ্চারণ করিয়া ক্রুশোপরি বিদ্ধ হইলেন। এ চতুরের বঞ্চনাজাল কাটিবে কাহার সাধ্য? ইঁহার বাড়ি ঘর আত্মীয় স্বজন ছিল না তাহা নয়, কিন্তু সে সকল ছাড়িয়া আপনাকে পথের ভিকারী করিলেন, আর লোককে বলিতে লাগিলেন "পাখিসকলের কুলায় আছে, শৃগালসকলের গর্ত্ত আছে, কিন্তু মনুষ্য সন্তানের মাথা রাখিবার স্থান নাই।" এ সকলই চাতুরীর কথা। যে চোর যখন আসিয়াছেন, জগৎকে ভুলাইবার জন্য কোন না কোন আকারে তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন, এবং আচরণেও কথার সত্যত্ব দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর নিকট এ চতুরতা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাই ইঁহার নূতন প্রকারের বঞ্চনাজাল বিস্তার করিতে হইল। এ জাল ছিন্ন করে, কাহার সাধ্য? কি হইল? না, আমাদের পরিত্রাণের জন্য আত্মদেহ ক্রুশে বিদ্ধ হইতে দিলেন। আহা কি প্রেম!! এই বলিয়া নরনারী মাতিল, সকলেই তাঁহার মত প্রাণ দিতে লাগিল, বঞ্চনাজাল পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। যে জালে সপ্তমবর্ষীয় শিশু পর্য্যন্ত ধরা পড়ে সে জাল কি সামান্য জাল? এ লোকটি সামান্য ধূর্ত্ত নয়। মার মনকে এতদূর কঠিন করিয়া দিতে পারেন যে, সম্মুখে সন্তান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কি জানি বা ঈশাকে অস্বীকার করে এই ভয়ে মা বলিতেছেন, বৎস ভয় নাই, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। শিশু হাসিতে হাসিতে অগ্নিতে দগ্ধ হইল। ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিলেন, সে আর কত যাতনা। ইঁহার প্রতারণায় যাঁহারা প্রত

রিত হইলেন, তাঁহাদের প্রাণ বিনাশের প্রণালী পড়িলে কাহার না হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায়? সমুদায় শরীরে মধু মাখাইয়া সূক্ষ্ম রশিতে ঊর্দ্ধে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এ দিকে ভীষণ ভিমরুল দংশন করিতেছে, একটু আছাড় পিছাড় করিলেই নিম্নে প্রস্তরোপরি পড়িয়া শরীর চূর্ণ হইবে, এ কি সামান্য যাতনা! সমুদায় শরীর ধূনা দিয়া মাখাইয়া পদাঙ্গুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; শরীর আস্তে আস্তে পুড়িতেছে, আর তাহার আলোকে শক্রগণ পানভোজন করিতেছে, অট্ট অট্ট হাসিতেছে। এ সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়া কি আর একালে ঈশার বঞ্চনাজালে পড়িতে কাহার বাসনা হয়? ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিয়া বলিলেন,"ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"; আর অমনি সকল লোকের মুখে "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"এই ধ্বনি উঠিল। বালক বালিকা,যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ধনী দরিদ্র,মূর্খ জ্ঞানী, সকলে একেবারে মাতিয়া উঠিল। যে ব্যক্তি এমন করিয়া লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন, জীবের মায়া পর্য্যন্ত ছাড়াইতে পারেন, তিনি যদি ধূর্ত্ত শঠ প্রবঞ্চক প্রতারক চোরের শিরোমণি না হইবেন, তবে আর কে হইবে?

এবার বিদেশ হইতে স্বদেশে আসা যাউক। এ দেশে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপে এক জন চোর জন্মিলেন, তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য। এ চোরের চুরীর প্রণালী আশ্চর্য্য! হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, হাসিতে লাগিলেন, আর চারিদিকের লোকগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল। অবশ্য লোকগুলি মূর্খ, তাহারা জানে না যে এ সমুদায়ই স্নায়ুবিকার! যদিও বা জানিত, এ মায়াবীর হাত এড়ান কিছুতেই সহজ নয়। অমন ষড়্‌দর্শনবেত্তা কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহাকে একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া ইনি ভুলাইলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী বাদশার উজীর রূপ সনাতন, তাঁহাদিগকে ফকির করিয়া ইনি বাহির করিয়া আনিলেন। সনাতন ঘোর সংসারী ছিলেন, ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন, সে লোকটাকে বাদশাহও কারাগারে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কি আশ্চর্য্য! ইহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও ইঁহার আশা মিটিল না। দীন দরিদ্র ফকীর হইয়া একখানি ভোটকম্বলমাত্র গায়ে ছিল, তাহাও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিপথে পড়িল। সনাতন বুদ্ধিমান্ বাদশার উজির, বুঝিলেন প্রভুর ইহাতে মন উঠিতেছে না, অমনি যমুনাতীরে এক জন বৈষ্ণবকে ভোটকম্বলখানি দিয়া তাহার ছিন্নকন্থা গায়ে দিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন, আর তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। রঘুনাথ দাস ধনী জমীদারের সন্তান, গৃহে রূপবতী পত্নী, ঘরে রাখিবার জন্য পিতা মাতার কত যত্ন, ভোগ বিলাসের প্রচুর সামগ্রী দ্বারা নিয়ত বেষ্টিত, শ্রীচৈতন্য তাঁহার মন চুরী করিলেন, আর সে ব্যক্তি ঘরের বাহির হইয়া পড়িল, উৎকৃষ্ট শয্যা উৎকৃষ্ট পানভোজন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলশায়ী, কদর্য্য অন্ন ভোজী হইল। যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ সর্ব্বস্বনাশ করিতে না পারিলেন, তত দিন ইঁহার মনঃপূর্ত্তি হয় নাই। যে দিন শুনিলেন যে, রঘুনাথ এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ছাড়িয়া দিয়া তেলেঙ্গা-গাভীগণের মুখভ্রষ্ট জগন্নাথের পচা প্রসাদান্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাই ধৌত করিয়া ভোজন করেন, তখন আর ইঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। একেবারে তাঁহাকে জন্মের মত পাগল করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁহার সেই পর্য্যুসিত অন্ন হইতে একমুষ্টি অন্ন তুলিয়া এই বলিয়া ভোজন করিলেন, এমন উপদেয় সামগ্রী তুমি নিত্য ভোজন কর, অথচ আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ। বলুন, সরল লোকদিগের মনচুরী করিবার জন্য চৈতন্য যেমন কৌশল জানিতেন এমন আর কে জানে? যাহার মন যেরূপে চুরী হইয়া যাইবে, এই সকল চতুর চোর বিলক্ষণ জানেন, তাই কাহারও ইঁহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য শেষটা স্নায়ুবিকারে প্রাণ হারাইলেন, লোকে বলিল প্রবল ভগবৎপ্রেমের আঘাতে ইনি প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এ সকল ব্যক্তির জন্ম, জীবন, মৃত্যু এক একটি প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনাজাল। সুচতুর নিপুণ ব্যক্তিরাও এ জাল অতিক্রম করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

গৃহস্থেরা সাবধান! এবার আর এক জন বিষম চোর আসিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্মদিন। ইনি তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। ইঁহার জালে পড়িলে আর সে জাল কাটিয়া চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ের সাক্ষী আমরা নিজে। আমরা কে কোথায় ছিলাম, কোন দিন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বা পরিচয় ছিল না। অতি সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণে তিনি প্রবেশ করিলেন, আর সেই যে মন চুরী করিলেন, আজ পর্য্যন্ত এত গণ্ডগোল হইল, অথচ সে মন ফিরিয়া পাওয়া গেল না। এই চোরের জালে পড়িয়া ঘর গেল, বাড়ী গেল, জাতি গেল, কুটুম্ব গেল, আত্মীয় গেল, স্বজন গেল, এখন পরকে লইয়া পরের গৃহে নিয়ত একত্র বাস। এক এক চোর এক এক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চুরী করিয়াছেন, পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া চুরীর কার্য্য চালান না; কেন না পুরাতন রীতি শীঘ্র ধরা পড়ে। সুতরাং নূতন চুরীর পথ চাই। 'এই আছে এই নাই' মন্ত্রে শাক্য জনসাধারণের প্রাণ হরণ করিলেন, ঈশা 'পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' মন্ত্রে চুরী কার্য্যে সফলমনোরথ হইলেন, চৈতন্য হরি নামে হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া জগৎকে আপনার জালে জড়াইলেন, এ সকল মন্ত্র এখন পুরাতন হইয়াছে। অন্য একটি নূতন মন্ত্রের সঙ্গে এ গুলি চলিতে পারে, স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মন্ত্র কার্য্যকর হওয়া এখন কঠিন। কেশব এমন একটা চুরীর উপায় বাহির করিলেন, যাহার মধ্যে হিন্দুভাব, বৌদ্ধভাব, খ্রীষ্টভাব, সকল ভাবের সমাবেশ হয়। যে লোকের যে ভাব প্রধান সেই ভাবের দিক্ দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি এইরূপে চুরীর কার্য্যে অনেকটা কৃতার্থ হইলেন, তবু নূতন চুরীর মন্ত্র এমন সহজ হওয়া চাই যাহা শুনিলেই সকল লোকের মনে লাগে। তিনি বলিলেন, "আমার ভিতরে এক জন আমার সঙ্গে কথা কন। আমি যাহা করি, সকলই

তাঁহার কথা শুনিয়া করি। লোকে ভয় করে, এ বুঝি তবে ভূতের কথা, কিন্তু আমার কোন দিন ভূতের কথা বলিয়া ভয় হয় নাই। জীবাত্মা পরমাত্মা দুই পাখী, এক বৃক্ষে বাস করেন। জীবাত্মা পরমাত্মার কথা শুনিতে পান, ইহা কখন ভূতের কথা নয়। তোমরা যাঁহাকে 'বিবেক' বল, মনের বৃত্তি বল, আমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলি। তোমাদের সকলের ভিতরে থাকিয়াই বিবেক কথা কন। যত তোমরা ইহার কথা শুনিয়া চলিবে, তত তোমাদেক কেবল তিনি নিষেধ করিবেন না, কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন।" বিবেক ঈশ্বর, বিবেকের কথা ঈশ্বরের কথা; ঈশ্বরের কথা শুনিয়া সকলকে চলিতে হইবে; এই শ্রবণব্যাপারকে তিনি সর্ব্বপ্রথম যাদুমন্ত্র করিলেন। সঙ্গতের সময়ে এই মন্ত্রে তিনি কত যুবাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, জালে জড়িত করিলেন। দিবারজনী তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন, তিনিও তাঁহাদিগের সঙ্গ ভিন্ন আর কোন সঙ্গ জানিতেন না। তাঁহার দৃষ্টির যেন একটি মুগ্ধকরত্ব শক্তি ছিল। যে সে দৃষ্টিতে পড়িল আর তাহার ছাড়াইয়া যাওয়ার সাধ্য ছিল না। সঙ্গতের নীতির প্রাবল্য সময়ে বিবেকমন্ত্র বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিল, এবং কতক গুলি লোককে ভিখারী সংন্যাসী করিয়া তুলিল। 'ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ এই এক খানি জালে তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন না; 'ঈশ্বরের মুখদর্শন' আর এক খানি জাল তিনি বিস্তার করিলেন। ঈশ্বরের মুখ দর্শনের সুখে তিনি আপনি প্রমত্ত হইলেন, এবং অপরকেও তদ্দ্বারা মত্ত করিয়া বেড়াজালে ঘেরিলেন। তিনি আপনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে। এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথা শুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ়ভাবে ২ জন, ৫ জন, ১০ জন, ২০ জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার হইল। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ, এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা এক জন দুই জন, তিন জন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরী করিতেছে। জীবন আছে, ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক জনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এক জন লোক চুরী করিতেছে, ইহা প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরী করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।" দেখ কেশবচন্দ্র কি বিষম চোর। যখন যে উপায় খাটে, সেই উপায়ে তিনি আপনার চুরীর ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। সঙ্গতের সময়ে নীতির জাল বিস্তার করিলেন, তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, এই বলিয়া অনেকগুলি যুবকের মাথা খাইলেন, তাহার পর ঈশ্বর দর্শনের সুখের কথা তুলিয়া জালের উপর জালে তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ফেলিলেন। কতকগুলি প্রচারক অর্থাৎ প্রতারক এইরূপে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিল, ব্যবসায় যাহাতে খুব বিস্তৃত হয় তাহার উপায় হইল। একই উপায়ে চুরী করা কেশবচন্দ্রের রীতি ছিল না, তাই সঙ্গতের সময়ের অবসানে মুঙ্গেরে ভক্তির তরঙ্গ তুলিলেন। এই তরঙ্গে কলিকাতা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতির যত অচতুর লোকেরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ সময়ে তাঁহার চুরীর বড়ই সুযোগ হইল। কিন্তু একটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যখন ঈশ্বরদর্শনের কথার বাড়াবাড়ী হইল; তখন তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইল। এ দর্শনের জালে লোক বড় পড়িল না। মনে হয়, কেশবচন্দ্রের এখানে একটু চতুরতার খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। কেশবচন্দ্র চুরীর ব্যবসায় দুদিনের জন্য করেন নাই। চিরকাল এই ব্যবসায় চলে ইহার উপায় করিতে তিনি তৎপর ছিলেন। আপাততঃ ব্যবসায়ে লোকসান হইলেও তিনি জানিতেন, ভবিষ্যতে ইহাতে বিলক্ষণ লাভ দাঁড়াইবে। তিনি শূন্যের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন, কবিত্ব যোগে এই শূন্যকে নানাবিধ আলঙ্কারিক ভূষণে ভূষিত করিলেন। মা কাঁদিতেছেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ, মার আঁচল কত হিরাপান্নায় জড়িত, এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়া বলিলেন, আমি বেদান্তের অনন্ত ব্রহ্মকেও পতিকে মার সাজে সাজাইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইলেন, তাঁহারা ধরা পড়িলেন, আর যাঁহারা শূন্য আকাশ ধোঁয়া বলিয়া তাঁহার কথার প্রতিশ্রদ্ধান্বিত হইলেন না, তাঁহারা তাঁহার জাল প্রকাশ্যে অতিক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি এক অনন্ত শক্তিকে বিবিধ সাজে সাজাইলেন, এবং শক্তিতে ভক্তিতেই মুক্তি এই কথা তিনি সবলে ঘোষণা করিলেন। শক্তি বিনা আর কোন বস্তু নাই, যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি, এ গুলি (symbolical) গণিতের সাঙ্কেতিক ক খ প্রভৃতির ন্যায় মাত্র, শক্তি ভিন্ন বাস্তবিক কোন বস্তু স্বীকার্য্য নয়, স্পেন্সার প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই কথা তুলিয়া ভবিষ্যতে কেশবচন্দ্রের ব্যবসায়ে যে বড়ই সুফল হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিতেছেন। সমুদায় জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা সপক্ষ, সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান যখন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছে; তখন বর্ত্তমানে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভবিষ্যতে ঈশ্বরদর্শনজালে লোকদিগকে চিরদিনের জন্য জড়িত করিয়া ফেলিবেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

চট্টগ্রামের দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এম, এ, সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ৭০০৲ টাকা উপর সংগৃহীত হইয়াছে। দুইটি প্রকাণ্ড কাপড়ের বস্তা এবং ৫৫০৲ টাকার চট্টগ্রামে পাঠান হইয়াছে। আমরা যুবাদিগের এই সাধু কার্য্যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদের এই সাধু কার্য্যের পুরস্কার প্রদান করুন।

৫ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উনষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ৩নং ভবনে প্রাতে ৭॥ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইয়া ১০॥ সময় শেষ হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় উপাধ্যায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতা প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী হইয়াছিল। পরে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া সে দিবসে কার্য্য শেষ হয়। উপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার অধিকাংশ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করায় এবার কোন সংবাদ দেওয়া হইল না।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
[illegible] সংখ্যা।

১লা পৌষ, বুধবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২||০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ, তুমি আপনি প্রেম হইয়া সমুদায় ভুবন প্রেমোপাদানে গঠন করিয়াছ। প্রেমের আকর্ষণে সমুদায় জগৎ আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে; জগৎ অন্য আকর্ষণ জানে না। জড়-জগতে প্রেম অস্ফুট, সেখানেও আকর্ষণের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে, কিন্তু শক্তির আকর্ষণরূপে সে আকর্ষণ অনুভূত। যখন জীবজগতে উত্থান করি, তখন দেখি উহা শুধু শক্তির আকর্ষণ নহে প্রেম-শক্তির আকর্ষণ। হে মাতঃ, লোকে বলে প্রেম অন্ধ, প্রেমতো কখন অন্ধ নয়। প্রেমের মধ্যে জ্ঞান যে চিরবিদ্যমান। স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রেম যতই উন্নত হইতে উন্নত হয়, ততই জ্ঞানও তাহার সঙ্গে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়। জননী, আমরা কি ইহা জানি না, অনুরাগ বিনা কোন বিষয়ের জ্ঞান-লাভ হয় না? যে পরিমাণে যে বিষয়ে অনুরাগ অধিক, সেই পরিমাণে তদ্বিষয়ের জ্ঞানলাভ অবশ্য-ম্ভাবী। প্রেম বিনা সর্ব্বত্র লুক্কায়িত জ্ঞান কখন আত্মপ্রকাশ করে না। প্রেমচক্ষুর নিকটে জ্ঞান কি কখন লুকাইয়া থাকিতে পারে? হে জ্ঞান, তুমিই জ্ঞান তুমিই প্রেম, এক অখণ্ড বস্তুকে আমরা কেন খণ্ডিত করিব? জ্ঞান আছে অথচ প্রেম নাই, ইহা আমরা মানিব না। জ্ঞান যদি প্রেমহীন হয় তাহা হইলে তাহা অজ্ঞান, প্রেম যদি জ্ঞানহীন হয় তাহা হইলে তাহা প্রচ্ছন্ন স্বার্থ মা, এই জন্য উহাকে স্বার্থ বলি যে, উহা পশুভাব প্রণোদিত, স্নায়ুর উত্তে-জনা নিবারণ জন্য নিয়োজিত। এই প্রেমের সঙ্গে শক্তিও নিত্য সংযুক্ত, কেন না জীবজগতে প্রেমের তুল্য কি আর কোন মহতী শক্তি আছে? প্রেমের সঙ্গে যদি শক্তি জ্ঞান দুইই আসিল, তাহা হইলে প্রেম কি আর পুণ্যশূন্য থাকিতে পারে? যেখানে পশুভাব নাই, জ্ঞানের অবিরোধী প্রেম, সেখানে পুণ্যের চিরসাম্রাজ্য। জ্ঞানে, হে দিব্যালোক, তোমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে, অনুরাগ সেই ইচ্ছা সমগ্রশক্তিতে অনুসরণ করে, আর পুণ্য অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সাধকে সঞ্চারিত হয়। যেখানে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য একত্র মিশিল, সেখানে তোমার আবির্ভাব সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হইবেই। সে আবির্ভাব আনন্দাবির্ভাব। হে প্রেমময়, তবে আমরা সর্ব্বপ্রকারে তোমাকেই চাই। তুমি জননী হইয়া আমাদের কাছে এস। তুমি আসিলে আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। প্রেমে সমুদায় অভাব সমুদায় শাস্ত্র বিধি পূর্ণ হয়; দেব মানব সকলের সঙ্গে একহৃদয়তা উপস্থিত হয়। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, আমরা যেন

তোমার প্রেমের ধর্ম্ম নববিধানে জীবনে পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রেম আশ্রয় করি এবং প্রেমের জন্য যে সকল পরীক্ষা ও বিপদ্ আইসে তাহা অপরাজিত হৃদয়ে বহন করি। তোমার কৃপায় আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া আমরা বার বার তব শ্রীচরণে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

ঈশ্বরকে কেন আমরা পুরুষ বলি ?

ঈশ্বর ব্যক্তি, এ কথা বলিলে কোন দোষ হয় না ইহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঈশ্বর যখন আপনি প্রতিনিয়ত ব্যক্ত হইতেছেন তখন তাঁহাকে ব্যক্তি বলিব না তো আর কি বলিব ? এরূপ স্থলে কেহ দোষ দর্শন করিবেন না আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু যদি তাঁহাকে পুরুষ বলি, তাহা হইলে এ শব্দে অনেকের আপত্তি উপস্থিত হইবে, কেন না তাঁহারা বলিবেন,এতদ্দ্বারা তাঁহাতে মানবীয় সীমা-বিশিষ্টত্ব আরোপিত হইল। পুরুষ কে ? যিনি এই দেহে বাস করিতেছেন তিনি পুরুষ*। তিনি এই দেহে বাস করিতেছেন, অন্যত্র কি তিনি নাই ? সমুদায় জগদ্রূপপুরে তিনি বাস করিতেছেন, ইহা পুরুষশব্দে যখন বুঝায়, তখন ঈশ্বরে পুরুষশব্দ আমরা কেন প্রয়োগ করিব না ? জগৎ যত কেন বৃহৎ হউক না উহা তথাপি সীমাবিশিষ্ট, সেই সীমা-বিশিষ্ট জগৎ যদি ব্রহ্মের বাসস্থান হয়, তাহা হইলে সীমাবিশিষ্ট জগৎ হইতেও তিনি ক্ষুদ্র হইলেন, কেন না আধার হইতে আধেয় চিরদিনই ক্ষুদ্র। যদি বল দেহে জীবাত্মা বাস করিয়াও যেমন উহা দেহাতীত, কেন না দেহের অতীত ভূমিতেও উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তেমনি ব্রহ্ম জগতে বাস করিয়াও জগতের অতীত, সুতরাং তাঁহাতে পুরুষশব্দ প্রয়োগ করিতে কি আপত্তি হইতে পারে ? আপত্তি আছে। জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই ক্রিয়া চারিদিকের আবেষ্টনোপরি ব্যাপ্ত হয়। সেই আবেষ্টন আবার যখন দেহের উপরে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে, তখন দেহাতীত বিষয়েরও জ্ঞান জন্মে। সুতরাং জীবাত্মার পরিমি-তত্ব তাহার দেহাতীতত্ব প্রমাণ করিতেছে না। যদি বল, ঈশ্বর জগতের অতীত হইয়াও জগতে আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন, মানবদেহে পরমাত্মরূপে অনুভূত হইতেছেন, এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই পুরুষ শব্দ তাঁহাতে ব্যবহৃত হউক, তাহা হইলে এ শব্দ আলঙ্কারিক ভাবে মাত্র তাঁহাতে প্রযুক্ত হইল, বাস্তবিক তিনি যে পুরুষ ইহা প্রতিপন্ন হইল না।

ব্রহ্ম আমাদিগকে পবিত্র করেন, তিনি আমা-দিগকে বলপূর্ণ করেন, তিনি আমাদিগের অগ্রগামী নেতা, তিনি আমাদিগকে নিত্য প্রতিপালন করেন, এ সমুদায় অর্থে যদি তাঁহাকে আমরা পুরুষ বলি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের জীবনে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা আমাদিগের বুদ্ধিগোচর হইলেন বটে, কিন্তু তিনি আপনি যাহা তাহা পুরুষশব্দে ব্যক্ত হইল না। নির্গুণব্রহ্ম এখনও নির্গুণ রহিলেন, কেন না তাঁহার যে সকল গুণ আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদিগের অনুভূতি-সিদ্ধমাত্র, তিনি কি—তাহা কি উহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে ? যিনি আপনি পূর্ণ হইয়া অপ-রকে পূর্ণ করেন তিনি যদি পুরুষ হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্ম স্বয়ং কি, পুরুষশব্দ আমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যখন ঈশ্বরকে পুরুষ বলি তখন এই অর্থেই বলিয়া থাকি। যোগাচার্য্য ঈশ্বরকে উত্তমপুরুষ বলিয়াছেন। এ উত্তম পুরুষ প্রতিজীবহৃদয়ে প্রকাশিত পরমাত্মা। পুরুষশব্দে যদি পূর্ণের পূর্ণকারিত্ব বুঝায় তাহা হইলে নির্গুণ-বাদিগণেরও এ শব্দ ব্যবহারে কোন আপত্তি

* (১) পুরি (দেহে) শয়ন বা বাস করেন ; এতদ্দ্বারা পবিত্র হয় (পূ+ক্রুষন্) ; বল পূর্ণ করেন (পৃ+কুষন্) ; অগ্রগামী (পুর+উষন্) পালন করেন (পৃ+কুষন্)। যিনি দেহে বাস করেন বা শয়ন করেন তিনি পরিমিত সুতরাং জীব। প্রতিজীবে ঈশ্বরের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াও পরমাত্মবাচিরূপে এ শব্দ ব্যবহার হইতে পারে বা হইয়া থাকে।

থাকিতে পারে না, কেন না ব্রহ্মের অনন্তত্ব পূর্ণত্বই তাঁহার অন্তরঙ্গস্বরূপ। তিনি কি? তিনি অনন্ত তিনি পূর্ণ,তাঁহা ব্যতীত আর সকলই সান্ত ও অপূর্ণ। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের নির্গুণবাদিগণ এই অন্তরঙ্গস্বরূপ অস্বীকার করিতে পারেন না, কাহারও অস্বীকার করা অসম্ভব। অভাবসূচক, চিন্তার অসামর্থ্যদ্যোতক বলিয়া যদি কেহ অনন্তকে স্বরূপ-মধ্যে গণ্য করিতে না চান, ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ, এ অপরিহার্য্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিতে তাঁহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে পূর্ণ করেন এই মাত্র বুঝায়। আপনি পূর্ণ হইয়া অপরকে পূর্ণ করেন, ব্যুৎপত্তিতে এত দূর আসিতেছে কোথা হইতে? যিনি পূর্ণকারী, তিনি আপনি পূর্ণ না হইয়া অপরকে কি কখন পূর্ণ করিতে পারেন? এক একটি শব্দ সংক্ষেপে সমগ্র বিষয় বুঝাইয়া থাকে, সেই বিষয়ের মধ্যে যিটি মূল সেইটি শব্দাকারে থাকিয়া যায়, অপরগুলি উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। এ স্থলেও তাহাই করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু করা হয় নাই। ব্যবহারানুসারে একই শব্দ কালে কালে অর্থান্তর ধারণ করে। শব্দ ভাবের দাস, সুতরাং ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একই শব্দ অর্থান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টি না করিয়া কোন শব্দ যদি যথেচ্ছ অর্থান্তরে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে অধিক দিন সে অর্থে উহা ব্যবহৃত থাকে না, কেন না পণ্ডিতগণ তাদৃশ অর্থে সে শব্দের ব্যবহার 'সাধু' নহে দেখিয়া উহা ব্যবহার করিতে নিবৃত্ত হন। আমরা পুরুষশব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্যুৎপত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মেতে উহার নিয়োগ করিয়াছি, ফলে ঐ ব্যুৎপত্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসম্বন্ধে ছিল। সেই সেই ব্যুৎপত্তি অন্য পদার্থ সম্বন্ধে থাকিলেও ব্রহ্মপদার্থে উহাদের যখন তত্তদর্থেই নিয়োগ করা যাইতে পারে, তখন এরূপ প্রয়োগে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না। কেবল পুরুষশব্দব্যবহারে পাছে বা ঐ শব্দে কেহ জীব বোঝেন, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য আমরা যখনই পুরুষশব্দের প্রয়োগ করি, তখনই 'পরম' এই বিশেষণ তাহার অগ্রে যোজনা করিয়া থাকি। পরম পুরুষ, আদি পুরুষ, পুরুষ, এরূপে পুরুষশব্দের প্রয়োগ প্রাচীন কাল হইতে হইয়া আসিতেছে। সেই প্রয়োগ যখন আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তখন কোন্ অর্থে উহা গৃহীত হইলে এ সময়ের উপযোগী ভাবানুসারে উহা সিদ্ধ হয়, তাহাই অদ্য আমরা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পুরুষশব্দের আমরা যে ব্যুৎপত্তি অনুমোদন করিতেছি, তাহাতেই সময়োপযোগী ভাব ব্যক্ত হইতেছে, বিশ্বাস করি সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন।*

মাতার প্রতি আরোপিত দোষক্ষালন।

মাতৃস্নেহ স্বার্থশূন্য; পুত্রকন্যার কল্যাণার্থ ব্যস্ত, একথায় বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। একটি বিষয়ে আপত্তি আমরা শুনিতে পাইয়াছি এবং সে আপত্তিতে মাতৃস্নেহের উপরে নিন্দনীয় দোষ পড়িতেছে, সুতরাং সে দোষ খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। নারী যে পর্য্যন্ত সন্তানবতী না হয়েন,সে পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ বিলাস থাকিতে পারে, কিন্তু সন্তান হইলে সে সমুদায় তিরোহিত হয়, এই কথার প্রতিবাদ স্বরূপ কেহ কেহ বলেন, হাঁ, তাঁহার ভোগ বিলাস যায় বটে, কিন্তু সেই ভোগবিলাসের ভাব এখন তিনি সন্তানেতে চরিতার্থ করেন। তিনি বসন ভূষণাদিতে

* "In the estimate it implies of the Ultimate Cause, it does not fall short of the alternative prosition, but exceeds it. Those who espouse the alternative position, make the irroneous assumption that the choice is between personality and something lower than personality; whereas the choice is rather between personality and something higher. Is it not just possible that there is a mode of being as much transcending Intelligence and Will, as these transcend mechanical motion? It is true that we are totally unable to concieve such higher mode of being. But this is not a reason for questioning its existence, it is rather the reverse.—*H. Spencer.*

লোলুপ ছিলেন, এখন তিনি সন্তানের বসন ভূষণাদির লোলুপ। সেই পূর্ব্ব লোলুপতা তাঁহাতে এখনও আছে, তবে আপনাতে চরিতার্থ না করিয়া এখন সন্তানেতে উহা চরিতার্থ করেন, এই মাত্র প্রভেদ। পূর্ব্বে সে সকল বিষয়ে অভিলাষ প্রকাশ করিতে একটু সঙ্কোচ হইত, এখন আর সে সঙ্কোচ নাই, সন্তানের নামে সন্তানেতে উহা চরিতার্থ করা প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে সকল লোককে সেজন্য দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, তাঁহারাই জানেন পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ সংযত ভোগবিলাসবাসনা সন্তান জন্মিলে তদবলম্বনে কি ভীষণ বেশ ধারণ করে!

যাঁহারা মাতৃগণের প্রতি ঈদৃশ দোষ আরোপ করেন, তাঁহাদের কথা যে অনেকটা সত্য, প্রতি গৃহস্থের ঘরে অল্প বিস্তর তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটী সুখকর প্রবৃত্তি আপনাতে চরিতার্থ করা অপেক্ষা যাহার সঙ্গে মায়াপাশে বদ্ধ, তাহাতে উহা চরিতার্থ হইলে অধিকতর সুখ হয়, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মাতার চিত্ত সন্তানে নিবিষ্ট, সুতরাং তাঁহার যাহা কিছু প্রিয় সে সমুদায় সেই সন্তানেতেই তিনি নিয়োগ করিবেন, ইহাও বিলক্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু এস্থলে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তিনি প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এরূপ করিয়া থাকেন, অথবা অন্য কোন উচ্চতম প্ররোচনা তাঁহাকে তাদৃশ ভাবে পরিচালিত করে। হইতে পারে যখন তাঁহার সন্তান হয় নাই তখন তিনি নিতান্ত ভোগলোলুপ ছিলেন, সন্তান জন্মিবামাত্র যখন স্বার্থশূন্য স্নেহে তাঁহার হৃদয় উদ্রিক্ত জন্য নিরতিশয় তিনি পুত্রকন্যার কল্যাণার্থিনী হইলেন, তখন পুত্রকন্যাতে পূর্ব্ব ভোগের বাসনা চরিতার্থ করিতে তিনি ব্যস্ত, এ কথা স্বীকার করিলে তাঁহার স্নেহ স্বার্থগন্ধশূন্য ইহা অপ্রমাণিত হয়। অথচ তিনি যে পুত্র কন্যার একান্ত কল্যাণার্থিনী, আপনার দিকে দৃষ্টিশূন্যা, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই যে ভাবদ্বয়ে বিরোধ উপস্থিত, ইহার কি কোন পরিহার নাই?

আমরা মনে করি, পরিহার আছে। মাতা পুত্র কন্যার কল্যাণার্থিনী, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই কল্যাণসম্বন্ধে প্রতিজনের জ্ঞান এক প্রকার নহে, এ জন্যই তাঁহার আচরণে এরূপ বিপরীত ভাব প্রতীত হয়। প্রতিমাতার কল্যাণসম্বন্ধে জ্ঞান সমান নহে, কেহ কেহ কল্যাণ অকল্যাণ তত বুঝেন না, সন্তানের কিসে সুখ হইবে কেবল তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি। স্বাভাবিক নিস্বার্থ স্নেহ তাঁহাকে সন্তানের সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ করে, সুতরাং চিন্তা করিয়া তিনি কখন এ সম্বন্ধে কার্য্য করেন নাই। স্নেহাদিতে উদ্দীপ্ত হৃদয় চিন্তা করিয়া কিছু কার্য্য করে না। কেন না যেখানে চিন্তা উপস্থিত হয় সেখানে অবাধে হৃদয়ের কার্য্য চলে না, অথচ অবাধে কার্য্য হওয়াই হৃদয়ের প্রকৃতি। চিন্তা ও হৃদয় এ দুইয়ের কি কোন প্রকারে সামঞ্জস্য হইবার সম্ভাবনা নাই? সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনেকের জীবনে সামঞ্জস্য হয় নাই বলিয়াই হৃদয়ের কার্য্যে দোষ সংস্পৃষ্ট হয়। যে সকল বিষয় আমাদিগের নিকটে প্রচ্ছন্ন সহজে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, সে সকল স্থলেই চিন্তা নিয়োগ করিতে হয়। চিন্তাযোগে যখন সেই প্রচ্ছন্ন বিষয় প্রকাশ পায়, এবং তদ্দ্বারা ভাব উদ্দীপ্ত হয় তখন উহা হৃদয়ের অংশ হইয়া যায়। এখন হৃদয় সহজ ভাবে যে কার্য্য করিবে তাহার সহিত আর জ্ঞানের বিরোধ থাকিল না। হৃদয়ের বিশুদ্ধি সহকারে জ্ঞান যত বিশুদ্ধ হয়, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত হৃদয় যত এক হইয়া যায়, তত কি কল্যাণ কি অকল্যাণ, কি বাস্তবিক সুখ কি বাস্তবিক সুখ নয়, হৃদয়ে বিনা আয়াসে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। প্রত্যেক মাতার নিস্বার্থ স্নেহ আছে, এবং সেই স্নেহই সন্তানের সুখ সাধনের জন্য মাতাকে নিয়োগ করে, কিন্তু তিনি সন্তানের যে সুখ চান, তাহা সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর কি না তাহা বুঝিবার পক্ষে তাঁহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

যদি সে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে আপাততঃ সুখ হয় তাহাকেই কল্যাণ ভ্রমে তিনি উহা সন্তানের জন্য কামনা করেন, এবং সেই কামনা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তাহার ভাবী দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই দুঃখ উৎপাদন হৃদয়ের অভাববশতঃ নহে, জ্ঞানের অভাব বশতঃ হয়, ইহা বুঝিলেই মাতার প্রতি দোষারোপ যে সমুচিত নয় আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

ভোগবিলাসপরায়ণা মাতা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনার ভোগবিলাস সঙ্কুচিত করিয়া সন্তানের ভোগ-বিলাস বাড়াইতে থাকেন, ইহাতে তাঁহাতে কি দোষ ঘটে আমরা তাহা বিচার করিতে গিয়া দেখি, এখানে মাতার হৃদয়ের দোষ নাই, জ্ঞানের দোষ। কিসে কল্যাণ বা কিসে সুখ, ইহা বুঝিবার সামর্থ্য জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা ভোগবিলাসপরায়ণা নারীর মাতৃত্ব উপস্থিত হইলে আত্মসম্বন্ধে তন্নিবৃত্তি হইলেও সন্তানসম্বন্ধে সেই প্রবৃত্তির দ্বিগুণ ক্রিয়া দেখিয়া মাতার নিস্বার্থ ভাবের প্রতি সন্দেহ করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, মা তখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, সন্তান তাঁহার আত্মার স্থল অধিকার করিয়াছে। পরার্থতা এইরূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহাই নিস্বার্থ ভাব। আত্মার অকল্যাণ কেহ কোন দিন কামনা করে না। সেই সকল ভোগসামগ্রীতে আত্মার সুখ ও কল্যাণ জানিয়াই মাতা যেমন পূর্ব্বে আপনি সে সকলেতে অনুরক্ত ছিলেন, এখন সন্তান আত্মস্থল অধিকার করাতে তৎসম্বন্ধে ঐ সকল ভোগই কল্যাণকর—অন্য কথায় সুখকর জানিয়া তিনি তাহাকে উহা অধিক পরিমাণে যোগাইতে ব্যস্ত। এখানে তাঁহার জ্ঞানের অভাব; হৃদয়ের অভাব কিছুতেই মানিতে পারা যায় না।

সন্তানের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, মাতা শিক্ষিতা হইলে বুঝিতে পারেন, শিক্ষিতাগণের জীবন দেখিয়া আমরা সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছি। এখন যে প্রকার শিক্ষা প্রচলিত, তাহা বাস্তবিক শিক্ষা মধ্যে গণ্য নহে। প্রকৃত শিক্ষার স্থল বিদ্যালয় নহে গৃহে। দু একজন বিজ্ঞাবিদ্ ভিন্ন সাধারণ লোকে এ কথা বোঝে না। তাহারা মনে করে বালক বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া নিয়মিত পাঠ পড়াইলেই শিক্ষা হয়। বিদ্যালয়ে নীতিগ্রন্থ পঠিত হইতেছে, বাড়ীতে এদিকে পরিবার মধ্যে অনীতি। বালক বালিকাদের প্রতিদিন সেই অনীতিই অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে, ইহাতে নীতিগ্রন্থপাঠে কি ফল? কার্য্যকালে আমরা অভ্যাস দ্বারা চালিত হই, গ্রন্থে কি পড়িয়াছি তদ্দ্বারা নহে; এজন্য গৃহে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই জীবনের নিয়ামক হয় গ্রন্থের শিক্ষা নহে। প্রতিমুহূর্ত্ত অসার সুখের উপরে ভোগবিলাসের উপরে গৃহের সকলের অত্যাসক্তি দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে আমিও সেই রূপ হইয়া যাইতেছি, এরূপস্থলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যকালে কি প্রকারে কার্য্যকর হইবে। পিতা মাতার উপরে সন্তান সন্ততির চরিত্র শিক্ষার ভার, তাঁহাদের আচরণে যদি দোষ থাকে, তাহা হইলে সে গৃহে লালিত পালিত সন্তান সন্ততি বিদ্যালয়োচিত শিক্ষা পাইয়াও আচরণে সদোষ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জ্ঞানালোক যদি হৃদয় পর্য্যন্ত না পঁহুছায় তাহা হইলে সে জ্ঞান নিতান্ত নিষ্ফল। মুখে জ্ঞানের কথা থাকিয়াও আচরণে মূঢ়তা এরূপ স্থলে প্রকাশ পাইবেই। যথার্থ কল্যাণ কি, ইহা দেখাইয়া দেওয়া জ্ঞানের কার্য্য; জ্ঞান যদি তাহাই না করিল তাহা হইলে উহা আর জ্ঞান বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য রহিল না। মাতাপিতাতে যত দিন হৃদয় ও জ্ঞান এক না হইতেছে, তত দিন সংসারে শ্রেয়োলাভের কোন আশা নাই।

মাতা হৃদয়সর্ব্বস্ব। সন্তানের প্রতি তিনি যাহা করেন তাহা সেই হৃদয়ের প্রেরণাতেই করিয়া থাকেন। তবে যদি কোন স্থলে আমরা দেখিতে পাই হৃদয় অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিতে গিয়া সন্তানের যথার্থ শ্রেয়ের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, তাহা

হইলে বুঝিয়া লইব এখানে হৃদয়ের ত্রুটি নহে, জ্ঞানের ত্রুটি। এই জ্ঞানের ত্রুটি যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য গৃহ যাহাতে কার্য্যতঃ জ্ঞানাধীন হইয়া চলে এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। উপাসনা, সাধন, জ্ঞানচর্চ্চা, বিজ্ঞানানুযায়ী পান ভোজনাদির ব্যবস্থা, সন্তান সন্ততি দাস দাসী ভাই ভগিনী প্রভৃতির সহিত সপ্রেম ব্যবহার, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের প্রতি সমধিক সমাদর, লোভাদি নীচবাসনাগুলির পরিহার, আপনার বলিয়া কিছু না রাখিয়া সর্ব্বথা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক জীবন যাপন, এই রূপ ভাবে যে সকল গৃহীর প্রতিদিনের জীবন নির্ব্বাহ হয়, তাঁহাদের নিকট যথার্থ কল্যাণ কি তাহা আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। তাঁহারা ঘটনাসকলের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, এবং প্রত্যেক ঘটনাকে জীবনের উন্নতিসাধনে নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। আশু সুখকে কল্যাণ মনে করিয়া তাঁহারা তাহার অনুসরণ করেন না, সন্তান সন্ততিকেও সে পথে যাইতে দেন না। কথা অপেক্ষা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সন্তানগণের উপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত সংশোধন করিয়া দেয়। ধনমানাদি অপেক্ষা সত্য-জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-সঞ্চয়ে তাঁহারা আপনারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সন্তান সন্ততিগণের হৃদয়েও তৎপ্রতি সমধিক সমাদর মুদ্রিত করিয়া দিতে নিয়ত যত্নশীল। এ গৃহের মাতার উপরে অযথা দোষ কেহ অর্পণ করিবেন, অথবা তাঁহার নিস্বার্থ স্নেহকে প্রকারান্তরে স্বার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন, ইহার কোন সম্ভাবনা নাই। মাতার অত্যধিক স্নেহ যদি সন্তানগণের হৃদয়ে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম পুণ্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে, এবং তজ্জন্য সংসারের অন্য সমুদায় ক্ষণিক সুখদ বিষয় তাহাদের নিকটে হেয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি কেবল সেই সন্তানগণের কল্যাণ বর্দ্ধন করিলেন তাহা নহে, ভাবী বংশের কল্যাণের পত্তন দিলেন। সেই গৃহ ধন্য যে গৃহ ঈদৃশী মাতার অধিষ্ঠানে পুণ্যক্ষেত্র হইয়াছে।

শরীর ও আত্মা।

কর্ম্মের অপরিহার্য্যত্বসম্বন্ধে আমরা গতবার যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্ব পুরুষগণের কর্ম্মফলজনিত সংস্কার বা সম্ভাবনা শরীরে বা আত্মাতে সংক্রামিত হয়, এসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। যদিও এবিষয়ে সুস্পষ্ট মত জ্ঞাপন করা সহজসাধ্য নহে, তৎপ্রতি বাদ প্রতিবাদের সম্ভাবনা আছে, তথাপি এ সম্বন্ধে আমাদের নির্ব্বাক্ থাকা কখন উচিত নহে। কেন না যদি এ সমুদায় জটিল বিষয়ে বিজ্ঞানের মত গ্রহণকরিতে আমরা প্রস্তুত থাকি, তাহা হইলে নির্ভয়ে তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। সংক্রামিত সংস্কার বা সম্ভাবনা শরীরে বা আত্মাতে সংক্রামিত হয়, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বকালে আত্মতত্ত্ব—মনোবিজ্ঞান—শরীরনিরপেক্ষ ভাবে সমালোচিত হইত, এ কালে শারীর বিজ্ঞান সহ উহা ঘনিষ্ঠযোগে নিবদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন শারীরবিজ্ঞানপক্ষপাতী পণ্ডিত এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার অত্যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন। সে সমুদয় অত্যুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে তদ্দ্বারা তাঁহারা সপ্রমাণ করিবেন, সমুদয় মানসিক ক্রিয়া স্নায়ুঘটিত ব্যাপার। এ মত যে সমীচীন নহে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার উপযোগী স্নায়ুঘটিত পরিবর্ত্তন যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণীতও হয়, তথাপি উত্তেজনা বিনা যখন তাহাদের ক্রিয়া কখনও প্রকাশ পায় না, তখন স্নায়ু পুঞ্জের অতীত কোন একটি উত্তেজক পদার্থের স্থিতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শারীরবিজ্ঞানে এই জন্য অন্তর্বাহ্য উভয়বিধ উত্তেজক পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। বাহিরে বিবিধ প্রকারের পদার্থের সহিত সজ্ঘর্ষণে স্নায়ু উত্তেজিত হয়, সেই উত্তেজনা স্নায়ুর মূল স্থান মস্তিষ্কে গিয়া তৎসম্বন্ধে বোধ জন্মায়, আবার সেই মূলস্থান হইতে যে পদার্থ স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া অঙ্গসমুদায়কে সচল করে, ক্রিয়ায়

নিযুক্ত করে, সে পদার্থ ইচ্ছাশক্তি, মন বা আত্মা। বহু যত্নেও এই ইচ্ছাশক্তি, মন বা আত্মাকে অস্বীকার করা ঘোর জড়বাদীরও সাধ্যাতীত। জড়ে যে শক্তি প্রকাশ পায়, সেই শক্তিই প্রাণীতে প্রাণশক্তি, এবং সেই প্রাণশক্তিই মানসিক শক্তিতে পরিণত হয়, এ নির্দ্ধারণে মূল বিষয় যদবস্থ তদবস্থই রহিয়া গেল। যাহা মানসিক শক্তি তাহা মানসিক শক্তি, তুমি আর আমি তাহাকে প্রাণশক্তি বলিয়া কি করিব ? কেন না প্রাণ কি প্রকারে মন হয়, তাহা তুমিও জান না আমিও জানি না, বরং বিচার উপস্থিত করিলে মানসিক শক্তিই সমুদায়ের মূল হইয়া দাঁড়ায়। সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন, ইচ্ছাশক্তি মন বা আত্মা দেহনিরপেক্ষ, দেহের পরিচালক, এত দূর যখন সকল বাদীকেই স্বীকার করিতে হইবে, তখন সেই নির্ব্বিবাদ ভূমিতে দাঁড়ানই আমাদের উপস্থিত তত্ত্বনির্দ্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

সংস্কার বা সম্ভাবনা ইচ্ছাশক্তি, মন বা আত্মাতে স্থিতি করে কি না, ইহাই সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য। ইচ্ছাশক্তি, মন বা আত্মা জড় পদার্থ নহে শুদ্ধা শক্তি,উহাতে সংস্কার সংক্রামিত হওয়া সম্ভব কি না, ইহাও সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। বৎস জন্মিবার কিছু ক্ষণ পরে দু চারিবার এদিক ও দিক করিয়া মাতৃস্তনে মুখ অর্পণপুর্ব্বক স্তন্য পান করে। এদেশের পণ্ডিতেরা বলেন, উহা পূর্ব্বাজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ সম্ভবপর হয়। একালের পণ্ডিতেরা বলিবেন,শরীরধারণোপযোগী আহার্য্য বস্তুর প্রতি স্বভাবতঃ একটা আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারই দিকে বৎস অগ্রসর হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি স্তনের দিকে যথাযথ নিয়োগ করিতে প্রথমে একটু সময় যায়, কেন না উহাদের গতিস্থৈর্য্য হয় নাই কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই যথাযথ উহারা নিযোগার্হ হইয়া উঠে। এরূপ হয় এই জন্য যে, বংশানুক্রমে স্নায়ু সকল স্ব স্ব বস্তুরদিকে গতিশীল হইতে হইতে উহারা তৎস্বভাবাপন্ন হইয়াছে। আজ যে পূর্ণাবয়ব জীব দেখা যাইতেছে, উহার এরূপ পূর্ণাবয়ব লাভ করিবার পূর্ব্বে বহুসহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। জীবজন্মের সূত্রপাত হইতে পূর্ণাবয়ব জীবের কত দূর ব্যবধান ইহা চিন্তা করিয়া দেখিলে ঈদৃশ স্বভাবপ্রাপ্তি যে অতি আস্তে আস্তে হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। মনু বলিয়াছেন, সৃষ্টিকালে যে জীবকে যে স্বভাবাপন্ন করিয়া বিধাতা সৃজন করিয়াছেন, সেই স্বভাবপন্ন হইয়া সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। মনু এইরূপে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মজনিত জীবের তদবস্থাপ্রাপ্তি উড়াইয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞানমতে সংস্কার দেহগত মানসগত নহে। আমাদের দেশের প্রাচীনমতও এ কথার তত বিরোধী নহে, কেন না ঋষিগণ আত্মাকে শুদ্ধ চিন্মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সংস্কার যদি জ্ঞানমাত্র হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবান্ আত্মার অঙ্গীভূত হওয়া সম্ভবপর, অন্যথা উহা কিছুতেই আত্মার সহিত সংস্রবে আসিতে পারে না। দেহের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে উপযোগিতাবৃদ্ধি বিজ্ঞান যখন সপ্রমাণ করিয়াছেন, তখন সংস্কার দেহগত ইহাই বলিতে হইতেছে।

সংস্কার যদি দেহগত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষ হইতে আত্মার উন্নতাবস্থাপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইতেছে না। দেহযন্ত্রের যে প্রকার উপযোগিতা তদনুসারে আত্মার আভ্যন্তরিক শক্ত্যাদির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। বীণা বংশী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের উপযোগিতা অনুসারে বাদ্যকরের হস্ত হইতে যে প্রকার বিভিন্ন বাদ্য উৎপন্ন হয়, বহু যত্ন করিলেও এক যন্ত্র হইতে অন্য যন্ত্রের বাদ্য কখন হইতে পারে না, সেইরূপ দেহযন্ত্রের সম্বন্ধে আত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এ মতে আত্মা কেবল শুদ্ধ চিন্মাত্র, তাহাতে আর কিছুই নাই। এতকাল জনসমাজে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা দেহের উপযোগিতাবৃদ্ধি জন্য হইয়াছে আত্মার জন্য নয়, ইহাতে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। আত্মা শুদ্ধ চিন্মাত্র, এ কথা বলিলেও উহা হইতে সকলই নিষ্পন্ন হয়। বীণা প্রভৃতির

যন্ত্রের বাদক তত্তৎসম্বন্ধে বিশেষ নিপুণ না হইলে, সে সকল যন্ত্র হইতে বিশেষ বিশেষ বাদ্য কি রূপে নিষ্পন্ন করিবে ? দেহের উপাদানসমূহের দিন দিন পূর্ণতা হইতে উহার অনেক সামর্থ্য বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মার সামর্থ্য বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে সেই উন্নত উপাদানযুক্ত দেহের যথাযথ পরিচালক উহা কি প্রকারে হইবে ? অতএব মানিতে হইতেছে, যে গুলি শরীরসম্পর্কীয় ব্যাপার, তৎসম্বন্ধে সংস্কার দেহগত, তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি এমন বৃত্তি আছে, যাহা আত্মগত। কোন্‌গুলি দেহেতে কোন্‌গুলি আত্মাতে, ইহার প্রভেদ হইবে কি প্রকার ?

তৃষ্ণা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম নহে দেহের ধর্ম্ম। এ সকল দ্বারা দেহেরই তৃপ্তি পুষ্টি। ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে তৎসম্পর্কীয় উত্তেজনায় মন জাগ্রৎ হয়, এবং দেহাদিকে আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত করে। এরূপে প্রবৃত্ত করিয়াও মন তৎসম্পর্কীয় সংস্কারবান্ নহে। বিচার করা, তুলনা করা, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করা ইত্যাদি কার্য্য দেহের নহে মনের। এই সকল মানসিক ধর্ম্মের অনুন্নত ও উন্নতাবস্থা আছে। সকল দেশে সকল-কালে এগুলি চির দিন একই অবস্থাপন্ন থাকে, ইহা আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। আত্মার এই স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি ক্রমে উন্নত হইয়া না আসিলে আত্মা সর্ব্বথা দেহপরবশই থাকিয়া যাইত। এই সকল ধর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্গত, সুতরাং উহারা আত্মার শুদ্ধ চিন্ময়ত্বের ব্যাঘাতক নহে। এক জ্ঞানই যখন বিবিধ প্রণালীতে কার্য্য করে, তখন বিবিধ আখ্যা ধারণ করে এই মাত্র। আত্মার এই সকল আত্মগত ধর্ম্ম নিত্য কাল আছে, অথবা পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্য দিয়া সেই সকল ধর্ম্ম তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে একটি বিষয়ের বিচার হওয়া সমুচিত। আত্মা অখণ্ড সামগ্রী, দেহ অখণ্ড সামগ্রী নহে। সুতরাং বিবিধ পূর্ব্বাভ্যাস-জনিত সংস্কারে দৈহিক নানা অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আত্মাতে সেরূপ হইবার কোন উপায় নাই। আত্মার যোগ পরমাত্মার সঙ্গে, এই যোগে ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত। এরূপ স্থলে দেহ যদি তাহার দিনদিন উন্নত জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী হয়, তাহা হইলে তৎপ্রকাশে তাহার কোন দিন অসামর্থ্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

আত্মা পরমাত্মা সহ নিত্যযুক্ত জন্য অন্যত্র হইতে তাহাতে জ্ঞানাদির সংক্রমণ যদি প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্ম-ফল তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইবে কি প্রকারে ? তাঁহাদের কর্ম্মফল কি তবে কেবল দেহে প্রকাশ পায় আত্মায় নহে ? তাঁহাদের কর্ম্মফলে প্রতিব্যক্তির দেহ বিশেষ উপযোগিতা লাভ করিয়াছে, এবং সমুদায় জনসমাজ পরিবর্ত্তিতাকার ধারণ করিয়াছে। আত্মা শুদ্ধ জ্ঞান, এজন্য দেহ ও জনসমাজ এ দুইকে যুগপৎ আশ্রয় করিয়া উহার জ্ঞানবিস্তার হয়। এ বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মার সাহায্য লাভ করিয়া আত্মা আত্মক্রিয়ায় দেহ ও জনসমাজ উভয়ের পরিবর্ত্তন সাধনে সমর্থ হয়। পূর্ব্বপুরুষগণ দেহ ও জনসমাজ পরিবর্ত্তিত করিয়া আত্মার হিতসাধন করিলেন, স্বয়ং পরমাত্মা নব নব জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়া দেহ ও জনসমাজোপরি তাহাকে অধ্যাত্ম সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে দিলেন। তবে এ স্থলে এই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানপূর্ব্বক ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মা যেমন এ বিষয়ে অপূর্ব্ব সামর্থ্য প্রদর্শন করে, সেরূপ কখন অযোগী আত্মা হইতে পারে না। কর্ম্মবন্ধন-চ্ছেদন ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন না হইলে কদাপি হয় না, এই যে কথা প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা এজন্যই সকলকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলে কথা এই, আত্মার সামর্থ্যে পরিবর্ত্তিত দেহ, তাহার উপযোগিতা এবং সমাজ আমরা পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে পাইয়াছি, পরমাত্মা হইতে আত্মা আবার সেই দেহ, তদুপযোগিতা ও সমাজের পরিবর্ত্তনসাধনে সামর্থ্য লাভ করে। এই সামর্থ্য লাভ জন্য পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ একান্ত প্রয়োজন।

কেশবচন্দ্র অপহারক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেশবচন্দ্র দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর ভয় কি? এ বলিয়া কোন বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী নর নারীর অনবধান হওয়া উচিত নয়। এ সকল ব্যক্তির মৃত্যু নাই, দেহান্তে ইঁহাদের ব্যবসায় আরও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ ঈশা চৈতন্য আজ তো আর দেহে নাই, কিন্তু ইঁহাদের আধিপত্যের নিকটে সম্রাট্‌দিগের কিরীট প্রণত। ইঁহারা আজও কত লোকের মন প্রতিদিন চুরী করিতেছেন; কত অগণ্য লোক ইঁহাদের জন্য প্রাণ দিতেছেন। কেশবচন্দ্র সামান্য চতুর চোর ছিলেন না, দেহ গেলেও যে মরণ হয় না, এ কথা তিনি অগ্রেই বলিয়া গিয়াছেন। যখন সাধু অঘোর নাথ স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন এই এক মহাপ্রতারণার মত স্থাপন করিলেন যে, সাধুর সঙ্গে আমরা সকলেই পরলোকস্থ হইয়াছি, তাঁহার সঙ্গেই আছি। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর প্রেরিত দরবার তাঁহার সঙ্গে নিত্য কালের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে বেদী শূন্য রাখিলেন। কেশবচন্দ্র নিত্যসম্বন্ধের যে জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই জালে সকলকে ফেলিবার জন্য তাঁহার সঙ্গীরা এই নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন কি না, তৎসম্বন্ধে অনেকের গভীর সন্দেহ, কিন্তু যখন নিত্যসম্বন্ধের মত সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, তখন এ উপায় সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, এ কথা কেহ আর বলিতে পারেন না। মত যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন ইহা কোথায় কোন্ আকারে প্রবেশ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিবে কে জানে? কেশবচন্দ্র মরেন নাই আছেন, ইহা যদি স্বীকৃত হইল, তাহা হইলেই হইল, আর অধিক কিছু চাই না। এই মতবিশ্বাসের সঙ্গেই চুরীর ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিবে।

কেশবচন্দ্র আর একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য। তিনি প্রচার করিলেন, নববিধানের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। কোন্ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম নয়! প্রেম বিনা কি কোথাও ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে? না, কিন্তু এ প্রেমের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব কি, তিনি আপনি এইরূপে বলিয়াছেন, "দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই; আমি বিষয় কর্ম্ম করিতে কার্য্যালয়েও যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই। বল আমি ২৪ ঘণ্টা বসিয়া কি করি। কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতর লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ন আমার মানিক আমার বন্ধুগণ। রাত্রি দুপ্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না।......ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ, এই আমার কার্য্য।" দেখ 'আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই,' এই কথার মধ্যে কত গভীর চাতুর্য্য রহিয়াছে। যদি জমীদারী নাই তবে জমীদারী চাই। জমীদারী না থাকিলে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ কোথায় হইবে? যাহারা পৃথিবীর জমীদার তাহাদের ক্ষমতা ভূমিের, এবং মানুষের শরীরের উপরে, কিন্তু ইনি যে জমীদারীর আকাঙ্ক্ষী, সে জমীদারী এ পৃথিবীর জমীদারী নয় নিত্য কালের জমীদারী। মানুষের শরীর লইয়া যে জমীদারী, সে জমীদারী শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, কিন্তু মানুষের আত্মা লইয়া যে জমীদারী, সে জমীদারী নিত্য জমীদারী, সে জমীদারীর তো কোন দিন ধ্বংস নাই। ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি শরীরহীন হইয়াও দেখ কেমন লোকের আত্মার উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছেন; আজও শত শত লোক তাঁহাদের জমীদারিভুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের জন্য ধন জন দেহ প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতেছে। কেশবচন্দ্রের লোভ সামান্য লোভ নয়। সে লোভ পৃথিবীর জমীদারীতে তুষ্ট হইবে কেন? শাক্য যে জমীদারীর প্রত্যাশায় বিপুল রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিলেন, স্বজন আত্মীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করাইলেন, ঈশা আপনার প্রাণ ক্রুশোপরি সমর্পণ করিলেন, চৈতন্য আপনার পুত্রবৎসলা মাতা ও প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিয়া চিরসন্ন্যাসব্রত আশ্রয় করিলেন, সেই জমীদারীর প্রত্যাশায় কেশবচন্দ্র নবীন প্রেমব্রত গ্রহণ করিলেন। যাঁহাদের তিনি সর্ব্বনাশ করিলেন সজনে নির্জ্জনে ২৪ ঘণ্টা কেবল তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি থাকিতেন; তাঁহার মন সর্ব্বদা তাঁহাদের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিত। তাঁহাদের অবস্থা ভাবিয়া নিরন্তর আকুল থাকা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্য ছিল। যাঁহাদের জন্য তিনি দিবারাত্রি ভাবিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অকালে তাঁহার দেহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইল, পরিশেষে সেই সকল লোকের জন্য প্রেমানলে আত্মাহুতি দান করিলেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কথান্তর হইলে সমুদায় রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অতএব এ প্রেমের জাল অতিক্রম করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, ইহা আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান বলে, যাহার জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া দিন রাত ভাবে, তাহার সেই ভাবনা ইথার আন্দোলন করিয়া যে ব্যক্তির বিষয় ভাবে তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া তাহাকে চিন্তান্বিত ব্যক্তির ভাবাধীন করিয়া ফেলে। কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানের এ কথার প্রতি আস্থা রাখুন বা না রাখুন তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এক বার প্রেমের জালে কাহাকেও জড়াইয়া ফেলিতে পারিলে, তাহার যে আর উদ্ধার নাই, তাহাকে তাঁহার মতন হইয়া যাইতে হইবে তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। শেষ সময়ে কেবল তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, আমি যে ইঁহাদিগকে ভালবাসি ইহা ইঁহারা বুঝিলেন

না। যদিও আমি এই বলিয়া তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিতাম, আপনি আর কত ভাল বাসেন, ঈশ্বর এত ভাল বাসেন তাতেই তাঁকে লোকে বড় গ্রাহ্য করে, আপনি নিজের ভাল বাসার কথা কি বলিতেছেন? যদিও এ কথায় তিনি চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু অন্তরে যে প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে, সে আগুন কি আর এই কথায় নির্ব্বাণ হয়? তিনি এই আগুনে আপনাকে আহুতি দিয়া অকালে স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রেমের নিগড়ে আজও আমরা বান্ধা রহিয়াছি, শত শত লোক প্রতিদিন বান্ধা পড়িতেছে। এই চোরের নাম শুনিলে ভয় হয়। ইঁহার নামও করিব না প্রতিজ্ঞা উপস্থিত হয়, কিন্তু গোপনে গোপনে যে ব্যক্তি চুরী করিতেছে তাহা হইতে সাবধান হওয়া নিতান্ত দুরূহ। যাঁহারা তাঁহার ব্যবসায়ের সঙ্গী হইয়াছেন তাঁহাদের চির দিনের জন্য সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা পালাইয়াও তাঁহা হইতে পালাইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তিনি আপনি কি বলিয়াছেন পাঠ করা ভাল। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এ সময়ে পলায়ন করিয়াছেন; এ কথা গুলি হয় তো তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা;—"প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরী করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এই জন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র। রক্তের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি এক বার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ আছেন, ইহাতে আর কোন সংশয়নাই। চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন দূরে গেলেন তাঁহাকে কি ছাড়া যায়? তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরীর শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না।" কেশবচন্দ্রের উদার প্রেম যে এইরূপে সকলকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার যাহার উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার চিত্ত তিনি চিরদিনের জন্য হরণ করিয়াছেন। অনেকে ধরা পড়িয়াও তাঁহাকে অনেক প্রকারে লাঞ্ছনা করিলেন, কিন্তু লাঞ্ছনা করিয়াও চোরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা বৃথা। একবার ধরিলে আর ছাড়াছাড়ি নাই। বহুনিপুণ চেষ্টাতেও চোরের নৈপুণ্য অতিক্রম করা অসম্ভব। তিনি যাহাদিগকে চুরি করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া ফেলিলেন, তাহারা অনন্তকালের জন্য সেই হৃদয়ে গাঁথা রহিল। যাহারা ধরা পড়িয়া বিরোধ পরিহার করিয়া চোরের সঙ্গে এক হইয়া গেল, তাহারা চির জীবনের জন্য কৃতার্থ হইল।

যে সকল চোর পৃথিবীতে আসিয়া লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এত সাহস কেন? এত অহঙ্কারই বা কেন? আমাদের হাতে কাহারও রক্ষা নাই এমন কথা কি কেউ বলিতে পারে? এ সকল চোরের বুকের পাটা এত বড় কেন, তাহার কারণ আছে। ইঁহাদের সর্দ্দার কে জান? স্বয়ং হরি। তিনি আপনি লুকাইয়া থাকিয়া অনন্ত প্রেমকে নানা সাজে সাজাইয়া চুরীর ব্যবসায় চালাইতেছেন। আর্য্য ঋষি, শাক্য, ঈশা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণেরা চোর হইলেন কিরূপে? সেই হরিচোর তাঁহাদের প্রাণ হরণ করিয়া পাগল করিয়া দিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রহিল না, আর তিনি সেই এক একটাকে মুখোস্ করিয়া যাহার তাহার বাড়ীতে চুরি করিতে লাগিলেন। পাপ, ব্যভিচার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টন করিয়া অনেকে মনে করিতেছে, আর কোন চোর তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না? যাহারা এরূপ মনে করে তাহাদের তুল্য মূর্খ আর কে আছে? যখন চোরের রাজ্যে বাস, তখন পলায়ন করে কাহার সাধ্য? জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, বিপৎ, পরীক্ষা চারিদিকে থানা দিয়া রহিয়াছে। এক থানা হইতে পলায়ন কর, আর এক থানায় গিয়া ধরা পড়িবে। যে যাহা কিছু বড় মূল্যবান মনে করে, আদর করে, যত্ন করিয়া রাখিতে চায়, অমনি তাহাদের উপর চোরের দৃষ্টি পড়ে। দৃষ্টি পড়িলে আর রক্ষা নাই। তুমি ধনিই হও, আর দরিদ্রই হও, জ্ঞানীই হও, আর মূর্খই হও, সাধুই হও, বা পাপীই হও, চোরের চুরী কর্ম্ম কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে প্রতিঘরে প্রতিদিন চুরী চলিতেছে, গৃহস্থ তখন তখন জানিতে পারে না যে, চুরী হইয়া গেল, কিন্তু যখন পরিশেষে দেখিতে পায় যে লুকাইয়া লুকাইয়া কে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন আর চোরের না হইয়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। যে সকল ব্যক্তি সুচতুর তাঁহারা চুরী কার্য্যে বাধা দেন না। তাঁহাদের যাহা কিছু আছে সকলি তাঁহারা চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। এখানে আর চোর কি চুরী করিবেন, আপনি তাঁহাদের নিকটে চিরদিনের জন্য বান্ধা পড়েন। ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি এই দলের লোক। যাঁহারা চোরকে সব দিলেন তাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে চোর সাজাইয়া আপনি তাঁহাদের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া অবাধে চুরীর কাজ চালাইতে লাগিলেন। যাহাদের এইরূপে সর্ব্বস্ব হরণ হইল অথচ চোরকে ধরিতে পারিল না, তাহারা পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এবার যে চোরকে হরি পাঠাইয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে সকল চোরকে লইয়া এমন এক দল বান্ধিয়াছেন যে, যে দিক দিয়া যাহাকে ধরিতে পারা যায়, তাহাকে সেই দিক দিয়া ধরিয়া আনিয়া ঈশ্বরদর্শনশ্রবণজালে এমনি করিয়া জড়াইয়া ফেলিতেছেন

ছেন যে, আর পালাইতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে? যাঁহাদিগকে তিনি জালে জড়াইলেন তাঁহাদিগের আর এক পদ বাহিরে পদার্পণ করিবার উপায় নাই, প্রেমকারাগারে তাঁহারা চিরবন্দী হইলেন। যখন একবার সর্ব্বনাশের ব্যাপার উপস্থিত এবং এই সর্ব্বনাশ কার্য্যে স্বয়ং হরি রসিক, তখন চোরের হাতে ধরা দিয়া প্রেমকারাগারে চিরদিনের জন্য বন্দী হইয়া থাকাই ভাল! আর আমাদের বুদ্ধি কৌশল খাটাইয়া চোরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যত্ন করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। সেই যখন সকল অপহৃত হইবেই, তখন আজ হইতে সমুদায় চোরের হাতে সমর্পণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। চোরের সর্দ্দার যিনি তিনি এবার যখন আমাদের নিকট আর আত্মগোপন করিতে পারেন না, মিষ্ট কথা শুনাইয়া সুখের মুখ দেখাইয়া আমাদের চিত্ত হরণ করিতে যখন প্রস্তুত, তখন আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে আনিয়া ঢালিয়া দি। কৃপানিধান পরমেশ্বর সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এবার হরির অপূর্ব্ব চৌর্য্যলীলা দেখিয়া সকলে মোহিত হন, এবং চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া যান।

পরলোক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যে ব্রাহ্মণকে মনু অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে মান্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যাহাকে অন্যবর্ণ সামান্য প্রকারেও অবমাননা করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, যাহার সম্বন্ধে অন্যবর্ণের কোন প্রকার শাসন বা বিচার কিছুই চলেনা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সেই ব্রাহ্মণকেও সকলের বিচারাধীন করিতে মনু কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। অবিচারে যে সে ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান পাতকার্হ বলিয়া সকলকে তাহা হইতে বিরত থাকিতে তিনি ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ চরিত্রবান্ বেদজ্ঞ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে, যেন তাঁহার ভোজনে লোকান্তরিত আত্মা তৃপ্তি লাভ করে। বহু অনুসন্ধানেও যদি ঈদৃশ বেদজ্ঞ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ কোথাও না পাওয়া যায়, এবং সে ভাবে যথাবিহিত শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন না হইতে পারে, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য যদি কেহ প্রশ্ন করেন তাহা হইলে তাহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অশাস্ত্রবিহিত কার্য্য করিয়া পাপভাজন হওয়া অপেক্ষা বনে গিয়া কেবল পরলোকগত আত্মাকে স্মরণ করিবেন, ভুবাহু তুলিয়া তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করিবেন, তাহাতেই যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে।

ঈশ্বর মানবকে শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানব ভূমা মহান্ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে। পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবগণ স্বভাবের দ্বারাই পরিচালিত হয়, স্রষ্টা ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিতে পারে না। কেবলমাত্র মানবসন্তানেই তাঁহাকে জানিবার অধিকারী। বস্তুতঃ মানুষ এমন উচ্চাধিকার লাভ করিয়াছে যে, সে এই পৃথিবীতে থাকিয়াই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ মানবকে অনন্ত উন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া ক্রমে উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হইবে। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থে বা স্থানে আবদ্ধ থাকা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। সে অনন্তধামের যাত্রী, অনন্ত আশা পিপাসা তাহার প্রাণে, সুতরাং পৃথিবীর পান্থনিবাসে কি প্রকারে চিরকাল সে অবস্থান করিবে?

যখন আত্মার এই প্রকার নিয়তি, তখন মৃত্যু তাহার শেষ নয়; নূতন জীবনের আরম্ভ। মৃত্যুর পর পরলোকে গমন করিল, লোকে এই প্রকার বলিয়া থাকে। পরলোক বলিতে সাধারণে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান মনে করিয়া লয়। বস্তুতঃ পরলোকশব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানবাচক নহে। জীবাত্মা দেহাবস্থানে দেশ কালের সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কিত থাকিলেও, দেহাবসানে সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে না। আত্মা তখন দেশকালাতীত হইয়া সচ্চিদানন্দাংশে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, সুতরাং চির দিন ক্ষুদ্র বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। পৃথিবীর দিক্ দিয়া দর্শন করাতেই ইহলোক পরলোক ও ইহকাল পরকালের ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ইহলোক, পরলোক, স্বর্গলোক সমস্তই এক ঈশ্বর। আমরা সকলে তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহকালে তাঁহাতেই অবস্থিত আছি, দেহান্তে পরকালেও তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিব। ইহলোকে যেমন তিনি পরমাশ্রয়, পরলোক ও স্বর্গলোকেও তেমনি। এক তাঁহারই কোলে থাকিয়া আত্মা এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা ও পবিত্রতাকে আশ্রয় করিয়া দেহান্তে জীবাত্মার জ্ঞানাদি বর্ত্তমান থাকে এবং ক্রমশঃ পরমাত্মার সঙ্গে বিবিধ ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ হইয়া উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়। বস্তুতঃ ভগবানের সঙ্গে আত্মার যখনই নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হয়, তখন ইহলোকে থাকিয়া ও আত্মা পরলোক ও স্বর্গলোকের অবস্থা অনুভব করিতে পারে।

ঈশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং পাপ পুণ্যের ফলাফলভোগী জীবাত্মা স্বয়ং। সুকৃতি দুষ্কৃতির দণ্ডপুরস্কারভোগ যদি ইহলোকে ইহকালে সমস্ত নিঃশেষিত না হয়, সম্মুখে অনন্তলোক অনন্তকাল প্রসারিত। ঈশ্বরের বিধান জীবাত্মাকে শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। পাপ পুণ্যের দণ্ডপুরস্কারভোগের অবস্থাই স্বর্গ ও নরক। শাস্ত্রেতে স্বর্গের যে প্রকার মনোমুগ্ধকর ও নরকের যে প্রকার ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ অজ্ঞ লোকদের জন্য। বাস্তবিক স্বর্গ নরক নামে মনোরম কি কলুষময় কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহা আত্মার দ্বিবিধ অবস্থাবিশেষ। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই মানবের স্বর্গবাস ও নরকবাস দুইই হয়। ঈশ্বরবিশ্বাসী যখন ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন শ্রবণে যুক্ত থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছানুগত হইয়া চলেন, তখন তিনি সংসারে থাকিয়াও স্বর্গবাসী, আর যাঁহার তদ্বিপরীত অবস্থা তিনি লোকান্তরিত হইলেও নরকযন্ত্রণা হইতে প্রমুক্ত নহেন

স্বর্গনরকের নানা কল্পিত বর্ণনার পর মূল কথা শাস্ত্র এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥

"মনের প্রীতকরই স্বর্গ, নরক তাহার বিপর্য্যয়। হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যেরই নরক ও স্বর্গ এই দুই আখ্যা।"

ভগবান্ নববিধান বিস্তার করিয়া সমস্ত নরনারীকেই স্বর্গাধিকারী করিয়াছেন। স্ত্রী পুত্র পরিবার বা সংসার কেহই স্বর্গবাসী হওয়ার প্রতিকূল নহে; প্রত্যুত সাহায্যকারী। প্রাচীন কালে স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া সাধকেরা স্বর্গগমনের জন্য প্রস্তুত হইতেন। কঠোর বৈরাগ্যে দেহ মন নিষ্পেষিত হইত। এখন নববিধানের নবীনযুগে এই ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি আর কেহই ধর্ম্মের অন্তরায় নহে, সহায়। ভক্তিবিহীন কঠোর বৈরাগ্যের স্থলে সভক্তি বৈরাগ্যের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র পরিবার ও গৃহবিত্তাদির মধ্যে ভগবানের লীলা দর্শন করিবার পথ নবীন ভক্তিযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধের প্রকৃত অর্থ—ঈশ্বরেতে গুরুজনদিগের স্থিতি দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করা। শাস্ত্রকারগণ পক্ষান্তে মাসান্তে বা বৎসরান্তে কেবল শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপ্রদান করেন নাই; শাস্ত্রেতে প্রাত্যহিক শ্রাদ্ধক্রিয়ার বিধি বর্ত্তমান। গৃহস্থ প্রতিদিন ভগবানে চিত্ত সমাধান করিয়া তাঁহারই মধ্যে পরলোকস্থ গুরুজন ও সমস্ত ঋষি মহাজনদিগকে দর্শন এবং সকলকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিবেন। বস্তুতঃ ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হইলে ইহপরলোকনিবাসী সমস্ত সাধু মহাজন ও পিতৃমাতৃকুলস্থ গুরুজনদিগের সঙ্গেও যোগ সংস্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ যতই সংঘটিত হইবে, ততই তাঁহাদের সঙ্গেও আমাদের আন্তরিক মিলনের সম্ভাবনা। এই যোগে যুক্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহপরলোকনিবাসী সমস্ত নরনারীর সঙ্গে আমরা একপরিবার ভুক্ত হইয়া স্থিতি করিতেছি। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক দিন হাজারীবাগে উপাসনা প্রার্থনা বক্তৃতাদি দ্বারা বিধানমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পুনরায় চাতরায় গমন করিয়াছেন।

ভাই বলদেব নারায়ণ এক্ষণে মধ্যভারতের স্থানে স্থানে নববিধান প্রচার করিতেছেন, তিনি কয়েক দিন নাগপুরে অবস্থান করিয়া এক্ষণে রাইপুরে গিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রচার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক আজও প্রাপ্ত হই নাই।

ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রতিপক্ষে নিয়মিত মত বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। গত বারে ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় "পরিপাকক্রিয়া" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সকল উপদেশ দ্বারা মহিলাগণের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে।

চন্দননগরনিবাসী স্বর্গগত যদুনাথ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী সুবাসনা ২২ এ নবেম্বর সোমবার বেলা ৩টার সময় স্বীয় শোকাতুরা জননী এবং পরিজনবর্গকে কাঁদাইয়া, হাসিতে হাসিতে হরি হরি বলিতে বলিতে নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বালিকাটী অতি ভাল ছিল।

উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ আচার্য্যের জন্ম দিবসে "কেশবচন্দ্র অপহারক" এই বিষয়ে যে অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুক মহোদয়গণ ২০ নং পটুয়াটোলা বাড়ীতে লোক পাঠাইলে পাইবেন।

বৎসর শেষ হইল। যাঁহারা অদ্যাবধি ধর্ম্মতত্ত্বের বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া অতি সত্বর স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। বৎসর শেষ হইয়া গেলেই মূল্য ৪৲ চারি টাকা দিতে হইবে, ইহা বোধ করি সকলের স্মরণ আছে।

ভাই দীননাথ মজুমদার শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শ্রীমান্ ভূপেনের রোগশয্যায় যাঁহারা সেবা করিয়াছেন, যাঁহারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সাহায্য করিয়াছেন, দেশ বিদেশ হইতে যে সকল আত্মীয় ও বন্ধু তাঁহার এই দারুণ শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জন্য আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন।

কয়েক জন প্রচারক এবং আট দশ জন উপাসক একত্র মিলিত হইয়া কয়েক মাসাবধি কলিকাতার বাড়ী বাড়ী সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা ও বক্তৃতা দ্বারা নববিধান প্রচার করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র যাহাতে সদ্ভাব বিস্তার হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন, দয়াময় ঈশ্বর ইহাঁদিগের সাধু চেষ্টা সফল করুন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর তাঁহারা পটুয়াটোলার ২০ নং বাড়ী হইতে যাত্রা করেন, আমরাগড়ীর প্রিয়ভ্রাতা শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও শ্রীমান্ নটবর রায় সংকীর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করেন। ইহাঁরা যে সকল বাড়ীতে গিয়াছেন সকল স্থানেই অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন।

আমরা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, এ বৎসর আচার্য্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে মফঃসলস্থ অনেক স্থানে বিশেষরূপে উপাসনা হইয়াছিল। লাহোরে ঐ উপলক্ষে যে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আগমন যে দয়াময় ঈশ্বরের কৃপাসম্ভূত এবং তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মজগৎ বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয়ে সত্যালোক ভাল করিয়া প্রজ্বলিত হউক আমরা এই প্রার্থনা করি।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩২ ভাগ।
২৪ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে সত্য, আমরা যদি তোমায় গ্রহণ না করি, তোমাতে আত্মসমর্পণ না করি, তোমার অনুসরণ না করি, বল তাহা হইলে আমরা অনন্ত জীবন কি প্রকারে লাভ করিব? তুমি নিত্য, তুমি অপরিবর্ত্তনীয়, তুমি সমুদায় পরিবর্ত্তন ও উন্নতির মূল, তোমাকে ছাড়িয়া জীবন অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উত্থান করিবে কি প্রকারে, উন্নতির পর উন্নতিলাভ করিয়া অনন্ত জীবনে অনন্ত সুখ সম্পদ্ ভোগ করিবে কিরূপে? তুমি তো আপনাকে আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখ নাই যে বলিব, তোমায় কি প্রকারে গ্রহণ করিব, তোমায় কি প্রকারে আত্মসমর্পণ করিব, কি প্রকারে তোমার অনুসরণ করিব? আমাদের জীবনপথে প্রতিনিয়ত তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিতেছে। তুমি নিত্য নিত্য জগতে জীবে আত্মাতে আত্মপ্রকাশ করিতেছ; এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তোমায় জানি না বলিয়া বিদায় করিয়া দি, তাহা হইলে বল আমাদের তুল্য আর কে ঘোর অপরাধী আছে? যত প্রকারের অপরাধ তন্মধ্যে তোমাকে অস্বীকার সর্ব্বাপেক্ষায় গুরুতর। প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোলে, প্রত্যেক আলোকসংঘাতে, প্রত্যেক নিমেষ উন্মেষে, প্রত্যেক চিন্তাতরঙ্গে, প্র... ব্যাপারে আমরা তোমায় জানিতেছি, তে র সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ হইতেছে, অথচ যদি বলি, হে সত্য, তুমি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন আছ, আমরা তোমার বিষয়ে কিছুই জানি না, তাহা হইলে কি জীবন অনৃতময় হইল না? প্রতিমুহূর্ত্ত তোমার সংস্পর্শ পাইয়াও কি আমরা তোমায় ভুলিয়া থাকিব? তুমি আমাদিগকে প্রতিদিন যাহা দিতেছ তাহা গ্রহণ করিব না? তোমার হস্ত হইতে যাহা প্রতিদিন পাইতেছি, তজ্জন্য আমরা, বল, তবে কৃতজ্ঞ হইব কি প্রকারে? যদি পাইয়া তোমাতে সর্ব্বথা আত্মসমর্পণ না করিলাম, তবে যে আর আমাদের অকৃতজ্ঞতার পরিসীমা থাকিল না। তুমি আমাদের কর্ণে কর্ণে যাহা বল, সে গুলি যদি আমরা জীবনে পালন না করি তাহা হইলে, বল, আমাদের আত্মবিশুদ্ধির উপায় কি? হে সত্য, হে নিত্যপ্রত্যক্ষ পরম দেব, তোমা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত হইতে দিও না; তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে যেন কখন আমাদের অনবধান না হয়; যেন তোমার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত না হই; তোমার অনুসরণ যেন আমাদিগের জীবনের নিত্যকৃত্য হয়। তুমি আমাদের এই সকল প্রার্থনা অবশ্য

পূর্ণ করিবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে আমরা বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

অভ্রান্তবাদের দোষের প্রতিপ্রসব।

যেখানে আদেশবাদ, সেখানেই অভ্রান্তবাদ। এ দুই এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে একটিকে ছাড়িয়া আর একটি কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। আমি যাহা ঈশ্বরের মুখে শুনিলাম, অপরের কথায় তৎপ্রতি আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না, যদি করি তাহা হইলে ঈশ্বরকে অবমাননা করা হয়, তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অনেক ব্যক্তি আদেশবাদকে এজন্যই ভয় করিয়া থাকেন, এবং আদেশবাদীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করা বড়ই কঠিন, পদে পদে অনুভব করেন। আদেশবাদী যদি এক বার বিশ্বাস করিলেন, তিনিই কেবল আদেশ পান, তাঁহার সঙ্গী বা প্রতিবেশী আর কেহ আদেশ পান না, তাহা হইলে ঘোর বিপদ উপস্থিত; কেন না যাঁহারা আদেশ পান না তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য, ঈশ্বরের নামে তিনি তাঁহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিবেন, এই তাঁহার নিয়তি তিনি মনে করেন। এরূপ মনে করেন বলিয়া তিনি একটু বল প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, কেন না তিনি বিশ্বাস করেন যাহাদিগের উপরে বল প্রকাশ হইতেছে, তাহাদিগের তদ্দ্বারা কল্যাণ হইবে। অবোধ শিশু যদি মাতা পিতার উচ্চ জ্ঞান দ্বারা চালিত না হয়, তাহা হইলে কি কখন সে জীবন ধারণ করিতে পারে? অধ্যাত্মরাজ্যে তিনি যাঁহাদিগকে শিশু মনে করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি যে শীঘ্রই শিষ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং আপনি গুরু হইয়া বসিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আদেশবাদ নির্দ্দোষ;—নির্দ্দোষ কেন ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। ঈশ্বর প্রতিজীবের জীবনপথের পথপ্রদর্শক যদি না হন, তাহা হইলে তাঁহাতেও আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমাদের জীবনও অতিহেয় এবং অকিঞ্চিৎকর। আদেশের নামে যদি কেহ ভ্রান্তি পোষণ করেন, তাহা হইলে সে ভ্রান্তি নিবারণের উপায় কি, ইহাই নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। পাছে বা ভ্রান্তি হয় এই ভয়ে ঈশ্বরের সহিত মানবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলা কখন সমুচিত নয়। বুদ্ধির ভিতর দিয়া বিবেকের প্রথম ঈষৎ আলোকাগম হইতে উহার অতীব উজ্জ্বলতা, আমরা আদেশবাদের অন্তর্ভূত করিয়া লইতে প্রস্তুত, তথাপি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হইবেন, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। যে ধর্ম্মে বাহিরের শাস্ত্রাদির উপরে নির্ভর নাই, সে ধর্ম্মে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পরিচালনা বিনা গত্যন্তর কি? যদি অপর সকলকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রত্যাদিষ্ট মনে করেন, তিনি যে অল্প দিনের মধ্যে ঘোর ভ্রান্তিতে নিপতিত হইবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক বার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইলে সে ভ্রান্তি হইতে আর আপনাকে মুক্ত করা বড়ই দুর্ঘট। যিনি যত বড় হউন না কেন, যদি এক বার তিনি প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন, এবং সেই প্রতিষ্ঠার প্রতি নিজের দৃষ্টি পড়িল, তাহাহইলে সেই প্রতিষ্ঠারক্ষার প্রযত্ন কোথায় যে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। আপনার দোষ অপূর্ণতার দিকে যাহার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ নয়, আদেশবাদে তাহার সমূহ বিপদ্। আমি কিছুই নই, এ জ্ঞান উজ্জ্বল না থাকিলে আদেশাবতরণের অবকাশ থাকে না। সে জ্ঞান নাই, অথচ ক্রমান্বয়ে আদেশের কথা বলা হইতেছে, এরূপ স্থলে সে ব্যক্তির জীবনে অবশ্য কোথাও ব্যতিক্রম আছে। আদেশে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তির নিকটে আদেশ আসিবার শত দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। তিনি যে কেবল আপনার আত্মার ভিতরেই আদেশ শ্রবণ করিয়া থাকেন

তাহা নহে, তিনি সর্ব্বদা আত্মার কর্ণ জাগ্রৎ রাখিয়াছেন, কখন কোথা হইতে ঈশ্বরের আদেশ আসিবে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। যে সকল স্থল হইতে আদেশ আসিবে, তৎসন্নিধানে আপনাকে চিরপ্রণত রাখা আদেশবিশ্বাসীর পক্ষে প্রয়োজন; অন্যথা সে সকলের দ্বার তাঁহার নিকটে অবরুদ্ধ হইবে। আদেশবাদী অহঙ্কৃত হইবেন, অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন বা আদেশপ্রাপ্তির অযোগ্যভূমি মনে করিবেন, ইহা এক কালে অসম্ভব। যেখানে এরূপ ভাব আছে, জানিতে হইবে সেখানে আদেশবাদ স্থান পায় নাই।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতেই অভ্রান্তবাদের দোষের প্রতিপ্রসব ঘটিতেছে। অপ্রকৃত আদেশবাদের লক্ষণ আত্মাভিমান। আমি আদেশ পাই, আর কেহ আদেশ পায় না, অতএব আমি তাহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ, আমি তাহাদের শিষ্য হইব না, তাহারা আমার শিষ্য হইবে, এ আত্মাভিমানের এই প্রকৃতি। এ ব্যক্তি শিষ্যপ্রকৃতিশূন্য, শিক্ষাগ্রহণে নহে, শিক্ষাদানে ইঁহার ব্যগ্রতা। তিনি যাঁহাদের সঙ্গে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার নিকটে পরমগুরুর মুখ নহেন, তিনি আপনি একমাত্র পরমগুরুর মুখ। তাঁহার মুখে সকলকে পরমগুরুর কথা শুনিতে হইবে, যদি না শুনে তবে তাহাদের সদ্গতি নাই; তিনি স্বয়ং আবার সে সকল ব্যক্তির মুখ হইতে স্বর্গের সংবাদ শুনিবেন কেন? তিনি এক জন প্রত্যাদিষ্ট, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির অযোগ্য ব্যক্তিগণকে স্বর্গের সংবাদ শুনাইবার জন্য তিনি নিযুক্ত। যিনি প্রকৃত ভাবে প্রত্যাদিষ্ট তাঁহার এরূপ ভাব নহে, তিনি বলেন, "শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল।...শিক্ষা করিয়াছি, শিক্ষা করিতেছি, প্রবল কামনা আছে চিরকালই শিক্ষা করিব। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন সময়ে শিক্ষা করিয়া থাকি, সম্পদ্ বিপদে ধর্ম্মগ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করি। প্রাণিমাত্রই আমার গুরু, বস্তুমাত্রই আমার শিক্ষক, মনুষ্য প্রকৃতির নিকটেও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি।...শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা কখনও মনে আসে নাই! যখন পড়িয়াছি, তখন এ ভাব মনে হয় নাই, যখন পড়াইয়াছি, তখনও হয় নাই। যখন শিখিয়াছি তখন আমি শিষ্য যখন শিখাইয়াছি, তখনও আমি শিষ্য। পাঁচ জনের সঙ্গে সাধন করিয়া তত্ত্ব সঞ্চয় করি; সত্যরত্ন পাইলেই আহ্লাদ হয়।...জানিয়া শেষ করা হইল না, সেই জন্যই আপনাকে ধিক্কার করি, যাই ধিক্কার করি, অমনই সত্য শিক্ষা করি।...'দান' আমার মূল মন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম।...সত্য আসিয়া জগতে যায়; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে; চারিগুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়; শতগুণ হইয়া আবার আসে। মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ...চিরদিনই শিখিব এই কামনা, যে কেহ হউক না, তাহারই নিকটে শিখিতে ইচ্ছা হয়। সামান্য গায়ক দেখিলে তারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভাল বাসি।...যে কোন লোক হউক, নূতন কথা বলিতে আসে মনে করি, যে কোন প্রকারে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া না দিয়া চলিয়া যায় নাই।"

এ সকল কথা পড়িয়া মনে হয়, শিষ্যের ন্যায় সকলের পদতলে প্রণত হইয়া না থাকিলে, কখন পরমগুরুর কথা শ্রবণে অধিকার জন্মে না। এক জন গুরু বা এক জন শিক্ষক—সত্যধর্ম্ম কখন স্বীকার করে না। যদি গুরু বা শিক্ষক মানিতে হয়, তাহা হইলে পরমগুরুর আত্মপ্রকাশের স্থল সমুদায় জগৎ ও জীবকে গুরু বা শিক্ষক বলিয়া মানিতে হইবে। যদি কেহ বলেন, আমি অমুক কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত, সে বিষয়ে সকলকে আমার কথা শুনিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আমি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না, তাহা হইলে তাঁহার বল-

প্রকাশ করিলে চলিবে না, চিৎকার করিয়া আপনার অধিকার জ্ঞাপন করিবার যত্নে বিপরীত ফলই ফলিবে। গ্রহণও যখন ঈশ্বরপ্রেরণা বিনা সবস্তপর নহে, তখন তাঁহার অধীরতা প্রকাশ করিয়া কি লাভ? অপিচ যিনি আপনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন, তিনি অপরকে গ্রহণ করাইবেন, ইহা কি সম্ভব? তিনি যদি নিয়ত আপনাতেই নিবিষ্ট থাকেন, তাঁহার প্রত্যাদেশ বা শিক্ষালাভের ভূমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইবে, এবং তিনি বিবিধ ভ্রমে নিপতিত হইবেন। মানুষের জ্ঞানাদি যখন সীমাবিশিষ্ট, তখন সহসাধক, সহবাসী, প্রতিবেশী, এবং জ্ঞানিগণের সঙ্গে একাত্মা না হইয়া তাঁহার ভ্রমবারণ হইবে কি প্রকারে? আদেশবিশ্বাসের সঙ্গে শিষ্যপ্রকৃতি মিলিত না হইলে কখন ভ্রম নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অভ্রান্তবাদের দোষের প্রতিপ্রসব শিষ্যপ্রকৃতি, ইহা আদেশবাদিমাত্রের জানা থাকা উচিত।

এক সত্যে সমস্ত সাধন।

সাধনের বিষয় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন, অন্যথা সমগ্র প্রযত্ন একাগ্রভাবে কখনই নিয়োগ করিতে পারা যায় না। যখনি কোন বিষয় সাধন করিতে হইবে, তখনি তাহাকে সংক্ষেপাকার দান করিতে হইবে, ইহা নিয়ত আমাদের স্মরণে রাখা সমুচিত। বিবিধ অবস্থানুসারে বিবিধ প্রকারের সাধন প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমুদায় সাধনের একটি সংক্ষিপ্ত মূল আছে, সে সাধনে কৃতকৃত্য না হইলে কোন সাধনেই কৃতকৃত্য হইতে পারা যায় না। সেই সংক্ষিপ্ত মূলটি কি, আমারা তাহার নির্দ্দেশ করিতে আজ প্রবৃত্ত। সত্য সমুদায় সাধনের মূল আমরা বিশ্বাস করি। সত্য যদি সাধনের মূল হইল তাহা হইলে সত্য কি তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা সৎ, যাহা স্থায়ী, যাহা সমুদায়ের মূল তাহাই সত্য। যাহা এই আছে, এই নাই, নিয়ত পরিবর্ত্তনের অধীন তাহা অসৎ, অস্থায়ী, আত্মার অবিষয়। সৎ কি? স্থায়ী কি? যাহা অবলম্বন করিয়া সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ঘটিতেছে। জগৎ ও জীবসম্বন্ধে সেই সৎ স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং সকল সাধনের অগ্রে সত্য বা সত্যস্বরূপে বিশ্বাস।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং ন হি॥

সত্যস্বরূপ ক্রমান্বয়ে সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সেই আত্মপ্রকাশ সমুদায় সাধনের মূল। আমারা যাহা বলিলাম তাহার ভাব পরিগ্রহ করা সকলের পক্ষে সহজ হইল না, সুতরাং আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটিকে একটু ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইতে যত্ন করা যাউক। প্রথমতঃ বিবেচনা করা উচিত আত্মপ্রকাশ কি? সত্যস্বরূপ বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট, জগতে তাঁহার বিচিত্রশক্তির ক্রিয়া নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল ক্রিয়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মপ্রকাশ হইতেছে। এইরূপে প্রকাশিত ক্রিয়া মিথ্যা নহে সত্য; সুতরাং সেই ক্রিয়াসমূহের যথাযথ অনুসরণ সত্যের অনুসরণ। আমাদের চারিদিকে এবং দেহে যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহার আমরা বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না, বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমাদের তজ্জন্য নিশ্চয় দণ্ডভাজন হইতে হইবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আমাদের দৈহিক ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত, স্বয়ং সত্যস্বরূপ এই সমুদায় যথাসময়ে আত্মশক্তিযোগে আমাদিগের নিকটে অভিব্যক্ত করিতেছেন। যদি সেই অভিব্যক্তির আমরা অবমাননা করি, তজ্জন্য দণ্ড অপরিহার্য্য। জগতে বিচিত্রশক্তির ক্রিয়াপ্রকাশে সত্যস্বরূপের আত্মপ্রকাশ বিজ্ঞানের অধিকারভুক্ত। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিয়া আত্মার নিকটে আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যে তাঁহার আত্মপ্রকাশ হয় সাধনের সহায়ার্থ আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

আমরা এ সংসারে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সকল সম্বন্ধ জন্য আমাদিগকে বিবিধ প্রকারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কার্য্য না করিয়া আমরা যে জড়বৎ অবস্থান করিব, তাহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কতকগুলি কার্য্য আত্মসম্বন্ধে, কতকগুলি কার্য্য পরসম্বন্ধে আছে। কার্য্যের ভূমি এত দূর বিস্তৃত যে, কোন্ সময়ে কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি অকরণীয় আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি না। গতানুগতিক ভাবে আমরা কার্য্য করিয়া যাইতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে কি না, আমরা কিছুই জানি না। অন্ধভাবে কার্য্য করিতে গিয়া দেখিতেছি, দুঃখ, ক্লেশ, পাপ, যাতনা অনেক সময়ে সেই কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অনেক সময়ে অনেক কার্য্য করিয়া আমাদিগকে পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হইতেছে। এই সকল কার্য্যের মূলে সত্যস্বরূপের বিচিত্র শক্তি বিদ্যমান সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানে সেই বিচিত্র শক্তির অভিপ্রায় এবং অনভিপ্রায় প্রকাশও আছে। যাঁহারা সেই অভিপ্রায় বা অনভিপ্রায়ের অনুসরণ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হন, তাঁহারা সত্যকে অনুবর্ত্তন করিতেছেন, কেন না অভিপ্রায় বা অনভিপ্রায় সেই সত্যস্বরূপের আত্মপ্রকাশ। আমি যখন কোন বিষয়ে অভিপ্রায় বা অনভিপ্রায় প্রকাশ করি, তখন তদ্দ্বারা কি আমি আমাকেই ব্যক্ত করি না। এই অভিপ্রায় বা অনভিপ্রায় প্রকাশ দ্বারা যে আত্মপ্রকাশ, তাহার সংক্ষিপ্ত নাম বিবেক।

কর্ত্তব্যের ভূমি হইতে যখন আমরা আরও উচ্চে আরোহণ করি, তখন সত্যস্বরূপের সহিত আমাদের আরও নিকট সম্বন্ধ হইয়া পড়ে। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিয়া আত্মসম্বন্ধে ও পরসম্বন্ধে কার্য্যসকলের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে আমাদিগের কৃতার্থতা যৎসামান্য নহে, কিন্তু যখন তিনি আত্মার পরম প্রেমাস্পদ হইয়া নব নব সত্য আমাদিগের আত্মার উন্নতি জন্য প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন সে সকলের অনুসরণে আমাদের আত্মার কৃতকৃত্যতার আর অবধি থাকে না। এই সকল সত্য আমাদিগের দৈনিকজীবনের পরিচালন জন্য তখন প্রয়োজন সাধন না করিলেও অনন্ত জীবনসম্বন্ধে তাহাদের অত্যন্ত উপযোগিতা। সুতরাং অনন্তকাল স্থায়ী জীবসম্বন্ধে ঐ সকল অবশ্য অনুসর্ত্তব্য। সে সকলের অনুসরণ না করিলে আমাদিগের দেবত্বলাভের সম্ভাবনা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। পশু বা সামান্য মানুষের মত জীবন ধারণ করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই, এ কথায় যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি এই সকল উচ্চতম সত্যের প্রতি কখন উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই সকল সত্য সত্যস্বরূপের গভীরতম ভাবের অভিব্যঞ্জক, সুতরাং সেই সকলের অনুসরণে তৎসহ মানবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপস্থিত হয়।

সত্যসম্বন্ধে এই তিনটি ব্যাপার দ্বারা এক সত্যে সমস্ত সাধন নিষ্পন্ন হয়। (১) সত্য গ্রহণ, (২) সত্যে আত্মসমর্পণ, (৩) সত্য পালন। আমরা নিয়ত সত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। প্রাচীন কাল হইতে বহু সত্য ধারাবাহিক ক্রমে যেরূপ আমাদিগের নিকটে উপস্থিত, তেমনি প্রতিদিন নব নব সত্য আমাদিগের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ সংসারে কেহ এ কথা বলিতে পারেন না, সত্যের অভাববশতঃ তাঁহার জীবন গঠিত হইতে পারিতেছে না। সত্য থাকিলে কি হয়? মানুষ যদি সত্যগ্রহণ না করিল, সত্যের প্রতি আদর না করিল, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে সে সত্য থাকিয়াও নাই হইল। সত্যের প্রতি সমাদর বিনা কি কেউ কখন সত্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়? পশুজীবন সত্যগ্রহণে বিমুখ? যেখানে সত্যের প্রতি সমাদর নাই, বুঝিতে হইবে সেখানে পশুজীবন অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এই পশুজীবনকে নির্জ্জিত কর, উহার সকল প্রকারের আধিপত্য খণ্ডন কর, দেখিবে সত্যের প্রতি তোমার মন

সহজেই আকৃষ্ট হইবে। সত্যগ্রহণে জ্ঞান লাভ হইল; এখন যদি সেই সত্য তোমার সমগ্র জীবন অধিকার না করে, সত্যের নিকটে তুমি আত্মসমর্পণ করিতে না পার, সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে তুমি প্রস্তুত না হও, তাহা হইলে তোমাতে প্রেম-সঞ্চার হইবে কি প্রকারে? অধীনতা বিনা প্রেম হয় না, এ অধীনতা যদি অসত্যের প্রতি হয়, তাহা হইলে উহা আত্মবিনাশের হেতু। ধনের জন্য, মানের জন্য, সাংসারিক সুখের প্রত্যাশায় যে অধীনতা, সে অধীনতাকে কেহ প্রেমনামে আখ্যাত করে না, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে লোকে যাহার প্রেম নাম দেয়, তাহার মূলে এই নীচ হেয় অধীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতিসম্বন্ধের সঙ্গে যে সত্য সংযুক্ত রহিয়াছে, তদধীনতা কয় জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল, প্রতিসম্বন্ধের সহিত আবার সত্যের সম্বন্ধ থাকিবে কি প্রকারে? এরূপ প্রশ্ন দেখাইয়া দেয় এখনও অন্তশ্চক্ষুর মালিন্য তিরোহিত হয় নাই। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধানুসারে তাহার সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া যে ব্যক্তি নিয়ত বিবেকের নিদেশ শ্রবণ করে না, সে প্রতিসম্বন্ধের সহিত সত্যের যোগ বুঝিবে কি প্রকারে? 'বিবেকের নিদেশ' এ কথার অর্থ কি? সত্যস্বরূপের অভিপ্রায় প্রকাশ। কাহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার তাঁহার অভিপ্রেত, ইহা যদি বুঝিতে না পারিলাম, তাহা হইলে সত্যাধীন হইব কি প্রকারে? সত্যাধীন, অন্য কথায় সত্যে আত্মসমর্পণ না হইলে হৃদয়ে প্রেমের অভ্যুদয় একান্ত অসম্ভব। সত্যাধীন হইলেই জীবনে সত্য পালন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সত্য পালন করিতে গিয়া সেবা উপস্থিত হয়। এই সেবাতেই পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম ভাল করিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, এক সত্য আশ্রয় করিয়া জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য তিনই লাভ হয়। ইহাই কি পূর্ণ সাধন নহে? পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাঁহারা জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সমগ্র জীবনে তৎসাধনে কৃতকৃত্য হইবেন কি না, সন্দেহ। সত্যে যদি চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয়, সত্য যদি জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, সত্য যদি জীবনের একমাত্র পরিচালক হয়, তাহা হইলে সত্যেতে যাহা কিছু আছে, আমাদের আত্মাতে উহা সংক্রামিত হইবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম। সত্যমধ্যে জ্ঞান প্রেম পুণ্য আছে এবং এই সকলের সহিত শক্তি সংযুক্ত রহিয়াছে। সত্য সাধনে যতই জ্ঞান প্রেম পুণ্য সাধকে সংক্রামিত হয়, ততই দুর্ব্বলতা নিরুৎসাহ [illegible] ঔদাসীন্য তিরোহিত হইয়া জীবনে শক্তিমত্তা উৎসাহ উদ্যম প্রকাশ পায়। আমরা যাহা বলিলাম তাহা সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার ব্যাপার। সুতরাং আর অধিক কিছু না বলিয়া আমরা যাহা বলিলাম তাহা সাধনদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

বিবেক ও প্রেম।

বিবেক—সূর্য্য, প্রেম—চন্দ্র; যদি আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করি তাহা হইলে মনে হয় বিবেক ও প্রেম এ উভয়ের কি প্রকার সম্বন্ধ কতকটা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বিবেক ও প্রেম, এ উভয়ের জীবনে ক্রিয়াপ্রকাশ এমনই বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয় যে, এ দুই যে নিত্য অবিরোধী কিছুতেই মনে করিতে পারা যায় না। সূর্য্য ও চন্দ্রের উপমা গ্রহণ করিলে পার্থক্য ও অবিরোধিত্ব দুইই স্ফুট হইবার সম্ভাবনা।

বিবেক কি, ইহা আমরা আর কতবার বলিব। জীব ও ব্রহ্ম সত্তাতে অভিন্নভাবে স্থিত, সত্তাতে উভয়ের পার্থক্য অবধারণ অসম্ভব। যখন জীব পাপতাপে অধীর হইয়া ক্রন্দন করে, তখন সেই অভিন্ন সত্তা ভেদ করিয়া এই গম্ভীর বাণী উত্থিত হয় 'আমি আছি', ভয় কি? অপৃথক্ সত্তাকে সেই বাণী পৃথক্ বুঝাইয়া দেয়, সেই জন্য উঁহার নাম

বিবেক। বিবেক ঈশ্বরের বাণী, বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর। বিবেকের সহিত সূর্য্যের উপমা কেন দিতেছি? ইনি ঘোর অন্ধকারের ভিতর আলোক। যখন পথ ঘাট কিছুই দেখিতে না পাইয়া করযোড়ে প্রার্থনা করি, "অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও," তখন বিবেকসূর্য্য প্রকাশিত হইয়া পথ ঘাট দেখাইয়া দেন, আমরা সেই পথে চলিয়া অনায়াসে নিরাপদে শান্তি-উপকূলে গিয়া উপনীত হই। এই সূর্য্যের আলোকে যখন আমাদের হৃদয় আলোকিত হয় তখন উহা শুভ্র কিরণরাজিতে অতীব শোভি[illegible]। বিবেকের আলোক বিনা হৃদয় অন্ধকারময়, উহার নিজের কোন আলোক নাই, এজন্য বিবেকালোকবিবর্জ্জিত হৃদয় নরনারীকে বিপথে লইয়া যায়। যখন বিবেকসূর্য্যের আলোক হৃদয়ে নিপতিত হয়, তখন উহা চন্দ্রপ্রতিম হইয়া উঠে। বিবেকের তীব্র কিরণ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইলে উহা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না হইয়া সকলের উত্তপ্ত চিত্ত সুশীতল করে। এই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময় হৃদয় তখন প্রেম নামে অভিহিত হয়।

বিবেক স্বাধীনতা অর্পণ করে। বিবেকী ব্যক্তি কোন প্রকার প্রবৃত্তি বাসনার অধীনতা স্বীকার করেন না, তিনি পূর্ণ স্বাধীন। হৃদয়সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না, অধীনতা উহার প্রাণ। হৃদয় কিছু না কিছু অধীন হইবেই হইবে। যখন উহা প্রবৃত্তি বাসনাদির অধীন হয়, তখন উহা শোক তাপ মোহ পাপে নিপতিত হয়, কিন্তু যখন বিবেকালোকে আলোকিত হইয়া সত্যদর্শনে সমর্থ হয়, তখন উহা সত্যাধীন হইয়া প্রেম পুণ্য শান্তি চারিদিকে বিস্তার করে। হৃদয়ের এই সত্যাধীনতা অপরজনগণসম্বন্ধে মঙ্গলাধীনতারূপে প্রতিভাত হয়; কেন না নরনারীসম্বন্ধে সত্য তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল কি দেখাইয়া দেয়। সুতরাং এ স্থলে সত্যাধীনতা এবং মঙ্গলাধীনতা উভয়ই এক কথা। স্বাধীনতার্পক বিবেক এবং অধীনতার্পক প্রেম বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও পরস্পর বিরুদ্ধ সামগ্রী বলিতে পারা যায় না। সূর্য্য তেজোময়, চন্দ্র অন্ধকারময়, অথচ সূর্য্যপ্রভার অপূর্ব্ব কান্তি চন্দ্রে উহা প্রবিষ্ট না হইলে কখন প্রকাশ পায় না। বিবেকের তেজ অসহ্য, কিন্তু প্রেম সেই তেজ আত্মস্থ করিয়া উহাতে এমনই কান্তি বর্দ্ধিত করে যে সকলের মন তদ্দ্বারা তর্পিত হয়। বিবেক সত্য মঙ্গল দেখাইয়া দেয়, প্রেম সত্য মঙ্গল কার্য্যতঃ অনুসরণ করে, সুতরাং উভয়ের বিষয়ের ঐক্যে বিরুদ্ধ ভাব অসম্ভব। এক সত্যমঙ্গলময় পুরুষ দুই ভাবে আপনাকে জীবের নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং বিবেক ও প্রেমে বিরোধ একান্ত অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন এই, বিবেক ও প্রেম যদি এইরূপ অবিরুদ্ধসামগ্রীমধ্যে গণ্য এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ, তাহা হইলে এক ব্যক্তিতে যুগপৎ এ উভয়ের প্রকাশ কেন দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন ব্যক্তিতে বিবেকের এবং কোন কোন ব্যক্তিতে প্রেমের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়; দুইয়ের একত্র সমাবেশ কদাচিৎ হইয়া থাকে। বিবেক দ্বারা কল্যাণ প্রদর্শিত হয় এবং সেই কল্যাণ নরনারীর ব্যবহার নিয়মিত করে, এজন্য বিবেকের অন্তর্ভূত কল্যাণরূপী প্রেম নিয়ত বিদ্যমান। তবে বিবেকিত্ব সকলের সমান নহে, এজন্য তাঁহাদিগেতে বিবেকের প্রকাশাপেক্ষা প্রেমের প্রকাশ অল্প। প্রেম যেখানে প্রবল, সেখানে তৎসহ কর্ত্তব্যপালনও স্বাভাবিক হয়, সুতরাং অলক্ষিত ভাবে বিবেকের ক্রিয়া তন্মধ্যে থাকে। বিবেকের ক্রিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিলে প্রেমও দিন দিন ক্ষয় হয়, এমন কি পরিশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবেক ও প্রেম, এ দুই সমভাবে যে ব্যক্তিতে পরিস্ফুট, সে ব্যক্তির জীবনের উন্নতি কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না। প্রত্যেক নববিধানবাদীর এজন্যই উচিত যে বিবেক ও প্রেম, এ দুইয়ের প্রতি সমান সমাদর তাঁহারা জীবনে রক্ষা করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

জিজ্ঞাসা করি, তোমার জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্ন আছে কি না? তুমি সংসারে জীবন ধারণ করিতেছ কেন? পান ভোজন আমোদ করিয়া জীবন কাটাইলে, বল, তাহাতে তোমার কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? তুমি কি রক্ত ও মাংসমাত্র? তুমি না চিদাত্মা? যদি তুমি চিদাত্মা হও, তাহা হইলে পান ভোজন আমোদ তোমার চিদাত্মার পুষ্টিবর্দ্ধনে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? চিৎ বিনা অন্য উপায়ে চিৎ কি কখন পরিপুষ্ট হয়? সাধুসঙ্গ, সদালাপ, জ্ঞানিগণের জ্ঞানোপদেশ, নির্জ্জনে গ্রন্থাবলম্বনে বিবিধ জ্ঞানিগণের সঙ্গে আলাপ, আত্মচিন্তা ইত্যাদি অন্নপান বিনা তোমার আত্মার কিছুতেই হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। দেখিও এ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যেন তুমি আত্মবিনাশ না কর।

তুমি কি মনে করিতেছ, পৃথিবীতে যে কোন প্রকারে জীবন যাপন করিলেই তুমি আপনার হিতসাধন করিলে? আত্মজীবনের কত দায়িত্ব বুঝিতেছনা, তাই তুমি উহাকে ফেলাইয়া ছড়াইয়া কাটাইতেছ? তোমাকে যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনি যদি তোমার জীবনকে অতি মূল্যবান্ মনে না করিতেন, তাহা হইলে উহার জন্য এত আয়োজন করিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি যে আয়োজন দেখিতেছ, এতো কিছুই নয়, ইহা ছাড়া আরও কত যে কি আয়োজন তিনি করিয়া রাখিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা কাহারও বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই। তোমার যদি একটু সামান্য জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পার, এ জীবনের ভার তুমি যাহার তাহার হাতে দিতে পার না। যদি দাও তোমার দুঃখ, বল, কে নিবারণ করিবে? তোমার জীবনের জীবন যিনি তিনি বিনা কে আর তোমার জীবনের ভার গ্রহণ করিবে? তাঁহার হাতে জীবন অর্পণ কর, তিনি তোমায় জ্ঞান দিবেন, প্রেম দিবেন, পুণ্য দিবেন এবং সেই সেই অবস্থায় স্থাপন করিবেন যাহাতে তোমার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য বৃদ্ধি হয়।

দেখিতেছি, তোমার একটি বিষয়ে নিতান্ত অরুচি। এত অরুচি যে তাহার কথা তুমি কর্ণে শুনিতে অনিচ্ছুক। বল, এটি বিনা কাহারও কি ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়াছে? যদি বল, আমি ধর্ম্মজীবন কি বুঝি না; আমি সামান্য জীবন যাপন করিতে চাই। তোমার সামান্য জীবনও তাহার সাহায্য বিনা এক দিনও সুখী হইবে না। তুমি জান, যাঁহারা সন্ন্যাসী বৈরাগী, তাঁহাদের বৈরাগ্য অপেক্ষা সামান্য সংসারিগণের বৈরাগ্য (কষ্টবহন) অধিক। সংসারসুখনিরপেক্ষ সংসারী সন্ন্যাসিগণের সংসারসম্বন্ধে ক্ষতি বৃদ্ধিতে কিছু আসে যায় না কেন না তাঁহাদের সুখ সংসার ছাড়া অন্যত্র। সংসারী সকল কেবল অন্নপানাদির সুখই জানে। প্রতিদিন সে সুখে কত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাই তাহাদের মন নিয়ত অপ্রসন্ন। তুমি মনে করিতেছ, আমিতো আর সংসারীদের মত অন্নপানাদির স্বচ্ছন্দ্য চাই না; আমি যে অল্পেতে সন্তুষ্ট। মানিলাম আজ তুমি অল্পেতে সন্তুষ্ট, কিন্তু তুমি যদি বৈরাগ্য (ঈশ্বরে নির্ভরবশতঃ অন্নপানাদিবিষয়ে চিন্তাত্যাগ) সাধন না কর, সময় আসিতেছে, যে সময়ে আর তুমি অল্পে সন্তুষ্টি রাখিতে পারিবে না, অথচ যাহা চাও তাহা না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া তোমায় জীবন যাপন করিতে হইবে।

উপাসনাশ্রম।

বিশ্বাস।

২১ শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, [illegible] শক।

হে সাধকমণ্ডলী, পবিত্রাত্মার প্রেরণায় নববিধান জীবনে, পরিবারে, জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনারা আপনাদিগকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এ কার্য্য সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাস প্রয়োজন। বিশ্বাস ভিন্ন কিছুই হয় না। আর সকলই যদি থাকে এক বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে এই বিশ্বাসের অভাবে সে সমুদায় কিছুই কার্য্যকর হয় না। বিশ্বাস আছে কি না, তাহা পরীক্ষাকালে প্রমাণিত হয়। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানগণকে পরীক্ষা করেন। বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, জগতের নিকটে বিশ্বাসের পরিচয় হয় না, এজন্যই মনে হয়, বিশ্বাসীকে পরীক্ষা দিতে হয়। যিহুদিশ্রেষ্ঠ এব্রাহিম বিশ্বাসিগণের অগ্রগণ্য। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান কত আদরের, সেই সন্তানকে বলিদানের জন্য তিনি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন। ঈশ্বর এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে কেন আদেশ দিলেন, এ প্রশ্ন এখন বৃথা। বিশ্বাসীর আসক্তির বিষয় হরণ করা তাঁহার চিরস্বভাব, এস্থলে তিনি হরণ করিয়াও হরণ করেন নাই। এব্রাহিম কি তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সন্তানের প্রতি আপনার আসক্তি বুঝিতে পারেন নাই? যখন ঈশ্বর সে আসক্তির বস্তুটি চাহিলেন, তখন কি আর তিনি বিশ্বাসী হইয়া অস্বীকার করিতে পারেন? তিনি সমুদায় আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার প্রিয় সন্তানকে বলি অর্পণ করিবার সমুদায় আয়োজন করিলেন। সন্তানের প্রাণবধ নিবারিত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্বাস জয়যুক্ত হইল। সাধকমণ্ডলীর সর্ব্বাগ্রে এব্রাহিমের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইতে হইবে, অন্যথা তাঁহারা যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, সে ব্রতসাধনে কখন কৃতার্থ হইবেন না।

সাধকগণকে কি করিতে হইবে, অদ্যকার কথিত প্রার্থনা তাহা বলিয়া দিতেছে। "দলের বিধানের একটি বিধি যে অস্বীকার করিবে, সন্দেহ করিবে, সে খুব শাস্তি পাবে। পাপীর অনুতাপ শীঘ্র হবে, কিন্তু হাড় শক্ত অহঙ্কারী বিধিঅবিশ্বাসী, এরা আপনারা ডুবিল, নরকের আগুনে শীঘ্র এ পাপ পোড়াতে

পারে না।" "এই দলকে পূরো বিশ্বাস করিব যে, প্রত্যেকে ভগবানের প্রেরিত।" এবার বিধানের বিধি মধ্যে যত সকল বিধান হইয়া গিয়াছে, তাহা অন্তর্ভূত। নব বিধি যখন সকল পূর্ব্বাপর বিধিকে ইহার অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন, তখন সকল বিধিই আমাদের বিধি। ঈশ্বর একবার যাঁহাদের সঙ্গে যে বিষয়ে কথা কহিয়াছেন, সে কথা বিধিতে পরিণত হইয়াছে, সে বিধি কি আমরা কখন অগ্রাহ্য করিতে পারি? বেদ কোরাণ বাইবেল ললিতবিস্তর কিছুই আমাদের নিকট অমান্য নয়। আমরা সকলেরই মান্য করি। সে সব পুরাতন বিধি বলিয়া আমাদের আদরের সামগ্রী নহে, কিন্তু আমাদের বিধানের ঈশ্বর সেগুলিকে আমাদের নিকটে নূতন ভাবে আনিয়া উপস্থিত করেন, তাই আমাদের তৎপ্রতি সম্ভ্রম। আমরা বেদও বুঝি না, ললিতবিস্তরও বুঝি না, বাইবেল [illegible] কোরাণও বুঝি না। তাহার কোন্ গুলি লইতে হইবে, কোন্ গুলি সে কালের জন্য ছিল একালের জন্য নয়, আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমাদের ঈশ্বর আমাদিগকে কি গ্রহণ করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। তিনি কোন্ কথাগুলি বলিয়াছেন যাহা চির দিনের জন্য মনুষ্য সমাজের অবশ্যপ্রাতিপাল্য তাহা তিনি আমাদিগকে নূতন করিয়া বুঝাইতেছেন। সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকে ভূতকালের অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া যাহা তাহা গ্রহণ করিতেছেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই নাই, আমাদের নিকটে ভূতও বর্ত্তমান; কেন না স্বয়ং ঈশ্বর সে সকল নবভাবে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত না করিলে আমাদের নিকটে সে সকল বিধি বিধিই নয়। ভূতকালের বিধি নূতন হইয়া আমাদিগের নিকটে আসিতেছে, ও বর্ত্তমান বিধি হইয়া যাইতেছে, তাহা বলিয়া বর্ত্তমানে কি আমাদের নিকট তদতিরিক্ত নূতন নূতন বিধি প্রকাশ পাইতেছে না? যিনি পুরাতনকে নূতন করিতেছেন, তিনিই আবার আমাদের নিকটে নূতন উপস্থিত করিতেছেন। যে কোরাণ গ্রন্থ শেষ গ্রন্থ বলিয়া মুসলমানগণ গ্রহণ করেন, সেই কোরাণ গ্রন্থেই লিখিত আছে, ঈশ্বরের প্রবচন কোন কালে শেষ হয় না; সমুদ্র যদি মসী হয়, আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বৃক্ষ লেখনী হয়, তথাপি তাঁহার প্রবচন কেহ লিখিয়া শেষ করিতে পারে না। ঈশ্বরের আর নূতন বিধি দেওয়ার কিছুই নাই ক্রমান্বয়ে সেই পুরাতন বিধিগুলিই আমাদের নিকটে উপস্থিত করিতেছেন, এ কথা আমরা বলিব কি প্রকারে? ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগকে যাহা বলিতেছেন তাহা আমাদিগের প্রতি বিধি, সুতরাং বিধি পুরাতন হইবে কিরূপে? বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের একটি বিধিও অস্বীকার করেন না, একটি বিধিও অগ্রাহ্য করেন না।

কেবল বিধি মানিলেও হয় না। প্রেরিত মানা চাই। দলের প্রত্যেককে ভগবানের প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। দলের প্রতিজনকে প্রেরিত বলিয়া মানা কি সহজ? ঈশা মুষা চৈতন্য প্রভৃতিকে প্রেরিত বলিয়া মানিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু যে সকল লোককে প্রতিদিন দেখিতেছি, প্রতিদিন যাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছি, যাঁহাদের কত দোষ আমাদের চক্ষে পড়িতেছে, তাঁহাদিগকে প্রেরিত বলিয়া মানিব কি প্রকারে? যদি না মানি, বিশ্বাসী হওয়া হইল না নববিধানে দুজন চারিজন প্রেরিত নহেন, ঈশ্বর যাঁহাদিগকে আমাদের নিকটে প্রেরণ করেন তাঁহারাই প্রেরিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস দাসী, বন্ধুগণ, সকলেই আমাদের নিকট ঈশ্বরপ্রেরিত। যে মেথর মেথরাণী আমাদের জন্য প্রতিদিন অতিহেয় কার্য্য করিয়া আমাদের হিত সাধন করে, তাহারাও আমাদের নিকটে প্রেরিত বলিয়া গণ্য। রোগের সময়ে যিনি ঔষধ দেন, শোকের সময়ে সান্ত্বনা করেন, অন্য সময়ে সেবা করেন মিষ্টবাক্য বলেন, তাঁহারা সকলেই প্রেরিত। নববিধানবাদিগণ প্রেরিত ভিন্ন অন্য কিছু দেখেন না। এই বন্ধুবান্ধব পুত্র কন্যা ভাইভগিনী লইয়া এখানে উপাসনা করিতেছি, ইঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত। যদি ইঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত না হইবেন, তবে ইঁহারা আমাদের সঙ্গে বসিয়া ভগবানের পূজা করিতে কেন এখানে আসিবেন? প্রেরিত এবং বিধি, এই দুইটি নববিধানের ভিত্তি। এ দুই ভিত্তির প্রতি আমরা কোন দিন উপেক্ষানয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারি না। যাঁহারা বিশেষ ভাবে প্রেরিত হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের এক জনকেও যদি আমরা না মানি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেরয়িতা স্বয়ং ভগবান্‌কে অশ্রদ্ধা অসম্মান করা হয়। যাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক বিধানের কার্য্যে বিশেষরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সেই কার্য্যের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস না রাখিলে, বিধানে স্থির হইয়া থাকা কখনই সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের জীবনের একটী কথা বলিলেই বিধানের লোকের প্রতি বিশ্বাস কাহাকে বলে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিব?

এক সময়ে এক জন বিধানবিশ্বাসী 'মিররে' কতকগুলি প্রশ্ন প্রেরণ করেন, কেশবচন্দ্র তাহার উত্তর দেন। সেই সকল প্রশ্নের মধ্যে এই একটি প্রশ্ন ছিল;—"আচার্য্য টাউন হলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার পরিবার বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। কেমন করিয়া হয় আপনি কি বুঝাইয়া দিবেন?" ইহার উত্তর এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রচারকের ন্যায় ধনোপার্জ্জন জন্য সাংসারিক কার্য্য করিতে তাঁহার অধিকার নাই। প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষ প্রচারকগণের প্রতিপালকস্বরূপ ভগবান্ কর্ত্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার গৃহসম্পর্কীণ সমুদায় বিষয় দেখেন এবং আচার্য্যের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহাকে এবং পরিজনবর্গকে আহার পান যোগান।" এ সম্বন্ধে তিনি এত দৃঢ় ছিলেন যে, নিজের পুত্রকন্যার হাতে কোন দিন একটী পয়সা দেন নাই, যাহা কিছু তাহাদের প্রয়োজন

ভাণ্ডারাধ্যক্ষের নিকট হইতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইত। কেশবচন্দ্র যদি আপনাকে এরূপ নিয়মাধীন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রচারকশ্রেণীমধ্যে কখন গণ্য হইতে পারিতেন না। আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে এত গণ্ডগোল উপস্থিত কেন? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রচারব্রতের বিধিতে বিশ্বাস না থাকাতেই এইরূপ গোল উপস্থিত। ভগবান্ যাঁহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সে কার্য্যের প্রতি যদি আমাদের সম্মাননা না থাকে, এবং সে কার্য্যে সম্পূর্ণ ভার আমরা তাঁহার উপরে না রাখি, তাহা হইলে একটি প্রকাণ্ড বিধান কিছুতেই চলিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য এক এক জন প্রেরিত, সেই প্রেরিতের কার্য্যের প্রতিই যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকিল, তাহা হইলে প্রেরিত এবং তৎপ্রেরয়িতার প্রতি বিশ্বাস হইল কোথায়? অতএব সাধকমণ্ডলী, আপনাদিগকে বিশ্বাসসম্বন্ধেনিতান্ত সুদৃঢ় হইতে হইতেছে। যদি আপনারা সুদৃঢ় না হন, তাহা হইলে আপনারা নববিধান জীবনে, পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবেন কি প্রকারে? যদি আপনাদের বিশ্বাসে অভাব হয়, তাহা হইলে অন্য শতগুণ থাকিলেও কি আপনারা বিধানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন? যখন আপনারা একটি মহত্তম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভগবানের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর আপনারা বিশ্বাসের অল্পতা কিছুতেই দেখাইতে পারেন না। বিশ্বাস করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হইবে। যখন ঈশ্বরের নামে আপনারা মাথা দিয়াছেন, তখন আপনাদের মাথা চিরদিনের জন্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহার উপরে আর আপনাদের কোন অধিকার নাই। যদি একবার মাথা দিয়া আপনারা তাহা ফিরাইয়া লন, কেবল বিশ্বাসের অল্পতা প্রকাশ পাইবে তাহা নহে, নরকের পথ পরিষ্কৃত হইবে। অতএব আসুন আমরা সকলে মিলিয়া ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন তাঁহাতে এবং তাঁহার বিধি ও প্রেরিতগণেতে চিরদিন বিশ্বাসী থাকি।

প্রাপ্ত।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

জীবাত্মা যেমন অবিনশ্বর, ইহার গুণও অবিনশ্বর। গুণবিবর্জ্জিত জীবাত্মার অস্তিত্বের কোনও অর্থ থাকে না। জ্যোতি ও উত্তাপবিবর্জ্জিত সূর্য্য থাকা যেমন অসম্ভব, গুণবিবর্জ্জিত জীবাত্মা থাকাও তেমনি অসম্ভব। প্রেম ঈশ্বরের একটি স্বরূপ, তিনি জীবাত্মাকে এই মধুর সম্পদ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। বিনষ্ট করিবার জন্য নয়, অনন্ত কালে অনন্ত বৃদ্ধি পাইবার জন্য। মাতৃহৃদয়ে স্নেহরূপ ও সন্তানহৃদয়ে ভক্তিরূপ এই প্রেমের স্থিতি কেবল অপূর্ণ কোরক অবস্থাতে। পরকালে ইহার পূর্ণ বিকাস ও মধুময় সৌন্দর্য্য আমাদের কল্পনার্থ সাহ অথবা আমরা ইহাও মনে করিতে পারি, ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহার ..প মাতৃহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীব পালন করিয়া থাকেন ...ই প্রেম হইতেই ইহ সংসারে সম্বন্ধ সংস্থাপন। এই প্রেম ... জীবাত্মায় অনন্তকাল স্থিত থাকিয়া অনন্ত উন্নতি প্রাপ্ত হইতে ...ল, তাহা হইলে আমাদের ইহ জীবনের সম্বন্ধ ইহ জীবন ...ত্ত মাত্র স্থায়ী তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রেমও অনন্ত কাল স্থায়ী, সম্বন্ধও অনন্ত কাল স্থায়ী। তাই সুরেশ বলিল "ঠাকুর মা, আমি তোমারই ত আছি।"

যখন এই সকল উক্তি সুরেশের মুখ হইতে বহির্গত হইতেছিল তখন আমরা সকলে (পিতা পিতামহী, মাতা, খুল্লতাত, সহোদরগণ) তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার শয্যায় উপবিষ্ট, তাহার এক একটী কথা যেন শেলস্বরূপ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল এবং ক্রন্দনের রোলে আগার বিকম্পিত হইতে লাগিল। প্রাণের সুরেশ কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "কাঁদ কেন? সব নোঙ্‌রা হয়ে গেল"। বর সুসজ্জ, হৃষ্ট মনে চতুর্দ্দোলায় উপবিষ্ট, দিঙ্মণ্ডল নানাবিধ আলোকে আলোকিত, নানাবিধ সুশ্রাব্য বাদ্যঝঙ্কার তাহার মনে আনন্দ উদ্দীপন করিতেছে, এমন সময় মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনধ্বনি যদি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, সে কি চমকিত হইয়া বলে না, এমন আনন্দের সময় বিষাদ কেন? এমন শুভ ঘটনার সময় অশুভ লক্ষণ কেন? এমন পবিত্র ব্যাপারে অপবিত্র চিহ্ন কেন? অথবা সে যে সকল উপদেশ প্রদান করিল আমাদের শোকের আবেগ দর্শন করিয়া বুঝিল, অপবিত্র ক্ষেত্রে পবিত্র বীজ নিক্ষিপ্ত হইল, সুতরাং সবই নোঙ্‌রা হইল।

এখন আত্মরূপী সুরেশ! লোকে বলে পিতা ও মাতার নিকট সন্তান চিরঋণী। তুমি যে ভাবে সংসারে তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ এবং মুমূর্ষু দশায় তোমার নিকট যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে আমরা উভয়েই পরমেশ্বর ও ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে তোমার ঋণ খত ছিঁড়িয়া তোমায় ঋণ হইতে খোলসা দিলাম। আমি তোমার পিতা, প্রতিপালক, শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা, ও চিকিৎসক ছিলাম। দেখিলাম তোমার প্রতি আরও একটু কর্ত্তব্য বাকী আছে। আজ তোমার এই ক্ষুদ্র জীবনী লিখিয়া সেই কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিলাম।

প্রার্থনা—

শ্রীহরি, যখন সুরেশের জীবনের বিষয় হতাশ হইতেছিলাম, তখন তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ইহ জগৎ হইতে সুরেশকে লওয়াই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহাই হউক। কিন্তু এ অভাগাকে সেই ভীষণ ঘটনা সহ্য করিবার বর দিও। তাহাই করিয়াছ, তোমাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ দিই। এখন হে মঙ্গলময়, তুমি মানুষকে বিষে ঢেকে সুধা দিয়ে থাক শুনিয়াছি, তাই এখন তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, এই পুত্রবিয়োগঘটনার ভিতর কোন্ মঙ্গল লুকয়ে রেখেছ তাই বাহির করিয়া দাও আমরা কৃতার্থ হই।

শ্রীবরদাপ্রসাদ দাস। *

স্বর্গীয় ভাই সুরেশ।

স্বর্গারোহণ ১০ই মে ১৮৯৭ খ্রীঃ, সোমবার—প্রাতঃকাল, মধুপুর।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাল অতীত হইল ভাই সুরেশ সংসারের মায়া বন্ধন উন্মোচন করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যে গ্রন্থিতে আমরা অষ্টভ্রাতা এত দিন অটুট ভাবে আবদ্ধ ছিলাম সেই গ্রন্থি এখন শিথিল হইল। যে এক দিন গৃহ ছাড়া হইয়া থাকিতে ভাল বাসিত না, সে আজ একাদিক্রমে এক মাস নিশ্চিন্ত ভাবে কোথায় রহিয়াছে। এ ঘর, ও ঘর, এ বাড়ী, ও বাড়ী, এ দেশ ও দেশ পৃথিবীর চারিদিকে তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি, কোথাও আর তাহার সেই সুন্দর মুখশ্রী দেখিতে পাই না। উঃ—প্রাণ ফাটিয়া যায়, খুঁজিতে খুঁজিতে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তাই এক এক বার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ফেলি, বলি সুরেশ, তুমি কোথায়? যে দিকে তাকাই সেই দিকই অন্ধকার,

---

* শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র বাং ১২৭৭ সালে ১০ই মাঘ সোমবার ২৪ পরগনার অন্তর্গত সিতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ স্বর্গীয় ভোলানাথ দাস পিতার নাম শ্রীবরদাপ্রসাদ দাস।

অন্ধকার দেখিয়াই ভয়ে কি পশ্চাৎ পদ হইব? তাহার অন্বেষণ নিরস্ত হইব? না, প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না। সুরেশের গম্যস্থান নিরাকরণ করিব তবে প্রাণ সুস্থির হইবে। সুরেশ কোথায়, এই কথা বলিয়া কাঁদিব অথচ সে যে কোথায় আছে তাহা জানিব না? সে আমাদের এত দিনের স্নেহ ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহা স্থির না করিয়া সংসার করিয়া বেড়াইব? না, এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীহরির নিকট লইয়া তবে প্রাণ শান্ত হইবে। সংসারে যখন সে ছিল, তখন এক দিন না বলিয়া কোথাও গেলে কত খুঁজিতাম, যতক্ষণ না তার গম্য স্থান জানিতে পারিতাম ততক্ষণ কি সুস্থির থাকিতাম? ছট্‌ফট্ করে চারিদিক খুঁজে বেড়াতাম; তার পর তাকে বাহির করে অথবা কোথায় আছে নিশ্চয় জেনে তবে সুস্থির হইতাম। এখন তবে কেবল কোথায় আছে বলে নিস্তব্ধ হব কিরূপে? সে মনে করিবে কি? বল্‌বে তোমরা আমার জন্য কাঁদিলে সত্য, কিন্তু আমি যে কোথায় আছি, ইহা না জানিতে পারিয়া কি করে স্থির রহিলে? মা, তুমি যখন সুরেশ, তুমি কোথায় আছ বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদ আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হয়। মনে হয় তাইত সে কোথায় আছে ইহা স্থির না জানিয়া উদরে কিরূপে অন্ন জল দিতেছি। তাই মা আমি তোমার জন্য তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। বনে, পর্ব্বতগহ্বরে, নদীকূলে যাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য তারকামণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কেহ প্রাণতুল্য সুরেশের তত্ত্ব বলিয়া দিতে পার না। প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল, কোথায় যাই, কোথায় গিয়া প্রাণাধিক সুরেশের সাক্ষাৎ পাই, এই চিন্তা হুতাশনের ন্যায় হৃদয়কে দিবানিশি দগ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপ দিবসের পর দিবস অতিবাহিত হইল তথাপি ভাইয়ের কোন সাক্ষাৎ পাইলাম না। পৃথিবীর চারিদিক অন্বেষণ করিয়া যখন কোথাও পাইলাম না, শেষে পরম জননীর কাছে গিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার প্রাণের ভাই সুরেশকে আপনি জানেন? তিনি বলিলেন হাঁ, এই সে ব'সে আছে। কেন তোমরা তাহাকে এত খুঁজিতেছ? সেত লুকাইয়া আসে নাই। সেত বলে কোয়েই এসেছে (আনন্দের সহিত) "আমি ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে চলিলাম।" এ কথা শুনিয়াও তোমরা এত খুঁজিতেছ কেন? আমি বলিলাম, হে শ্রীহরি, একবার আমাকে দেখা করিতে দাও, আমি মাকে বলিব যে সুরেশকে স্বর্গে দেখিয়া আসিলাম, সে স্বর্গে আছে। তাহা হইলে তিনি শান্ত হইবেন। দয়াময়ী জননী দয়া করিয়া বলিলেন আচ্ছা, ঐ তোমার পিতামহের পার্শ্বদেশে বসিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছে, দেখা করিয়া এস। আমি দেখিলাম পরমপূজ্যপাদ পিতামহের (যিনি ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন) পার্শ্বে ভাই সুরেশ হাসি হাসি মুখে এই গানটী গাইতেছে—"বড় আশার কথা শুনেছি নাথ! তোমার মুখেতে, তুমি বলিয়াছ ভয় নাইরে, থাকতে তোর দয়াল পিতে। যখন যেখানে থাকি, দিবানিশি দয়াল ব'লে তোমারে ডাকি, আমার পিতামাতা, ভাই, বন্ধু আমি পেয়েছি এক তোমাতে। আমি অন্ধকারে আলো দেখিতে পাই, সম্পদে, বিপদে কোন ভেদ রাখ নাই, তোমার মাভৈঃ রবে পূর্ণ জগৎ, তাই শুনি কেবল কাণ পেতে। ধনি হব বলে আমার বড় সাধ ছিল, তোমাধনে পেয়ে আমার সে সাধ মিটিল। কয়ে এত ধনে ধনী আমায়, ধন যে ধরে না মোর কুঁড়েতে।" আমি পিতামহ দেবকে প্রণিপাত করিয়া সুরেশকে বলিলাম, মা ও আমরা সকলে তোমার জন্য হাহা করিয়া বেড়াইতেছি আর তুমি এখানে আনন্দে গান গাহিতেছ? সে বলিল, হাঁ আমি সব শুনিতে পাইতেছি আপনারা আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু সে ক্রন্দনে আমার দুঃখ হইতেছে না। কারণ জানিতেছি আপনারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমে পড়িয়া রহিয়াছেন, কালে এ ভ্রম থাকিবে না। আজ শোকের নদী বহিতেছে, পরে, কিছু দিন পরে কালের পলি পড়িয়া ঐ নদী বুজিয়া আসিবে। পরে সে কালই আবার আমায় তোমাদের সহিত মিলন করাইয়া দিবে ইহাই শ্রীহরির বিধি। তফাৎ কেবল কয়েক দিনের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। আমি একটু আগে আসিয়াছি, আপনারা পরে পরে সকলেই এখানে আসিবেন; একথাত আসিবার সময়ই বলেই এসেছি, অতএব মাকে বলিবেন বৃথা আমার জন্য শোক না করেন; আমি ভাল আছি। ২৭ বৎসর বিদেশে থাকিয়া এখন স্বদেশে আসিয়াছি। অনন্তব্যাপিনী মার ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছি। মা, এখন সুরেশ কোথায় আছে জানিতে পারিলে? দৃঢ় বিশ্বাস কর সে দয়াময়ী মাতৃক্রোড়ে সুখে দিনপাত করিতেছে; এখন সুস্থির হও, আমরাও হই। আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর যে এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে, যে সংসারে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া স্বর্গে স্থান পাইল। বিদেশ হইতে স্বদেশে গমন নরলোক হইতে দেবলোকে প্রস্থান স্মরণ করিয়া মানুষ কেন শোক করিবে? ইহা বলা স্বভাববিরুদ্ধ। বিদেশে যাঁহারা একত্র থাকেন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবন্ধনে বদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশে চলিয়া যান, যাঁহারা বিদেশে পড়িয়া থাকিলেন, তাঁহাদিগের কি দুঃসহ ক্লেশ হয় না? স্বদেশের জন্য উৎকণ্ঠা কাহার মনে না আছে? একে স্বদেশের উৎকণ্ঠা তাহার সঙ্গে আবার স্বজন বিচ্ছেদ, এই দুই যখন একত্রিত হয়, তখনকার মনের অবস্থা শোক ভিন্ন আর কোন শব্দে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আমাদের পরিবার মধ্যে যাঁহারা সেই সূত্রে একত্র বদ্ধ তাঁহারা অল্পে২ স্বদেশে প্রস্থান করিতেছেন, আমরা কার্য্যানুরোধে পড়িয়া থাকিতেছি, ইহাতে যদি আমরা শোক প্রকাশ করি, তাহা কি কখন দূষণীয়? শোককরা এইরূপ ভাব লইয়া করিলেই নিজের উন্নতি সাধন করা যায়, নচেৎ বৃথা অজ্ঞানের মত শোক করায় কি ফল? প্রাণাধিক সুরেশ আমাদিগকে ফেলিয়া স্বদেশে চলিয়া গেল ইহাই দুঃখ।

যাহা হউক সে স্বদেশে সুখে আছে জানিয়া আনন্দিত হই। ধন্য সুরেশ! ধন্য ভাই! তোমার মত মৃত্যু অতি অল্প লোকেরই অদৃষ্টে ঘটে। তুমি যাবার সময় যে গুটি কতক কথা সতেজে এই পরিবারকে বলিয়া গিয়াছ তাহাই অক্ষয়রূপে চিরকাল এই পরিবারের সম্পত্তি হইয়া থাকিবে।

১

বৃথা খেদ করি মোরা—বিধির বিধান।
সংসারী জীবের সব এই পরিণাম।
ধন্যরে সুরেশ! আজ ধন্য তোর নাম।
পালিয়ে কর্ত্তব্য তব করিলে গমন॥

২

শান্তিধামে চির শান্তি হউক তোমার।
আনন্দে অমরধামে বিচর নিয়ত।
শ্রীহরি শ্রীপাদপদ্মে লইয়া শরণ।
তাঁহারই ইচ্ছা এবে করগে পূরণ॥

৩

দয়াময় দয়া কর দিন পরিবারে।
(আজ) বরিষ শান্তির জল এদের উপর।
গভীর শোকের হ্রদে হইয়া মগন।
মানিতেছি তব কাছে সুরেশ মঙ্গল॥

"He was but a jewel, lent us
To sparkle in our midst awhile,
Then God called and took away His treasure,
Before he knew an earthly guile."

Not last, but gone before.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাস।

সংবাদ।

১লা জানুয়ারী শনিবার ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে অষ্টষষ্টিতম সংবৎসরের প্রস্তুতিসূচক প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রতিদিন প্রাতে ৮টার সময় দৈনিক উপাসনা হইয়া থাকে।

ভাই দীননাথ মজুমদার মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক কার্য্য সম্পন্ন জন্য তথায় আগমন করিয়াছিলেন। দুই দিবসের অধিক আর তথায় থাকিতে পারেন নাই। প্রভুর কার্য্যে দেহ মন প্রাণ দেওয়া ভিন্ন আর শান্তি পাইবার অন্য উপায় নাই।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী হাবড়া জিলার অধীন ধশা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়াছিলেন। পল্লিগ্রামে এরূপ ব্রাহ্মসমাজ বড় আর দেখা যায় না। আমাদের ভাই সেখানে কার্য্য করিয়া বড় সুখী হইয়াছেন

শ্রীদরবার হইতে যে, ইউনিটি এবং মিনিষ্টার নামে সাপ্তাহিক ইংরাজি পত্র বাহির হইতেছিল, আগামী জানুয়ারি মাস হইতে ঐ পত্রিকা ওয়ারলড এবং নিউ ডিস্‌পেন্‌সেশন (The World and the New Dispensation) নামে বাহির হইবে। নামপরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

চট্টগ্রামবাসী রায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুরের পুত্র কৃত সবডেপুটি শ্রীমান রমেশচন্দ্র সিংহের সহিত কলিকাতা পাথুরীয়াঘাটানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুচিত্রাকুমারীর শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে অতি সমারোহপূর্ব্বক গত ২০ ডিসেম্বর সোমবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৮ বৎসর, কন্যার বয়স ১৬ বৎসর। উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহ সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ লোক উপস্থিত ছিলেন। দয়াময়ী জননী নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাদের ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর দুই বৎসরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন, বিগত ৯ই ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি ২ টার সময়, ইহ পৃথিবীর জননীর কোলশূন্য করিয়া পরম জননীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শিশুটি সকলেরই বড় প্রিয়দর্শন ছিল। আশ্রমবাসী বালক বালিকারা পর্য্যন্ত সকলেই শিশুর অভাব বোধ করিয়া কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিগত ২৭এ ডিসেম্বর সোমবার রংপুরের স্পেশল সবরেজিষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের নবজাত নবকুমারীর জাতকর্ম্ম নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। জগজ্জননী শিশু ও তাঁহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

২৫ ডিসেম্বর সাধকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভিক্টোরিয়া কালেজের বাড়ীতে ঈশার জন্মোৎসব হয়। প্রাতে ৬॥ টার সময় [illegible] ও সঙ্কীর্ত্তনের পর ৭॥ টার সময় কতিপয় সাধক নবসংহিতার ব্যবস্থামত অতি গম্ভীরভাবে স্নান করেন। ৮ টার সময় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ দিনের বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশার জীবনলাভের তাঁহারা প্রার্থী হইয়াছিলেন, মধ্যাহ্নে সাধুচরিত আহার পান করিয়া সকলে বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। ৬০ ৬৫ জন এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

চন্দননগরের সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ১১ই পৌষ শনিবার সন্ধ্যার সময় যাইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। পর দিন ১২ই পৌষ রবিবার প্রাতে শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে উপাসনা করেন। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরগুরু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যগুরুর শরণাপন্ন হইয়া পদস্খলিত হইতেছেন, ইহা নিবারণ হওয়া উচিত, এই উপদেশের বিষয় ছিল। সমাজস্থলে স্থানীয় এবং কলিকাতার অনেক গুলিন পুরুষ ও নারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমান মনোমত ধন সঙ্গীতদ্বারা উপাসনাকে আরও বিশেষ ভাবে সরস করিয়াছিলেন।

ভাই [illegible] সেন চাইবাসা হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধৃত :— "এখানে [illegible] বাবুর আবাসে গত শনিবার ঈশার জন্মোৎসব করা গেল। গত কল্য অপরাহ্ণে [illegible] 'জেন্দেগিকা মক্‌সদ ক্যা হৈ' (জীবনের লক্ষ্য কি) এই বিষয়ে উর্দ্দুতে এক বক্তৃতা হইয়াছে। দেড় শত হইতে দুই শত লোক উপস্থিত ছিল। সবডিভিজনের [illegible] হইতে এখানকার প্রায় সমুদায় বাঙ্গালিবাবু অনেক ভদ্র হিন্দু ও মোসলমানেরা সমাগত হইয়াছিলেন। শিক্ষিত মোসলমান কয়েকজন বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অন্য লোক প্রায় কিছুই বুঝেন নাই। অদ্য প্রায় ৬ মাইল অন্তর [illegible] দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং [illegible] বাবুও গিয়াছিলেন। চমৎকার দৃশ্য! সেখানে উপাসনাদি হইয়াছিল। বেলা ৩টার সময় [illegible] ভোজন করা গিয়াছে। [illegible] বাবুর পরিবারটি [illegible] পরিবার। প্রতিদিন প্রাতে [illegible] সহিত পারিবারিক উপাসনা হয়। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং [illegible] আদ্যোপান্ত উপাসনায় যোগদান করেন এবং হৃদয়ভেদী প্রার্থনাদি করিয়া থাকেন। রাত্রিতে অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া গভীর আলোচনাদি হয়।

"ভাই নন্দলাল আগামী বুধবার রাঁচি যাত্রা করিবেন এরূপ মনস্থ করিয়াছেন। রাঁচি হইতে পুরুলিয়ায় যাইয়া ট্রেণ ধরিবেন। দুইশত আড়াইশত মাইল দোলাযোহাণে যাইতে হইবে। ৮ই জানুয়ারির মধ্যে কলিকাতায় পঁহুছিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

"গয়ায় কিছুই নাই, ব্রাহ্মের মধ্যে এক মাত্র ডাক্তার চন্দ্রনাথ আছেন। সুদৃশ্য বৃহৎ সমাজ ঘরটির চিহ্নও নাই! সমাজঘরের ভিটাতে সিম-বেগুনের ক্ষেত্র। এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে, প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে চন্দ্রনাথ যাইয়া তথায় উপাসনা করিয়া আইসেন। তাঁহার কন্যাগণ ও ভ্রাতা রেওয়ালাল তাহাতে যোগদান করেন। গত পূর্ব্ব রবিবারে আমি সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলাম, চন্দ্রনাথ ও রেওয়ালাল এবং আর একটি বিহার দেশীয় ভদ্রলোক তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। একদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলাম। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল যে বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।"

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Science Shrine

Washington, Nov. 10 -- The Smithsonian Institution in Washington has more than 25,500,000 scientific specimens ranging from airplanes to parts of prehistoric animals. The institution, which this year began its second century of operation, is adding about 500,000 items a year to its collection.---USIS

*　　*　　*　　*　　*　　*

Glass Heat

New York, Nov. 10 -- A thin, transparent coating for glass that will generate heat when an electric current is sent through it is reported in the United States. Inv[illegible]s believe the glass coating may prove useful for car window defrosters, glass coffee makers, and many other electrical appliances.

The glass coating is said to be extremely tough and tenacious. Coatings can be made to produce electrical resistance ranging from 10 to 10,000 ohms. (An ohm is a practical unit of resistance to an electric current). The glass coating is heated in the same way that coils in an electric toaster or iron are heated, Dr. Robert H. Dalton, chemist of the Corning (New York) Glass Works, reports. ---USIS

*　　*　　*　　*　　*　　*

Airplanes in U.S.

Washington, Nov. 10 -- There are 92,618 registered airplanes in the United States, the U.S. Civil Aeronautics Administration reports. Of this number, 86,212 [illegible]ve one engine, 4,521 two engines, 20 three engines, 533 four engines, one eight engines, and 506 are gliders and lighter-than-air craft.---USIS

*　　*　　*　　*　　*

Negro Housing Project

Clearwater, Florida, Nov. 10 -- A Negro housing project costing $1,000,000 has been opened here under private enterprise. The Clearwater project consists of 25 buildings, which will house 200 families at an apartment rent of $10 or $12 per week. S.W. Curtis, Negro

high school . . . .

high school principal, is chairman of a committee to select names of famous Negro leaders for whom the buildings will be named.---USIS

*   *   *   *   *   *

<u>New Railroad Car</u>

Washington, Nov. 10 -- A new stainless-steel railroad passenger car, powered by twin 275-horsepower diesel engines, is being demonstrated in the United States. The air-conditioned car carries 90 passengers at a speed up to 83 miles an hour. The car, manufactured by the Budd Company of Philadelphia, in the state of Pennsylvania, is being shown to transportation officials in 30 cities throughout the United States.---USIS

*   *   *   *   *   *

<u>Coal By-Products</u>

Washington, Nov. 10 -- There are about 200,000 by-products derived from bituminous coal in the United States, the National Coal Association reports. Among these are sulfa drugs, aspirin, flavoring extracts, plastics, and fertilizers.---USIS

*   *   *   *   *   *

<u>U.S. Foreign Loans</u>

Washington, Nov. 10 -- The United States has extended more than $10,000,000,000 in loans and credits to other governments during the past four years, the U.S. Commerce Department reports. This does not include gifts and grants.---USIS

*   *   *   *   *   *

<u>Safe-Driving Classes</u>

Washington, Nov. 10 -- More than 400,000 students are enrolled in automobile safe-driving classes in 4,635 secondary schools throughout the United States, the National Automobile Dealers Association reports.---USIS

*   *   *   *   *   *

<u>More Home-Owners</u>

Washington, Nov. 10 -- Approximately 20,000,000 nonfarm families in the United States owned their own homes at the beginning of 1949, the Federal Reserve(Bank)Board reports. This is an increase of 2,000,000 home-owners over those reported a year earlier.---USIS